



## ভূমিকা ॥

ভারতবর্ষীয় ভাষাভিলাষিভাসমাজ সমীপে বিনয়পূর্বক এই নিবেদন যে এতদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস যথার্থরূপে আদ্যো-  
পান্ত সমস্ত নাথাকিতে ইদানীন্তন জনগণের অন্যান্য বিষয়ে  
বিজ্ঞতা সম্বন্ধেও এতবিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ হয় এইহেতু শ্রীযুক্ত জান্  
মাসমান সাহেব বহুপরিশ্রমে ইংরাজী ভাষায় ভারতবর্ষীয় প্রাচীন  
ইতিহাস সংগৃহপূর্বক এক গ্রন্থ করিয়াছেন কিন্তু যে সকল মহাশ-  
য়েরা ঐ ভাষা শিক্ষা করেন নাই এবং যে সকল বালকেরা উত্তম  
বাক্সালা ভাষা শিক্ষা করিতে বাঞ্ছা করেন তাহাদিগের অভিযয়  
উপকারার্থে আমি ঐ গ্রন্থ বাক্সালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রব-  
ৃত্ত হইয়া এককালে হর্ষবিষাদে মগ্ন হইলাম আমার হর্ষের হেতু  
এই যে বাক্সালা ভাষায় এতাদৃশ গ্রন্থ কদাপি প্রকাশ পায় নাই  
প্রকাশ হইলে এতদর্শনে সাধারণ লোকের অবশ্যই বিজ্ঞতা হই-  
তে পারিবে। এবং বিষাদের হেতু এই যে উক্ত সাহেব নানাস্থানে  
বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকেও অনুমানদ্বারা লিখিয়াছেন ইহার  
উদাহরণ হিন্দুধর্ম দুষণ স্থলে বিশেষরূপে ব্যক্ত আছে কিন্তু আমি  
ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোন অংশের পরিত্যা-  
গ বা পরিবর্তন করিতে পারিলাম না সুতরাং তাহার মতে লিখি-  
লাম পরে গ্রন্থাবসানে তজ্জপ কোন স্থানের উত্তর লিখিয়াছি  
বিজ্ঞ মহাশয়েরা দৃষ্টি করিবেন। অপর নিবেদন এই যে যদ্যপি  
কোন স্থলে প্রমাদভঃ বা ভ্রমভঃ ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা বিজ্ঞ  
মহাশয়েরা নিজগুণে শোধন করিবেন এবং একাংশের দোষ দেখি-  
লেও সর্বাংশ পরিভ্রাণ করিবেন না ইতি ॥



## নিবন্ধ পত্র ॥

প্রথম খণ্ড ।

### হিন্দুরাজত্বের কাল বিবরণ ॥

প্রথম অধ্যায় ।

পৃষ্ঠা

প্রথমোক্তাংশে পশ্চাৎ লিখিত বিষয় সঙ্কলের সংক্ষেপে বিবরণ আছে । ভারতবর্ষের সীমা, ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অংশ কল্পন, হিন্দুদিগের প্রাচীন চুক্তি, হিন্দুদিগের কাল নিকপণ বিষয়ে অভিজ্ঞি, ভারতবর্ষ এই সংজ্ঞার ব্যাখ্যা, ভারতবর্ষের আদি লোকের বৃত্তান্ত, হিন্দুদিগের উদ্ভি, ভারতবর্ষের প্রাচীনমত বিভাগ, সংস্কৃত এবং চলিত ভাষাসংস্কৃতের নিদেণ, নানাবিধ ধর্মের ক্রমশ উৎপত্তি, বেদানুগম, হিন্দুদিগের দেবতাকল্পনাবিদ্যা । . . . . .

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, ইক্ষাকু ও অীরামচন্দ্র এবং তাবনের বিবরণ, পরশুরাম নগর ও বটপঞ্চাশত বৃদ্ধবংশের বিবরণ, বেদাগমন, মনুসংহিতা, মহাযুদ্ধ, অীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদিগের বিবরণ, জরাসন্ধের বিবরণ, যুদ্ধিষ্ঠির এবং তাহার ভাতৃগণের ভ্রমণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, বলরামের বিবরণ, হিন্দুদিগের পূর্ব চরিত্র । . . . . . ১৪

তৃতীয় অধ্যায় ।

ভেরাইয়সকর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ ও তৎকালস্থিত হিন্দুদিগের চরিত্রের বিবরণ ও তৎকাল অর্থাৎ সর্পজাতীয় দ্বারা ভারতবর্ষে যে আক্রমণ হয় তাহার বৃত্তান্ত । গৌতম ঋষির উপাখ্যান, বৌদ্ধমত আগমন ও তাহা কি নিমিত্তে সৃষ্ট হয় তাহার বিবরণ; বৌদ্ধমতের ক্রিপ ধারা । ভারতবর্ষে সেকন্দর সাহের আগমন এবং তাহারদ্বারা পুরুরাজার পরাস্ত হওন ও তাহার সৈন্যরা তাহার প্রতি বিরুদ্ধ হন ও ভারতবর্ষ হইতে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন আর তিনি যৎকালে এতদ্দেশে আগমন করেন তৎকালে হিন্দুদিগের কিপ্রকার চরিত্র ও ব্যবহার তাহারবিবরণ ॥ . . . ২৯



মহানন্দ ও চক্রবর্ত্ত । মরিচংগীদিগের রাজত্ব । মিলি-  
উক্‌ম্ এবং মিয়ান্থিনিন্স, বাক্তিয়া রাজ্য । মগধাদিপতি-  
দিগের বিবরণ । অগ্নিকুল । বাক্তিয়াদিগের অধিক পুধানন্দ,  
শুমুরা বংশীয়দিগের রাজত্ব বিস্তার, সিংহলদ্বীপস্থ বৌদ্ধ-  
দিগের পরাভূতের গল্প, ইত্যাদি ॥ ..... ৪২

পঞ্চম অধ্যায় ॥

বিক্রমাদিত্য এবং শালিবাহন । সুমিত্রের মৃত্যু ।  
খ্রীষ্টের জন্ম । ভারতবর্ষে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের প্রকাশ । রুম-  
দেশে দূতপ্রেরণ । মগধাদিপতি অশ্ররাজের বিবরণ ।  
মহার্জুন । পলোমা বিষয়, রামদেব বিষয়, অশ্রভূতাজ ।  
বিষ্ণুপুরাণনুসারে ভারতবর্ষের বিবরণ ॥ ..... ৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

চিতোরের রাজা । খ্রীষ্টিয়ান হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি,  
গোহ । বাপ্পা, মুসলমানদিগের ধর্মের উন্নতি, মুসলমানদিগের  
প্রথম আক্রমণ । চিতোরের আক্রমণ এবং রক্ষা, তবার  
বংশ, উজ্জয়িনীর পতন । চিতোরের প্রতি আক্রমণ ॥ .... ৫৩

দ্বিতীয় খণ্ড ।

। যবনাদিকারের মৃত্যুস্তম্ভ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

সামিনেন্ রাজ্যোপাখ্যান । গজানন রাজ্যের বৃদ্ধি, সবজু-  
জীন নামক যবনরাজদ্বারা ভারতবর্ষের আক্রমণ । গজাননস্থ  
মহম্মদের বিবরণ । ভারতবর্ষের অবস্থা । মহম্মদকর্তৃক  
ভারতবর্ষের বারম্বার আক্রমণ । স্থানেস্থানের বিবরণ । কান্য-  
কুব্জ । সোমিনাথ শিব, মহম্মদের মৃত্যুবৃত্তান্ত ॥ ..... ৬৫

অষ্টম অধ্যায় ।

মম্বুদের রাজ্যাবিবেক । শেনজুকদিগের ভারতবর্ষে দৌরা-  
জ্যা । তগরনবেগ । দেকানে শিবাজীমার বৃদ্ধি । শ্রীচন্দ্রদেবকর্তৃক  
কান্যকুব্জে রাণুর রাজ্য স্থাপন । মাদুদের সিংহাসনোপবিষ্ট  
হওন । হিন্দুদিগের পুনঃশক্তিপ্রাপ্তি । ইবরাহিম ও মুসাউ-  
দের রাজত্ব । ঘোঁরী বংশীয়দিগের বৃদ্ধি । গজাননে মহম্ম-  
দের বংশলোপ ॥ ..... ৭৩

হারীগীর রাজা। কান্যকুব্জস্থ রাথুরের। দিল্লীর তুঘলক  
রাজা। স্বদেশীয় বিবাদ। জয়চন্দ্রের আত্মশ্রী। দিল্লীর শেষ  
রাজা পৃথীরাজ। ভোজ রাজা। ঘোরি মহম্মদের বংশাবলি।  
তৎকর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ ও কাগরের যুদ্ধ। গুজরাট  
এবং কান্যকুব্জের জয়, মহম্মদের মৃত্যু ॥ ..... ৮৩

দশম অধ্যায়।

জঙ্গীসখাঁকর্তৃক জয়করণ। দিল্লীর সুলতান কুতবউদ্দীন,  
বঙ্গদেশে বখতিয়ার প্রেরণ। জয়। আসামদেশে তাঁহার  
যুদ্ধার্থে গমন। তাঁহার পরাজয় হুওন ও মৃত্যু। আলাউদ্দীন।  
সুলতান তিজিয়, নাজীর উদ্দীন। বাল্লান। টেকোবাদ ও  
ঐ বংশের লোপ ॥ ..... ৮৭

একাদশ অধ্যায়।

জেলানিউদ্দীন খিলজী বংশস্থাপন করেন। আলাউদ্দীন  
দেবক, নাজিরুদ্দীন করেন। তিনি পিতৃবধ করেন। তাঁহার  
সিংহাসনাবোহন। তাঁহার রাজশাসনের রীতি এবং গুজরাটে  
ও চিত্তোরে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা। ক. তুর দেকান জয়করণ।  
আলাউদ্দীনের মৃত্যু। তাঁহার চরিত্র এবং কীর্তি। খিজির-  
দিগের বংশলোপ। গাজিবেগ তগলক সিংহাসনাবো-  
হন করেন ॥ ..... ৯৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

গয়াসউদ্দীন মহম্মদ তগলক। তাঁহার দৌরাঙ্গা এবং  
দৌলতাবাদ নগরকে রাজধানী করিতে উদ্যোগকরণ।  
মিয়র রাজ্যের স্বাধীন হওন। দেকানস্থ রাজা রাজবিদ্রোহী  
হন। ফিরোজ তগলকের বৃত্তান্ত ও তাঁহার নম্রভাব ও উন্নতি।  
বঙ্গদেশে রাজবিদ্রোহ ও তাঁহার মৃত্যুর পরাবধি দশবৎসর  
পর্যন্ত রাজ্যমধ্যে কলহোৎপত্তি। মালওয়ার রাজা ও গজ-  
রাটের রাজা ও খণ্ডেশের রাজা ও জয়ানপুরের রাজাদিগের  
রাজবিদ্রোহ। তৈমুর, তিনি দিল্লী অধিকার করেন এবং  
পলায়ন করেন। খিজির খাঁ সায়েদ বংশ স্থাপন করেন ॥ . . . ৯৫

সায়দ বংশ । বিলোলিলোদীর অতিশয় পরাক্রমপ্রাপ্তি, আলাউদ্দীন সায়দকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তিনি দিল্লীতে রাজা হন, মালওয়ার রাজা সুলতান হুসং । চিতোর । মামুদ খাঁ খিলিজি মালওয়া রাজ্যের সিংহাসনোপবিষ্ট হন । তাঁহার চরিত্র ও যুদ্ধকীর্তি । তিনি গুজরাট রাজ্য অধিকার করেন ॥ ১৪১

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বিলোলি লোদী । দিল্লীর নাক্ত । জুয়ানপুরের সংযোগ । সেকন্দর লোদী । ইব্রাহিম লোদী । সুলতানবাবর । মোগল রাজত্ব স্থাপন । গুজরাট হইতে মালওয়ার মহম্মদ সাহের দূতীকৃত হওন । মিউয়ারের রাণাবংশীয় কুটুম । মালওয়ারে গয়াসউদ্দীনের আলস্যপূর্ণক রাজত্বকরণ । গুজরাটস্থিতি মহম্মদ সাহের কীর্তি । গুজরাটদেশস্থদিগের পোতুগীস জাতীয়দিগের সহিত জলপথে যুদ্ধ । মালওয়ার শেষরাজা মহম্মদের পরাজয় এবং ঐ রাজ্যের স্বাধীনতারশেষ ॥ ১৪২

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

দেকান দেশ জয়করণ । জয় নগরের উন্নতি । দেকান দেশে রাজবিদ্রোহ । বাহ্মনি বংশ । আলাউদ্দীন । মহম্মদ । মোজাহিদ । ফিরোজ মহম্মদ সাহয়ালি । বিভিন্ন আলাউদ্দীন । হুমায়ুন । নিজাম সাহ । মহম্মদ সাহ ও তাঁহার রাজত্বে রাজ্যের উন্নতির শেষ । মহম্মদ গাওয়ানের বধ । ঐ রাজ্য ধ্বংস হইলে তাহা হইতে পঞ্চরাজ্যের উৎপত্তি । ১৪৩

ষোড়শ অধ্যায় ।

পোতুগীস জাতীয়দিগের আগমন । ইউরোপে নাবিকতা বৃদ্ধি । হাইয়েস উত্তমাংশ । অন্তরীপ সন্ধান করিয়া আইসেন । আমেরিকার প্রথম প্রকাশ । বাস্কদিগামা জলপথে ভারতবর্ষে আগমনার্থে যাত্রাকরেন এবং মালীবার কোষ্ঠিতে অর্থাৎ তীরে কালিকটে উত্তীর্ণ হন । কানরেলের আগমন এবং আলমিডার আগমন । আলবুকার্কের আগমন এবং তিনি পূর্ব দেশে পোতুগীসদিগের সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন । তিনি অপমানগ্রস্ত হইয়া গোয়ানামক উপদ্বীপে গমন করিয়া মরেন ॥ .... ১৪৪

ঐশ্বর্যেশ্বরে।

জয়তি ।

# ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড ।

হিন্দুরাজত্বের কালবিবরণ।

১ অধ্যায় ।

প্রাচীনসাম্রাজ্যে পশ্চাৎ লিখিত বিষয় সকলের সংক্ষেপে বিবরণ আছে । ভারতবর্ষের সীমা, ভারতবর্ষী, ইতিহাসের অংশকল্পনা, হিন্দুদিগের প্রাচীন যুগচক্রকয়, হিন্দুদিগের কাল নিকপণবিময়ে অত্যুজ্জ্বল, ভারতবর্ষ এই সংজ্ঞার ব্যাখ্যা, ভারতবর্ষের আদি লোকের বৃত্তান্ত, হিন্দুদিগের উন্নতি, ভারতবর্ষের প্রাচীনমত বিভাগ, সংস্কৃত এবং চলিতভাষাসমূহের নির্দেশ, নানাবিধ ধর্মের ক্রমশ উৎপত্তি, বেদানুশ্রয়, হিন্দুদিগের দেবতাকল্পনা বিদ্যা ।

আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্ষেপরূপে করিব । এই ভারতবর্ষ আসিয়ানামক পৃথিবীখণ্ডের দক্ষিণ প্রদেশের অংশে স্থলে আছে । ইহার সীমা উত্তরে ও উত্তর পূর্ব ভাগে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ মহাসমুদ্র, পশ্চিম ভাগে সিন্ধুনদী, এবং পূর্বভাগে বৃক্ষপুত্র অবধি নিগুণ্যস অন্তরীপব্যাপি পর্বত শ্রেণী এই ভারতবর্ষ এইরূপে চতুঃসীমাবদ্ধ হইয়াছে ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাগত্রেয় বিভক্ত হইয়াছে হিন্দু জাতীয়, ও যবন জাতীয় এবং খ্রীষ্ট মতাবলম্বি জাতীয় । প্রমাণ সিন্ধু ইতিহাসকালের যে সীমা তাহারো অতিপূর্বহইতে আরম্ভ হইয়া যবন

কোন গুহাদির পরস্পর মিলন হইয়াছিল তৎ কালীন হিন্দু জ্যোতির্জ্ঞেরা সেইকালকে সৃষ্টির বয়স্কাল করিয়া গণনা করিয়াছিলেন তৎ কালে ঐ জ্যোতির্বেত্তারা মনুবাসকলের গুরু ছিলেন ও তাঁহারা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান ছিলেন সাধারণ লোকেরা প্রায় অজ্ঞ ছিলেন উক্তবিষয় ধর্ম সংক্রান্ত এই বোধে তাঁহারা কোন বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া গুহ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে এবিষয়ে চন্দ্র করিলে পাপ হুশে ॥

হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রে পুরাণের একপ্রধানংশ যে অতীতকাল নিকপণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব এইরূপে তাহা ক্ষমতাপে আপনিক বোধ হইতেছে এবং কেবল অজ্ঞানলোকের আশ্চর্য্যবোধের নিমিত্ত পুরাণ সকল রচনা হইয়াছিল তাহার একাংশ কালনিকপণ যদ্যপি অনিশ্চিত হয় তবে অন্যান্য প্রকরণও সেইরূপ অমূলক বলিতে হইবেক অতএব আমরাদিগের মনে করা কৰ্ত্তব্য যে পুরাণের এক পরিচ্ছেদমাত্র রচনাভাজ্য তাহা বর্ণন করা হইয়াছে বাস্তবিক সত্য নহে বহুস্ত স্বাভাবিক দৃষ্ট হয় যে মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসরের অধিক প্রায় সম্ভবে না এবং একমনুষ্যের দশপুত্রের অধিক দৃষ্টি গোচর নাই কিন্তু পুরাণকর্ত্তারা একই ব্যক্তির বয়স্ক্রম দশসহস্রবৎসরেরও অধিক লিখিয়াছেন এবং একটা অলাবুর মধ্যে এককালীন মগররাজার দশসহস্র সন্তান জন্মিয়া প্রত্যেকে পৃথককৈ লৌকিকটাহে দুষ্কপান করত বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তৎপরে এক তপস্বির আতিশায়ে একদাই ভয়সাৎ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন অপর স্বভাবত একবদন বিভূজ মনুষ্যই সর্বত্র দৃষ্ট হয় তাহার অধিক স্বভাবের বিপরীত কিন্তু পুরাণকর্ত্তারা দশমুণ্ড বিংশতিবাহু লিখিয়া এতদ্দেশীয় কোনও বীরের বর্ণন করিয়াছেন, অপর ইউরোপীয়েরা সমুদ্র পথে পৃথিবীর চতুর্দিগ ভ্রমণ করত প্রতিদিন ভ্রমণের সীমা নিকপণদ্বারা পৃথিবীর গোলাকৃতি ও কিঞ্চিৎন্যূনাপিক ইংরাজি ২১০০০ ক্রোশ পরিমাণ লিখিয়াছেন কিন্তু হিন্দু গুরুকর্ত্তারা উক্তবিষয়ে ইংরাজের নিবীত পরিমাণাপেক্ষায় ৪০ গুণ অধিক বর্ণন করেন এবং ইংরাজেরা যথার্থ হেথিয়া স্থির করিয়াছেন পৃথিবীস্থপ্রধান পর্বতের উচ্চত্ব ইংরাজি পঞ্চক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে কিন্তু হিন্দুকবিরা সুমেক পর্বত কালিন্ধিকালে দৃষ্টি করেন নাই তথাচ তাহার উচ্চত্ব হয় লক্ষ ক্রোশ

পরিমিত লিখিয়াছেন অতএব পৃথিবীর সমস্ত শরীর পরিমাণ অনুযায় পরমায়ু সন্তান সংখ্যা পক্ষতের উচ্চত্ব শরীরাদিগের হস্ত পদ মস্তকাদির বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রে সমস্তই অমূলক বর্ণন করিয়াছেন সুতরাং এসকল পুরাণের একাংশই যদ্যপি অমূলক হইল তবে অন্যংশের সত্যাসত্যতা অন্যাসেই বোধগম্য হইবে কেননা পক্ষতের উচ্চতা বিমস্তক লিখন যদি সত্য হয় তবে অতীত কাল নিকৃপণও অবশ্য সত্য হইবে এবং যে পৃথিবী ব্যাসেতে অষ্ট সহস্র ক্রোশের ন্যূন হইবে তাহাতে যদ্যপি পৃথিবীতে ছয় সহস্র ক্রোশ উচ্চ এবং নিম্নে এক লক্ষ আটাইশ হাজার ক্রোশ পরিমিত পক্ষত থাকিতে পারে তবে চারিযুগের নিকৃপিত কালসম্বন্ধীয় লিপিও স্থাপন করিয়া যানিতে হইবে আর সুমেরু পক্ষতের পরিমাণ বিষয় যদি মিথ্যা হয় তবে পুরাণের কালনিকৃপণও মিথ্যা বলিতে হইবে।

চারি যুগে যে কাল নিকৃপিত হইয়াছে তাহা সম্বন্ধে নিয়মসূচ্য বোধ হইতেছে ইহা দ্ব্যস্ত প্রমাণ করিবার আবশ্যক হইলে আমরা এই কহিতে পারি যে অন্য২ দেশসকলের যথার্থ শর পুস্তকাদি যে লিখিত আছে তাহার সহিত উক্তবিষয়ের একাংশ না কিন্তু তথাপি ঐ চারিযুগ যে ইতিহাসের যথার্থকাল তাহা বোধ হইতেছে কেবল অনিয়মিতরূপে উক্তর সীমা বিস্তারবিষয়ে লেখকদিগের ভ্রম হইয়াছে অন্য২ জাতির ইতিহাসের ন্যায় হিন্দুরাও ইতিহাস দ্ব্যস্ত করিবার নিমিত্তে তাহা বিভ্রান্তরূপে বর্ণিত করিয়াছেন কিন্তু তাহা অত্যন্ত প্রাচীনরূপে বর্ণনা করিতে তাহার যথার্থরূপে স্থির করা অতিশয় দুঃসাধ্য। বেণ্টলীমানক একজন ইংলুণ্ডীয় হিন্দুদিগের অতীতকালনির্ণয় বিদ্যা বিশেষ মনোযোগের সহিত অভ্যাস করিয়া অনুমান করেন যে উক্তযুগের যথার্থকাল কেবল আধুনিক বুদ্ধাদিগের দ্বারা প্রাচীনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি লিখেন যে জলপ্লাবন অবধি ইংরাজী শালের ১৫২৮ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত যেকাল এই সত্যযুগ ঐ শালাবধি ইংরাজী শালের ২০১ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত ত্রেতায়ুগ এবং ঐ শালাবধি ইংরাজী শালের ৫৪০ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত যে সময় তাহা দ্বাপর হয় আর ঐশালঅবধি ইংরাজীশালের ২২২ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত কলিযুগ। কিন্তু ঐ অনুমান যদ্যপিও সম্ভবনীয় বোধ হয় তথাপি সর্বসাপারের গৃহ্য যোগ্য নহে আর

যদ্যপিও ইহাতে সন্দেহ থাকিবে তথাপি আমরা অন্য জাতিদিগের যথার্থ নিকপিত অতীত কালের নহিত হিন্দুদিগের কালনিকপন করিতে পারি। জলপ্লাবনের পর যিহুদীরা ও বেবিলন দেশীয়েরা এবং মিসর দেশীয়েরা ও গ্রীক দেশবাসিরা যৎকালে প্রথম বসতি করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা লিখিত আছে এবং ঐলেক্ষাতে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি কিন্তু ভারতবর্ষীয় লোকেরদের আদি বসতিসময় কোন প্রকারেই উক্ত সকল অপেক্ষায় অধিক প্রাচীন কহিতে পারি না। জলপ্লাবনের পর অন্যান্য জাতিদিগের যথার্থ নিকপিতকালের সহিত কলিযুগের নিকপন সাধারণরূপে একা হয় একারণ ঐ সময়াবধি হিন্দুশাস্ত্র মতানুসারে যে কাল নিকপিত হইয়াছে তাহা যথার্থরূপে গৃহণ করিতে পারি এইহেতু হিন্দু গুরুভক্তরা পূর্বযুগে যেসকল বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন আমরা এইকালের মধ্যেই তাহার বর্ণনা করিব এবং তাহাতে স্নষ্ট বোধ হইতেছে কলিযুগেতেই ইক্ষাকু সগররাজা জীরামচন্দ্র রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির রাজত্ব হইয়াছিল।

হিন্দুরাজাদিগের শাসনকালীন ভারতবর্ষের পূর্ববিবরণ কষ্ট চেষ্টাতেও নিশ্চয় করা যায় না অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক তৎকালীন বৃত্তান্ত স্নষ্টরূপে প্রকাশ হয় নাই কথিত আছে যে ভরত নামক রাজা এই সমুদায় দেশ শাসন করিয়াছিলেন এইকারণ ভারতবর্ষীয়লোকেরা তাহার নাম ঘটিত করিয়া রাজ্যের নাম ভারতবর্ষ রাখিয়াছেন ভরতরাজা তাবদভারতবর্ষের সমুট হইয়াছিলেন কিনা তাহার নিশ্চয় নাই ভূরিকারণ প্রমাণে সম্ভব হইতেছে হিন্দুদিগের সর্বাঙ্গে ভরতরাজাই ভারতবর্ষে বিখ্যাত রাজ্যেশ্বর হইয়াছিলেন, ভরতরাজার প্রভুত্বের সত্যতা বিষয়ে ইতিহাসে অনেক লিখিত আছে কিন্তু তাহা ব্যর্থজ্ঞান করিতে হইল যেহেতু স্মৃত আছে ঐ রাজা দশসহস্র বৎসর রাজ্যভোগানন্তর মৃগরূপ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

এইরূপ মিথ্যাগল্পে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসমধ্যে হিন্দুদিগের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। আর রাজাদিগের বংশাবলীবিবরণ একেবারে ত্যাগ করিলে যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না এবং প্রত্যেক রাজ্যেশ্বরের অনেকসহস্র বৎসরত্যাগ করিলেও ইতিহাসরচনা যোগ্য

কোন বৃত্তান্ত থাকে না আর যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত বৃত্তান্তও পাওয়া যায় তাহারও যথার্থ কালনিকপণ কিম্বা পরস্পর এক্য হয় না একারণ তাহাও কল্পিতজ্ঞান করি তন্মধ্যে প্রতিপদে কেবল সন্দেহনিবরণদ্রষ্ট উপন্যাসতুল্য ইতিহাস দেখিয়া আমরাদিগের অনুসন্ধানে ক্রমিক সন্দেহবৃদ্ধি হয়। এবং অত্যুক্তি ত্যাগ করিয়া কোন বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে যদ্যপি তাহা বিশ্বাসযোগ্য হয় তথাপি কিরূপে ঐ বৃত্তান্ত শৃঙ্খলবদ্ধ করিব তাহা স্থির করিতে পারি না। পৃথিবীমধ্যে হিন্দুদিগের ভাষাপেক্ষা উজ্জ্বল ভাষা ছিল না এবং তাহাদিগের শাস্ত্রও সন্দাপেক্ষায় প্রাচীন বটে কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে বিশ্বাসযোগ্য কোন ইতিহাস লিখিত হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসমধ্যে এই প্রথম সন্দেহ যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা এতদ্দেশের আদি লোক কিনা। কিন্তু আমরা প্রতিদিন যেসকল প্রমাণ দেখিতেছি তাহাতেই উক্ত সন্দেহের সিদ্ধান্ত হয় কেননা যথার্থ কথিত আছে জলপ্লাবনেরপর সিন্ধুনদীর পশ্চিমে যে স্থলে বৃহস্পোকসকল রক্ষিত ছিল আদৌ তাহার চতুর্দিকে লোক বসতি হয় পরে তথাহইতে আসিয়া ভ্রমণকারি লোকেরা পৃথিবীর নামানুসারে বসতি করেন এবং সকল লিখনানুসারেও ইহার সহিত এক্য হয় যে পশ্চিম দেশহইতে লোক আসিয়া ভারতবর্ষে প্রথম বসতি করে। আদিবাসিনা হিন্দুছিলেন না তাহার প্রমাণ এই যে আদি লোকের অনেক জাতিরা অদ্যাবপি সম্মদা ও শোণ ও মহানদীর তীরস্থ বন মধ্যে এবং সুরগুজ ও চোতানাগপুরের পার্শ্বতে বাস করিতেছে ও পূর্ববৎ অসভ্যাবস্থাতেই আছে ভাল গোপ্ত মিনাজ কোল এবং চুয়াড় এই সকল নামে তাহাদিগের খ্যাতি আছে এবং তাহারা যে ভাষা কহে তাহার সহিত সংস্কৃতের কোন সম্বন্ধ নাই আর তাহাদিগের ধর্ম্মের সঙ্গেও হিন্দু ধর্ম্মের কিছু মাত্র এক্য হয় না। পরে জয়িরা যখন এতদ্দেশের উত্তরে আগমন করিতে লাগিল তখন এতদ্দেশের আদি লোকেরা বন ও পার্শ্বত মধ্যে নিবিড় স্থানে সুতরাং পলায়ন করিয়াছিল তাহাতে অবশিষ্ট লোকেরা জয়কারীর অধীন হওয়াতেও তাহারা আপনাদিগের পূর্বভাষা ও রীতি ও চরিত্র ও ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে এবং জয়কারিদিগের সহিত কখন মিশ্রিত হয় নাই॥



কিন্তু যদ্যপিও হিন্দুরা এতদেশের আদিলোক নহেন ইহা .  
 ক্রমশঃ বোধ হইতেছে তথাপি তাঁহারা যে প্রথম জয় করিয়াছিলেন  
 ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কোন সময়ে তাঁহারা এতদেশে প্রথমে  
 আগমন করিয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করা বৃথা । কিন্তু হিন্দুরাও উক্ত  
 জাতিদিগের ন্যায় পশ্চিমহইতে সিন্ধুনদী পার হইয়া হিন্দু-  
 স্থানের উত্তরভাগে ব্যাপ্ত হইয়া তৎকালে জ্ঞানদীপ্তরা অনেক  
 সভা হইয়াছিলেন পরে ক্রমেঃ অনাঃ ভ্রমণকারিরা অভিনব উক্ত  
 ধর্মের সহিত উক্ত স্থানহইতে আগমন করিলেন যাহা পূর্ব  
 জানীত ধর্মের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমেঃ হিন্দুদিগের ধর্ম  
 সংহিতায়ত সংস্থাপিত হইল জয়সমূহের আগমন নিকপা  
 ব্যতিরেকে জাতি প্রভেদ করা অতিকঠিন । ইহা বোধ হয় যে  
 হিন্দুরা ভারতবর্ষের উত্তরাংশে কেবল রাজ্যশাসন করিয়াছি-  
 লেন যদ্যপিও তাঁহারা প্রায় সর্বদাই দেকান দেশ অধিক্রমণ  
 করিতেন তথাপি বহুকালাবধি তাঁহারা নর্মদানদীর দক্ষিণাংশে  
 চিবস্তায়ি হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিতে ক্ষম হইয়া নাই এই  
 বিষয়ে বিবিধ ক্রম প্রমাণ পুরাণাদিতে আছে যৎকালে ভগ-  
 বান্ মনুর মত সমূহ সংগৃহীত হয় তৎকালীন হিন্দুরাজ্য উত্তর  
 দিগন্ত দেবস্থান ও তপস্বিদিগের বাসস্থান রূপে প্রসিদ্ধস্থান  
 সকল হিন্দুরাজারা শাসন করিতেন অর্থাৎ ঐ সকল প্রদেশ হিন্দু  
 জাতির বাসস্থল ছিল এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ভারত  
 বর্ষের আদিলোক মুচ্ছ জাতিরা বসতি করিত এইক্রমে ভারত  
 বর্ষের দক্ষিণাংশে অনেক প্রধান তীর্থস্থল প্রসিদ্ধ আছে যথাথ-  
 বটে কিন্তু চতুর্গ ব্যাপ্ত মহাতীর্থস্থান সকল উত্তরদিগেই প্রমাণ  
 সিদ্ধ হইতেছে । উক্তকালে হিন্দুদিগকে বহুকালাবধি যে দুই  
 বংশীয় রাজারা শাসন করিয়া ছিলেন তাহাঁদিগের রাজধানী  
 হিন্দুস্থানের গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে ছিল যে গুপ্তকর্তারা কহেন যে  
 হিন্দুদিগের দ্বারা ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগ জয় আধুনিক তাঁহা-  
 দিগের মত পূর্বোক্ত প্রমাণানুসারে সম্ভব হয় না যেহেতু  
 নর্মদা নদীর দক্ষিণস্থ দেশে হিন্দু সাম্রাজ্যের বিস্তার যদ্যপিও  
 চতুর্গের রাজত্বাবধি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বপর্যন্ত কালের মধ্যে  
 ছিল তথাপি তাহার নিশ্চিত কাল নিরূপণ করা অসাধ্য টডমাহেব

রাজস্থানের বিবরণ মধ্যে এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ লিখেন যে প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইল অগ্নিকুলনামক এক অভিনব বংশীয় যোদ্ধারা হিন্দুস্থানের উত্তর ভাগ জয় করাতে তথাকার হিন্দু রাজারা পলায়ন পুরসর নন্দাদি নদী পার হইয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু যে কালে রামায়ণ ও মহাভারত বিরচিত হয় এমত উজ্জ্বল সময়েতেও ভারতবর্ষের দক্ষিণ অর্থাৎ দেকানদেশ হিন্দুরা প্রায় জানিতেন না কেননা উক্ত স্থল উপন্যাসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বানরেরা তজ্জাতীয়রাজার ও সেনাপতির অধীনে বাস করিত এবং তাহাতে তল্লুকসেনাপতিরা আর রাজসরাজারা বাসস্থান ছিল এই প্রমাণদ্বারা ঐ অনুমান দৃঢ় করা যায় যে ঐ বানরেরা ও তল্লুকেরা ও রাজসরাজারা সকলেই অল্পকালের মধ্যে হিন্দুজাতি হইয়াছে ॥

কোন হিন্দুগৃহের লিখনানুসারে পুরীকালে ভারতখণ্ডের মধ্যে দশ রাজ্য ছিল তাহার ১ প্রথম সরস্বতী ও তদ্ব্যধ্যে পঞ্চাব, ২ বিত্তীয় কান্যকুব্জ ও তদ্ব্যধ্যস্থিত দিল্লী আগরা জীনগর এবং অযোধ্যা ৩ তৃতীয় ভীরহৃত কুশীনদীঅবধি গণ্ডকপর্যন্ত দেশ ৪ চতুর্থ গোড় অথবা বাক্সাদদেশ এবং বেহারের কিয়দংশ পর্যন্ত ৫ পঞ্চম গুজরত তদ্ব্যধ্যে গুজরাট ও খানেশ এবং তাহার এক অংশ মালওয়ার ৬ ষষ্ঠ উৎকল অথবা উড়িসা ৭ সপ্তম মহারাস্ট্র অথবা মারহাট্টাদেশ ৮ অষ্টম তৈলঙ্গ গোদাবরীনদী এবং কৃষ্ণানদীপর্যন্ত ৯ নবম কনাট কৃষ্ণানদীর দক্ষিণাবধি ছাট নামক পর্যন্তপর্যন্ত ১০ দশম আব্রিড অথবা তামিলদেশ । উক্ত বিভাগানুসারে ঐ দশ দেশে নীচে লিখিত দশ প্রকার ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল প্রাকৃত হিন্দী মৈথিল গোড় অথবা বাক্সাদ গুজরাটী উড়িয়া মারহাট্টা তৈলঙ্গী কনাটী এবং তামূল ॥

গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যতিরিক্ত যে সকল ভাষা ভারতবর্ষমধ্যে প্রচলিত আছে সেসকলেরি আদি সংস্কৃত হয় । এই সংস্কৃতের আদি ও অন্বদেশীয় ভাষাসমূহের সহিত তাহার কিরূপ মিল ইহা হিন্দুস্থানের ইতিহাসমধ্যে নিরূপণ করা অত্যন্ত আবশ্যিক । কোন ইতিহাসবেত্তারা প্রমাণ দর্শাইয়া এই স্থির করেন যে লোকব্যবহৃতভাষা শুদ্ধকরাতে সংস্কৃতের সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু

হিন্দুস্থানের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে ভাষার এমন বিভিন্নতা থাকিতে উক্তরূপে দৃষ্টরূপে অনিশ্চিত হয় কারণ ঐ সকল লৌকিক ভাষার স্বভাবতঃ এমন প্রভেদ থাকিলেও যে তদ্বারা এক পাঠ্য ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত সৃষ্ট হইয়াছে ইহাতে প্রামাণ্য হয় না কেননা তাহা হইলে ভারতবর্ষের উভয় খণ্ডের পণ্ডিতেরদের ঐ ভাষা কিরূপে তুল্যরূপেই বোধগম্য হয়। আর ঐ সংস্কৃত ভাষা ধর্মশাস্ত্রের নির্মিতই ব্যবহৃত আছে ভাষা যদিও ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষা সকল স্তর হইয়া নির্মিত হইয়া থাকে তবে সামান্য ব্যক্তিদিগের দ্বীয় প্রচলিত ভাষার সহিত বহুকালাবধি প্রায় তুল্য থাকিয়াও যে তাহা তাহাদিগের কিজন্য বোধগম্য হয় নাই ইহা কিপ্রকারে স্থির করা যাইতে পারে সংস্কৃত যদিও ভারতবর্ষের লোকব্যবহৃত ভাষাহইতে উৎপাদিত হইত তবুও যৎকালে উহা প্রথমে বিস্তার হইয়াছিল ঐ ভাষাতে রচিত আদি-গুরুসকল প্রায় লৌকিক ভাষার তুল্য হইত অধিকন্তু আমরা দেখিতে পাই যে অতিপ্রাচীন গুরুত্বের অর্থাৎ বেদ সকলের সহিত লৌকিক ব্যবহৃত ভাষার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতের সহিত সাধু বঙ্গভাষার স্বকীরূপে অনেক মিলন আছে ॥

বাল্লভদিগের এদেশে আসিবার পূর্বে দুই অথবা অধিক আদি ভাষা হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল ইহা স্মৃতিরূপে অনুমানসিদ্ধ হইতেছে বঙ্গভাষা হিন্দুস্থানী মাহারাস্ট্রী গুজরাটী এবং উড়িস্যা-ভাষাতে, হিন্দুস্থানের উত্তরখণ্ডে সাক্য ব্যবহৃত হইত এবং ঐ সকলের পরস্পর বিশেষরূপে একা থাকিতে বোধ হয় দুই আদি ভাষার পূর্বোক্ত এই সকল ভাষাতে এক হইয়াছে আর তৈলঙ্গী তামলী কণ্ঠাটী প্রভৃতি হিন্দুস্থানের দক্ষিণভাগে যে অন্য ভাষা প্রচলিত ছিল সে সকল অপর এক আদি ভাষা হইয়াছে। ইহা অনুমান হয় যে বাল্লভেরা সিন্ধু নদী পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া আপনাদিগের ভাষা আনয়ন করিয়াছিলেন এবং হিন্দুস্থানের উত্তরখণ্ডে অতিশীঘ্র বিস্তার হইয়া বেদধর্ম ও তাহাতে ব্যবহৃত ভাষা আনিলেন তাহাতে ঐ বাল্লভদিগের বহু পরিশুদ্ধি। সংস্কৃত ভাষার ও তাহাদিগের ধর্মের বিস্তার

হওয়াতে ঐ সংস্কৃতভাষা ভারতবর্ষের মধ্যে অতিসমৃদ্ধ হইল এবং আপনাদিগেরও মতের বিশেষ পবিত্রতা রাখিবার কারণ সাধারণ ব্যক্তিদিগের প্রতি ঐ ধর্মশিক্ষা নিষেধ করিলেন কেহ লিখেন যে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে তাঁহার নিষেধ করেন নাই কেবল ঐ ভাষায় রচিত ধর্মপুস্তক সকল সাধারণের পাঠ করিতে বারণ আছে কিন্তু ইহা আমাদের মরণ রাখা কৰ্ত্তব্য যেযদ্যপিও ঐ বুদ্ধিগেরা সামান্য লোকের প্রতি বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ করিলেন তত্রাপি ঐ ভাষার ব্যাকরণকে বেদের একাংশ করিলেন ফলত এইরূপে ঐ ধর্মের আদি সূত্রপর্যন্ত সকলের প্রতি নিষেধ করিয়া কেবল আপনাদিগের পৌরোহিত্য রাখিলেন । পরন্তু বুদ্ধিগেরা এতদেশীয় লোকেরদের সংসর্গে যত মিশিত হইলেন তাহাদিগের স্বীয় যে সংস্কৃতভাষাকে ক্রমাগত সুপ্রসারিত হইলেন তাহাও ততই অদৃশ্যরূপে সামান্যলোক ব্যবহৃত ইতর ভাষার সহিত মিশিত হইল যেমত হিন্দুস্তানের দক্ষিণে হিন্দুধর্ম বিস্তার হইবার অনেক কালপূর্বপর্যন্ত উত্তরভাগে তাহা পুচ্ছলিত ছিল সংস্কৃত ভাষাও কালক্রমে উত্তরভাগের আদিভাষার সহিত এমত সম্মিলনরূপে মিশিত হইল যে অবশেষে তাহার পূর্বরূপে অদৃশ্য হইল তত্রাপি তাহার অনেক চিহ্ন ঐ দেশের ব্যবহৃত অনেক শব্দমধ্যে অদ্যাপি স্পষ্ট আছে এইহেতু ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডে ব্যবহৃত ভাষাতে কোন গুরু শুদ্ধ রচনা করিবার জন্যে সংস্কৃত ভাষা অতিআবশ্যক । কিন্তু ভারতবর্ষের দক্ষিণে হিন্দুদিগের শক্তি ও ধর্ম অল্প কালের মধ্যে আনীত হইয়াছে একারণ সে স্থানের ভাষার সহিত সংস্কৃত অল্প মিশিত হইয়াছে এবং আরো কথিত আছে যে টেলঙ্গী ও তৎতুল্যভাষাতে ধর্মসম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ ব্যতীত কোন সংস্কৃত শব্দ আবশ্যক হয় না এইরূপে স্পষ্ট বোধ হয় যে বেদধর্মের সম্বলিত সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষে আনীত হইয়া হিন্দুধর্মের সহিত একত্রে বিস্তারিত হইয়া সেখানকার আদিভাষার সহিত অধিক অথবা অল্প মিলিত হইয়াছে ।

উক্তভাষার ক্রমে উদ্ভবতা প্রাপ্ত হওয়াতে সেই অবধি সংস্কৃত অর্থাৎ সম্মিলনরূপে শুদ্ধ এই গংজা হইল উহার প্রথম অবস্থা

বেদের আদি সূত্রে দৃষ্ট হয় কিন্তু এইক্ষণে বেদের সংস্কৃত এমত লুপ্ত হইয়াছে যে যাহারা আধুনিক সংস্কৃত অনায়াসে পড়িতে পারেন তাহারাও টীকা ব্যতিরেকে বেদের সংস্কৃত উপলব্ধি করিতে পারেন না । আর ঐ সংস্কৃতের পর অবস্থা রামায়ণ ও মহাভারতনামক অতিউজ্জ্বলকাব্যোতে দৃষ্ট হয় যে কাব্যোতে আধুনিক ধর্মের প্রথা প্রসঙ্গ হইয়াছে এই দুই মহাকাব্য-রচনার কাল যদ্যপি ইংরাজি শালের তিন অথবা দুই শত বৎসরপূর্বে নিরূপণ করি তবে সংস্কৃত ভাষা একালে অতি উত্তমতাপ্রাপ্ত হয় ইহা আমরা স্থির করিতে পারি যেহেতু উক্ত দুই মহাগুরুই সংস্কৃত ভাষায় উৎকর্ষ অদ্যাপি আছে। তাহার দুই শত বৎসর পরে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাতে অতিবিখ্যাত এক দল মহাকবি প্রকাশ হইয়া যে সকল গুরুপ্রকাশ করিলেন তদ্বারাই সংস্কৃত ভাষার তৃতীয় অবস্থা হইল । ভারতবর্ষে নানা প্রকার ধর্মের মত প্রাবল্য প্রাপ্ত হয় তাহার পৌষকতানিমিত্তে পুরাণ সকল সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সে সকল যে আধুনিক তাহা স্মৃতি বোধ হয় অতিপ্রাচীন যে পুরাণ তাহার কাল স্থির করা যায় না কিন্তু পাঁচ শত বৎসরের অধিক পূর্বেই কোন নব্য পুরাণ নাই কোন কালে সংস্কৃতভাষা কথোপকথনে ব্যবহার হইত কি না ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে এই উত্তর আছে যে তাহা কথোপকথনে ব্যবহার হইত ইহাতে অধিক বিশ্বাস হয় তাহার প্রমাণ মনু-স্মৃতি লিখিতার আগেই বাক্য কহিয়া থাকে এবং যদ্যপিও লাতীন ভাষার মত অনেক ভাষা আছে যাহা বাক্যে ব্যবহার হয় না তথাপি ভাষা যে বাক্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অনুমান করা যায় না । যেমত কোন ভাষা বাল্যাবস্থাবধি জাত থাকিয়া অতিসুলভে তদ্বারাই কথোপকথন করা যায় সাধারণ সংস্কৃতও অনায়াসে তদ্রূপ বাক্যে ব্যবহার হইতে পারে কিন্তু অতিকঠিন যে সংস্কৃত যাহার এক বাক্যে দেড়শত শব্দ সমাসবৃত্ত আছে তাহা কখন বাক্যে ব্যবহার হয় নাই ।

ভারতবর্ষের ধর্মবিষয় অনুসন্ধান করা ইতিহাসের অন্য এক অতিআবশ্যক শাখা কিন্তু এই দেশের বিবরণ মধ্যে এমত ধর্মের পরিদৃষ্ট দেখা যায় যে তদ্ব্যতীত নানাদর্শের যথার্থ কাল

স্থির করিতে চেষ্টা করিলে মন সন্দেহে পরিপূর্ণ হয় । বেদাঙ্গমনের পূর্বে এতদেশের আদিলোকের। যে ধর্ম ব্যবহার করিত তাহা এতদেশহইতে দূরীকৃত হইয়াছে কেবল কতকগুলিন পর্তুগীজ অসভ্য জাতির। অদ্যাপি সেই ধর্মচরণ করে তদনন্তর যে বেদধর্ম এককালে এই ভারতবর্ষনয় বাপিগাছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে এবং বুদ্ধোপাসনাও অদৃশ্য হইয়াছে আর বৌদ্ধমতও এখানহইতে দূরীকৃত হইয়া সিংহল অথবা সিলানদ্বীপে এবং অতিপূর্বদেশে গিয়াছে বৈষ্ণবমতাবলম্বী অত্যন্ত শিষ্য এইরূপে আছে বিষ্ণু এবং বিশেষতঃ তাঁহার, অনুকূপ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের উপাসনা যাহা এইরূপে ভারতবর্ষে অতিশয় প্রবলরূপে প্রচলিত আছে তাহাও ভারতবর্ষে অত্যন্তকালের মধ্যে প্রাণীত হইয়াছে আর বাক্সাদেশে তদপেক্ষায় অতিশয় আধুনিক চৈতন্যদেবের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে ।

পূর্বে বেদই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম ছিল সিন্ধুনদীর পশ্চিম-ভাগহইতে যৎকালে ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষ জয় করিবার মানসে অথবা 'আপনাদিগের মতাবলম্বী করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা যি বেদধর্ম আনিয়ন করিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । হিন্দুদিগের যে দেবতার উপাসনা বর্তমান আছে তাহা আদি ধর্ম নহে কিন্তু বেদই ধর্মের আদি ঐ বেদগুরুমধ্যে যে সকল দেবতার উপাসনার বিধি আছে সে সকল স্বাভাবিক পদার্থের মনুষ্যরূপে বর্ণনমাত্র এবং তাহা এই তিন অগ্নি ও বায়ু ও সূর্য্য এবং এই তিন এক অনাদিবৃক্ষের বিশেষ মহিমাযুক্ত । উক্ত বেদে বিশেষরূপে পবনেশ্বরের গুণানুবাদ ও স্তব এবং সদুপদেশাদি আছে তাহা পূর্বকালে মৌখিক বাক্যদ্বারা রক্ষা হইয়াছিল একই পুরোহিত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নিজ শিষ্যকে মুখে বেদের সূত্রসকল শিক্ষা করাইতেন পরে ভারতবর্ষের রাজবংশোদ্ভব কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ঐ সকল মুখে কথিতবেদকে শ্রেণীপূর্বক সংগৃহ করিতে চারি জন অতিদুপাশ্রিত ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিলেন তাঁহারা ঐ চারি বেদ সংগৃহ করিয়াছিলেন উক্ত ধর্মগুরু অর্থাৎ বেদ ঋতিনামে খ্যাত অর্থাৎ কর্ণে শ্রবণদ্বারা লিখিত হইয়াছিল ইহার দ্বারা সমগ্রমাণ হইতেছে যে ঐ বেদসকল অনেক শত বৎসর

বধি পুরুষানুক্রমে মৌখিক বাক্যদ্বারা চলিত ছিল বেদমধ্যে  
 ত্রীকৃষ্ণ ও শিবলিঙ্গের উপাসনার কোন চিহ্নও নাই বিষ্ণু যে রাঘ  
 ও কৃষ্ণ অবতার হইয়াছিলেন তাঁহাদেরিগের উপাসনাবিষয়  
 বেদের কোন খণ্ডেতেও কিঞ্চিৎ লিখিত নাই কেবল অথর্ষ-  
 বেদের শেষ কয়েক প্রকরণেতেই উক্ত উপাসনার বিধি আছে  
 কিন্তু তাহাও কালানিক বোধ হয়। বেদের অধিকাংশ প্রায়  
 লুপ্ত হওয়াতে অন্য আধুনিক ধর্মোপদেশ ও পূজাদি তৎপরি-  
 বর্তে গৃহীত হইয়াছে এবং পুরাণ আর তন্ত্রাদির মতে যে  
 উপাসনাবিধি তাহা প্রচলিত হওয়াতে প্রাচীন বেদমত অব্যবহার  
 হইয়াছে অপর আদি পদার্থ অর্থাৎ ক্ষিতি বায়ু তেজ ও জল  
 এবং গৃহাদির উপাসনার পরিবর্তে ত্রীরামচন্দ্র ত্রীকৃষ্ণ ও শিবের  
 উপাসনা হইয়াছে কিন্তু যে দেশে বেদধর্ম অত্যন্ত মান্যরূপে  
 অদ্যাবধি গণনীয় আছে সে স্থলেও কোন ব্যক্তি ঐ প্রাচীন ধর্ম-  
 বলস্বী হইলে তাহাকে সকলে নাস্তিক কহে। বোধ হয় বেদধর্মের  
 পরেই বুদ্ধার উপাসনা হয় কিন্তু তাহাও অন্য উপাসনার ন্যায়  
 প্রায় কালানিক তদনন্তর বীরদিগের দেবস্বরূপে উপাসনা হয়  
 এবং ইহা বলা যাইতে পারে যে সেই অবধিই লৌকিক দেবপূজার  
 সৃষ্টি হয় রামায়ণ ও মহাভারতদ্বারা বীরদিগের উপাসনা স্থির-  
 রূপে স্থাপিত হয় অনুমান হয় ইহার পর বৌদ্ধ মত ও জৈন  
 ধর্ম আনীত হইয়া থাকিবে কিন্তু ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ  
 করা যায় না। পরে ব্রাহ্মণেরা বেদ ধর্মের অন্যথা করণপূর্বক  
 বৌদ্ধমত দূরীকৃত করিয়া নিয়মিতরূপে দেব দেবীর উপাসনা  
 স্থাপন করিয়াছেন।

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, ইক্ষ্বাকু ও ত্রীরামচন্দ্র এবং রাব-  
 ণের বিবরণ, পরশুরাম সগর ও ঘটপৎশত যদুবংশের বিবরণ,  
 বেদাগমন, মনুসংহিতা, মহাযুদ্ধ ত্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদিগের বিবরণ,  
 জরাসন্ধের বিবরণ, যুধিষ্ঠির এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের ভ্রমণ,  
 কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলরামের বিবরণ, হিন্দুদিগের পূর্ব চরিত্র।

হিন্দুদিগের পুরাণে লিখেন যে দুই রাজবংশীয়েরা বহুকাল-  
 াধি ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন, অর্থাৎ সূর্যবংশ এবং চন্দ্রবংশ,

সূর্যবংশীয় আদি পুরুষ ভগবান মনুর পুত্র ইক্ষাকু যিনি ভূপাগুণ্য-  
রূপে বর্ণিত হইলেন, তেঁহ ভারতবর্ষের পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া  
একটি রাজ্য ধার্য্য করিলেন, অনুমান হয় অযোধ্যা অর্থাৎ আধু-  
নিক আউডদেশ তিনি সংস্থাপন করেন, যাহা বহুদিবসাবধি  
সৌরবংশীয় রাজধানী ছিল, অপর বৃধনামক একজন ভ্রমণকারী  
ইক্ষাকু রাজ্যের কুলাদ্ভবা ইলানামা কন্যাকে বিবাহ করিয়া ভার-  
তবর্ষে চন্দ্রবংশ স্থাপিত করিলেন উক্ত মহাশয় বহুমান্যে, কিম্বা তাঁহার  
গতিমাত্রেই চন্দ্রবংশজ ভূপালদিগের রাজধানী প্রয়াগ অর্থাৎ আধু-  
নিক আগ্রাহাবাদ হইল, এই দুই রাজধানীর পরস্পর এতদ্রূপ  
নৈকট্য থাকিতে তৎকালের নরপতিরা স্ব স্বরাজ্য অত্যন্ত বিস্তার  
করিতে পারেন নাই, ।

ইক্ষাকুজর্জরী শ্রীরামচন্দ্রপর্য্যন্ত মগ্নপঞ্চাশৎ ক্রিতিপালেরা  
অন্যোপার সিংহাসনে রাজা ছিলেন হিন্দুধর্মের রাজত্বের কালবৃদ্ধি  
করিয়া কোনও স্থলে দশমহসুবৎসর হইতেও অধিক কালপর্য্যন্ত  
একের রাজত্ব বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু রাজাদিগের সংখ্যায় যে  
বৃদ্ধি করেন নাই ইহা নিতান্ত সুখকর বটে প্রকৃত উপাখ্যান-  
দ্বারা বোধ হয় যে রাজবংশাবলির বিবরণরূপ নিদর্শন যাহা  
প্রচুর পরিবর্ত্ত বাতিরেকে আমরা প্রাপ্ত হইরাছি তাহা ভারত-  
বর্ষীয় প্রাচীন ইতিহাস রচনার্থে সুচারু প্রমাণ হইবে ইংলণ্ডীয়  
কালনিরূপক মহাশয়েরা ইংরাজি শালের দুই সহস্র অথবা দ্বাবিংশ-  
শত শত বৎসরের পূর্বে ইক্ষাকুরাজ্যের আবির্ভাব নিরূপণ  
করিয়াছেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বে এক সহস্র বৎসর মগ্নপঞ্চাশৎ  
ভূপালগণ রাজ্য শাসন করেন ইহা সম্ভব হইতে পারে বিবিধ  
জ্যোতির্বেত্তাদিগের গণনাতে যদ্যপিও কিছু মতান্তর আছে তথাচ  
যথার্থ অনুভবদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম ইংরাজি শালের দ্বাদশ শত  
বৎসরের আগে হয় এ শ্রীরামচন্দ্র হিন্দুদিগের অতিপুরাতন রাজা  
ছিলেন এবং তাঁহার ইতিহাসে আমরা পুরাণপ্রমাণে বিশ্বাস  
করিতে পারি । বেটলিসাহেব বহুপরিশ্রমদ্বারা হিন্দুদিগের জ্যোতি-  
র্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি বাণীকিকৃত শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-  
পুত্রিকা সুচারুরূপে পরীক্ষা করিয়া উজ্জয় ইংরাজি শালের ৯৬১  
বৎসরের পূর্বে নিরূপণ করিয়াছেন যে যাহা হউক ভারতবর্ষীয়



ইতিহাসের মতান্তর অনেক অন্তর করা নিতান্ত দূর যাহেস্ত হিন্দু-  
শাস্ত্রোক্ত কাল নিকপণ অলীক অথবা শৃঙ্খলাশূন্য।

ঐরামচন্দ্র ভারতবর্ষের অত্যন্তপুণ্যাত্মক যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহার  
যোদ্ধা কৰ্ম্ম সকল বাল্মীকির বীররসকবিতায় অক্ষয় হইয়া শত  
কবি কর্তৃক লিখিত আছে, তিনি সূর্যবংশের ভূষণস্বরূপ এবং  
অযোধ্যাধিপতি দশরথরাজার পুত্র বাল্যকালে সূর্যবংশীয়  
শাখাজাত মিথিলাধিপতির কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিমাতার  
চাতুরীদ্বারা অজ্ঞানসম্মে অরণো গমন করিলেন সিংহলদ্বীপাধিপতি  
রাবণ তৎপত্নীকে হরণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করিল  
ঐরামচন্দ্র দেবকান রাজ্যেশ্বরদিগের সাহায্যদ্বারা অস্ত্রধারী  
স্বজনসংহতি সহিত আক্রমণকারির পামে ধাবমান হইলেন পরে  
মহাদ্বীপের কুলহইতে লঙ্কাধীপপর্যন্ত এক সেনাবহুদ্বারা  
উক্ত উপদ্বীপের অধিকার ও রাবণ বধ করণপূর্বক স্বপত্নীকে  
উদ্ধার করিলেন, এই ইতিহাসদ্বারা বোধ হয় যে পূর্বকালে  
ঐ যুদ্ধ অতিপ্রবলরূপে গণিত হইয়াছিল যজ্ঞপ বহু দূরহইতে  
শৈল শ্রেণী তিমিরাবৃত বোধ হয় তজ্জপ বহুকালপ্রযুক্ত বিবরণ  
সকল অপ্রকটিত হইয়াছে সুতরাং এই কাল্পনিক উপাখ্যান  
হইতে যথার্থ পদার্থ অনুেষণ করা অসম্ভবদিগের পাশ্বে একান্ত দূর  
বিবিধ প্রকার বিরচনাদ্বারা বোধ হয় যে অযোধ্যাধিপতি সমস্ত  
ভারতবর্ষাধিপতি ছিলেন না কিন্তু রামায়ণের লিখনে রামচন্দ্রের  
রাজ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, মিথিলাধীশ স্বয়ং স্বাধীন কিন্তু তাঁহার  
রাজধানী অযোধ্যাহইতে চারি দিবসের পথমাত্র দূর। আমরা  
অবগত আছি যে ঐরামচন্দ্রের পিতা দশরথ রাজা যৎকালে বৃহত  
সমারোহ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তৎকালে তৎকর্তৃক বহু-  
দূরদেশস্থ ভূপালেরা নিমন্ত্রিত হন তন্মধ্যে বারানসীধর অর্থাৎ  
কাশীরাজও ছিলেন কিন্তু তাঁহার রাজধানী অযোধ্যাহইতে  
অল্প সম্ভ্রতি দূর নহে, তাঁহার স্বকীয় বীরত্ব বেকপ হউক  
কিন্তু তাঁহার ঠৈতৃক রাজত্ব অত্যন্তসীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁহারও  
অক্ষয় নাম বর্ণন বিষয়ে যজ্ঞপ বাল্মীকির কপোলকল্পিত  
বিরচন, তজ্জপ তেঁহ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না হিন্দুকাব্যকর্তারা সর্ব-  
ত্রাই স্বদেশজাত বীরদিগের প্রশংসা করিয়া থাকেন, রামায়ণে

কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্র ইন্দুরাংশে অকৃত্রিমভাৱে, ইহাতে তাঁহার বৈরিকে দৈত্যরূপে বর্ণনাকরায়াইতে পারে যেহেতু দেবতার। মনুষ্য সহিত যুদ্ধ করিতে ঘৃণা করেন, বৰ্ত্তমান কাব্য-কর্ত্তাভিন্ন সকল কবিরাই সকল সময়ে স্বকপোলকল্পিত বিবরণে ঘণন করিয়াছেন ।

কথিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যগণ দণ্ডকারণ্য অর্থাৎ দেকান দেশীয় কানন দিয়া গমন কবে, যে বন কাবেরী নদী তীরে আছে, ঐ স্থান মুনিঋষিদিগের আশ্রম ও বানর এবং ভাস্কর্য্যের আ-বান কহা যায় অর্থাৎ ঐ জীবদিগের স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান ছিল উক্তনদী পার হইয়া সৈন্য সকল জনস্থান অর্থাৎ লোকালয়ে উপস্থিত হইল এই স্থান লক্ষ্মাধীশ দ্বারের মহাদ্বীপস্বাক্ষীয়-রাজ্য ও তাহা হইতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রজাপেক্ষা নিপুণতর বংশাবলীর বান ছিল এবং তাহাদিগের শক্তিকে কাব্যকর্ত্তারা রাক্ষসীয় শক্তি কহেন বহুবিধ অনৈষণদ্বারা জানা যায় যে ভারতবর্ষের উজ্জদক্ষিণ সীমায় পূর্ব্বকালে ভ্রমণকারিরা সমুদ্রদ্বারা আগমন করিয়া সভ্য-তা আনিয়ন করেন যাহা ভারতবর্ষের উত্তরাংশে অপ্রকটিত ছিল ॥

ঋষিদিগের আদিদেশ ইন্দুসিথিয়ানিবাসী বৃষনামা ভ্রমণকারী উপ-লিখিত চক্রবংশ স্থাপিত করেন যৎকালে সূর্য্যবংশ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া অযোধ্যা ও মিথিলা অর্থাৎ তীরভূতে ক্ষুদ্ররাজ্য-দ্বয় মধ্যে বদ্ধ থাকে তৎকালে চক্রবংশ বটপক্ষাশত শাখায় বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় উত্তরাংশ পরিপূর্ণ করিয়াছিল এই সকলের আদিপুরুষ বৃষ ছিলেন বোধ হয় যে সূর্য্যবংশীয়েরা পুরাণ সম্বন্ধীয় পৰ্ম্মমতালম্বী ছিলেন যাহা ভারতবর্ষে পশ্চাৎ অত্যন্ত চলিত হয় এবং যে ধৰ্ম্মে ব্রাহ্মণেরা দেবগণের অপেক্ষা মান্য এই প্রধান মত আছে কিন্তু চক্রবংশজ ভূপালবর্গে স্ববংশোৎপত্তি অবধি কুপের ধৰ্ম্ম পালন করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের কতক বিশ্রম কদাপি গৃহ্য হয় নাই বিশিষ্ট বিবরণযুক্ত বীররস গুরুদ্বয়মধ্যে বর্ণনা আছে তদ্বারা বোধ হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা উচ্চপদ প্রাপ্ত্যৰ্থে পরস্পর বিস্তর সমরাদি করিয়াছিলেন শ্রীরামচন্দ্র কতিপয় পুরুষ আগে পরশুরাম নামধারী সূর্য্যবংশোদ্ভব বলবান বীর অবতীর্ণ হইয়া প্রায় ক্ষত্রিয়জন সমূলে নিমূলকর

পূর্বক হিন্দুস্থানের উত্তরাংশে বিশ্ববর্গের বিপুলসম্মান দান করেন এবং বুদ্ধগেরা তৎকর্মের পুরস্কার করণার্থে ধর্মাবতার অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশ বণিয়া তাঁহাকে গেরবিত করিলেন যে বাক্য এইরূপে প্রত্যেক উপকারির প্রতি বহায়ায় ॥

তাহার পরেই বোধ হয় ক্ষত্রিয়েরা পুনঃ পবাক্রমী হইয়া এবাম-  
চক্রের পূর্বপুরুষ মগর রাজাকে হিমালয় পর্বতে দূর্বাক্ত করিয়া  
থাকিবেন তিনি ভারতবর্ষের সামুদ্রিক রাজা ছিলেন। এই পুরাতন  
কালের যুদ্ধবৃত্তান্ত এমত গ্রন্থকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহা  
ইতিহাসবোধ্য শ্রেণীবদ্ধকর। অনাগর বোধ হয় কিন্তু এত কাল  
জনরহিত বৃত্তান্তাবা আনাদিগের মঙ্গল করিতে হইল যে মগর  
অতিপুতাপমুক্ত রাজা ছিলেন এবং আপনার যুদ্ধজাহাজ লইয়া  
সমুদ্রমধ্যে বহুতর আশ্রয় বাস্তবপূর্ণ করেন অতএব তাহার  
নামদ্বারা সমুদ্রের নাম সাগর হয়। অতিপূর্বকালে ভারতবর্ষের  
পূর্বদিকস্থ উপদ্বীপে যে হিন্দুধর্মের বিস্তার হয় ইহা আমরা  
জ্ঞাত আছি এবং যদ্যপিও যবনদিগের কতক অন্য উপদ্বীপে  
ঐ ধর্ম রহিত হইয়াছে তথাপি জাবা উপদ্বীপের কিছুটুকু বাসি  
উপদ্বীপে অদ্যাবধি ঐ ধর্ম পুচ্ছলত আছে এবং উত্তর-পূর্ব উপ-  
দ্বীপে অধিকাংশ হিন্দুজাতীয়েরা বাস করেন তাহারা। ১৭-পূর্বদিক  
পূজা করেন ও হিন্দুদিগের ন্যায় সমারোহপূর্বক পথে ভ্রমণ  
করেন এবং তাহাদিগের পুরোহিত ব্রাহ্মণ আছেন আর বিধবা  
স্ত্রীদিগকে জুলজিতারোহণ করান। মগবরাজার রাজত্বকালে  
হিন্দুধর্ম ও বুদ্ধাজ যে মহাসাগর দিয়া পূর্বদিকস্থ উপদ্বীপে পু-  
ণ্যে আনীত হয় ইহা অসম্ভব নহে এবং অন্য দেবতার মধ্যে মগর  
রাজাকে সেই উপদ্বীপের লোকেরা সামুদ্রিক দেবতারূপে পূজা  
করে কিন্তু ইংরাজাশালের অষ্টশতবৎসরেরপক্ষে ওখায় কোন  
দেবমন্দির ছিলনা ॥

বুদ্ধের পুত্রোত্র যে যমতি তাহার তিন পুত্র ছিল উরু, পুরু,  
বৎস, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র উরু খ্যাত ছিলেন না, পুরুর  
রংশ অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল হইয়াছিল এবং বুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পঞ্চ-  
শতবর্ষপূর্বে পুরুর মন্ধান-হস্তী হস্তিনাপুরনামক নগর স্থাপিত

করিয়াছিলেন এবং মগধাধিপতি জরাসন্ধনামক রাজা ও কুরু-  
 ক্ষেত্রের যুদ্ধে অত্যন্ত পুসিদ্ধ পাণ্ডবেরা ঐ পুরুষ সন্তান ছিলেন যদু-  
 বংশের মধ্যে পুধানশ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম এই উভয়ে অত্যন্ত খ্যাতি  
 পন্ন ও রাজা যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্তী ছিলেন। সূর্য্যবংশ অপেক্ষার  
 চন্দ্রবংশের কাল নিকৃপণ করা অতিদুর্ঘট যেহেতু ইক্ষ্বাকু অবধি  
 শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত সপ্তপঞ্চাশৎ রাজাদিগের বিবরণ পাওয়া যায়  
 কিন্তু চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ অবধি পাণ্ডবদিগের রাজত্বপর্য্যন্ত  
 কেবল ষট্চত্বারিংশত রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যায় ইহা হইলে  
 শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা দুইশতবৎসর আগে হইলে  
 কিন্তু তাহা সন্দেহ নাই। নংকৃত বিদ্যাতে পারদর্শী কোনও পণ্ডি-  
 তেরা অনুমান করেন যে প্রাচীন গুরুকণ্ঠারা ভূরিঃ রাজত্বের বিব-  
 রণ ত্যাগ করিয়াছেন। এবং এক শকের সহিত অন্য শকের যথার্থ-  
 রূপে তুলনাদ্বারা সাধারণমতে এমত স্থির হয় যে ইং একসহস্র  
 একশতবৎসরের পূর্বে অথবা শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বের পর একশত  
 বৎসরের মধ্যে উক্ত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারতের লিখনা-  
 নুসারে উক্তকাল নিকৃপণ করণে সন্দেহ জন্মে ঐ গুরুে লিখিত আছে  
 যে যৎকালীন ঐ মহাযুদ্ধ হয় তৎকালীন অযোধ্যারাজ্যের উন্নতির  
 স্থান হওয়াতে কান্যকুব্জনগর অত্যন্ত উন্নতিশীল হইয়াছিল। সুত-  
 রাং শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাবধি শ্রীকৃষ্ণের সময় দীর্ঘকাল বলিতে হয়  
 ইহার কারণ এক রাজধানী নষ্ট হইয়া অন্যরাজধানীর বৃদ্ধি  
 হইয়াছিল তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যাতে অদ্বিতীয় ও পাণ্ডব-  
 দিগের গুরু যে গর্গমুনি তাহার গণনা বেটিলি সাহেব অত্যন্ত  
 ননোবোগপূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া লিখেন যে মহাভারতের প্রা-  
 ভূত উক্ত মহাযুদ্ধ ইংশালের ৫৭৫ বৎসরের পূর্বে হয় নাই কিন্তু  
 বাহাউক এবিষয়ে মতামত স্থিরকরণে আমরা অক্ষম।

উক্ত মহাযুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার পূর্বে আমাদিগের বক্তব্য  
 যে উহার কিঞ্চিৎ কালপূর্বে এইক্ষণে যেকপ শৌণ্ডিক বেদ দেখা  
 যায় তাহা ব্যাসদেব কতক সংগৃহীত হইয়াছিল যদিপিও ঐ ব্যাসদেব  
 শ্রীবরকন্যার গর্ভজাত জারজ পুত্র ছিলেন তথাপি পিতৃশ্রদ্ধে রাজ-  
 কংশীয় পুরুষ সন্তান এবং রাজগুরু ছিলেন তিনি তৎকালের মহা-  
 ন্যোপাধ্যায় ঈশ্বর, ঈশ্বরানন্দ, ঈজমিনি, এবং সুমন্ত এই চারি পণ্ডিত

যে আছান করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যদ্বারা ঐ সুবিখ্যাত পুস্তক সকল উত্তমরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন যেহেতু শৃঙ্খলাযুক্ত তাহা অ-  
সহান্বিত দেখা যায়। মনুসংহিতা সংগৃহ্য বিনয়ে বৃত্তান্ত বর্ণনকরা  
জামাদিগের এই কালের মধ্যেই কর্তব্য ঐ সংহিতার পুথ্যমাধ্যমে  
লিখিত আছে যে তাহা ভগবান্ মনুকর্তৃক লিখিত হয় নাই  
যেহেতু ধর্মোপদেশ সকল শ্রবণানন্তর সংগৃহীত হইয়া বেদ হয় অ-  
র্থাৎ তাহা পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে শ্রুতকথাদ্বারা পুচ্ছলিত ছিল  
সেইহেতু ভগবান্ মনুর নাম ঘটিত যে গৃহ্য তাহাও লিপিবদ্ধ ছিলনা  
কেনন পুরুষানুক্রমে পরম্পরায় শ্রবণদ্বারা ব্যবহার হইত জনন্তর  
তাহা বিশেষরূপে মান্যতাপূর্বক পুচ্ছলিত করিবার কারণ হিন্দু-  
দিগের আদি পুরুষ যে ভগবান্ মনু তাঁহার নামে পুস্তকের নাম  
কইয়াছে ॥

আমরা এইরূপে ঘোর আড়ম্বরযুক্ত যে মহাযুদ্ধ তদ্বিবরণ লিখি  
পঞ্চবিংশতিশতবৎসরেরও অধিক পুর্বে ঐ মহাযুদ্ধ হয় তথাপি  
জাহার বিবরণ অদ্যাপি কেহ বিস্মৃত হয়েন নাই বর্তমানকালের  
পুর্বে সপ্ততিবৎসরের মধ্যে যে সকল যুদ্ধদ্বারা ভারতবর্ষ অতিদুঃ-  
স্থিত ভিন্নদেশীয়দিগের অধীন হয় তাহার বৃত্তান্ত অপেক্ষা উক্ত  
মহাযুদ্ধের বিবরণ হিন্দুদিগের মনে অত্যন্ত দীপ্তিমান আছে।  
যুদ্ধের যে ঘটনা তাহাই তৎকালস্থিত বীরদিগের পুধান অদ্ভুত  
কীর্তি হইয়াছিল এবং অন্যদেশস্থদিগের ন্যায় ভারতবর্ষের লেখ-  
কেরাও ঐ গতবৃত্তান্তসকল চিরস্মরণ করেন সূতবাং ভিন্নমিত্ত রাজত্ব  
এবং ধর্মের মতে উপপূর্ব হইয়াছিল অতএব তদ্বিবরণ অদ্যাপ্যন্ত  
চিরস্থায়িরূপে স্থাপিত হইয়াছে যৎকালে ঐ মহাযুদ্ধ হয় তৎকালে  
স্বাভাবিক অবধি পক্ষ ত্রিশোমধ্যে যে অতি স্বল্পপুশস্তভূমি তন্মধ্যেই  
সূর্যবংশীয়দিগের রাজত্ব ছিল ইহা আনন্দা স্থির করিতে পারি কিন্তু  
যদুবংশীয় রাজাদিগের সাম্রাজ্য তখন সমুদায়দেশ ব্যাপিয়াছিল  
জাহার মধ্যে মগধাধিপতি জরাসন্ধ, ও গৌকদিগের এবং হিন্দুদি-  
গের ইতিহাসমধ্যে বর্ণিত শূরসেনী ও যাহাদিগের রাজধানী তৎকা-  
লে মথুরা নগরে ছিল এমত কংসের পরিবারেরা ও হস্তিনাপুরের  
পুরুবংশীয়েরা রাজ্যভোগ করিতেছিলেন পুর্বেক্ত রাজারাই ঐ  
কালময়ের পুধান মূলধার ছিলেন যে যুদ্ধদ্বারা ভারতবর্ষের সমু-

দায় উত্তর দেশনিবাসিরা শঙ্কিত হইয়াছিল। তুমি ভূপতি-  
 দিগকে এবং যবনরাজাকে মহাপুত্রাপযুক্ত মগধাদিপতি জরা-  
 সন্ধ আপন সুহৃদ বোধ করিতেন তাঁহার কন্যাকে মথুরার রাজা  
 কংস বিবাহ করিয়াছিলেন কোন যবনরাজ এখানে উল্লেখিত হই-  
 ন্নাছে তাহা যদিও নির্দিষ্ট করা অসম্ভব হইত তথাপি এই  
 পুত্রাদিগের দৃঢ় হইতেছে যে সিদ্ধুনদীর পশ্চিমদেশের রাজাদি-  
 গের ভারতবর্ষে সাধারণ নীতি থাকিলেও সমস্ত কালেতেই অনেক  
 পুত্রপতি ছিল। যদবংশীয় রাজাদিগের মধ্যম শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ  
 করিয়া বলদ্বারা তাহার সিংহাসনে আরুঢ় হইলেন, জরাসন্ধ ইহাতে  
 ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুতিফল দিবার কারণ মথুরা নগর  
 অষ্টদশবার বেষ্টিত করেন অবশেষে তিনি তাঁহা অধিকার করিতে  
 শ্রীকৃষ্ণ নিজ অনুমন্ত্রী সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়নপরায়ণ হইয়া  
 লম্বুসাতীরে উর্ধ্বগ গুপ্তনগরের দ্বারকানামক এক নগর সংস্থাপিত  
 করিলেন। উক্ত মথুরা নগর যে অতিদৃঢ়তরূপে ঐ যুদ্ধকালে  
 সুরক্ষিত হইয়াছিল ইহার সত্যাসত্য শুরসেনী সেনাদিগের পুস্ক  
 বিক্রম বিষয় শ্রবণ করিলেই অনায়াসেই বোধ হইবে অর্থাৎ বি-  
 শ্বাসজনক হইবে যেহেতু মনুসংহিতাতে উক্ত সেনাদিগের বীরত্ব  
 বিষয় বর্ণিত আছে যে তাহারা যুদ্ধের পুণ্য শ্রেণীতে স্থিত হইয়া  
 সর্বদা সযত্ন যুদ্ধ করিবে ॥

হস্তিনানগরাদিপতি সান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্যের পুত্র জম্ব  
 নাই তাঁহার ঔরসজাত কেবল দুই কন্যা আর পাণ্ডুরা নামী  
 এক জারজা কন্যা ছিল আর সান্তনু রাজার অন্য এক পুত্র এবং  
 রাজ গোষ্ঠীর গুরু যে বেদব্যাস তিনি পাণ্ডুরা নামী আপনার ভ্রাতৃ  
 কন্যা এবং শিষ্যার গর্ভে পাণ্ডু নামে এক পুত্র জন্মাইয়াছিলেন এই  
 পাণ্ডু তাঁহার মাতামহের পর সেই সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া  
 ছিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পিতৃমহা এবং বসুদেবের ভগিনী  
 কুন্তীকে বিবাহ করিলেন ঐ কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন আ-  
 নকুল ও সহদেব নামক এই পঞ্চ পুত্র জন্মাইয়াছিলেন যাহারা প  
 পাণ্ডব নামে বিশেষ খ্যাত ছিলেন কোনও গৃহযুদ্ধে নকুল ও সহ  
 দেব পাণ্ডুরাজার অন্যত্রীর গর্ভজাত। হিন্দুদিগের ইতিহাসে  
 লিখিত আছে যে কুন্তী পুত্রজন্মের পাপবশত বন্ধ্যা থাকিয়া

আকর্ষণ মন্ত্রদ্বারা দেবতাদিগকে আহ্বান করাতে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয় এই পঞ্চপাণ্ডব দেবতাদিগের ঔরসজাত পাণ্ডুরাজাদ্বারা জাত নহে ইত্যাদি নিশ্চিত বোধ হয় যে রাজপরিবারের মধ্যে অবশ্যই কোন গোলযোগ থাকিবে। কিন্তু এই অপবাদ গোপন করিবার জন্যে তৎকালের রীতানুসারে কুন্তীর পুত্রদিগকে দেব পুত্ররূপে খ্যাত করেন।

হিন্দুদিগের শাস্ত্রদ্বারা অপর আমরা জ্ঞাত আছি যে পুরুষজ ব্যাসদেব অদ্বিকা নামী তাহার অন্য এক ভ্রাতৃকন্যার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র নামে এক পুত্র জন্মান যিনি জন্মান্ত ছিলেন এই অদ্বিকা পাণ্ডুরার মহাদেবা ছিলেন। এবং কথিত আছে পাণ্ডুরাজার মরণোত্তর ধৃতরাষ্ট্র আপনাদেবজাতানিমিত্ত রাজত্ব করিতে আগমনকে অঙ্গম জ্ঞানিয়া দুর্যোধন নামক নিজপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহার ভ্রাতৃপুত্র যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনাপুরের রাজা করিলেন কিন্তু অন্যত্র গুরুমতে লিখিত আছে যে দুর্যোধন স্বয়ং সিংহাসন করত ছয়েন। অনন্তর জাতিদিগের মধ্যে এমন কঠিন বিবাদ উপস্থিত হইল যে তাহাতে পঞ্চপাণ্ডবেরা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সিন্ধুনদীর উত্তর দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যদুবংশোদ্ভব পঞ্চাবধিপতির কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করণার্থে ভারতবর্ষের মহাশূরবীরেরা কাম্বলিনগরে গমন করিতেছিল তথাকার রাজার এই পণ ছিল যে মেকোন বীর বিশেষরূপে স্বীয় বীর্যপূকাশ করিবেন তিনিই উক্ত কন্যাকে অর্থাৎ দ্রৌপদীকে পরস্কাররূপে পুণ্ড্র হইবেন তাহাতে অর্জুন স্বকীয় বীরত্ব উজ্জ্বলরূপে দর্শাইবারে রাজকন্যা পুণ্ড্র হইলেন তাহাতেই এই কন্যা পঞ্চভ্রাতারি পত্নী হইলেন কিন্তু হিন্দুইতিহাসকর্তারা এইবৃত্তান্ত গোপন করাতে দৃঢ়রূপে বোধ হয় যে যদুবংশীয়েরা পুণ্ড্রমত সিংহিয়া দেশহইতে এতদ্রোশে আগমন করিয়াছিলেন কেননা সিংহিয়া দেশে উক্তব্যবহার সাধারণরূপে প্রচলিত ছিল ॥

অর্জুনের এই জয়ে পঞ্চভ্রাতার সুখ্যাতি অতিদূরপর্যন্ত প্রকাশ হইলে ধৃতরাষ্ট্র এই পঞ্চভ্রাতাকে হস্তিনাপুরে পুনরাহ্বান করিয়া তাহার পুত্র দুর্যোধনের সহিত তাহাদিগের কোন বিবাদ হয় এ কারণ তাহাদিগের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন।

তাহাতে দুর্যোগন হস্তিনাপুরের রাজা হইলেন আর মেহা হইতে কিঞ্চিদূরে ইন্দ্রপুস্ত্রে রাজা যুধিষ্ঠির নিজ রাজধানী করিলেন তাহাতে অতিশীঘ্র ঐ নূতন রাজধানী পুরাতন হস্তিনাপুর রাজধানীর তুল্য ঐশ্বর্যশালী হইতে লাগিল । অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম পুষ্টিদিন বৃদ্ধি করিতে তাহার মনে কিঞ্চিৎ অস্থির জন্মিল পরে অত্যন্ত প্রতাপ যুক্ত সম্রাট পাতীত কেহ কে অস্থির সম্মুখ করিতে সমর্থ হইলেন নাই রাজা যুধিষ্ঠির তা কারিতে দৃঢ়তর প্রত্যঙ্গ করিলেন, নিঃশয়া দেশে কৈব অশ্রমেণ যজ্ঞের পুণ্যছিল । অনুমান হয় উক্ত যজ্ঞ বলবতের ভাবে পর্য্য এই যে যে কেহ ঐ যজ্ঞ সম্মুখ করিবেন তিনিই শাস্তসম্মত হইবেন । নগরাদিপতি জরাসন্ধ যিনি মহাপরাক্রমশালী ছিলেন এবং আপনার একপুত্রের প্রাণান জ্ঞান করিতেও বোধ হয় তিনি ইহা স্থানান্তর মনে প্রীতান্বিত হইলেন সুতরাং তাহাকে যজ্ঞ করিবার নিমিত্তেই উক্ত যজ্ঞ হইয়াছিল এবং অবকাশে ঐকপু ত্বে তাহার প্রাচীন শত্রু ঐ জরাসন্ধকে নষ্ট করণার্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের স্থানহীনস্ত এক প্রস্তুত সৈন্য সাহায্য স্বরূপে লইয়া ঐ সৈন্যের ভীতি এবং অকুণ্ঠিত সম্ভাব্যকারী করিয়া পক্ষ ত বেড়িতে অর্থদ্বিত্য ম গধ রাজ্যে অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন তাহাতে জরাসন্ধ হত্যাপিও শত্রুকৃত ক হত্যে আক্রান্ত হইলেন তথাপি তিনি তিন দিনের পর্য্যন্ত অস্তিসাহসপূর্ব্বক যৌরতর সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তাঁ কৃত্রি নষ্ট হইলেন কিন্তু কোনও গুরুকারেরা করেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা বলরাম কতক জরাসন্ধের শরীর দ্বিধাকৃত হইয়াছিল ॥

ইতিমধ্যে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসভাতে অশ্রমেণ যজ্ঞের আয়ো জন হইতে লাগিল এবং ভারতবর্ষের উত্তর অঞ্চলস্থ সকল বৃদ্ধি দিনকে তিনি আপনার সাহায্যার্থে নিমন্ত্রণ করিলেন তাহাতে রাজ গোষ্ঠীর প্রধান কুরুবংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরের এককপ উচ্চাভিলা দান্তিকরিয়া মনে প্রীতে দক্ষ হইতে লাগিলেন কিন্তু রাজা দুর্যোধ ন বনদ্বারা যুধিষ্ঠিরের কোন ব্যাঘাত করিতে সমর্থ না হইর প্রতারণা করিতে মানস করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে পাশাক্রীডায়ে অত্যন্ত আসক্ত জাগিয়া তাঁহার সহিত ঐ ক্রীড়া করিতে তাহার চিৎ মগ্ন করিলেন তদনন্তর প্রথম বাজীতে তাঁহার পত্নী তৎপরে রাজ্য



পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া একবার পাশা নিঃক্ষেপ করিবামাত্রই তিনি উভয়ই হারিলেন অবশেষে দ্বাদশবৎসরের নিমিত্তে রাজ্য হইতে তাহাকে বহিস্কৃত করিলেন তাহাতে রাজা যুধিষ্ঠির আপনার চারি সহোদর ও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেবকে নমস্কাহ্নারে লইয়া ভারতবর্ষের নানা দেশ ভ্রমণ করিতেই অপনাদিগের শেষা ও বীয়া দ্বারা যেহে অদ্যুত কীর্তি করিলেন সৰ্ব্ব ত্রেই তাহার অক্ষয় নিদর্শন রাখিতে লাগিলেন । পরে যে নিয়মিত কালের নিমিত্ত তাঁহার রাজ্য হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন সেকাল অতীত হইলে তাঁহার বন্ধু নদীর তটে উপস্থিত হইলেন পরে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্বোধনের নিকট আপনার রাজ্যভাগ প্রাণনা করিলেন তাহাতে দুর্বোধন তাঁহার প্রার্থনায় অতি অবহেলা করিয়া উত্তর করিলেন যে মৃত্যু পরিমিত যুদ্ধিকা তাঁহাকে দিবেন না অতএব যুদ্ধব্যতীত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় রহিল না ॥

যে স্থানে হিন্দুদিগের শেষ রাজা মমলনান আক্রমণকারিদিগের দ্বারা পরাজিত হইলেন ঐ কুরুক্ষেত্রে উক্ত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল সমুদায় মটপঞ্চাশৎ যদুবংশীয়েরা পুন্সৌক্ত মহাযুদ্ধে একপক্ষে অথবা অপর একদিগে শ্রেণী পুন্সৌক্ত দণ্ডায়মান হইলেন রাজা যুধিষ্ঠিরাদির কোন সহকর্তা সৈন্যের অভাব হইল না কেননা তাঁহা দিগের ভ্রমণকালে হিমালয় পর্বত অবধি মহাসাগর পর্য্যন্ত যেহে দেশ তাঁহারা ভ্রমণ করিয়া যে সকল রাজাদিগের সহিত নিত্রতা করিয়াছিলেন সেই রাজারাই উক্ত ঘোর আড়ম্বরযুক্ত মহাযুদ্ধে সাহায্য করণার্থে দীর্ঘ ঈদন্য সংগৃহ করিলেন তদনন্তর কথিত আছে যে অষ্টাদশদিবস পর্য্যন্ত ঐ মহাযুদ্ধ হইবাতে উভয় পক্ষেই ভূরি ঈদন্য মারা পড়িল এবং অবশেষে রাজা দুর্বোধন বধ হইলে রাজা যুধিষ্ঠির বিজয়ী হইলেন কিন্তু নিজ স্ত্রী ও শত্রু যাহারা তাঁহার জাতি ছিলেন এবং রাজ্যার্থে বিবাদ জনে নষ্ট হইয়াছেন তাঁহাদিগের মৃত কায়দ্বারা রণস্থল বিস্তৃত হইয়াছে যখন ইহা দৃষ্টি করিয়া সাংসারিক সুখের প্রতি রাজা যুধিষ্ঠিরের তুচ্ছ জ্ঞান জন্মিবাতে বনগমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন তখন হস্তিনাপুর আগমন করিয়া নিজ জাতি শত্রু দুর্বোধনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্বল করিলেন তৎপরে অজুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে

রাজ্যাভিষিক্ত করণানন্তর অীক্স বালদেবকে সমভিব্যাহারে  
লইয়া দ্বারকা পুরীতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর পৃথিমধ্যে পুণ্ড্র  
কুম্ভ মহাযুদ্ধ করিয়া তাঁহার বালহীন হইয়াছিলেন একারণ বর্ম  
নিবাসি ভীল জাতিদিগদ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে তন্মধ্যে এক ব্যক্তি  
পদসরোবরে অীক্সকে বধ করিল। তৎকালে যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ ভারত  
বর্ষ পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বালদেবের সমভিব্যাহারে  
সিদ্ধিয়া রাজাদিয়া হিমালয় পর্বতের উত্তর দেশ গমন করিলেন  
হিন্দু ইতিহাস লেখকেরা তাঁহাদিগের আরোহণ অনুসন্ধান না পাইয়া  
অনুমানপূর্বক লিখেন যে তাঁহারা তদনন্তর য়ণারোহণ করিলেন কিন্তু  
যুধিষ্ঠিরাদি বালুস্থানদিয়া ইন্দুস্থিরা নামক হিন্দুদিগের যে আ-  
করস্থান তথায় গিয়া কোন এক নূতন রাজবংশের সূত্রন করিলেন  
ইহা দৃষ্টযুক্তিমতে অনুমান করানায় উক্ত নূতন বংশারোহী  
তাঁহার পর পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ॥

দশম ও চতুর্দশীয় বৃত্তান্তমধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা এবং  
কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ ইহাই প্রধান এবং হিন্দুদিগের শাস্ত্রে যাবৎ  
প্রদান কাব্যরস বর্ণিত আছে সে সকল আপেক্ষা উক্ত দুইযুদ্ধ-  
বৃত্তান্তের যে কাব্য তাহা অতি উৎকৃষ্টরূপে এবং অক্ষয়রূপে  
বর্ণিত আছে। পূর্বোক্ত রামায়ণ ও মহাভারত দুইকাব্য এতদ-  
সুন্দররূপে বিরচিত হইয়াছে যে যদ্যপিও উক্ত অদ্বৈত কীর্তি  
সকল বিংশতিশতবৎসরেরও অধিক গত হইয়াছে তথাপি  
লেখকের গুণদ্বারা অদ্যাপিও তাহা উজ্জ্বলরূপে সকলের  
মনে দীপ্তিমান আছে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাবণের যে সংগ্রাম  
হইয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত রামায়ণনামক মহাকাব্যগুণ্ডে বাল্মীকি-  
কর্তৃক রচিত হইয়াছে এবং তাঁহার সুদেশীয় লোকেরা তাঁহার  
পুতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্যে তাঁহাকে চিরস্মারিকপে  
মান্যকরিয়াছেন অর্থাৎ অমরদিগের মধ্যে তাঁহাকে গণ্য করি-  
য়াছেন আরো কথিত আছে যে উক্ত বাল্মীকিমুনি শ্রীরামচন্দ্রের  
জন্মের অনেক পূর্বে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন কিন্তু ইহা  
স্বষ্টরূপে মিথ্যা বোধ্য হয়। ইংরাজীশালের পূর্বে প্রায় তিনশত  
বৎসরের সময়ে তিনি দীপ্তিমান ছিলেন যেহেতু তিনি স্বীয়  
জন্মপত্রিকামধ্যে যে আত্মজীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন সেই লিপি

মানুষেরই তাঁহার জন ইহার পূর্বে কোনমতেই সম্ভব হয় না।  
কোন গুরুকারেরা মহাভারতকে পঞ্চম বেদবলিয়া বর্ণন করি-  
য়াছেন এবং মহাভারত লেখক যে ব্যাস তাঁহাকে গুরুকারেরা  
জন্মদারা অথবা তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিবার জন্যে  
রাজবংশোদ্ভব যে বেদব্যাস যিনি বেদের শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন  
তাঁহাকেই কহেন কিন্তু ইহা কোনমতে বিশ্বাসযোগ্য নহে কারণ  
অন্ধক্রেতে যেই যীরেরা যুদ্ধকরিয়াছিলেন বেদব্যাস তাঁহাদিগের  
পিতামহ ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে যবনঅসুর যুদ্ধ করি-  
য়াছিল তাঁহার বিবরণ বর্ণনা করিতে তিনি যেকপ শব্দবিন্যাস  
করিয়াছেন তাহা বিবেচনাদ্বারা স্থির হয় যে মহাপরাক্রমশালী  
সেকন্দরসাহ কৰ্ত্তব্য ভারতবর্ষ আক্রমণ হইবারপরে তিনি উক্ত  
মহাকাব্য অবশ্য রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কোনমতে যে  
ঐক্যব্য লিখিত হয় তাহা স্থিরকরা দুঃসাধ্য কেননা হিন্দু পৌরাণিক  
রূদ্ধারা আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে প্রতিযুগেই একই ব্যাস  
জন্মেন তাহার উক্ত দুই মহাকাব্যাদেশক যে এককালস্থিত তাহা  
যুক্তিমতে বিশ্বাস হইতেপারে এবং ইহাও অসম্ভব বোধ হয় না  
যে বাঙ্গালীকিম্বদন্তি সূর্য্যবংশীয়দিগকে প্রাশংসা পুরস্কার বর্ণনা করাতে  
ক্যাংগের অভিনাষ হইয়াছিল যে তিনিও চন্দ্রবংশীয়দিগের যেই  
অন্ত্যস্তকীৰ্ত্তি তাহা অক্ষররূপে বর্ণনা করেন সে যাহা ইউক ঐদুই  
কাব্যেই সংস্কৃত ভাষার স্থির অবস্থা হয় এবং তদুদারাই যে  
ভারতবর্ষে দীরোপাসনা ধর্ম্মপ্রথমত স্থাপিত হয় ইহাতে কোন  
সন্দেহ নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরলোক হইলে গুরুকারেরা তাঁহাকে দেবতারূপে  
মান্য করিয়াছেন কিন্তু কোনমতে উক্ত ঘটনা হইয়াছিল তাহা  
স্থিরকরিতে আমাদিগের কোন উপায় নাই যে মহাভারত  
নামক মহাকাব্যে তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত হইয়াছেন তাহাই  
তাঁহার প্রতি জনগণের বিশ্বাসের প্রধান কারণ আর শ্রীকৃষ্ণের যে  
উপাসনা এইরূপে সমুদায় ভারতবর্ষে বিস্তারিতরূপে প্রচলিত  
হইয়াছে তাহাও অন্যতর দেবের উপাসনা অপেক্ষা অতি আধুনিক  
বোধ হয় যেহেতু তাঁহার বিশেষরূপে মান্যহইবার মূল্যধার যে  
বুদ্ধবৈবর্তপূরণ তাহা মুসলমানদিগদ্বারা ভারতবর্ষে আক্র-

৩৭ ইহাবার পরে লিখিত হইয়াছে এবং বর্তমানকালের গুণে চারিশত বৎসর মধ্যে তাহা হইয়াছে ইহা উক্তগুণের শিখর নামায়েই সপ্রমাণ হয় ॥

ভারতবর্ষের মহাদীর বলদেব অথবা বলরাম কথিত আছে যে তিনি পাটলিপুত্রদেশে একরাজ্য স্থাপন করিয়া গঙ্গাভীর প্রদেশে এক নগর করিয়াছিলেন এই নগর ভারতবর্ষমধ্যে সর্ব প্রাচীন হইয়া অতি ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিল কিন্তু এইক্ষণে তা অমত সম্ভবকপে নষ্টহইয়াছে যে তাতা কোনকালে স্থাপিতহি তাহা আমরাই স্থির করা যায় না কিন্তু শোণ নদ যে স্থানে গঙ্গা মিলিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে এবং যে স্থান আদিল্লি পাটনানগর স্থাপিত আছে তাহার অতি নিকটে তা স্থাপিত ছিল ইহা অগ্নিক সম্ভবকপে বোধহয় অপর কথিত যে যে ততদিনে দশাট মহাবলিপূর নামক ও বেদবে বাসিন্দার নাম নগরের প্রথম স্থাপন, তিনিই করিয়াছিলেন। এবার যিনি দেবের বসিত হইয়াছেন তিনিই যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ দুই নগরের স্থাপন করিয়া হইলেন তবে পাণ্ডুবংশের সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করি এই নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন ইহা বোধহয় ॥

মহাযুদ্ধ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধঅবসি সেক্ষণেরমধ্যে একদা বর্ত্তী মহানদের রাজদ্রুপযাস্ত কালেরমধ্যে ভারতবর্ষের বিবর কালনিকপারবিদ্যা অতিশয় অল্পসি এবং তাহার শঙ্কলা পূন্য কৃৎ সংযোগ করিয়া ইতিহাস তুল্যকরা অতিশয় অসম্ভব কেননা অজ্ঞা পৌত্র পরীক্ষিতের সন্তানেরা যৎকালে ইন্দুপ্রসে রাজদ্র করিত বোধহয় মগধ রাজ্যে জরাসন্ধের সন্তানেরা তৎকালেই রাজা হি কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে জরাসন্ধ অবশি তাহার বৎস শেষ রাজা রিপুঞ্জয়পর্যন্ত তাহার ত্রয়োবিংশতি সন্তানেরা রাজ করেন উক্ত রিপুঞ্জয়ের মন্ত্রী সনক তাহাকে নষ্টকরিয়া আপ রাজা হইলেন । ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণ এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মধ্যে আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম কেননা ইহাতে মহা ২ পশি গণেশ মধ্যেও মতামতের বিভিন্নতা হইয়াছে । সুতরাং নানাবিক বা ষট্শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয় যে বৃদ্ধান্ত আমরা অনুমান দ্বারা বর্ণনা করিলাম তাহা এইক্ষণে আনন্দপুরাণের ভাগ করি

সীমদেশীর ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের বিবরণ যে অবাধি এক  
হয় তাহারি মধ্যে যে ঘটনা এইরূপে তাহার বর্ণনা করিব ।।

মুসলমানদিগের ইতিহাসমধ্যে লিখিত আছে যে অতি প্রাচীন  
কালাবধি পারস্যদেশীয়েরা সিন্ধুনদীর পূর্বপ্রদেশে কেবল বাস-  
করন প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষের অনেক দূর-  
পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত বিবরণ সকলের এমত বহু-  
প্রাচীনকালের সহিত সম্বন্ধ আছে যে তাহা যথার্থ ইতিহাসের যোগ্য  
কোনমতে হয় না একারণ তদ্বাধ্যার কোনবিবরণ আমাদিগের  
প্রাথমিক নাই তদ্বারা এইমাত্র প্রমাণ দশাইব যে ভারতবর্ষ অতি  
প্রাচীন কালাবধি সম্বন্ধরূপে কদাচিৎ স্বাধীন হয় নাই । হিন্দুশাস্ত্র-  
মতে সিন্ধুনদী পর্য্যন্তই হিন্দুধর্মের সীমা নিকষিত হইয়াছে সুতরাং  
সিন্ধী পার তইতে সকল হিন্দুদিগের প্রতিই নিষেধ আছে কিন্তু  
সিন্ধুনদীর পশ্চিম তীরস্থ জাতিরা যৎকালে ভারতবর্ষ আক্র-  
মণার্থে ঐ নদী ত্তীর্ণ হইয়া আগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে  
শাসাদিতে হিন্দুশাস্ত্র কিম্বা কোন হিন্দুপতিরা সঙ্কম হইলেন নাই ।  
অপি আমরা ইহা স্থিরকরি যে সিথিয়া দেশতইতে আদি হিন্দুরা  
আগমন করিয়াছিলেন তবে অনায়াসে অশ্বাদিদির বোধ হয় যে  
দেশজাত অন্য জাতিরাও তদ্রূপ অবশ্য ভারতবর্ষে আগমন  
করিতে পারেন অধিকন্তু আগরা এমত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি যে  
জেকাল হইল হিন্দুরা আপনাদিগের শত্রুর সহিত যুদ্ধার্থে গমন  
করিবার জন্যে সিন্ধুনদী পার হইয়াছিলেন অতএব অটকনদীপার-  
ইতে এবং সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে হিন্দুদিগের প্রতি যে নিষেধ  
আছে তাহা আধুনিক মাত্র । অতিপূর্বকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা  
সিন্ধুদিগদ্বারা পরাজিত হইলেন নাই এবং বৌদ্ধজাতীয়রাও ঐ  
সিন্ধু কতক দূরীকৃত হইলেন নাই তৎকালে হিন্দুরা অতিশয় বিক্রম  
বিশিষ্ট এবং যুদ্ধোপযোগি জাতি ছিলেন । বোধ হয় সেই সময়ে  
তাঁহারা অটক নদী পার হইয়া সিথিয়াদেশ আক্রমণ করেন এবং  
সমুদ্রদ্বারা ভারতবর্ষের পূর্বদিগন্ত উপদ্বীপে গমন করিয়া  
সিথি কিপলেগো অর্থাৎ সমাজোপদ্বীপে হিন্দুধর্ম সংস্থাপন  
করেন এইরূপকার হিন্দুরা যে অতি কাল্পনিক ধর্ম মগ্নহইয়া পূর্ব-  
দিক দ্বারা বিক্রমরহিত হইয়াছেন এবং ভিন্ন জাতিদিগের সহিত

সহবাস করিলে জাতিব্রট হওন ভয়ে যে স্বদেশের সীমার বহির্ভূত হারন না তাহা কেবল আপনিক ব্যবহারমাত্র ॥

### তৃতীয় অধ্যায়

ডেরাইয়স কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ ও তৎকালস্থিত হিন্দুদিগের চরিত্রের বিবরণ ও তৎকাল অর্থাৎ ২৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে আক্রমণ হয় তাহার বৃত্তান্ত। গৌড়ের খনিজ সম্পদাদি বোধসম্ভব আগমন ও তাহা কি নিমিত্তে সৃষ্ট হয় তাহার বিবরণ যৌবনমতের কিকপ দ্বারা ভারতবর্ষে সেকন্দরমাহতের আগমন এবং তাঁহার দ্বারা পুরুষাজার পরাম্ভ হওন ও তাঁহার সৈন্যরা তাঁহার প্রতি বিলাস হন ও ভারতবর্ষ হইতে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন আর তিনি সংক্রান্তে এতদেশে আগমন করেন তৎকালে হিন্দুদিগের ক্রিয়াকার চরিত্র ও ব্যবহার তাহার বিবরণ ॥

ডেরাইয়স নামক গ্রীক দেশের রাজা যে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিয়াছিলেন ইচ্ছাতে আমাদিগের বিশ্বাসযোগ্য লিখন আছে। ইং শালের ৫১৮ বৎসর পূর্বের স. ই. ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রীসদেশের পেরিচাইয়া নগরেশ্বর সন্দ্রুত নামক সিদ্ধমহী নামক ভাবিত দেশ জয় করেন। তাঁহার এমত ঐচ্ছানিগল সাম্রাজ্য থাকিলেও তিনি সমুদ্র নৈখিকি ভারতবর্ষের প্রথম যম ও মন্ত্রণ শব্দে তাহা আপনাত্ রাজ্যমধ্যে আনিতে মনস্ত করিয়া যেমন উদ্যোগ স্বরূপে জাইলাক নামক তাঁহার প্রধান সেনাপতির দ্বারা সিন্ধু নদীর উচ্চভাগে এক ক্ষুদ্র জাহাজের বহর প্রস্তুত করিয়া সিন্ধু পর্বত সোতোগুথে জাহাজ চলাইতে আরা প্রদান করিলেন তাহাতে যদ্যপিও জাইলাক শেষে সুসিদ্ধ হইলেন তথাপি অথমে তিনি এমত অনেক প্রতিবন্ধ পাণ্ড হইয়াছিলেন যে যেসকলে জাহাজারোহণ করিলেন তথাহইতে সমুদ্রপথে যাইতে ত্রিশশ নাম লাগিল পরে তিনি যেহে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ডেরাইয়সের নিকট ঐমকলের ঐর্ঘ্য উজ্জ্বলরূপে বর্ণনা করতঃ তিনি তাহা জয় করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষ মধ্যে আগমন কালে প্রথমধ্যে ভারত দেশ জয়করিতেই সিন্ধু নদীতীরস্থ সকল দেশ আপনাত্ রাজ্যের সহিত মিল করিলেন তিনি বিপর্যস্ত জয় করিয়াছিলেন যদ্যপিও তাহা আমরা স্থির

করিতে পারিনা তথাপি ভারতবর্ষের অনেক দেশ যে পারস্য রাজ্যের অধীন হইয়াছিল ইহা আমরা নিশ্চয়কপে কহিতে পারি কেননা তাঁহার অধীন অন্য২ দেশোপেক্ষায় ভাষাতত্ত্বম্ অতি লাভজনকরূপে পণ্য হইত তাঁহার সমুদায় সাম্রাজ্যের তৃতীয়ভাগ রাজস্ব কেবল এই এক দেশেই হইতেই উৎপন্ন হইত আর এক আশ্চর্য্য পুনরায় এই যে সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্ৰদেশ হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত তাহা রৌপ্যমাত্রাতেই প্ৰদত্ত হইত কিন্তু ভারতবর্ষের রাজস্ব স্বর্ণমুদ্রাতে দত্ত হইত। হিরোডোটস নামক গ্রীষদেশের আদি ইতিহাস লেখক ডেরাইয়দের সেনাপতিদিগের স্থানে ভারতবর্ষের সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাতহইয়া বর্ণনা করেন যে ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগস্থ লোকেরা পারস্য দেশীয় রাজাকর্তৃক জিত হয় নাই ও তাহারা কৃষিবর্গ এবং যন্তিকায় জাত কলাদি আহারকরিয়। সম্ভুক্ত থাকে এবং তাহাদিগের প্রধান সামান্য ভণ্ডুল ও তাহারা কোন পশু বধকরেনা আর কোন ব্যক্তি সামান্য তিক রোগে পীড়িত হওয়াতে জীবনাশা না থাকিলে তাহাদিগকে মারিল। তেলে এবং তাহাদিগের কএক পাল জম্মু অশ্ব আছে আর তাহারা স্বদেশজাত তুলাকাটিয়া বস্ত্র নিৰ্ম্মাণ করে । ভারতবর্ষের গঙ্গাতীরস্থ প্ৰদেশনিবাসিদিগেরই এইবিবরণ লিখিত আছে । ইত্য-  
তে কোন সন্দেহ নাই এবং বৰ্ত্তমান কালের হিন্দুদিগের যেকণ্য ব্যবহারাদি আছে ইহার ত্রয়োবিংশতি শতবৎসরের পূর্বেও তাহা-  
দিগের তাদৃশ রীতি নীতি ছিল ইহা পূর্ক কথিত পুমানদ্বারা স্বপূর্ণ হইতেছে ॥

ই রাজ্যশালার দ্ব্যশত বৎসরের পূর্বে অথবা পারস্যদেশাধিপ-  
তি ডেরাইয়স কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণ হইবার কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে বোধ হয় এক অভিনব জাতিবা মিথিয়া নামক আদিমূল হইতে আগমন পুরস্কার সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া ভূরি২ জয় করিয়াছিলেন সেই সময়েতেই ঐ মিথিয়া দেশনিবাসি ব্যক্তি-  
দিগের অন্য একদল ইউরোপের উত্তরভাগস্থিত ইঙ্কেডিনেবিয়া দেশে বাস করিলেন বোধহয় তাঁহারাও পূর্বোক্তদলেরি একগোষ্ঠী ছিলেন যেহেতু একদেশজাত লোকের। যে এককালীন পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম উত্তর দিগেতেই বাসকরিলেন এই হেতু ইঙ্কেডিনেবিয়া দেশস্থদিগের যেরূপ রীতি ব্যবহার আছে বিশেষতঃ

সহস্রাব্দ তাহা ভারতবর্ষে যে সিংহিয়ায়িত্তা অগ্নে বসতি করিয়াছিলেন তাহাদিগের সহিত একা হয় কথিত আছে যে ইজিপ্টের উত্তর ভাগস্থিত লোকেরা অতিপূর্বকালে যখন অতি প্রাচীনতাবস্থাতে ছিল তখন পূর্বোক্ত সহস্রাব্দ স্রীতিও তথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সিংহিয়াদেশস্বরাজ্য সেইসময়ে ভারতবর্ষে উক্তবাসিন্দার আনিয়া থাকিলেন অশ্বদাদির অন্ত বোধ হয় কিয়ৎ ইহা কেবল অনুমান করা যায়। বোধ হয় যে সিংহিয়াদেশস্থ কুমারদিগের স্বভাবগত নিদ্রাশীলতায় এক মগ ছিল একারণ তাঁহারা তৎকালবংশীয় অথবা মগজাতিবিশেষ নামে খ্যাত ছিলেন। তাহাদিগের মনোবৃত্তি শেষকালেবু সম্ভাব্যভাবে আসিয়া বোধ হয় তাহারা ভারতবর্ষেই সম্ভবতঃ উক্ত অশ্বদাদিরিয়া তাহাদিগের পূর্বে যে বংশীয়েরা তাহাদের আগমন করিয়াছিলেন তাহাদিগের সহিত ক্রমেঃ সিংহি হইলেন পরন্তু উক্ত বংশবংশীয়েরা মগপ রাজ্য জয়করণান্তর দশ পুরুষানুক্রমে তথাকার সাম্রাজ্য ভোগ করিবল্যাবসর হয় যে তাহারা বুদ্ধমত্তাবলম্বী ছিলেন। এই তিন দেশীয় সাধারণ মগ এবং ইন্দ-ভ্যাক্সে বসিত হইয়াছেন তাহাদিগের সহিত হিন্দু অনেকসংখ্যে ঘোরতরশোণিতযুক্ত বুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহার ফলঃ অরণ্যমূচ্চক প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে আছে। সেকন্দরসাহসংক্রমে ভারতবর্ষ জয়করণের পর আসিয়াছিলেন তৎকালে মগপরাজ্যস্থ তৎকালবংশীয় মহানন্দ পালিক যথু রাজ্যেশ্বর ছিলেন তাহারা যিবরণ আমরা পূর্বে সিংহিয়ায়িত্তি গৌরদেশীয় ইতিহাসলেখকরা তাহাকে প্রাচী বা পুরুষতীয় নামে কহেন অর্থাৎ পূর্বদেশেশ্বররূপে তাহাকে বর্ণনা করিয়াছেন।

ডেরাইয়স সংকালে ভারতবর্ষ আক্রমণকরিলে তৎকালেও গৌর দেশে ঋষি বুদ্ধনামে প্রচলিত সে সময় তাহাকে শেণীবদ্ধ করেন ইহা সর্বজন গৃহ্যমতানুসারে একা হয় কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে তৎকালে না হইয়া একশত বৎসরপরে হইয়াছিল যাহা হউক বোধ হয় যে বটপঞ্জাশব্দ বদুবংশীয়েরা অপেক্ষা সমুদায় চক্রবর্তী শীয়েরাও অতি প্রাচীনকালাবধি বুদ্ধমত্তাবলম্বী ছিলেন, আরো অনুমান হয় যে বেদহইতেই উক্ত মত উৎপাদিত হইয়াছিল এবং আধুনিক পুরাণ ও বুদ্ধগির্জাগুলির পক্ষমতহইতে তাহার অনেক প্রমাণ ছিল। গৌতমঋষি মধ্যম বুদ্ধনামে বলিত আছেন এবং



বোধ হয় যে বুদ্ধমতের যেই ব্যাখ্যা ছিল তা তিনিই সেসকল গ-  
 র্ভূর্ণ করিয়াছিলেন। মগধরাজ্যে অর্থাৎ দক্ষিণ বেহারদেশে তিনি  
 জন্মিয়াছিলেন আর গয়াপাথে তাঁহার সৈন্য রাখিবার স্থান ছিল।  
 ইংরাজীশালের ৫৪০বৎসর পূর্বে যে তাঁহার জন্ম হয় ইহা সাধারণ  
 মতানুসারে স্থির করা যায় কিন্তু খিবেটদেশস্থদিগের ইতিহাসমতে  
 ইংরাজীশালের ৪৩০ বৎসর পূর্বে তিনি জন্মিয়াছিলেন উক্ত দেশ-  
 যেরা বুদ্ধমতাবলম্বী অছেন। তাঁহার জন্মভূমিবিসয়েতেও অনেক  
 মতানত আছে, চীনদেশস্থ সাইমদেশস্থ ও জেপান দেশস্থ এবং  
 সুন্দরদেশস্থ অন্যত্র জাতিরা কহেন যে মগধ রাজ্যে তাঁহার জন্ম  
 হইয়াছে এই জাতিরাও বুদ্ধমতাবলম্বী আছেন এবং অতীতকালে  
 উলিয়ম বেণ্টিঙ্কসাহেবকে সম্মুখকরণার্থে যৎকালে বর্মার  
 দেশীয় দত্তেরা অর্থাৎ উকিগেরা পশ্চিমপ্রদেশে গমন করেন  
 তৎকালে তাঁহাদিগের মহাপ্রাচীনার্যের আদি তীর্থস্থানে অর্চনাদি  
 করিবার নিমিত্তে তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু খিবেট  
 দেশস্থ ইতিহাসবেত্তারা দৃঢ়তর প্রমাণদর্শাইয়া লিখেন যে কোশল  
 দেশেই অবস্থাপ্রাপ্ত কোশলবাসীরাও তাঁহার জন্ম হয় নাহকউক  
 দেশেই অনুমানদ্বারা উক্তমতের বিভিন্নতার মীমাংসা করায় যে  
 যৎকালে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তৎকালে মগধরাজ্য  
 দ্বারা সমুদায় উত্তর অঞ্চলঅবধিই বিস্তীর্ণ ছিল। এবং অযোধ্যা-  
 দেশেও সূর্য্যবংশীয়দিগের ক্ষুদ্র রাজ্যও তাহার অধঃপাতি ছিল  
 এই সকল কারণ দৃষ্টিকরাতে সূত্রান্ত আমরা লিখিব যে মগধ  
 রাজ্যেই গোতমমণি জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ  
 ভাষা পূজা মান্য করিবার নিমিত্তে চন্দ্রবংশীয়দিগের আদি পুরুষ  
 সম্রাটের নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। যখন গোতমমণি অব-  
 তীর্ণ হইয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষের সমুদায় উত্তর খণ্ড মধ্যে  
 বুদ্ধমতই প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল কিন্তু বাক্ষগদিগের ধর্ম  
 তথাপিও তাহারপর হিন্দুধানময় বিস্তীর্ণহইল তথাপি বোধ হয়  
 তৎকালে কেবল অতিক্রম এবং পরাধীন কান্যকুব্জরাজ্যেই তাহা  
 প্রচলিত ছিল, কেননা পূর্বকালে বুদ্ধ উপাসনার নিমিত্তে ইলো-  
 পর্বতস্থ গহ্বর সকল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দৃঢ়রূপে প্রামাণ্য  
 হইতেছে যে ভারতবর্ষের উক্ত বুদ্ধমতের অতিবিস্তীর্ণরূপে

স্বাপকতা ছিল, যেহেতু বুদ্ধধর্মাবলম্বী অতিপরাক্রমশালী এবং  
 ধনাঢ্য ভূপতিরাই এই সকল গহ্বর নির্মাণ করিয়া থাকিবেন তাঁর  
 চিরস্থায়িক্রমে উক্তমতের নিদর্শন রাখিবার নিমিত্ত এই ভূ-  
 পতিরা অতিদৃঢ় প্রস্তরসকল অত্যন্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক পাতাল  
 মন্দির নির্মাণ করিয়া এই পর্কতের চতুর্দিকে বৃক্ষের প্রতিমূর্ত্তি  
 ক্ষোদিতকলিয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর দেবোপাসক ভূপতিরা এই  
 দেশ জয়করাতে শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা প্রবলরূপে প্রচলিত  
 হওয়াতে বুদ্ধধর্ম একেবারে খুঁট হইল। পরে নিজস্বী ভূপতিরা  
 বুদ্ধধর্মাবলম্বিদিগকে দূরীকৃত করিয়া পুণ্ড্রোক্ত গহ্বর মধ্যে  
 দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন অতএব এইদেশে বুদ্ধের প্রতি-  
 মার চতুর্দিকে আপনিক দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তির এবং তাহা-  
 দিগের অনুসঙ্গিদিগেরও মূর্ত্তিসকল দেখা যায়। তাহাজ্জন্ম  
 তাঁহারা বিশেষ নিনীক্ষণ করিয়া উক্ত গহ্বর সকল দর্শন করিয়া-  
 ছেন তাহারা নিশ্চয় যে তথায় বুদ্ধের যে প্রতিমা সকল আছে  
 তাহাবোঝা দেবমূর্ত্তি সকল অতিশাশ্বতরূপে ক্ষোদিত আছে  
 আর তদর্শনে এমত বোধ হয় যে সেসকল অঙ্গকায়ের মধ্যেই  
 নিশ্চয় হইয়া থাকিবে সুতরাং বুদ্ধধর্মাবলম্বিতা যে অতিপুণ্ড্র  
 প্রস্তর কাটয়া গহরের মন্দির নির্মাণ করিয়া ছিলেন ইহা  
 সন্দেহরূপে বোধ হইতেছে ॥

বুদ্ধমতাবলম্বিদিগের মতি যে বুদ্ধদিগের অত্যন্ত দ্রব  
 ছিল তাহা অস্বাদ্যদির বিষ্ময়জনক নহে কেননা বুদ্ধদিগের  
 মত অত্যন্ত বিন্যস্ত ছিল সুতরাং বাণীকি যুনি কিনিমিত্তে  
 রামায়ণে বুদ্ধধর্মাবলম্বিকে ব্রাহ্মণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা  
 কারণও অনায়াসে বোধগম্য হইবে। বুদ্ধমতাবলম্বিতা বুদ্ধদি-  
 গের পুরাণাদিতে সমুদায় দেব দেবীর কিছুমাত্র উপাসনা  
 করেননাই কিন্তু তাঁহারা বেদ রিহিত ব্রহ্মোপাসনা অতিমতপূর্ব্বক  
 মান্য করিতেন। তাঁহারা জাতিবিচার করিতেন না এবং  
 তাঁহাদিগের মধ্যে বংশাবলীক্ৰমে পৌরহিত্য করণের রীতি ছিলনা  
 অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হইতে পারিতনা এবং পুত্র কন্যা  
 যখন প্রতারণা ছিলনা বোধ হয় তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও  
 এমত রীতি ছিল তাহার প্রমাণ বিদ্যমান শুধি শূদ্র থাকিলে

ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পর আর কোন শূদ্র ব্রাহ্মণ  
হইলেন নাই । বুদ্ধধর্মাবলম্বিপূরোহিতদিগের এক ভিন্ন দল  
ছিল ও গৃহাশ্রমি ব্যক্তিদিগকে লইয়া সর্দদা আপনাদিগের দল  
পূর্ণ রাখিতেন এবং শপথদ্বারা অনুরূপস্থায় বদ্ধ থাকিতেন কিন্তু  
ব্রাহ্মণ পূরোহিতদিগের পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ হওন রীতি ছিল  
অর্থাৎ পূরোহিতের পুত্রই পূরোহিত হইবেন এই বিধি থাকাতে  
স্বপ্নপর জাতিতে পূরোহিত হইতে দিতেন না এবং তাঁহাদিগের  
প্রজোপবীতের ন্যায় বিবাহও অতি আদর্শাক ছিল । এক পুত্র  
ঐশ্বর্যপন্নকর। ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্ম ছিল যে পুত্র তাঁহাদিগের  
শুদ্ধতপর্ণাদি করে এই সকল ব্রাহ্মণদিগের সহিত বুদ্ধদিগের  
এই প্রকার আচারও ব্যবহারাদিতে প্রভেদ থাকাতে এ ব্রাহ্মণেরা  
ঐহিক পরাজন বিষয়ে আদি বিপক্ষ ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি  
যেক্ষণ দেব করিতেন তদপেক্ষায় বুদ্ধদিগের প্রতি অতি বাহন্য-  
ক্ষেপে প্রতিকূলচরণ করিতেন ইহাতে কি আশ্চর্য আছে । এবং  
যদি বুদ্ধধর্মাবলম্বিরাজাদিগের সহিত আমরা তুলনা করি  
তাহাদিগের রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডে বিস্তৃত ছিল  
তবে এমত বোধ হয় যে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষুদ্রতা প্রযুক্তই এই  
হিংসার বৃদ্ধি হইয়াছিল আর ইহাতে বোধ হয় যে গোতমের  
আবির্ভবেতেই ঐ জাতির হিংসা নবীনা হইয়াছিল কিন্তু বাহ্য-  
হটক বুদ্ধদিগের সহজধর্ম অপেক্ষায় ব্রাহ্মণদিগের অতি আদর্শ-  
যুক্তধর্মের নীচলোকদিগের মন অধিক রত হইয়াছিল  
তদনন্তর বোধ হয় যে অনেক নূতন ব্যক্তির যখন উক্ত  
ব্রাহ্মণদিগের ধর্মাবলম্বী হইলেন তখন তাঁহারা আপনাদিগকে  
অতিশয় সর্বল দেখিয়া বুদ্ধদিগের সহিত এক ঘোরতর যুদ্ধ  
করিয়। তাহাদিগকে ভারতবর্ষহইতে বহিস্কৃত করণানন্তর  
আপনারা জয়ীর মধ্যে সর্বপ্রধান হইলেন ॥

আমরা পূর্বে কহিয়াছি যে সেকন্দরসাহের দুইশতবৎসর  
পূর্বে ডেরাইয়স নামক পারস্যাদিপতি হিন্দুস্থানের বহুঅংশকে  
আপনার রাজ্যে সম্মিলিত করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষস্থ প্রজার  
প্রতি অসন্তোষ রাজস্বের ভার দিয়াছিলেন কিন্তু এবিষয়ে এমত  
কোন প্রমাণ নাই যে আমরা স্থিরকরিতে পারি যে এই

দূরবর্তিত দেশ তাহার পর ঐ রাজ্যের অধীন ছিল কি না  
 দেখেন। পূর্বাংশীয় রাজ্যের ন্যায় ঐ সাম্রাজ্যে অর্থাৎ পারস্য  
 রাজ্যে যৎকালে নব্য রাজারা রাজত্ব করেন তৎকালে রাজ্যের  
 ব্যাপ্তি দুই দিক দ্বারা হইয়াছিল বিস্তৃত যদবদি ঐ পারস্য রাজ্য  
 অধীনস্থ পূর্বাংশীয় দুই দিক দ্বারা অধিকৃত হইয়া ছিল তিম  
 নানি দুই দিক দ্বারা সেকন্দরসাহ কৃত অধিকৃত হইয়া ছিল তিম  
 নানি হইয়াছিল তদবদি ভারতবর্ষ ঐ রাজ্যের অংশের মধ্যে  
 গণিত ছিল ইতি সর্বতোভাবে আনাদিগের বিশ্বাসযোগ্য হয়  
 সেকন্দরসাহ তাহার পিতা ফিলিপকর্তৃক দুই দিক দ্বারা অধিকৃত  
 ও তাহার নিজ দায়িত্ব এবং সুদৃষ্টি দ্বারা তৎকালে পারস্য এবং  
 অন্যান্য গৌরবময় মহাকারে পারস্য সাম্রাজ্য ছিল তিম করিলেন  
 পরে ঐ রাজ্যের সৈন্য সাহিত্যে সিন্ধুনদীর তটে আগমন করিয়া  
 ছিলেন। কোনও প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা লিখেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে  
 পারস্য রাজ্যের অধীন যে প্রদেশ সকল ডেরাহিগের মধ্যস্থ  
 দ্বারী হইয়াছিল তাহা পুনরধীন করণ জন্য সেকন্দরসাহ আগমন  
 করিয়াছিলেন। কিন্তু সেকন্দরসাহ উজ্জাভিনাবী হইয়া সিদ্ধ  
 নদী তদধীন হইল নাহি কলতঃ পূর্বাংশীয়দিগের আশ্চর্য্যকর  
 করিতে এবং পৃথিবীর শেখভাগ পর্য্যন্ত অত্র ডালাইতে আসিয়া  
 ছিলেন যদ্যপি ভারতবর্ষে পারস্যদিগের এক হস্ত উন্নিতেও  
 অধিকার ছিল না তথাপি সেকন্দরসাহ এই ভারতবর্ষে আক্রমণ  
 করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের পূর্বে তিন বৎসর তাহার সৈন্যরা অতি  
 কঠিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে এবং হিমালয় পর্বত মধ্যে  
 অবিদ্যমানীয় দুখ সহ্য করিতে তিনি তাহাদিগকে ভারতবর্ষের  
 লুণ্ঠের পুন পুরস্কার করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। যত কালেই  
 হিন্দুস্থানের ডাণ্ডিগণ কাবুল দেশ জয় করিয়া সিন্ধুনদীর উত্তর  
 ও তিম রাজ্যদিগকে অধীনতা স্বীকার করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং  
 সেই সময়ে সিন্ধুনদীতে এক সেতু নিৰ্ম্মাণার্থে একাংশ সৈন্য প্রেরণ  
 করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালে স্বয়ং তৎপাশ্চাত্য দেশ সকল জয় করণে  
 প্রবৃত্ত ছিলেন তিনি সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারস্য পার্শ্বাংশদিগকে অতি  
 দলবান্ দেখিলেন কিন্তু তাহার প্রবীণ সৈন্যদিগের তৎপরতা এবং  
 মহাৎসাহ দ্বারা সকল বাধাহইতে উত্তীর্ণ হইয়া শেষে ঐ নদীতীরে

গমন করিলেন পরে তিনি নৌকা সমূহ নির্মাণ করণ পূর্বক অটক নদীতে আগমন করিয়া প্রায় সমুদ্র সেতু দেখিয়া সেই পথ দ্বারা ভারতবর্ষে গমন করিতে মনস্থ করিলেন অপর প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে ঐ পথ দ্বারা পূর্বের রাজার এই দেশ জয় করিতে গিয়া ছিলেন পরে মহাসমুদ্র গমনে তৎপর ইংরাজেরা জাহাজ দ্বারা তদ্বিপরীতদিগে আগমন করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন য-  
সেকন্দরসাহ সিদ্ধনদী উত্তীর্ণ হন তখন তিনি ত্রিংশদশ বৎসর  
কাল তিনি যেহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেসকলেই জয়ী হইয়া-  
ছিলেন এবং যেহ দেশে গিয়াছিলেন সে সকল অধীন করিয়াছিলেন  
তিনি যৌবনাবস্থার সাহস দ্বারা অটক নদীর সেতু পার হইয়া  
১০০০ একদল বিংশতি সহস্র সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষের রণ-  
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই সময়ে সিদ্ধনদীর পূর্বদিকে  
জন রাজা ছিলেন প্রথম আবিসারিস্ যাঁহার রাজ্য প্রায় পূর্বত  
বোধ হয় তাহা কাশ্মীর, দ্বিতীয় টাক্ সিলস্ যিনি সিদ্ধ এবং  
তৃতীয় নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ সকল শাসন করিতেন এবং তৃতী-  
য় পুরস্ যাঁহাকে পাণ্ডুবংশোৎপন্ন পুরু কহে তাঁহার রাজ্য ঐ নদী  
ত হস্তিনাপুরের পূর্বপর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । সেকন্দরসাহের  
মহাসেবিতারা উক্ত করিয়াছেন যে পুরস্ নামে দুইজন রাজা  
গমন একজন হস্তিনাপুরবাসী অন্য পাণ্ডাব প্রদেশাধিকারী  
রা উভয়েই চন্দ্র বংশজাত আবিসারিস্ সেকন্দরসাহকে  
ট করণজন্য কতকগুলি বহুগুলা উপঢৌকনের সহিত তাঁহার  
হাকে পাঠাইলেন । টাক্ সিলস্ মিত্ররূপে তাঁহার সহিত মিল  
লেন এবং আপন রাজধানীতে সসৈন্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করি-  
তাজন করাইলেন সেকন্দরসাহ টাক্ সিলস্কে দুর্বল সৈন্যদিগকে  
লেন এবং পুনরুদ্ধার করণক্ষম একদল সৈন্যও রাখিলেন । তিনি  
সুশিক্ষিত অভেদ্য সৈন্যের সহিত হাইডাস্পস্ নদী দিয়া  
গমন এইক্ষণে যাহাকে জিলম্ কহে অর্থাৎ পাণ্ডাবের একশাখা ।  
বর্ষাকালে ভারতবর্ষের নদী সকল বর্দ্ধিষ্ণু হয় ঐ বর্ষাক-  
পস্থিত হওয়াতে তদ্রূপ ঐ নদী বর্দ্ধিত হইল ইহা প্রায়  
বিস্তৃত এবং ইহার স্রোতঃ অতিশয় বেগবীল হইল ।  
তাঁহার শত্রুর আগমনে বাধাদিতে মনস্থ করিয়া নদীর

সম্মুখ ভুটে সৈন্যেরা শিবির করিয়া সৈন্যের উভয় দিক করিয়াছিলেন এবং সেকন্দরসাহ ঐ ব্যূহের প্রত্যেক পার্শ্বকে আক্রমণ দাখিলেন এবং পুরসের কক্ষ এবং খ্যাতি যাহা প্রকাশিত ছিল তাহা সেইদিনে সত্যরূপে জানিলেন কারণ ঐ নদীপার হওয়া অপেক্ষায় সুস্থকরণ কঠিন নহে। পুরস ব্যূহসম্মুখে সুশিক্ষিত কতিপয় সৈন্য রাখিলেন এবং অরক্ষিত পথদ্বারা রাখেন নাই। কিন্তু তেই পুরসের ব্যূহ ভেদ্য নহে যখন সেকন্দরসাহ নদ্যতীর হইতে চেষ্টা করিলেন তখনই সম্মুখবর্তী হিন্দুদিগকে বাধাদিতে প্রস্তুত দেখিলেন। তিনি তাঁহাদের দাড়াইতে দেখিলেন এবং তাঁহার অশ্বারোহী গজারোহীদিগের সম্মুখগমনে অক্ষম অতঃপর ছলদ্বারা নদ্যতীর হইতে মনস্থ করিলেন। তিনি আপন শিবির হইতে পঞ্চকোশ দূরে নদীমধ্যস্থ এক উপদ্বীপ দেখিয়া তদ্বারা বৃষ্টিমেঘাচ্ছন্ন রাতিতে সুযোগ পাইলেন যখন প্রবাহবায়ু, দাক্ষিণ্য, এবং মেঘগর্জনের শব্দে জনবহু স্তব্ধ হইল তখন একাদশসহস্র সুশিক্ষিত সৈন্যের সহিত উপদ্বীপে যাত্রা করিয়া আতপূর্ত্যে হাইড্রাক্স নদীর পূর্বতটে আগমন করিয়া সেই স্থানের রক্ষক পুরসের সৈন্যদিগকে দূরীভূত করিলেন। এই ঘটনার সম্বাদ অতিশীঘ্রই হিন্দুরাজসমীপে আসাতে তিনি তাহাদিগকে অস্ত্র বুকিয়া দূরকরণার্থে আপন পুত্রকে অঙ্গসৈন্যের সহিত পাঠাইলেন যে স্থলে গৌক সৈন্যরা পূর্বে শিবির করিয়াছিল সেইস্থলে কোটরস সেকন্দরসাহের সমুদায় সৈন্য লইয়া গমন করিলেন এবং পুরসের সম্মুখে একদল ভয়ানক সৈন্য রাখিতে যে সকল সৈন্য নদীপার হইয়াছে তাহা অস্ত্র এই বিশ্বাস বৃদ্ধি করাইলেন। পুরসের পুত্র অতিশীঘ্র রণশায়ী হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যরা ছিন্নভিন্ন হইল। ঐ রাজা তৎক্ষণাৎ পুত্রের মৃত্যু এবং সেকন্দরসাহের আগমনের সম্বাদ পাইয়া শত ও হস্তিসমূহ এবং চতুঃসহস্র অশ্বারোহী এবং তিন অশ্বত পদাতিক লইয়া সেকন্দরসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন হইলেন অঙ্গদিগের বোধ হয় যে ঐ সকল লোকেরা জাতি ও ব্যবসায়ানুসারে অভ্যস্ত যোদ্ধা কৃত্রিয় বংশোদ্ভব ছিল তিনি রণস্থলে অতিশয় চতুরতা পূর্বক সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। আ-

মরা। প্রায় উক্ত করিয়াছি যে সেকন্দরসাহের একাদশ সহস্র  
মাত্র সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল কিন্তু তাহাদিগের অধ্যক্ষের গুণে  
তাহারা অজেয়রূপে গণ্য ছিল। প্রথমতঃ এই যুদ্ধ অনেকক্ষণ  
পর্যন্ত হয় এবং কোনদলেই জয়ের স্থির হয় নাই পুরসের সৈ-  
ন্যরা বীরের তুল্য যুদ্ধ করিলেও সেকন্দরসাহের অশার্পী-  
দিগের শক্তি দূর করিতে পারিলেন। দুই প্রহর দুই ঘটিকারপর  
হিন্দুরা পলাইল কিন্তু পুরস এক বৃহৎ গজপৃষ্ঠে আরোহণ  
করিয়া তৎকালেও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেকন্দরসাহ তাঁহার  
সাহসে আশ্চর্যান্বিত হইয়া এবং তাঁহার জীবনদানে ব্যগ্ন হই-  
য়া তাঁহাকে ইহা জানাইলেন যে তিনি সমুদয়পুরুষকে মল্লিকরূপে ইহা-  
তে তিনি অবশেষে সম্মত হওয়াতে জয়ী, নিকটে আনীত হইলেন  
এবং অকুতোভয়ে তথায় প্রবেশ করিলেন পরে তাঁহাকে কিরূপে  
ব্যবহার করাযাইবে এই কথা জিজ্ঞাসাকরাতে তিনি যুদ্ধঘরে উ-  
ত্তর করিলেন যে একজন রাজার ন্যায় এই উত্তর শুনিয়া সে-  
কন্দরসাহ তাঁহার, স্বাধীনতায় এবং সদাচরণে মোহিত হইয়া  
ঐ স্থানে তাঁহাকে স্বাধীনতা দিয়া তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছি-  
লেন। পুরস ঐ জয়ীর সত্যতার নিন্দাকরেন নাই বরঞ্চ দৃঢ়  
এবং চিরবন্ধরূপে মানা করিতেন। কলিযুগের প্রথমাবস্থার হিন্দু-  
দুহইতে এইরূপকার হিন্দুদিগকে ভিন্নরূপে অবশ্য স্বীকার  
করিতে হয়। পুরস যেমত সাহস এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া-  
ছেন আধুনিক হিন্দুদিগের তদ্রূপ কোথায় দেখাযায় ॥

সেকন্দরসাহ ভবিষ্যতে ঐ নদীর পথরক্ষা জন্য উহার উ-  
ত্তর তটের মধ্যে এক দিগে এক নগর নির্মাণে অনুজ্ঞাদিয়াছি-  
লেন। হাইড্রাস্ এবং আমেসিনিদের মধ্যস্থিত ঐ নগরে  
এক বসতি ছিল ও তাহাতে পঞ্চত্রিংশনগর অন্তর্গত ছিল  
ঐ সমুদয় নগর পুরসের শাসনাধীন রহিল। পরে সেকন্দরসাহ  
সুশিক্ষিতপুরুষ আমেসানিস্ অথবা চুনান এবং হাইড্রাওটস  
অথবা রেবা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি শেষোক্ত নদীর  
পারস্থ টারটার নামেখ্যাত এবং ভারতবর্ষনিবাসি কেথেনস  
জাতীয়েরা সাত্রল নামক স্থানে তাঁহার সমীপে স্বশক্তির পরীক্ষা  
করণেকু স্থানিলেন। তাহারা দৃঢ়তরাঘাতে পরাস্ত হয়। তাহাদি-

গের মধ্যে বৌড়শ মহাসুরাশায়ী এবং সপ্ততি মহাসুর হইল  
অবশিষ্টেরা পর্যাতে পলায়নপরায়ণ হইল ।

সেকন্দরসাহেব যাবত্ হাইকাসিম্ অর্থাৎ শতজনদীন ডাট না  
হাইলেন তাবত্ যুদ্ধার্থে যাত্রা ছিল ঐ নদীকেই শীক এবং  
ইংরাজ রাজ্যের সীমা কহে । সেখানে তিনি মগদের গঙ্গাভীত  
রাজ্যের বিষয় শুনিলেন যে তত্ত্বস্থ মহাপরাক্রমী নৃপতি রণস্থলে দ্রুত  
লক্ষ পদাতিক এবং ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বরোহী এবং নয় সহস্র গজাধার  
আনয়ন করিতে পারেন । কোন ইতিহাসে লিখিত আছে যে উক্ত  
রাজ্যে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন যে চন্দ্রগুপ্ত তিনি সেব-  
ন্দরসাহের ভায়েতে সাক্ষাৎ করিয়া স্বাধীনতা পূরক বক্তৃ-  
তাকরিতে সেকন্দরসাহ তাঁহাকে অপরাধী করিলেন । সেকন্দরসাহ  
তাঁহাইতেই উক্ত সাম্রাজ্যের শক্তি এবং পালিনোদ্ধা নানু  
রাজধানীর মৌভাগ্য শুনিয়াছিলেন কথিত আছে ঐ রাজধানীর  
দীর্ঘ সাক্ষ চতুর্দিক কোশ ছিল তাঁহার গৌরবেচ্ছা ঐ রাজধানীর  
দুর্গমধ্যে জয়পতাকা রাখিতে উদ্ভাগ্য হইল এবং তিনি সৈন্যদিগকে  
তাঁহা উঠাইয়া শতজনদী পার হইতে অনুজ্ঞা করিলেন । কিন্তু তাঁহা  
সৈন্যারা ক্ষত, ক্ষুপ, এবং পীড়ায় ক্ষীণ হইয়াছিল । তাহারা ভার-  
তবর্ষে প্রবেশাবধি অনবরত বৃষ্টিস্থার । নিম্নেজ হইয়াছিল যেমত  
মকল ইউরোপবাসিরা উক্ত বর্ষাতে নিম্নেজ হয় তদ্রূপে তাহারা  
সেকন্দরসাহের সজ্জিত সৈন্য অগ্নিস্রব হইতে দৃঢ়রূপে অস্ত্র-  
কার করিয়াছিল । তিনি তাহাদিগকে বিনতি অনুযোগ এবং প্র-  
শংসনাদি দ্বারা অগ্নিস্রব করিতে চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু কিছু-  
তেই তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকরিতে পারেন নাই তিনি ঐ  
নদী পর্যন্ত জয়লীলা করিতে এবং প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হই-  
লেন কিন্তু তিনি প্রত্যাগমন কালে তাহার রণজয়ের দিগ্গু এবং  
দ্বাদশ প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্মাণ করাইলেন । পরে সেকন্দরসাহ সমুদ্রের  
ভারতবর্ষের জয়াভিলাষে নিরাশ হইয়া দিকু নদীকে পুনরাগম-  
নে দেখিবেন এজন্য উহাকেই শীক রাজ্যের সীমা করিলেন  
তিনি তদনুসারে নৌকাসমূহ নির্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে  
সৈন্যে আরোহণ করিয়া ঐ নদী শাখায় বীরাভিনানে গমন  
করিলেন । মূলতানু এবং উজ্জ্ব প্রদেশদিয়া গমন করিলেন তিনি



অনেক বাধা পাইয়াছিলেন এবং বিশেষতঃ আগুন অবিরে-  
 নায় এক নগর বেঁটন করাতে তাঁহার জীবনাশঙ্ক। হইয়া-  
 ছিল। তিনি সেই সকল আপদ স্বীয় সুবুদ্ধি এবং সৈন্য শক্তিতে  
 দূরীভূত করিয়া উক্ত নদীর শেষ মীণায় উপস্থিত হইলেন। পূর্বা-  
 দ্বার লোকদিগের আচরণাপেক্ষায় সেকন্দরসাহের কল্পনা অতি-  
 সুস্থ এবং বিবেচনাযোগ্য বোধ হয়। তিনি ভারতবর্ষ ও পারস্য  
 দেশের সকল এবং রেডসমুদ্রের মধ্যস্থানে বাণিজ্য করণ স্থাপনে  
 কল্পনা করিয়াছিলেন তিনি উক্তাভিলাষে সিন্ধুনদী এবং সমু-  
 দ্রের সংযোগস্থলে বন্দর নির্মাণ করাইলেন এবং এক বৃহৎ নৌ-  
 সেনা সমূহ প্রস্তুত করিয়া ইউফ্রাটিস নদীর মুখে যাত্রা করণে অনু-  
 সন্ধান সহিত তাহার অধ্যাক্ষতাপদে নিযুক্ত করিয়া নিযুক্ত করি-  
 য়াছিলেন। এই জলযাত্রার বিষয় যাহা এইক্ষেণে অতিসংক্ষিপ্ত এবং  
 অসম্পূর্ণ ন্যায়িক হইতে অতিশীঘ্র সম্ভব হয় তাহা পূর্বকার  
 ইতিহাসে মহাকীর্তিরূপে বর্ণিত আছে। নিখাবকস, সম্রাট  
 সিন্ধু সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং যদ্যপি আরো কিঞ্চিৎ কাজ  
 সেকন্দরসাহ জীবিত থাকিতেন তবে তিনি নিঃসন্দেহরূপে বিস্তৃত  
 বাণিজ্য রীতির মূল স্থাপন করিতে পারিতেন কিন্তু সেকন্দরসাহ  
 ভারতবর্ষ হইতে পুত্রাগমনের দুই বৎসর পাবে দ্ব্যবক্রান্ত হইয়া  
 হইয়া বাবিলন দেশের জলময় ভূমিতে বনাজুরে লোকা-  
 লিত হইলেন। তিনি যে ভারতবর্ষে নূতন সৈন্য লইয়া  
 আগমন করিতেন ইহাতে সন্দেহমাত্র ছিলনা এবং যদ্যপিও  
 সেকন্দরসাহ আসিতেন তবে এই ভারতবর্ষ সম্রাটের অধীন  
 হইতে পারিতেন। উত্তর পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত এবং নদীর  
 বাধা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিস্তৃতদেশে অতীত স্থাপা পাইতেন।  
 যদ্যপি পুরসের সুশিক্ষিত সৈন্যরা তাঁহাকে ঐ দেশে পুবেশ  
 করিয়া বাধা না দিত তবে সাহসহীন গঙ্গাভীরব যোদ্ধারা কিঞ্চি-  
 ত বাধা দিত। তিনি কোন দেশে চিরবসতি করেন নাই কিন্তু  
 তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পথ প্রকাশ করিয়াছিলেন যদ্যপি  
 সেকন্দরসাহের অন্তর্গত গ্রীক দেশের ইতিহাস দুষ্ক্রেয় হয় তথাপি  
 অন্তত যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে তাহার। উত্তর হিন্দুস্থান দ্রুত  
 প্রদেশ জয় এবং অধিকার করিয়াছিল।

সেকন্দরসাহের সন্ধিদিগের ইতিহাসানুসারে ভারতবর্ষে প্রাচীন লোকদিগের রাজ্য এবং চরিত্রের, বিষয় জাত হুওয়ায় গুণ্যন্তর হইতে সংগৃহীত এই পঞ্চাবর্ত্তি বিষয়ে ভারতবর্ষের বিশেষরূপ লোকেরা তত্ত্ব প্রাচীন এবং আধুনিক লোকদিগের ক্রিপা সাধন্য অনুযায়্যে জানিতে পারিবেন। প্রথম তাকাদিগের শরীরের ক্ষীণতা। দ্বিতীয় শস্যভোজিতা। তৃতীয় জাতিপ্রভেদ এবং স্বয়ং জাতীয় বর্ণ। চতুর্থ মণ্ডলবৎসর বয়স্কা-বর্ণি বিবাহ এবং অনাজাতীয়েরে বিবাহ নিষেধ। পঞ্চম চূড়া করণ বিধি ও নানাবর্ণের জুতার ব্যবহার এবং মস্তক ও স্ফটিকাদক বস্ত্র বা ঘোমটা পরিধান। ষষ্ঠ মুখে চিত্র অর্থাৎ তিলক ধারণ। সপ্তম কেবল প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তধরাইয়া গমনবিধি। অষ্টম দুইহস্তে কপাণধারণ এবং চরণদ্বারা ধনধারণপূর্বক জ্যা টানন। নবম পূর্বের মত হস্তধারণবিধি। দশম তুলার পাইট করিয়া অতিশয় খেতকরণ। একাদশ টরমিটিস্ অর্থাৎ যেত পিণীলিকাকে অত্যুক্তিদ্বারা বৃহৎ বণনা করণ। দ্বাদশ মহানদীর উভয়পাশে বটীর নির্মাণইয়া ঐ নদীর কূল ভঙ্গানুসারে স্থানান্তর করণ। ত্রয়োদশ তালবৃক্ষ। চতুর্দশ বটবৃক্ষ এবং তত্তলার সন্ধ্যাসিদিগের, উপবেশন ॥

একবিংশাতিশতবৎসরপূর্বে দ্রুতিত এইসকল বিবরণদ্বারা সেকন্দরসাহের সমকালিক হিন্দুদিগের সহিত আধুনিক হিন্দুদিগের অধিক প্রভেদ নাই। শেষে আমিাদিগের ইহা লেখা উচিত যে যেসকল হিন্দুগৃহ পাওয়া যায় তাহাতে সেকন্দরসাহের বর্ণনা নাথাকিতে সপূনা হইতেছে যে তাহা অসম্বর্ণ, মুসলমানেরা তাহার নাম ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত করিয়াছে এবং তাহার তাহাকে বীরবলিয়া গণ্য করিয়াছে। মহাসমুদ্র পারস্থ দুববর্ত্তিদেবে তাহার কীর্ত্তি মুসলমানদিগের জয়ের সহিত নীত হইয়াছে এবং দুববর্ত্তি জাতি এবং সূমাত্রা উপদ্বীপস্থ লোকেরা অদ্যাপি বলরান্ সেকেন্দরের গুণ গান করে ॥

## চতুর্থ অধ্যায় ॥

মহানন্দ ও চন্দ্রশম্ভু । মরিবংশীয়দিগের রাজত্ব । সিলিউকস্ এবং মিগ্যাস্থিনিস্ বাকত্রিয়া রাজ্য মগধাধিপতিদিগের বিবরণ অগ্নিকুল, ব্রাহ্মণদিগের অধিক প্রধানত, প্রমুরা বংশীয়দিগের রাজত্ব বিস্তার, সিংহল দ্বীপস্থ বৌদ্ধদিগের পর্তুগীজগণের ইলোরা ॥

কথিত আছে যে যৎকালীন সেকন্দরসাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন তৎকালে প্রমুরা বংশোদ্ভব তক্ষক জাতীয় মহানন্দ পালিবৌদ্ধিতে রাজা ছিলেন এবং কথিত আছে যে সেকন্দরসাহ বিংশতি সহস্র অশ্বারূঢ় এবং দুই লক্ষ পদাতিক এতদ্ভিন্ন গজারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত বুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন কিন্তু পূর্বে লেখাগিয়াছে যে সেকন্দরসাহের নিজ সৈন্যরা তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করাতে শতদ্রু নদীতীর হইতে তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল ॥

মহানন্দের প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে নষ্টকরিলে তাঁহার অষ্ট পুত্রেরা সিংহাসনারূঢ় হইয়া ইংরাজী ৩১৫ শালপর্যন্ত দ্বাদশ বৎসর একত্র রাজত্ব করিলেন তন্মধ্যে মহানন্দের ঔরসে এক নাপত্তিনীর গর্ভে জাত চন্দ্রশম্ভু নামক এক সম্ভ্রান্ত যদ্যপিও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন তথাপি তাঁহার নিবাহিতাক্রীর গভঃজাতপুত্র দিগের কতক অতিশয়ধনীত হইয়াছিলেন কোন এক ইতিহাসে লিখিত আছে যে মহানন্দ তাঁহার উক্ত ভ্রাতাদিগেরদ্বারা পালিবৌদ্ধহইতে দূরীকৃত হইয়া হিন্দুধর্মের পশ্চিমাঞ্চলের বহুদেশ ভ্রমণানন্তর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন পরে তাঁহার অনুসঙ্গী ও প্রধান মন্ত্রী চাণক্য নামক এক ব্যক্তি রাজগোষ্ঠীদিগকে নষ্টকরিয়া তাঁহাকে সিংহাসনারূঢ় করিলেন কিন্তু উক্ত বৃত্তান্তের সহিত অন্য বিবরণে বিস্তাররূপে যদিও ঐক্য হয়না তথাপি উক্ত রাজত্বের উপপূর্ব বিষয়ে স্থূল বৃত্তান্তে ঐক্য হয় সে যাহাউক কিন্তু চাণক্য উক্ত দুহ্মিয়ার নিমিত্ত অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহার মার্জনার্থে যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ইহাতে তৎকালের সকল ইতিহাসমতের ঐক্য হয় আর তৎকালের ঘটনার মধ্যে চাণক্যের ঐ প্রায়শ্চিত্ত বিষয় অত্যন্ত বিখ্যাতরূপে মিথ্যা সম্বলিত বিবরণমধ্যে মিলিত হইয়াছে ও কবিদিগের কবিতার প্রধান প্রসঙ্গ হইয়াছে কবির স্বরকবিতার

অঙ্গস্কার জনো লিখিয়াছেন যে ঐ বিবয়ের ভার দেবতাদিগের প্রতি অর্পিত হয় তাহাতে স্বর্গে ইজের সভায় অনারেরা কথোপকথন করিয়া এক বায়সদ্বারা তন্মীমাংসা হত্যাকারিসমীপে প্রকাশ করেন ॥

কথিত আছে যে চন্দ্রগুপ্তহইতে মরি নৌক এক অভিনব রাজ্য স্থাপন হয় । কিন্তু তিনি যে মহাবল্লভের পুত্র ছিলেন তাহা উক্ত গ্রন্থের সহিত এক্ষণে করা যায়না তিনি মরিবংশোদ্ভব ছিলেন ইহা স্থির হয় আর তিনি ঐ বংশের আদিস্থাপক ছিলেন কিনা উক্ত গ্রন্থে ভূরিই ইতিহাসবোঝার ও কবিতা এক্ষণে হইয়া লিখেন যে উক্ত বিষয়েতে তাঁহাদের অনেক সন্দেহ আছে তাহার বারণ পুরাণ মতে তিনি শেবনাগের সন্তানরূপে বর্ণিত আছেন আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে ইংরাজী শালের ছয় অথবা সাত শত বৎসর পূর্বে তিনিই তৎকাল জাতিদিগকে প্রথমে সিন্ধুনদী পারকরিয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করেন বোধ হয় তিনি অসামান্য কুক্ষিানুভূতি ছিলেন এবং পশ্চিমদিগহইতে অভিনব মহাভয়ানক আক্রমণ নিবারণজনো নিজ রাজ্য উত্তমরূপে দৃঢ় করিয়াছিলেন পশ্চিমদিগহইতে সেকন্দরসাহ কতক আক্রমণই মন্দ প্রথম হয় ॥

সেকন্দরসাহের মরণান্তর তাঁহার অস্ত্রধারি সেনাপতিরা ঐ সাম্রাজ্য অংশ করিয়া অধিকার করিলেন তাহাতে বাবিলন দেশে সেলিউকসের অধিকার হইল সিন্ধুনদী তীরস্থ সমুদায় দেশতাহার অস্ত্রপাতি ছিল তিনি সেকন্দরের অন্য সেনাপতি অপেক্ষায় মহাসাহসী ছিলেন তাঁহার পুত্র ভারতবর্ষ জয় করিতে মনস্থ করিয়া অসিন্ধু হইয়াছিলেন তিনি তাহা সম্বরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন । কিন্তু কথিত আছে তিনি ঐ দেশে প্রবেশ করিকামাত্রই চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদ্বারা বাধা পাইলেন উক্ত সৈন্যরা স্বীয় রাজ্য সীমায় নূতন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকার করিল । এতদ্ব্যতীত বহুবিধ বিবরণ আছে । গ্রীকেরা কহে সেলিউকস পূর্ণরূপে জয়ী হইয়াছিলেন কিন্তু এই প্রমাণদ্বারা উক্ত সন্দেহ হয় যে তিনি হিন্দুরাজার সহিত এক সন্ধি স্থির করেন তদ্বারা সিন্ধুনদীর পূর্বাংশে গ্রীকদিগের অধিকৃত প্রদেশ সকল দিলেন ও তৎপরিবর্তে বৎসর ২ হাজার ৫০০ টাকা স্বরূপে পঞ্চাশৎ হস্তী পাঠিতে লাগিলেন ।

আর সেলিউকস্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন এবং বাবিলন্ রাজ্যের সহিত পালিবোধস্থিত রাজসভার মিত্রতা রাখিবার কারণ মিগাস্থিনিমিসকে চন্দ্রগুপ্তের সভায় দৌতাকর্মে নিযুক্ত রাখিলেন । প্রাচীন ইতিহাস কারেরা তাঁহা হইতেই ভারতবর্ষের বিবরণ বিশেষ অবগত আছেন এবং যদ্যপিও তিনি কখনও অবিশ্বসনীয় আশ্চর্য্য ইতিহাস লিখিয়াছেন তথাপি তৎকথিত ভারতবর্ষের ইতিহাস অতিশয় গুহা এবং তন্মধ্যে অনেকেই আধুনিক প্রমাণদ্বারা দৃঢ়রূপে প্রমাণ্য হয় । দৃষ্টান্তরূপে তাঁহার নিত্য-বিবরণ লিপির লোপ হওয়াতে তৎকর্তৃক রচিত টীকার কিয়দংশ অন্য আধুনিক ইতিহাসকের পুস্তকে প্রমাণ স্বরূপ পাওয়া যায় ॥

আমাদিগের অবগতিজনক উক্ত প্রমাণদ্বারা চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব চতুর্বিংশতি বৎসর যাত্র স্থির হয় । ইংরাজী শালের ২৯২ বৎসর পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয় । এবং তৎপক্ষে তাঁহার পাত্র মিত্রশত্ৰু উত্তরাধিকারী হইলেন সেলিউকস্ পূর্বোক্ত সভাদ্বয়ের একের পুনঃস্থাপন জন্যে তাঁহার নিকটে অন্য এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । সেলিউকসের বংশজাত কেহই তাঁহার তুল্য মান্য হন নাই । পূর্বদিগস্থ রাজাদিগের মতরূপ কুসভাব হয় তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগেরও তদ্রূপ কুসভাব হইয়াছিল কারণ শুম-ব্রাতীত প্রধান শক্তি এবং বহুধন হইলেই ঐরূপ হইয়া থাকে । সেলিউকসের রাজত্বের একশত বৎসর পরে আণ্টিওকস্ স্বরাজ্যে উপপ্লব করেন এবং কথিত আছে যে তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সৌফাজিনিমিসের সহিত এক সন্ধি স্থির করেন কিন্তু তাঁহার নামের স্থিরতা নাই উক্ত সন্ধির স্থিরতাদ্বারা ভারতবর্ষীয় রাজা বহু-ধনের সহিত হস্তিনমূহ রাজত্ব স্বরূপ বৎসর ২ বাক্ত্রিয়ার রাজাকে দিতে স্বীকার করেন তৎপরেই গুপ্তদেশীয় ঐরাজ্য নষ্ট হইলে এক নূতন রাজ্য হইল উহার রাজারা ভারতবর্ষে এমত জয় করিয়া ছিলেন যে তৎপূর্বে কোমি গ্রীক রাজার তদ্রূপ জয় করণে ক্ষমতা ছিলনা । সম্রাট হিন্দুস্থানের পশ্চিম প্রদেশে খননদ্বারা প্রাপ্তমুদ্রা এবং জয়মচক মুদ্রাদ্বারা লক্ষ্য প্রমাণ হয় যে যৎকালে বাক্ত্রিয়ার রাজারা নিম্নলিখিত পশ্চিম প্রদেশে শাসনকর্তা ছিলেন তখন তাঁহারা ভারতবর্ষের মধ্য পর্য্যন্ত জয়করিয়াছিলেন । উক্ত বংশের

ক্রমবর্তিতা এবং কালনিরূপণের বিবরণ স্মৃতিশক্তিই কিন্তু কতকগুলি  
 ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয় দ্বারা কল্পিত হইয়াছে। স্থির হয় যে এক কালেই  
 সিন্ধুনদীর উভয়পাশে বাকত্রিয়ার তিন রাজা ইয়াছিল কিন্তু  
 তাঁহার কালনিরূপণ হয় না। বিষ্ণু পুৰাণ এবং ভাগবতে লিখিত-  
 আছে যে ভারতবর্ষের এক খণ্ডেই অষ্টজন যবন রাজা ইয়া-  
 ছিলেন বোধ হয় এইজন্য বাকত্রিয়ার রাজত্ব বিবরণে কথিত আছে  
 তদুপায় বাকত্রিয়ার শাসনকর্তা মিনাক্ষের পুত্রকালীন রাজা  
 অপেক্ষায় অতিথ্যাত এবং সজ্জিত ছিলেন ইংরাজী শালের দুই-  
 শত বৎসর পূর্বে তিনি বাকত্রিয়ার রাজা হন। কথিত আছে যে  
 তাঁহার উত্তরাধিকারী ইউক্লাউটিয়া সিন্ধুনদীর পূর্বপাশে পঞ্চসহস্র  
 নগর অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার সমগ্র বিজ্ঞানে প্রমাণভাব  
 কিন্তু চন্দ্রসমুদ্রের উত্তরাধিকারিরা পশ্চিমদিকে অধিকতর জরীহইতে  
 স্বদেশ রক্ষা করণ অতিদুঃসাধ্য দেখিয়াছিলেন পার্থিয়ার রাজা  
 মিথ্রিডেটস ইউক্লাউটিয়াকে পরাজিত করিলেন এবং তদধীন  
 ভারতবর্ষের রাজ্য সকল লুপ্ত করিলেন তিনিই সিন্ধুনদী অবধি  
 গঙ্গাতীর পর্যন্ত সমুদ্রায় দেশ অধীন করিয়াছিলেন গুলীন  
 ইতিহাসে লিখিত আছে যে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধি-  
 কারিরা যে সকল মুদ্রা চলিত করেন অল্পনা সেই সকলমুদ্রা আগ-  
 রা উজ্জয়িনী এবং আজমিরে প্রায়ই পাওয়া যায়। ইহা অতি  
 আশ্চর্য্য যে ঐ সকল মুদ্রায় মাগরী অক্ষরনাই তন্মিমেতে বোধ  
 হয় উক্ত রাজাদিগের সাম্রাজ্য সিন্ধুনদীর পশ্চিমে ছিল কারণ  
 উক্ত মুদ্রায় তাহাদিগের চিহ্ন এবং প্রতিমূর্তি আছে ॥

কথিত আছে হিন্দুস্থানের গঙ্গাতীরস্থ আদেশে মগদের রাজা-  
 দিগের সাম্রাজ্য ইংরাজী শালের ৩৫০ বৎসর পূর্বে বর্ধি  
 ইংরাজী শালের ৪৫০ বৎসরপর্যন্ত অর্থাৎ অষ্টমত বৎসর  
 ভিন্ন রাজ্যে বিস্তার ইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের গুরুত্ব  
 তাঁহারাই অতিথ্যাতরূপে বর্ণিত আছেন তাহাদিগের মধ্যেও চন্দ্র  
 সমুদ্রের উত্তরাধিকারিরা অতিশয়সুখ্যাত ছিলেন। বাকত্রিয়ার রা-  
 জাদিগের দৌরাত্ম্য থাকিলেও তাহাদিগের প্রভুত্বে উক্ত রাজ্যের  
 এমত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ইয়াছিল যে তৎপূর্বে কোন রাজার অধীন  
 এতদূর হয় নাই। দেশীয় এবং ভিন্নদেশীয় উভয় বাণিজ্যের

বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছিল। বঙ্গদেশের সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশ সমূহে তাঁহাদিগের অধিকার থাকাতে বোধ হয় সামুদ্রিক বাণিজ্য ভারতবর্ষীয় মহা সমুদ্রের চতুর্দিগস্থিত দেশে বিস্তৃত হয়। তাঁহাদিগের রাজধানী পালিবোথু অবধি সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত এক রাজপথ বিস্তৃত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক আড়ডায় একই ক্ষুদ্রসমুহ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত রাজধানীহইতে বোম্বের নিকটবর্ত্তি বারোচ পর্য্যন্ত অন্য এক পথ নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহারা স্বীয় শক্ত্যানুসারে বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসাহ করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতদিগকে স্বদেশীয় ভাষায় লিখিতে উৎসাহী করিয়া সাধারণ জনগণকে বিদ্যাদানে সচেষ্ট ছিলেন। ইহা মনেক্ষণে উচিত যে যেসময়ে মগধের জুপতিরা দেশীয়ভাষা বৃদ্ধিবিষয়ে উৎসাহী ছিলেন বোধ হয় সেইসময়েই সংস্কৃতভাষা অতি উজ্জ্বল হইয়াছিল ॥

তৎকালস্থিত অন্য ইতিহাসের পুনঃদ্বারা বোধ হয় যে যাস্তৎ মগধেররাজার। বাক্ত্রিয়ার আক্রমণ হইতে স্বীয়রাজ্য রক্ষা করিতে ছিলেন তাবৎ তাঁহারা ঘরাও বিবাদে মগ্ন হইলেন। ভিন্নদেশীয়দিগের আক্রমণ এবং স্বদেশীয় বিবাদদ্বারা তাঁহারা শক্তিহীন হইয়াছিলেন এবং তাদ্বারা তাহাদের রাজনীতি এবং ধর্মশাস্ত্রের মূলোৎপাটনে অবকাশ হইল। তাঁহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন এবং যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তাহাদিগের কর্তৃত্ব ছিল তদবধি কান্যকুব্জের রাজা বুদ্ধাদিগের অধিক সাম্রাজ্য বিস্তার হয় নাই এই সময়ে অর্থাৎ ইংরাজীশালের প্রায় দুইশতবৎসরপূর্বে বুদ্ধগেরা পূর্বোক্ত তরুণ জাতীয় নাস্তিক অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের সহিত অগ্নি কুলোদ্ভবদিগের ভাবিবুদ্ধ সম্ভাবনায় তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধিকরিয়াছিলেন। অগ্নিকুলজাতরা এমত রাজবিদ্বেষী হইয়াছিলেন যে তৎকাল ভারতবর্ষে কদাচ হয় নাই। বুদ্ধগেরা তদ্বারা ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজ্যভোগ এবং দুইসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দেশীয় ব্যক্তিদিগের মনে প্রাধান্য কল্পিত রাখিয়াছিলেন অগ্নিকুলদিগের আদি বিবরণ এবং জয়সীমা সম্বন্ধে অল্প আছে হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে মূর্খতা ও নাস্তিকতা ব্যাপ্ত হওয়াতে ধর্মপুস্তক সকল পদতলে পতিত হইয়াছিল এবং রাক্ষসতুল্য নাস্তিকদল হইতে কেহই রক্ষা পায়নাই এই দুর্দশাকালে বিশ্বামিত্র ক্ষেত্রি-

য়বংশ পুনঃসৃষ্টি করণে মনস্থ করিলেন তিনি এই বিষয়ের নিম্ন-  
 ত্তি নিমিত্তে আবু পর্বতের অধিত্যাকা স্থিরকরেন তাহাতে মূনি-  
 দিগের বসতি ছিল ঐ মূনিরা দধিসমুদ্রে অনন্ত সপোপরিষ্ঠিত,  
 নিত্য, জগৎকর্তাপরমেশ্বরসমীপে আবেদন করিলেন । তিনি  
 তাহাদিগকে আবুপর্বতে বাসকরিতে এবং যোদ্ধাজাতির পুনঃ  
 সৃষ্টিকরিতে অনুমতি দিলেন । তাহারা ইন্দ্র ও বুদ্ধা ও ক্রুজ ও বিসম  
 এবং স্বল্পশক্তি দেবতাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন-  
 ন । গঙ্গাজলদ্বারা অগ্নিকুণ্ড পরিব্রহ্মইলে ও ধর্ম্ম কামাদি সন্মম  
 হইলে উক্ত চারি দেবেরা প্রত্যেকে একই প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণিয়া  
 গ্নি কুণ্ডে নিঃক্ষেপ করিলেন তাহাই হইতে চারিজন নির্গত হইলে  
 উহারাই অগ্নিকুলাভ্যগত পুমারা ও চোহান ও সোলান্দি এবং পদ্ম  
 হরবংশের আদিপুরুষ ছিলেন । দৈত্য অর্থাৎ বোদ্ধরা তৎকর্মা-  
 নুসন্ধানে রহিল তন্মধ্যে দুইজন অগ্নি কুণ্ডের অতি নিকটে ছিল কি-  
 ন্তু পুনঃসৃষ্টি সন্মম হইলে নবজাতি যোদ্ধারা নাস্তিকদিগের বিপক্ষে  
 প্রেরিত হইলে যোর রন হইল । দৈত্যদিগের রক্তপাত হইলে য-  
 দ্যাপি অগ্নি কুলের প্রতিপালক দেবেরা রক্তপানদ্বারা দৈত্যকুল  
 নৃদ্ধির প্রতিবন্ধক নাহইতেন তবে আর একদল দৈত্য উথিত হ-  
 ইত । দৈত্য বংশধ্বংস হইলে জয় হেতুক আনন্দজন্য চীৎকারে  
 আকাশ বিদূর্ণ প্রায় হইল ও স্বর্গ হইতে অনন্ত বর্ষন হইল এবং  
 বিমান চারি দৈতলোকেরা জয়দর্শনে আনন্দিত হইয়া আকাশ-  
 মার্গে গমন করিলেন ॥

বান্ধন এবং অগ্নিকুলজদিগের সন্ধিবিষয় এতদ্রূপ করিতা গুহে  
 বর্ণিত আছে অগ্নিকুলজেরা বান্ধনদিগকে পুরোহিত রাখিতে বোদ্ধ-  
 দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ঐ অগ্নিকুলজদিগকে তদ্দেশবাসী  
 বা পশ্চিমাগত নৃতন যোদ্ধাজাতি কিছুই বলা যায় না । কিন্তু এই  
 মাত্র স্থির হয় যে তৎকালে বান্ধনেরা কতকগুলি তক্ষক বংশীয়দি-  
 গকে সমতাবলম্বী করিতে প্রবৃত্ত হন । তখন ঐবংশীয়েরা ভার-  
 তবর্ষে বিশেষ খ্যাত ছিলেন এবং ভিন্নমতাবলম্বিদিগকে সমতাব-  
 লম্বী করিতে তাহাদিগকে যুদ্ধোদ্যোগী করিলেন । অগ্নিকুণ্ডে  
 অগ্নিকুলের জন্মদ্বারা এইমাত্র বোধ হয় যে ঐকপে ভিন্নধর্ম্ম অ-  
 ধর্ম্মমন করান হইয়াছে । অগ্নিকুলের চারি অংশের মধ্যে প্র-



মারাবংশীয়রা অতিশক্তিমান ছিল। তাহাদিগের রাজ্য চন্দ্রাবদী অতীতকরিয়। বিস্তৃত ছিল এবং তন্মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যস্থ ও পশ্চিমস্থ সমুদায় দেশছিল। সিন্ধুনদী তাহার পশ্চিম সীমাহইয়াছিল। তাহারা দেকান দেশ পর্য্যন্ত জয়করিয়াছিল এবং প্রমাণদ্বারা বোধ হয় যে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথমে তাহারা ইন্দোনদীদীর দক্ষিণে চিরস্থায়ী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ভারতবর্ষে এক পূর্বকালীন জনশ্রুতি আছে যে বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধিত তুমুল সংগামের পর বুদ্ধদিগের ধর্মের চিরস্থাপন হইয়াছে বোধ হয় সে এই যুদ্ধ যাহাতে অগ্নিকুলজের। জয়ী হইয়াছিলেন তাহারা বুদ্ধদিগের সম্বন্ধ হইয়া ক্ষুদ্র কাম্যকুজ রাজ্য হইতে মহাদ্বীপের দক্ষিণ সীমাপর্য্যন্ত বুদ্ধদিগকে স্বীয় মত বিস্তার করিতে তৎপর করিয়াছিলেন। সেই অবধি বর্তমানকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধদের। ভারতবর্ষে ধর্মের রাজত্ব ব্যাপ্ত করিয়াছেন ও লোকদিগকে ইচ্ছাশীল করিয়া সজাতীয়দিগকে সর্বপ্রধান করিয়াছেন এবং তাহারা সমুদায় শাস্ত্র আপনাদিগের অধীনে রাখিয়া অন্যান্য জাতীয়দিগকে বজ্রপ মূর্ত্তায় সমুদে তজ্রপ দাসত্বে রাখিয়াছেন ॥

আমরা প্রায় উক্ত করিয়াছি যে প্রথমে বৌদ্ধরা ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত পুণ্ডর মন্দির খুঁদিয়াছে। তাহারা বুদ্ধদিগদ্বারা তথা হইতে দ্রষ্টকৃত হইয়া মন্দির নিৰ্ম্মাণের উৎসাহের সহিত মিলন উপদ্বীপে যাত্রা করিল পরাতলে মনুষ্যের শুমদ্বারা বজ্রপ সমুদে তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্তম্ভদ্বারা তদদেশকে ভূষিত করিয়াছিল। তাহাদিগের শুমদ্বারা কচিন প্রস্তর হইতে ক্ষোদিত কতকগুলি মন্দির আবাদিগের দৃষ্টিগোচর আছে তন্মধ্যে দীর্ঘ ১৩ হস্ত ও প্রস্থ ৬০ হস্ত এবং উচ্চ ৩০ হস্ত এতাদৃশ এক বৃহৎ মন্দির আছে এবং তাহাতে ২০ হস্ত উচ্চ বুদ্ধের অচল মূর্ত্তি আছে ॥

তৎকালে বৌদ্ধরা যে মন্দির পরিভ্রমণ করিয়াছিল তৎক্ষণাৎ তাহা বুদ্ধদেরা অধিকার করিয়া তথায় বুদ্ধের পরিবর্তে বিষ্ণু এবং শিবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। বুদ্ধদিগের অধিন। কারকালে উক্ত মন্দির সকল উৎকৃষ্টরূপে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল ॥ বৌদ্ধদিগের প্রিয়স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ও তৎকাল মন্দির

দন জনো স্থিরীকৃত হইল। তাঁহারা ভারতবর্ষের মধ্যে দেকানের  
এলোরা দেশে কঠিন পুস্তরের মন্দির নির্মাণ করিলেন ভারতবর্ষ  
মধ্যে তত্ক্ষণাৎ উত্তম পায় বসুন্মাত্রেই দেখা যায়না। অষ্টচন্দ্রাবর্তি  
সার্ক দুইক্রোশ বিস্তৃত পর্বত শ্রেণী মধ্যে দুই বা তিন তলা উচ্চ  
কতকগুলি মন্দির দেখা যায়। তন্মধ্যে অতি আশ্চর্যজনক মন্দির  
কৈলাস অথবা মহাদেবের বাসস্থান রূপে বিখ্যাত আছে। সারী  
নির্মাণ অথবা ভাস্করের কৃতসামগ্র্য উত্তমতা এই স্থানেই দৃষ্ট  
হয়। তৎস্থান কঠিন পুস্তর হইতে ক্ষোদিত সোপান ও সেতু ও  
স্তম্ভালয় ও স্তম্ভ ও বালাগু এবং স্তম্ভ ক্রমে গুলু সমুদায়  
এবং বৃহৎ পুষ্টিভূমি দ্বারা সুশোভিত আছে। উক্ত উৎকৃষ্ট ম-  
ন্দিরের চতুর্দিকে মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত দেবতা এবং  
অন্যান্য হিন্দু দেবতাদিগের পুষ্টিভূমি আছে। ভারতবর্ষে পুস্তর  
হিন্দুদেবতার মধ্যে এলোরার দেবালয়ে সাধারণ পুষ্টি, পাণ্ডুরা-  
নায়না এমনত দেব পায় নাই নন্দা নদীর দক্ষিণাংশে হিন্দুধর্ম  
পুষ্টি হস্তনকালে এই স্থানকে হিন্দুধর্মের পুষ্টি কহিতে হয়। উক্ত  
উৎকৃষ্ট মন্দিরাদি নির্মাণের কাল নির্ণয়কর। অষ্টদুঃসাপ্য কিয় এই  
মাত্র বোপ হয় যে যৎকালে রাজ্যদিগের ভ্রাতৃপক্ষ বা শত্রু বাহি-  
রেকে রাজ্য ভোগ হয় ও রাজ্যদিগের তৎকর্ম সমাদনার্থে যত্ন ও  
সময় ছিল অর্থাৎ দক্ষিণাংশে হিন্দুধর্মের পুষ্টি অবধি মুসল-  
মানদিগের আগমন পর্যন্ত দশ বা একাদশ শত বৎসরের মধ্যে  
উক্ত মন্দিরাদির নির্মাণ অবশ্য হইয়া থাকিবে।

#### পঞ্চম অধ্যায়।

বিক্রমাদিত্য এবং শালিবাহন। সুনিবৃত্তের মৃত্যু। খ্রীষ্টের জন্ম।  
ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের প্রকাশ। কুমদেশে দূতপূরণ। মগধ-  
প্রতিপত্তি অজ্ঞারাজের বিবরণ। মহাকর্ন। পুন্ড্রায়া বিষয়। রামদেব  
বিষয়। অশ্বভূতাজ। বিষ্ণুপুরাণমতে ভারতবর্ষের বিবরণ।

বোপ হয় যে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধদিগের দূরীকরণকালে  
বিক্রমাদিত্য রাজা হন। কিন্তু বিক্রমাদিত্য নামে অষ্টজন খ্যাত  
থাকাতে কাহাকে বিক্রমাদিত্য কহায়াইবে তাহা স্থিরকরা দুঃ-  
সাপ্য। কিন্তু সকল ইতিহাস লেখকের মতে একা হয় যে বলবান  
শালিবাহন অসুরের হস্তে এই বিক্রমাদিত্য পতিত হইয়াছিলেন

অতএব যিনি বিক্রমাদিত্যনামে উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন ও যাঁ-  
হাইতে সম্রাট হইয়াছে তাঁহাকে যথার্থ বিক্রমাদিত্য কহিরা তাঁ-  
হার প্রতি কেরিস্তার বিবরণ লেখা উপযুক্ত । বিক্রমাদিত্য প্রুমা-  
রা বংশীয় ছিলেন তাঁহাকে সংক্ষেপে পৌআর অথবা পুজার  
কহে । যদ্যপি এই বংশের বিষয় অল্পষ্ট তথাপি এমত যথেষ্ট প্র-  
মাণ আছে যে বিক্রমাদিত্যের অধিক পূর্বে এই বংশারা ভার-  
তবর্ষে অতিবিস্তারপূর্বক অবস্থি অথবা উজ্জয়িনী নগরে রা-  
জ্য করিয়াছিলেন । ইহা অতি অসম্ভব যে কেহ কখন যিনি এই  
দেশের রাজধানীতে রাজত্ব করিয়াছেন এবং অন্য কেহ কহেন  
তিনি মগধের মোরিনক্ষি রাজবংশীয় অষ্টম রাজা ছিলেন  
এবং তাঁহার রাজধানী পালিবোথ ছিল তা হিতে আ-  
মরা তাঁহার বিবরণ ব্যক্ত করণে অক্ষম । ইংরাজীশাসনের মট  
পঞ্চাশত বৎসর পূর্বে তিনি রাজত্ব করেন তৎকালে তিনি সক্তি  
এবং যুদ্ধে অতিখ্যাত ছিলেন । কবির তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং শক্তি  
বিষয়ে সালঙ্কার কবিতাদ্বারা অত্যাঁক্তি করিয়াছেন । কবির কহেন  
যে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে অয়্যকান্তমণি লোহিতে ও তৈলমন্ড-  
টিক ভাষেতে কোন শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতন । তাঁহার এমত  
পরিমিতাচার এবং ঐশ্বর্য্যভোগে তৃষ্ণতা ছিল যে তিনি রাজ্য  
ভোগকালে এক মাদুরে শয়ন করিতেন এবং ঐ মাদুর এবং এক  
জলপাত্রমাত্র তাঁহার গৃহভূবা ছিল । পূর্বকার রাজ্য অপেক্ষা তাঁ-  
হার বিদ্যাবৃদ্ধিবিষয়ে উৎসাহ ছিল তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন  
দেশবাসি পণ্ডিতদিগকে আহ্বান পুরস্কার বিবিধ দানদ্বারা পুর-  
স্কার করিয়াছিলেন । তৎকালে তাঁহার রাজকীয় সভাস্থগত অতি  
সুপণ্ডিত চতুর্দশ ব্যক্তির এক শাস্ত্রীয় সভা হয় তাহাতে শ্রীক-  
লিদাস প্রধান ছিলেন । রুনদেশে আগস্টম্ রাজা হওয়াতে যদ্রূপ  
বিদ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল এতদেশে বিক্রমাদিত্য রাজা হইলে তদ্রূপ  
সংস্কৃত বিদ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল আর কথিত আছে যে বিক্রমা-  
দিত্য অসীম, অদৃশ্য, পরমেশ্বরের উপাসনার রত ছিলেন ইহাতে  
রোধ হয় পূর্বকালের তদ্রূপবংশারা যে ধর্ম্ম মানিত তাহাই তি-  
নি মানিতেন । কিন্তু বৌদ্ধদিগের দূরীকরণানন্তর যে সকল দেব-  
দেবীর আরাধনা হয় তাহার সাহায্য করণে তিনি উৎসাহী ছি-

লেন এবং আপন রাজধানী উজ্জ্বলিনীতে মহাকালের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। যৎকালে শিবের উপাসনা ব্যাপ্ত হয় তৎকালীন ভারতবর্ষের ভিন্ন দেশস্থ শিবের বৃহৎ অষ্টদুর্ভিত্তির মধ্যে ইহাকে এক কহিতে হয়। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় অতিরণশালী শালিবাহন রাজাকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রণশায়ী হইলেন শালিবাহন দেকানদেশে জয় পূর্ব্বক এমত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন যে ঐ দেশে বিক্রমাদিত্যের সহ্য উঠাইয়া আপননামে শক স্তাপিত করিলেন ॥

বিক্রমাদিত্যের কিষ্কিৎপুর্বে সৌরবংশীয় জীরামচন্দ্রের বংশজাত সুমিত্রের মৃত্যু হইলে গঙ্গাজীরমু প্রদেশের রাজবংশের শেষ হইল ইফাঙ্গহইতে এই বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। দুই শত বৎসর অপেক্ষা অধিককাল পর্য্যন্ত ঐ স্থানে ছিল হিন্দুশাস্ত্রে লিখে জীরামচন্দ্র অসঙ্গি সুমিত্র পর্য্যন্ত ষট্‌পঞ্চাশত ব্যক্তির রাজ্য হইয়াছিলেন। ইহার এমৎ প্রমাণপাওয়া যায় যে কিষ্কিৎকাল পরে উক্তবংশের রাজ্যরূপে খ্যাত উক্তস্থানে নূতন ঐশ্বর্যের সহিত রাজ্য হইয়াছিল ঐলটসনামে খ্যাত মিহরের রানার। আপনাদিগকে ঐ বংশজাত কহিত। মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্বে রাধোরের। কানাজঙ্গ দেশে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং আপনাদিগকে জীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র স্রবণের বংশীয় কহিত। ইং রাজ্য দ্বাদশশত বৎসর তাহার। মুসলমানকর্তৃক দূরীকৃত হইয়া মিহর রাধো বর্ণিত করিল। রাথুরদিগের একলক্ষ বরবালধারিরা অতিসাহসপূর্ব্বক মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে জয়বালে উহার অধিক জয়ে নাশাঙ্গ করিয়াছিল। অঙ্গহইতে কঙ্গাজ নামে খ্যাত অন্য এক বংশজন্মে তাহাতে নলদময়ন্তী ইতিহাসে খ্যাত নলরাজার জন্ম হইয়াছিল। নলবংশের। পঞ্চদশশত বৎসর পর্য্যন্ত অতিখ্যাত মিহরের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল পরে শিক্তিয়ার। তাহা দিগের দৃঢ়তাহইতেও দূরীকরণ পুরস্কার উহা অধিকার করিল। আধুনিক জয়পুরের রাজাদিগকে ঐ বংশের শাখারূপে কহা যায়। এমতে উত্তর ভারতবর্ষের অবশিষ্ট আধুনিক রাজারা পরাক্রমী জীরামচন্দ্রের বংশারূপে কথিতআছেন ॥

বিক্রমাদিত্যের রাজদ্বারচন্দ্রের ষট্‌পঞ্চাশৎ বৎসর পরে জুদিয়া

দেশে যীশুখ্রীষ্ট অবতার জন্মিয়াছিলেন এবং মনুষ্যদিগের পাপ ক্ষমার নিমিত্তে আপনাকে বলিদানরূপ করিয়াছিলেন। তিনি তৃতীয় দিবসে কবরহইতে উঠিলেন এবং আমার প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা জগৎস্থলোকেবা মুক্তহইবে আপনশিষ্যদিগকে এই ঘোষণা করিতে ভারদিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। অতিনিশ্চিতরূপে কথিত আছে যে সেন্টতামস্ নামক তাঁহার এক প্রধান শিষ্য ভারতবর্ষে গমন অর্থাৎ ঐ মন্ডের মঙ্গল সমাচারদ্বারা কতকগুলিকে তথ্য প্রবলঘী করিলেন। যদিপি এতদেশে তৎকালের বুদ্ধি-বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ নাই তথাপি তাহার বিস্তার বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই কারণ খ্রীষ্টের ~~সত্য~~ ~~বিন~~ শত বৎসরপরে কুন্সদেশের নিন্স নগরে সর্বোপকারক এক মহাসভা হয় তাহাতে এক জন বিবাপ অর্থাৎ প্রধান ধর্মাপ্যাক ভারতবর্ষের খ্রীষ্টধর্ম পক্ষে হইয়াছিলেন। পর বৎসরে এসিদ্ধ আথেনেসস ফ্রমেন্টিসকে ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম-দিক্কা রিপদে নিযুক্ত করেন। বিবিধ প্রমাণদ্বারা বোধ হয় হিন্দু ইতিহাসের সহিত নিউটেমেন্ট অর্থাৎ ধর্মপুস্তকের শেষভাগের একা হয় তন্নিমিত্তে ভারতবর্ষে মনুষ্যদিগের জ্ঞানকর্তার মন্দির স্থাপিতবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এবং হিন্দুরা ঐ সকল ঘটনা ভারতবর্ষপুস্তক পরিবর্তিত করিয়া লিখিয়াছেন।

তৎকালে উজ্জয়িনীতে প্রুমারা অথবা পৌন্ডার নামা রাজা ছিলেন তাঁহাকে গ্রীক ইতিহাসলেখকেরা সমুগ্ন মন্ডোচ্চারকদ্বারা পুরস্কৃত এবং তাঁহার ইতিহাসমণ্ডে লেখাঅর্থে বে ছয়শত রাজারা তাঁহাকে কর দিতেন এবং তিনি ক্রমে সম্রাট আগস্টস্ সমীপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে অতিশ্রদ্ধা বোধ হয় যে বিক্রমাদিত্যের বংশজাত এই ব্যক্তিদ্বারা ইউরোপে গ্রীকভাষায় লিখিত ঐ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল এই প্রমাণদ্বারা বোধ হয় বাক্ত্রিয়ার রাজ্যদিয়া অথবা সমুদ্রের বাণিজ্যজন্য গ্রীকেরা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উক্ত দৌত্য কর্মে জৈনমত-বলঘী এক ব্যক্তিও গিয়াছিলেন এবং তিনি স্বৈচ্ছাপূর্বক আথেন্স নগরে মরিলেন ॥

যদিপিও প্রুমারা রাজারা বিক্রমাদিত্যের সময়াবধি মুসলমানদিগের অধিকার পর্য্যন্ত উত্তমরূপে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন তথাপি

অতিশয় বিস্তৃত ছিল এবং তিনি তিন কলিঙ্গের প্রভু ছিলেন । যদ্যপি এতদ্দেশের ইতিহাসে অত্যুক্তি না হয় তবে এই ইতিহাসের মতে যাহা যে মগদের মহাকর্নের রাজ্য একদিকে তৈলুঙ্গ অন্যান্যদিকে মাল্লাকান এবং অন্যান্যদিকে বঙ্গদেশের সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখকেরা তিন কলিঙ্গ একপ লিখিয়াছেন । তাঁহার অর্ধদিশ বৎসর রাজ্যভোগানন্তর তাঁহার ভ্রাতা তৎপদে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন । এই বংশের রাজ্যপালের উপাধিতে জনশব্দ হয় জন রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার সন্তানরূপে বর্ণিত আছেন ইতিহাসের রাজ্য বিস্তার জনশ্রুতি ব্যতীত অন্য প্রমাণ নাই তাঁহা ভারতবর্ষে এবং পুরুষদিগের আদর্শ পিতৃগণে অর্পণে সমাজোপনীয়ে সমুদ্রতীরে হাপ্ত আছেন । ইহাতে নিম্নোক্তরূপে বোধ হয় যে বর্ণা সমুদ্র তীরস্থ ক্ষত্রিয় অপিকার কবত জাতীয় মগর নির্মিত কলিঙ্গাছিলেন এবং তাঁহাদিগের শক্তি পৃথকর উপদ্বীপস্থ লোকের বিজিত হইয়া । এতদ্দেশের লোকদিগের এমত অভ্যাস আছে যে কোন দাতা ব্যক্তির অতিশয় মনোদা করণজন্য দাতাধর্ম বজিয়া উপমান দেন এবং এই সকল কারণে অন্যান্যদিগের দাবিধর্ম হয় যে মহাভারতে বর্ণিত পুরুষকারী কলিঙ্গের প্রভু মহাবীরোৎসাহার মগ-প্রবাজ্যের আপুনিক কবের মজিত তাঁহারা উপমা দিয়া থাকেন ॥

অশ্রবংশীয় রাজারা আপনাদিগের রাজত্বের শেষকালে চীন দেশীয় রাজার সহিত মজ্জি রাখিয়াছিলেন এবং বেষ্টন হয় তিনিমিতে চীনদেশের রাজা ভারতবর্ষের রাজবিস্তার হইদিককে দূরীকরণজন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন । পুরাণমতানুসারে ইংরাজী চারিশত বর্ষে ত্রিংশৎ শালে অশ্রবংশদিগের রাজত্বের শেষ হয় । এবং তিনিমিতে এই সময়ে কতকালি কবিতা গুহ রচিত হইয়াছিল তাহা আনাদিগের অবস্থা স্বীকার করিতে হয় । ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাসে অতিখ্যাত উইল কোর্ড নাহেব অমমানদ্বারা স্থিরকরিয়াছেন যে পুরাণের রাজাবলিতে অশ্রবাজাদিগের সমুদায় বংশের বিস্তার লিখিত নাই যদি সমুদায় লেখা যায় তবে পুলোমা রাজার রাজত্ব তবংশাদিগের রাজত্বের সীমা হয় উক্ত পুলোমা অতিখ্যাত এবং ভা-

বোধ হয় তৎকালে অশ্ররাজারা গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে অতিশয় শক্তিমত্ত ছিলেন। তাঁহাদিগের রাজধানী পালিবোথু ছিল। বদ্য-  
পি তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যের কোন বিশেষ প্রমাণ নাই তথাপি  
তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এমন অনুমান  
হয় কারণ অতি দূরবর্তী কুমলগরেও তাঁহাদিগের খ্যাতিবিস্তার  
হইয়াছিল এবং কুমলদেশবাসিরা তাঁহাদিগের রাজ্য অশ্রইণ্ডি-  
য়ান্ নামে খ্যাত করিয়াছিলেন। তৎকালে ল্যাটিন ইতিহাসলেখ-  
কেরা তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ মধ্যে প্রপান রাজা বলিয়া বর্ণনা ক-  
রিয়াছেন। ইতিহাসের তিমিরাবৃত সময়ের উত্তমরূপে গণনাদ্বারা  
বোধ হয় ইংরাজীশালের বিংশতি বৎসর পূর্বে ঐ বংশের  
মগধ দেশে রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা চারিশতাব-  
দশাত বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষের ঐ উত্তমস্থান ক্রমে জিৎসং  
পুরুষ অধিকার করিয়াছিলেন। এই কালের ইতিহাস অতি অ-  
ল্পই তিমিনিতে তৎকালস্থিত রাজ্য এবং রাজবংশের বিবরণ  
লিখেন সুতরাং আমরা অক্ষম। এমত প্রমাণ আছে যে তৎকালে  
ঐ সকলপুদেশে কুবংশজাত চারিজন রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু  
তাঁহার অশ্ররাজবংশীয় কিনা তাহা স্থিরকরা দুঃসাধ্য। ইং-  
রাজী এক শত এক পঞ্চাশতশালে মগধদেশে কুবংশের শেষ  
রাজাকে তাঁহার প্রপান মন্ত্রী সিপ্রকনক করিয়া আপনিই ম-  
গধের রাজা হইয়াছিলেন। ইহার চত্বারিংশত বৎসরপরে শূ-  
দ্রক নামা এক ব্যক্তি উক্ত রাজবংশের বীর্ভ লোপকরিয়া  
আপনিই রাজা হইয়াছিলেন ইহার অত্যন্ত বিবরণ পাইয়াও  
তাঁহাকে ভারতবর্ষের এক জন প্রধান রাজা কহিতে পারি। তিনি  
অশ্রজুতিক রাজবংশের সংস্থাপনকর্তা ছিলেন কতিপয় প্র-  
শাণদ্বারা বোধ হয় তদ্বংশরাজারা ভারতবর্ষের প্রধানরাজা  
দিগের শেষছিলেন বিশেষত ইহা মনে করা উচিত যে ভারতবর্ষের  
হিন্দুরাজাধিকারকালে কোন রাজাই যথার্থরূপে সমুদায় ভার-  
তবর্ষের প্রভু হইতে পারেন নাই। এতদ্দেশের ইতিহাসলেখ-  
কেরা শূদ্রক রাজাকে কর্ণদেব অথবা মহাকর্ণ কহেন। সমুত্তি বার-  
ণসীতে মৃত্তিকা খননে এক তাম্রপত্র পাওয়াগিয়াছে তাহাতে লি-  
খিত আছে যে তিনি কিঞ্চিৎ ভূমি দিয়াছিলেন ও তাঁহার রাজ্য

রতবর্ষের প্রধান রাজাদিগের মধ্যে শৈশবভর্য ছিলেন। কথিত আছে তিনি সমুদায় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ইহাতে এই মাত্র বোপ হয় যে তৎকালে তিনি অতিপ্রধান রাজা ছিলেন। পূর্কদিগে তাঁহার রাজ্য ভারতবর্ষের মীমা অতিবহন করিয়া বোপ হয় চীনের নামাজা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। চীনদেশীয়দিগের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি এতদূর পর্যন্ত হইয়াছিল যে তদ্দেশবাসিরা ঐ নামবার। ভারতবর্ষকে পূর্কমেনকফ ওর্থাৎ পূর্কমার রাজ্য কহে। তিনি আপন ঐ পৌর মীমা প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজী ছয়শত অষ্টচত্বাংশশতাব্দে দ্বীয় চর্ম দিবসে মৃত্যু প্রাপ্ত গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

ফেরিস্তা নামক পারস্য ইতিহাসলেখক তৎকালবাসী সামদেব নামক প্রধান রাজার আশ্চর্য্য কথা লিখেন। কথিতযাও যে তিনি ভারতবর্ষের এক জন রাজার সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহার প্রভুর মরণান্তে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইলেন বোপ হয় তিনি পুলামার উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি বঙ্গদেশে সুদূরার্থে যাত্রা করত ঐ দেশের রাজধানী লটকরিয়া অধিক পন পাইয়া ছিলেন। চারি বৎসর পরে তিনি উজ্জয়িনীর রাজ্যকারী পুনারার জীবপরিবারের বিপক্ষে মালোয়ায় যাত্রা করিয়া জয়সৈন্যসাহিত্যে হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া পূর্কতীয় রাজাদিগকে করপদ করিয়াছিলেন তাঁহার রাজত্ব সপ্তপঞ্চাশৎ বৎসর পর্যন্ত ব্যাপিয়া রাজনীতির গৌরবের দিগ্ভিমরূপ হইয়াছিল। তাঁহার মরণান্তে তৎপুত্রদিগের পরস্পর বিবাদ হওয়াতে প্রতাপচন্দ্রনামে তাঁহার সেনাপতি ঐ বিবাদের মধ্যে অবকাশ পাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং আপন প্রভুর সমান অস্তুত কর্মকারী হইয়াছিলেন মুসলমানদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে যে তিনি অবশেষে পারস্য রাজার করদানে অধীকার হওয়াতে ভারতবর্ষে পারস্য সৈন্য আনয়িত। অবশিষ্ট কর সকল দিতে ও নূতন সন্ধিকরিতে তাঁহাকে বাধ্য করিল। কথিত আছে যে তাঁহার মরণান্তে প্রত্যেক সেনাপতির। এক প্রদেশ অধিকার করাতে সামাজ্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন হইল। আর। অন্য বিবরণ হইতে প্রাপ্ত সত্যতায় ইহার ঐক্যকরণে অসমর্থ



কিন্তু এইমাত্র কহিতে পারি\* যে মহানসিরদান পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া এই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে তিনি ভারতবর্ষের পূর্বদিগে কান্যকুব্জ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥

বোধ হয় যে অশ্রভূতা অথবা অশ্ররাজ্যের দাসেরা ঐ অশ্রবংশের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল ইহাতে বোধ হয় যে অশ্ররাজ্যের সাম্রাজ্য নাশানন্তর প্রত্যেক সেনাপতির। যে দেশ শাসন করিতেন সেই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া স্বাধীন হইলেন। বোধ হয় যে ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের প্রথম আগমনকালে রচিত বিষ্ণু পুরাণে এতদেশীয় শেখোক্ত মহারাজবংশের পতনের গোলমাল লেখা আছে ঐ বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে যে প্রায় ক্ষেত্রীয় জাতির লোপ হইয়া ছিল এবং বাক্ষণ অবধি পুলন্দ অর্থাৎ বন্য পর্বতীয় জাতি পর্যন্ত নানাজাতির। মগধ ও প্রয়াগ ও মথুরা ও কান্ধীপুর ও কাশীপুর ও কান্যকুব্জ এবং অনুগঙ্গা অর্থাৎ গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে স্বাধীন রাজা হইয়াছিল। ষষ্ঠনামক শূদ্র জাতিয়রা মগধের কিয়দংশের রাজা হইয়াছিল দ্বারকিত কলিঙ্গের সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশের কোন অংশে রাজা হইয়াছিল। গোলার। কলিঙ্গের অন্যথগ্গে রাজা হইয়াছিল। মাম-শীয়ার। কাশী এবং বঙ্গের পূর্ব প্রদেশস্থ জলতোয়নামক স্থানীয় লোক ও নিবধ দেশে রাজা হইয়াছিলেন। শূদ্র এবং বাখালের। সুরতে মারুওআরে এবং নম্মদানদীতীরে রাজা হইয়াছিল এবং মেল্লের। সিন্ধুনদীর পশ্চিম পাশস্থ দেশের অধিকারী ছিল ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চিতোরের রাজা খুর্চিয়ান হইতে তাহাদিগের উৎপত্তি, গোহ। বাপ্পা, মুসলমানদিগের ধর্মের উন্নতি মুসলমানদিগের প্রথম আক্রমণ চিতোরের আক্রমণ। এবং রক্ষা তুহার বংশ উজ্জয়িনীর পতন চিতোরের প্রতি আক্রমণ ॥

গত অধ্যায়ে প্রায় কথিত হইয়াছে যে গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে অশ্ররাজ্যদিগের সাম্রাজ্যের পতন হইলে ঐ রাজারা ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে স্বাধীন হইয়াছিলেন। এতদেশের রাজকীয় কর্মে অতি-গোলযোগ হইল এবং অতি প্রাচীন অবস্থায় যে সকল শত্রু জাতি দ্বাষে সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া এতদেশে আসিয়াছিল তদপেক্ষায়

অতিভয়ানক একদল শত্রু সেই নদীতটে আগমন করিয়া সোততুল্য ভারতবর্ষের ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই মুসলমান শত্রু প্রথমে পশ্চিম রাজ্যস্থ গুজরাট এবং রাজপুতনার পুদেঙ্গে আক্রমণ করিয়াছিল। তন্মিহিত্তে আনরা পূর্বদিগের রাজনীতি বিষয়ক ব্যাপার সকল পুয়োজনবিহীন জানিয়া সিন্ধুনদীর উটস্থদিগের বিষয় লিখনে মনোযোগী হইলাম।

তৎকালীন চিতোরের শাননকর্তা মিত্র অথবা উদয়পুরের রাজারা মুসলমানদিগের আক্রমণকে পুৰলকপে জানিলেন। অধুনা হিন্দুস্থানে অতিখ্যাত উক্তরাজবংশারা আপনাদিগকে পুসিক গুহানুসারে এবং হিন্দুস্থানের পশ্চিম পুদেশস্থ ব্যক্তিদিগের সাধারণ মতানুসারে রামায়ণে বর্ণিত মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবেব বংশজাত কহে। প্রথমে তাহারা সুরতে বসতি করিয়া কায়ের মোহানায় বালাভিপুরকে রাজধানী করিয়াছিল ইংরাজী ৫২৪ শালে একদল নূতন শত্রু সিন্ধিয়াদিয়া আগমন পুরঃসর এইদেশ আক্রমণ করিয়া লুটকরণপূর্বক তৎদেশবাসিদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছিল। বোধ হয় যে পারস্যদেশের যথার্থ বিচারক নসিবান নপতির পুত্র নসিজাদ উক্ত কহ করিয়াছিলেন। এই সন্ধানশে পুস্পবতী নামী রাজ্ঞী ব্রহ্মা পাইয়া মালোয়া দেশীয় পৰ্ব্বত গঙ্ঘরে পলায়ন করিয়াছিলেন সেখানে তিনি একপুত্র পুস্ব করেন তাহাকে গোহ বলাযায়। তিনি বয়ঃপাপ্ত হইয়া ইদর অধিকার করিয়া তথায় এক রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উদয়পুরের বর্তমান রাজাদিগের আদিপুরুষ ছিলেন দ্বাদশ শত বৎসরের পূৰ্ব্বপর্য্যন্ত উক্ত রাজাদিগকে সৌর বংশীয় মহারাজ সম্বান বলিয়া সকল হিন্দু রাজাই মান্য করিতেন। উদয়পুরের রাজারা হিন্দু সূর্য অর্থাৎ হিন্দুদিগের রাজবংশের সূর্য্যস্বকপে গণ্য ছিলেন কিন্তু দৃঢ়তর পুমাণদ্বারা এই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে এতদ্বংশ্য রাজাদিগের মধ্যে অতিসুখ্যাত উক্ত বংশারা খৃষ্ট মতাবলম্বি রাজীহইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। রাজপুতের ইতিহাসে লিখিত আছে উদয়পুরের রাজারা সকল হিন্দুস্থানের রাজাপেক্ষায় উন্নত হইয়াছিলেন। অন্য রাজপুত্রেরা ঐপতক সিংহাসনারোহণের পূর্বে উক্ত রাজাহইতে তিলক অর্থাৎ রাজটীকা

এবং পদপাশ্রু নাহইলে রাজা হইতে পারিতেননা । তাঁহার সত্যতা এবং মর্যাদার সহিত এই তিলক ধারণকরিতেন এই তিলক মনুষ্য শোণিতদ্বারা ললাটে স্থাপিত হইত । এই উপাধির নাম রণাছিল । তাঁহার আপনাদিগকে যথার্থ বিচারক নসির্বানের বংশ কহিয়া থাকেন তাঁহার পুত্র তদ্বিপরীতে অস্ত্রধারণ করিয়া রণশায়ী হইলেন কিন্তু তদ্বংশ্যরা হিন্দুস্থানে রহিল এবং তাহাদিগহইতে উদয়পুরের রাণারা জন্মিয়াছেন ইহাতে অন্যপূর্ণাণেরও ঐক্য আছে যে উদয়পুরের রাজপরিবারে নসির্বানের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল । নসির্বানের রাণী কানমটান্টিনোপল্ নগরের খ্রীষ্টীয়ান্ সমুদায়িকের কন্যা ছিলেন । ইংরাজী ইতিহাসে লিখিত রাজপুত জাতির বিবরণানুসারে মীমাংসা হয় যে হিন্দু নর্যা একশত রাজার আদিপুরুষ ও শ্রীরামচন্দ্রের নিম্নলিখিত বংশঃ পাপক ও সৌর বংশের পিতা হইলেও খ্রীষ্টীয়ান্ রাণীর গর্ভজাত ছিলেন এবং তাঁহার বংশের আদিসময়ে পশ্চিম দেশস্থ খ্রীষ্টীয়ান্ সমুদায়িকের সহিত কটুস্থিত হয় ॥

গোহেরপর ইদরের সিংহাসনে অষ্টজন রাজা হয়েন তন্মধ্যে শেষাগত ব্যক্তি যাবৎ মৃগয়ায় নিযুক্ত ছিলেন তখন তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাকে হত্যা করিল কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বাপা ভাণ্ডারের দুর্গে আনীত হইলেন । তিনি রাখালের মধ্যে পুতিপালিত হইলেন এবং তাঁহার শৈশবাবস্থা এবং বাল্যাবস্থার নানাবিধ আশ্চর্য্য গল্প অন্য ব্রাহ্মবংশীয়দিগের রচিত গল্পের তুল্য আছে বাপাকে তাঁহার মাতা কহিয়াছিলেন যে চিতোরের প্রুয়ারা জাতীয় রাজা-দিগের সহিত তোমার জন্মসম্বন্ধ আছে । এই সম্বন্ধ শূনিবামাত্রই তাঁহার গৌরবেহা বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি রাখালস্বভাব পরিবর্ত করণে পুতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । ইংরাজী ৭০০ শালে তিনি কতক গুলি সপ্তি সংগৃহ করিয়া চিতোরের রাজসভাতে উপস্থিত হইয়া পরিচয় দেওয়াতে বহুব্রূপে গ্রাহ্য হইলেন তাঁহাকে অনুগৃহ করিতে কুলীনেরা অজ্ঞাত কুলশীল বলিয়া ক্রোধান্বিত এবং অসন্তুষ্ট হইলেন তৎকালে এক দল ভীতিজনক শত্রু আসিয়া তদ্দেশ-বাসিন্দগকে সভয় করিল পূর্কোক্ত বিবাদ ভণ্ডনার্থ কুলীনদিগকে আহ্বান করিলে তাঁহার ঐক্য হইয়া ঐ আহ্বান পত্রকে তুচ্ছ করি-

লেন এবং রাজাকে কহিলেন যে নূতন অনুগৃহপাত্র হইতে আশ্রয়-  
কাঙ্ক্ষী হও বাপা কোন সন্দেহ ব্যতীত শত্রুসমীপে সৈন্য চালাইতে  
প্রতিজ্ঞাকরিলেন। ঐ মুসলমান শত্রুরা পুথমে যে দেশের মধ্যে  
আসিয়াছিল পরে অদৃষ্টক্রমে ঐ দেশে ঐশ্বর্যশালী সাম্রাজ্য স্থা-  
পন করিল ॥

অধুনা মুসলমানদিগের আদিবিস্তরণ লিখি উহার। এমত ভীতি-  
জনক যে ভারতবর্ষস্থলোকেবা কখনই উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করে  
নাই ইংরাজী ৫৬৯ শালে আরবের মক্কা নগরে মুসলমান ধর্মের  
সংস্থাপক মহম্মদ জন্মিয়াছিলেন এবং চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃপূর্ণ  
হইলে তিনি আপনাকে ভাবিস্যদ্বক্তা বলাইলেন এবং আপনি কহি-  
লেন যে করবাল শক্তিদ্বারা মনুষ্যদিগকে যথার্থ পরমেশ্বরের মতে  
লওয়াইতে ঈশ্বরানুচ্চা পুণ্ড্র হইয়াছি। তিনি দ্বীয় সম্বন্ধতা ও  
সুবুদ্ধিদ্বারা আরববাসি বহুব্যক্তিকে সমতাবলম্বী করণপূর্বক অন্য-  
জাতীয়দিগকে দ্বীয়শক্তি ও ধর্মের অধীন করণাশয়ে এক দল সৈন্য  
সংগৃহ করিয়া জীবনাবধি যে যুদ্ধে জয়ের চিহ্ন করিয়াছেন তাঁহার  
উত্তরাধিকারিরা তত্তুল্য পরাক্রমের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হই-  
য়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজকীয় কর্মে তাঁহার উত্তরাধিকারিরা  
তাঁহার তুল্য গৌরব ও অসম্ভবশায় উৎসাহী হইত এবং দক্ষিণ ও  
বান পাশ্বে এমত শীঘ্র রাজ্যবিস্তার করিল যে কোন ইতিহাসে  
কদাচিৎ একপী উপমা পাওয়া যায় একপুদেশের পরই অন্যপুদেশ  
অধীন হইল তাহাদিগের সুবুদ্ধিদ্বারা এক রাজ্যের পরই অন্য রা-  
জ্য অধীন হইল। পঞ্চাশৎ বৎসরকপ অল্পকালের মধ্যে তাঁহারা  
পৃথিবীর পশ্চিম ভাগে রাজকীয় কর্মে উপপন্ন যটাইলেন মুসলমানী  
ধর্মের উৎপত্তি অবধি তদুপাসকেরা মমুদায় জগতের রাজা হইতে  
অভিলাষী হইলেন ও ঐ রাজনীতিতে ব্যবহারের এবং ধর্মের  
একই ব্যবস্থা এবং একধর্ম এবং একজন ভবিষ্যদ্বক্তা বর্ণিত আছেন।  
যেহ মুসলমানেরা সভ্যস্তা ও ধর্মবিষয়ে স্বেচ্ছাচারের বিপক্ষে  
ধর্মযুদ্ধ করিতে পুর্বস্ত হইল তাহাদিগের স্বর্গগমনোত্তর সুলোচনা  
বিদ্যাদধরীদিগের সহিত সুখজনক সমাজে বাসস্থান দিতে পুতিজ্ঞা  
হইল অতএব যখন মুসলমানেরা আফ্রিকা এবং সাইরীয়া  
জয় করিল ও পারস্য রাজ্যে উপপূব জমাইল এবং প্রায় ইউ-

কৌপকে আপন জ্ঞানকরিত তখন তাহাদিগের দূরদৃষ্টি হইতে দারতবর্নীয় ধনশালি পুদেশ রক্ষা পাইতে পারিবে এমত আশা করা যাইতে পারেনা এই স্থান বহুকালাবধি সৈন্য সিদ্ধনদ্যুত্তীর্ণ আক্রামকের খাদ্যবস্তু তুল্য হইয়াছে। তদনুসারে দেখা যায় যে মহম্মদের উত্তরাধিকারি কালিফেরা মুলমানদিগের শক্তিস্থাপিত করণ কালে এই ধনশালিসাম্রাজ্য দৃষ্টিপাত করিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর অল্পকালপরেই কালিফুন্নার পারস্যদেশ জয়করিয়া উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার মতানুযায়িদিগের সিদ্ধনদীর বাম পাশ্বে স্থিতি। এবং গুজরাটের সহিত বাণিজ্য করিতে টাইগিস্ নদীর মুখে বসোরা নগর নির্মাণ করাইলেন। তিনি তদ্রূপ আক্রম করণার্থে আবুলআসের অধীনে কতকগুলি সৈন্য পেরণ করিলেন তিনি আরোরের মহারণে মরেন সেই যুদ্ধেই হিন্দুরা মুস-মানদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। কালিফেট অর্থাৎ সারাসনি রাজ্যের পুধান যাজকের উত্তরাধিকারী ওখ্‌মান্ সিদ্ধনদীর পাশ্বে দেশে জয় করণ মানসে অনুসন্ধানার্থে পেরিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার এই মনস্ক কোন কার্যবশত সিদ্ধ হইল না। আলি-নামে খ্যাত চতুর্থ কালিফ্ সিদ্ধিআ জয়করেন তাহা তদ্রূপ-যান্ত্র মাত্র ছিল। এই রূপে মুসলমানেরা আদ্যুষ্টি অবশি ভারত-বর্ষের পুতি স্থিরতর। দৃষ্টি রাখিল কিন্তু ওআলিডের পক্ষে এতদেশ আক্রমণের কোন চেষ্টাই সুসিদ্ধ হয় নাই। ইংরাজী ৭০৫ শা-ল হইতে ৭১৫ শাল পর্যন্ত কালের মধ্যে তিনি সিদ্ধিআ জয় করিয়া গঙ্গাভীরস্থ প্রদেশে তাহার জয়ি সৈন্যদিগকে আনয়নপূর-সর তদ্রূপবাসি নরপতিদিগকে সক্র করিলেন। এই কালিফের সেনাপতিরা জিব্রাল্টর্ নামক সমুদ্রদ্বয়ের সংযোগের পথ পা-র হইয়া ইউরোপে জয়ন্তস্ত স্থাপিত করিলেন এবং সামান্য যুদ্ধেই ইল্লেন জয় করিলেন যে সময়ে এবৌ ও গঙ্গাভীরস্থ প্রদেশে মুসলানদিগের উত্তরাধিকারিরা জয়ীহইয়াছিল এসময়ে কালি-ফ্ ভারতবর্ষ ও ইউরোপের জয়ে উৎসাহী হইয়াছিলেন এই স্বল্প প্রমাণদ্বারা পাঠকমহাশয়েরা অবগত হইবেন যে কল্পমহে-চ্ছায় মহম্মদের উত্তরাধিকারিরা উৎসাহী হইয়াছিলেন ওআলিড স্বর্ভমানে ভারতবর্ষের আক্রমণ হওয়াতে হিন্দুস্থানের সকল উত্তর

প্রদেশেই উপপ্লব হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে যে যদুভাতি সিন্ধুনদী পারস্থ বনে দূরীকৃত হইয়াছিলেন এবং ঐ যুদ্ধে আজমীরের সাহসী চোহান বংশীয় মানকরায় নৃপতি আজানু ইইয়া হত হইলেন এবং তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রও শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তৎবালে তিনি যে সকল ভূষণে ভূষিত ছিলেন আধুনিক রাজপুত জাতীয় শিশুদিগকে সেই সকল ভূষণ ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে। সুরতের রাজারা স্বয়ং রাজ্য পদচ্যুত হইয়াছিলেন। হিন্দুইতিহাসে এই বিপত্তিকারক কখন দৈত্য কখন বা মায়াবী এবং সন্দর্ভেই স্নেহরূপে বর্ণিত আছেন কিন্তু যদ্যপি হিন্দুইতিহাসে এই আক্রমণের বিশেষ প্রমাণ নাই তথাপি নিঃসন্দেহরূপে মুসলমানদিগের আক্রমণকেই ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশস্থ রাজাদিগের বিপদের মূল কহিতে হয়।

গজাতিরস্থ প্রদেশে ওআলিভের সৈন্য প্রবেশের তিন বৎসর পরে তাঁহার মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ বেনকস্‌সিম এই দেশে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিলেন। তিনি সিন্ধিআতে বলশালি সৈন্য আনিয়া তৎকালে গুজরাটের শাসনকর্তা ডাহিরের সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া তাহাকে জয়করিয়া বধ করিলেন পরে তিনি শূন্য জয়শীল সৈন্যদিগকে হিন্দুনৈন্যের একত্রীকরণ স্থান চিতোরে চালাইলেন। এই যুদ্ধে উক্ত বাপানামে শিশু সেনাপতি পদপাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে বাপা জলীনদিগের সাহায্য নাপাওয়াতে স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জয়শত্রুদিগকে জয় করণ পুরস্কার সুসিদ্ধিতে জুটচিত্ত দেখিয়া তাহাদিগকে সম্মুখরূপে পরাস্ত করিলেন মহম্মদ বেনকস্‌সিম সিন্ধিআ এবং সুরতদিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। বাপা অধুনা কাশ্মেনামে খ্যাত গজানন দেশ পর্যন্ত তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব পুরুষের আদিবসতি স্থান ঐ দেশকে সালিমকর্তৃক অধিকৃত দেখিয়া ঐ জয়ী যুবা ব্যক্তি তাঁহাকে জয় করিয়া তৎকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাপা চিতোরে প্রত্যাগমনের পর এমত জলীনদিগকে স্ববশ করিলেন যে তাহাদিগের সাহায্যে তৎদেশস্থ নৃপতিকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই

সকল প্রধান ঘটনা তৎকালরচিত ইতিহাস হইতে সংগৃহীত হই-  
 য়াছে ইহার কালনিক্রমণে যে গোলযোগ আছে তাহা গো-  
 পন বা স্তব্ধকরিতে পারিনা। বাপার রাজত্বের শেষে কালিক্ আ-  
 ল্‌মানসুর সিদ্ধিআ পুনর্জয় করিয়া তাহার রাজধানীর নাম  
 মানসুরা রাখিলেন আধুনিক উদয়পুরের রাণাদিগকে চিতোরের  
 রাজা বাপার বংশজাত কহাযার বাপা সিদ্ধতার সহিত ঐ দেশ  
 শাসন করিয়া স্বীয় রাজ্য এবং ধর্ম পরিত্যাগ করণপূর্বক সিদ্ধ  
 নদীপার হইয়া সসৈন্যে খোঁরাসানে যাত্রা করিলেন তথায়  
 তিনি অনেক মুসলমান জাতীয় স্ত্রীগণকে বিবাহ করিলেন এবং অ-  
 নেক সন্তান রাখিয়া লোকান্তরগত হইলেন এই সকল পুণ্যাব্য-  
 বস্মদ্বারা বোপ হয় যে বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষস্থ জনগণের সি-  
 দ্ধ নদীর পশ্চিমপারস্থ দেশ বাসিদিগের সহিত বিশেষ হৃদয়তা  
 ছিল ॥

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের প্রথম আক্রমণের বিষয় সকল  
 বর্ণিত হইল পরে এতৎকালে অর্থাৎ ইংরাজী অষ্টশত বৎসরের  
 মধ্যে বিক্রমাদিত্যদ্বারা শেষ রাজার দুরীকরণ অবধি প্রায়  
 সপ্ত শত বৎসর গত হইল দিল্লীর সিংহাসন শূন্য থাকাতে এক  
 নূতন রাজবংশ অর্থাৎ পাণ্ডুবংশের অবশিষ্ট সম্ভানেরা অধি-  
 কার করিয়াছিলেন। কালের অধিরতাতে তুআর নামে  
 খ্যাত এই রাজবংশারা দিল্লীকে নূতন রাজ্যের রাজধানী করি-  
 লেন এই কাল অবধি অনঙ্গপাল পর্য্যন্ত এই সিংহাসনে এক  
 বিংশতি জন রাজা হইয়াছিলেন উক্ত অনঙ্গ পাল আপন পৌত্র  
 পৃথুরাজকে রাজ্য দিয়াছিলেন তাঁহাকেই দিল্লীর শেষ হিন্দুরা-  
 জা কহাযার তাহার মৃত্যুর পরে পঞ্চশত বৎসর পর্য্যন্ত এই প্রা-  
 চীন রাজধানীতে মুসলমানদিগের জয়পতাকা উড়ডীয়মানাছিল ॥

ভারতবর্ষে ওআলিডের সৈন্য ব্যাপ্ত হওনকালে উজ্জয়িনীর  
 শাসনকর্ত্তা প্রুয়ারা বংশীয়রা সশস্ত্র হইলেন আমাদিগের বোধে  
 উক্ত রাজাদিগের সুখভোগ এবং বংশবৃদ্ধিদ্বারা উজ্জয়িনীর  
 সৌভাগ্য দ্বিরীকৃত হয় ঐ বংশের লোপহইলে তদধিকারমধ্যে  
 কতকগুলি প্রধানরাজ্য স্থাপিত হইল। তুআরেরা দিল্লী আক্রমণ  
 করিয়া এক বৃহৎ রাজ্য স্থাপিত করিল। গুজরাট স্বাধীন হইল

তথায় প্রথমে চারাসেরা পরে সোলাঙ্কিদেরা শাসনকর্তা হইল উহারাই স্বীয় রাজ্যে নবহোআলা অথবা অনরওয়লা পুতনকে রাজধানী করিয়াছিল। জিলোটেরা চিতোরকে সাম্রাজ্য করিল ও তৎপরেই খোরাসেরা কান্যাসঙ্ককে পুনঃ সুখ্যাত এবং প্রায় পূর্ববৎ সৌভাগ্য যুক্ত করিল। উত্তরভারতবর্ষের সকল রাজ্যেই পরিবর্ত হইল। উজ্জয়িনী ও পালিবোথার দেদীপ্যমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে নুতন নিয়মে নুতন রাজ্য হইল হিন্দুস্থানে মুসলমানেরা জয়ী হইয়া যত আসিল ততই তাঁহার নুতন নিয়ম হইল ॥

বাপার রাজত্বের কিঞ্চিৎ পরে কোন মুসলমান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। বাপার পুত্র ও পৌত্রের রাজত্ব বিষয়ে কোন অরণীয় বাতী নাই। কিন্তু তাঁহার প্রপৌত্র বীর খোমানের সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্রই মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধকরিতে হইল তিনি ইংরাজী ৮১২ শাল অবধি ৮৩৬ শাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। হিন্দু ইতিহাসে এই মুসলমান আক্রমক খোরাসান পুত্র মামুদ অথবা খোরাসানের কর্তা মামুদ নামে বর্ণিত আছে কিন্তু তাহাকে নিঃসন্দেহরূপে মামুদ অর্থাৎ বাগদাদের কালিফ বা প্রধান যাজক হারুনআল রাচিদের পুত্র মামুদ কহা যায়। মামুদের পিতার সারলোমাইন নামক ফরাসীর রাজার সহিত বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি তাঁহার বন্ধুকে তদদেশের রাজ্যশাসনের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি চিতোরের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য আনিয়াছিলেন এবং চিতোরের শক্তি বিবেচনা করিলে বোধ হয় তদদেশ রক্ষণার্থে অসংখ্য সৈন্য ছিল। ভারতবর্ষের অন্য রাজারা চিতোরের ভীতিজনক আপদে নিজঃ আপদ জানিয়া তদদেশ রক্ষণার্থে তাহাদিগের সহিত অতিশীঘ্রই মিলিত হইলেন রাজপুত কবি উক্ত দেশোদ্ধারার্থ ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ হইতে আগত নানাজাতীয়দিগের বৃহৎ এবং শুষ্ক-সুক্যদায়ক ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ নাই যে অতিযন্ত্রণাজনক আক্রমকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে একদাই দূরীকরণার্থে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশস্থ সকল রাজারাই মিলিত হইয়াছিলেন খোমান ঐ সকল সৈন্যসহকারে মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে যে ইহাতে চতুর্বিং-



শ্রুতিবার যুদ্ধ হইয়াছিল। এই অস্তুতকর্মদ্বারা তাঁহার খ্যাতি শত্রু এবং মিত্রের মধ্যে ব্যাপ্ত হইল এবং তাহাতেই বহুকাল-বধি মুসলমানদিগের সহিত শেব যুদ্ধে তাঁহার দেশস্থ ব্যক্তিদিগকে উৎসাহী করিল। কথিত আছে তিনি বুদ্ধদিগের প্রদত্তানুসারে স্বীয় সূত যোগরাজকে রাজত্ব দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহা পুনঃ প্রার্থনা করাতে বুদ্ধদিগকে স্বীয়মতে কৃত্য জানিয়া তন্মধ্যে অনেকের প্রাণদণ্ড করিলেন এবং তৎপরের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হইলেন তৎপরে প্রধান কর্মকারিরা তৎপুত্রকে উক্ত হত্যার প্রতি হিংসাক্রমে পিতৃহত্যা করাইল ॥

তৎকালাবধি সার্ক শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেনাই। তৎকালের অপূর্ণ এবং অসুখজনক হিন্দু-ইতিহাস আছে এবং ইতিহাসে বর্ণনাযোগ্য এক অবিশাক ঘটনা বর্ণিত আছে তাহা তৎকালজাত ঘটনার মধ্যে অল্প বোধ হইলেও তাহাতে গুরুতর ফল আছে। এক নূতন রাজবংশ হিন্দুদিগের আদিধর্মস্থান কান্যকুব্জ রাজ্যকে পুনঃ সুখ্যাত করিলেন এবং মহৈশ্বর্যো শোভিত করিলেন। নয় শত বৎসর গত হইল গজাননস্থ মহম্মদের আক্রমণের কিঞ্চিৎ পূর্বে তৎকালে বঙ্গদেশাধিপতি বৈদ্য জাতীয় আদিশূর নদিয়ার রাজসভায় বুদ্ধদিগের মুখ্যতায় বিরত হইয়া কান্যকুব্জের রাজা বীরসিংহ দেবকে ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কতক শ্রুতি বুদ্ধগকে পাঠাইতে নিবেদন করিলেন। ঐ রাজা পঞ্চজন বুদ্ধগ প্রেরণ করিলেন আদিদেশজ ভিন্ন আপুনিক বঙ্গদেশস্থ বুদ্ধগেরা তৎপরে কহেন তাবৎ বঙ্গদেশের কায়স্থরা আপনাদিকে উক্ত বুদ্ধদিগের এতদেশাগমনে অনুযায়ী পঞ্চজন দাসহইতে উৎপন্ন কহেন ॥

## দ্বিতীয় খণ্ড।

যবনাধিকারের বৃত্তান্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

সোমনিএন্ রাজ্যোপাখ্যান। গজানন রাজ্যের বৃদ্ধি, সবজুজীন নামক যবন রাজদ্বার। ভারতবর্ষের আক্রমণ। গজাননস্থ মহম্মদের বিবরণ। ভারতবর্ষের অবস্থা। মহম্মদ কর্তৃক ভারতবর্ষের বারম্বার আক্রমণ। স্থানেশ্বরের বিবরণ। কান্যকুব্জ। সোমনাথ শিব, মহম্মদের মৃত্যু বৃত্তান্ত।

মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে যেসময়ে রাজ্য আরম্ভ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধ এক্ষণে আমরা কহিব। আমরা পূর্বে কহিয়াছি যে গুয়ানিড ও হারা আলরসিদ নামক যবনরাজদিগের রাজ্য কালে মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে আপনাদিগের রাজ্যে সম্বলিত করণজন্ম গুরুতর চেষ্টা করিতে হিন্দুদিগদ্বারা দূরীকৃত হইয়াছিলেন তৎপরে প্রায় সাত শত বৎসরাবধি তাঁহারা আক্রমণ করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই। পরন্তু নূতন এক যবন জাতীয় রাজারা গিন্দুনদীর কিঞ্চিৎ অন্তরে এক রাজ্য স্থাপন করত ভারতবর্ষ জয়করিবার নিমিত্ত সুসিদ্ধ উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

মাবরল নিয়র ও খোরাসান নামক অতি প্রশস্ত ও ধনশালী রাজ্য সমুদায় হিজির। শালের অর্থাৎ মহম্মদের মক্কা হইতে মদীনাতে পলায়ন কালাবধি গণিত হয় যে মুসলমানীয় শক তাহার প্রথনাবধি একশত বৎসরের মধ্যে মুসলমানকর্তৃক জিত হইয়া কালিফদিগের প্রতিনিধিদ্বারা একশত অশীতি বৎসর পর্যন্ত শাসিত ছিল পরে ঐ পূর্বোক্ত রাজবংশোদ্ভব অতি বিখ্যাত হারান আলরসিদের মৃত্যুর পর অতিশীঘ্র তাঁহাদের শক্তির হ্রাস হইতে লাগিল আর ঐ রাজারা মহম্মদের উত্তরাধিকারিকরূপ মানদ্বারা তাঁহাদের অধিকারস্থ দূরদেশে প্রেরিত কর্মকর্তাদিগকে রাজশাসন বিষয়ে অধীন করিতে অক্ষম হইলেন। বাগদাদ নগর ও তনিকটস্থ দেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশ সকল ক্রমে কালিফদিগের ঐ ধর্ম্যাশালি সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইল। এই দুঃসময়ে যে সকল নায়েব শাসনকর্তারা রাজা হইয়াছিলেন তন্মধ্যে হিজির। ২৩৩ শালে এবং ইংরাজী ৮৬২ শালে মাবরল নিয়র ও খোরাসান

মানের প্রতিনিধি ইসমেল সেমনি রাজচিহ্ন গৃহপূর্বক পূর্বোক্ত দুইদেশের সহিত কাবুল আফগানস্থান কান্দাহার এবং জাবুলিস্থান প্রদেশ সকল সম্মিলন করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ নবাবংশীয়দিগের রাজধানী বোখারা হইল ইতিহাস মধ্যে তাঁহারাই সামনিএন নামে বিখ্যাত। অতি পার্থক্যরূপে ও লুপ্তাতিপূর্বক নবতি বৎসর পর্য্যন্ত তদ্বংশজাত চারিজন রাজা রাজ্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে চতুর্থ রাজা এক অল্পবয়স্ক মনসর নামক জমারকে রাজ্যাধিকারী রাখিয়া নব্বাতে অধীনদিগের মধ্যে ভিন্ন মত হইল কেহ মত রাজার পিতৃব্যকে রাজ্যাধিকারী করণ জন্য অভিলাষী হইলেন পরে খোরাসানের শাসনকর্তা আবিস্তীজী অথবা অলপতুজিনের নিকট এই প্রশ্ন প্রেরিত হইল তখন তাঁহার সভা গজাননে ছিল। তাহাতে আবিস্তীজী মৃতরাজার পিতৃব্যকে রাজ্যকরিতে স্বমত প্রকাশ করিলেন কিন্তু এই বার্তা রাজধানীতে উপস্থিত হইবার পূর্বে ভিন্ন মতনুক্ত অধীনেরা একা হইয়া মনসরকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু যুবরাজ তাঁহাকে রাজ্যাধিকারী করণে বোখারার শাসনকর্তাকে বিপক্ষ জানিয় ক্রুদ্ধ হইলেন তথা ঐ আবিস্তীজীকে আপন রাজধানী বোখারায় আস্থান করাতে ঐ শাসনকর্তা ধীর সুদ্ধির প্রাথম্যেস্ত তাহাদের হস্তে আপনাকে বিশ্বাস করণে আপদ জানিয়া তৎক্রমে স্বাধীন হইলেন তাহাতে মনসরের আপন সেনাপতিদিগকে তাহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করাতে তাহার আবিস্তীজীদ্বারা দুইবার পরাজিত হইল। এইমতে আবিস্তীজী পূর্ণরূপে খোরাসান ও জাবুলিস্থানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কটকে রাজ্যভোগ করিয়া তাঁহার পুত্র আইজেকে রাজত্ব দিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত বোখারার রাজারা রাজবিদ্রোহিদিগকে অধীন করণাভিলাষ ত্যাগ করেন নাই। আইজেক্ সিংহাসনোপবিষ্ট হইবামাত্র ই সবজুজীম নামক তাঁহার অতি শক্তিমান সেনাপতির পরামর্শদ্বারা আপন স্বাধীনতা বলদ্বারা মনসরকে স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে মনসরের রাজ্য আক্রমণ করাতে সবজুজীম জয়ী হইয়া এক সন্ধি স্থির করিয়াছিলেন তদ্বারা খোরাসান রাজ্যস্বাধীন হইয়াছিল। তৎপরে আইজেক্ অতি সুখজনক বিষয়ে মগ্ন থাকিয়া শীঘ্র মারা-

পড়িলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই সৈন্যরা তাহাদের প্রিয় সেনাপতি  
সবজুজীনকে গজাননের রাজা করিলেন। এই রাজাই পারস্য দেশীয়  
মহাখ্যাত্যাপন্ন সেনেনাইডস নামে খ্যাত রাজবংশ জাত ছিলেন।  
পরে মুসলমানেরা ঐ রাজ্যে আসিয়া তাহাইতে উক্ত বংশীয়  
শেষ রাজা যেজাডকে দূরীকরণ পূর্বক সেই রাজ্য স্বরাজ্যে  
সংলগ্ন করিল। ঐ যেজাড রাজবংশোদ্ভব হইয়াও এমত  
দরিদ্র হইলেন যে বাল্যাবস্থায় অলপভূক্তির নিকট বিক্রীত  
হইয়াছিলেন। অলপভূক্তির ঐ বালকের মহৎবুদ্ধির অঙ্কুর জা-  
নিতে পারিয়া ক্রমে ২ ভ্রাতাকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন  
তৎপরে ঐ যেজাড প্রজা সকলকে বশীভূত করিয়া সিংহাসনো-  
পবিষ্ট হইলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ইখ-  
রাজী ২৭৭শালে তিনি ভারতবর্ষে এক প্রস্তুত সৈন্য প্রেরণ করিয়া  
ছিলেন তৎকালে গজানন রাজ্যের নিকটস্থ লাহোর রাজ্যে জয়-  
পাল রাজা ছিলেন। আলমনসুরের রাজ্যসময়ে মুহাম্মদনানেরা সি-  
ন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে পর লাহোরস্থ  
রাজারা সিন্ধুনদীর পশ্চিমাংশে স্থিত সাহসী পুরুষীয় আফগান  
নামক জাতীয়দের সহিত দৃঢ় সংন্ধি করিয়াছিলেন। তদ্বারা মু-  
সলমানদিগের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে দৃঢ়রূপে অবরোধ হইয়াছিল  
ফেরিস্তা কহেন যে ঐ সময়াবধি মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে আ-  
ক্রমণের সিদ্ধি বা ব্যতীত অন্য কোন পথ ছিল না। আফগানেরা  
হিন্দুদিগের সহিত যে সন্ধি রাখিয়াছিল সবজুজীন তৎসন্ধি ভগ্ন  
করিয়া উহাদিগকে বলদ্বারা আপন পক্ষে রাখিলেন। এই রূপে  
সিন্ধুনদীর অন্যতীরস্থ ভারতবর্ষের অবরোধ নষ্ট হইলে নূতন ২  
আক্রমকেরা লাহোর ও মুলতান রাজ্য অতি সুগমে অধিকার  
করিলেন। সবজুজীন ভারতবর্ষে প্রথম আক্রমণেই বহু দুর্গ অ-  
ধিকার করিলেন ও অনেক স্রব্য লুট করিয়া আপন রাজধানীতে  
আসিলেন। জয়পাল তাহা আক্রমণ পূর্বে বিবেচনা করিয়া বহু  
সৈন্য সংগৃহ পূর্বক সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া মুসলমানদিগের  
রাজ্য আক্রমণ করাতে তাহার অভিপ্রায়ের বিপরীত ঘটিল অ-  
র্থাৎ পরাজিত হইয়া প্রতিবৎসর রাজস্বরূপে মূদ্রা ও হস্তী প্র-  
দানে স্বীকার করিলেন কিন্তু এককালে সমুদায় টাকা দিতে অ-

পারক হওয়াতে লাহোরে দিবার জন্য বিপুল দলের সৈন্য সমষ্টি-  
 রাষ্ট্রকারে লইতে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সবজুজীন সৈন্যে আপন  
 রাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন এই কথা জয়পাল দ্বীয়রাজধানীতে প্রত্য-  
 গত হইয়া শুনিবানাত্রেই স্বীকৃত করদানে অধীকার করিলেন। তাঁ-  
 হার দরবারে অর্থাৎ সভাতে বামভাগে কৃত্রিয় জাতীয় সৈন্যাদ্যরা  
 ও দক্ষিণে ব্রাহ্মণেরা দণ্ডায়মান থাকিতেন। তিনি ঐ নূতন অ-  
 স্বকারী শত্রু সহিত রণে যেক্ষণ পাইয়াছেন তাহা কৃত্রিয়েরা তাঁহা-  
 র স্বরণ করাইল এবং বিনতিপূর্বক কহিল যে আপনি টাকা দিতে  
 স্বীকার করিয়াছেন ইহা যেন স্বরণে থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা দৃঢ়-  
 ভা পূর্বক কহিলেন যে গজাননের রাজ্যহইতে কিভয় আছে অত-  
 এব বৃথা করদানে প্রয়োজন নাই। অতি দূসয়ে তিনি ব্রাহ্মণদি-  
 গের মন্ত্রণা শ্রবণ করণ পূর্বক সবজুজীনদ্বারা কয়গহণে প্রে-  
 রিত সৈন্যদিগকে কারাগারে বদ্ধ রাখিলেন। সবজুজীন এই প্র-  
 ভারণা শুনিমাত্রেই সৈন্যে জয়পালের রাজ্যোপরি সোত-  
 তুল্য আইলেন তাহাতে জয়পাল তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ নি-  
 স্কৃত কর্ম জন্য আগত শত্রুর আক্রমণ নিবারণার্থে উত্তরদেশস্থ  
 প্রধান হিন্দু রাজাদিগের সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে সুসিদ্ধ হইলেন  
 দিল্লী ও আজমীর ও কালঙ্কুর এবং কান্যকুব্জ ভূপালের একলক্ষ  
 সৈন্য নাহিত্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া লম্বাঘানের সীমায়  
 উত্তর সৈন্য মুখামুখি করিলেন। হিন্দুরা অনায়াসেই পূর্বদিক  
 হইলেন ও শত্রুরা নীলব নদীর তটাবধি তাহাদিগের পশ্চাদ্ভর্তি  
 হইয়াছিল। সেকালে হিন্দুরা সিন্ধুনদী পার হইতে কোন পাপ মনে  
 না করিয়া ঐ নদী পারে ঐ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সবজুজীনের  
 বিংশতি বৎসর রাজ্য করণ কাল মধ্যে হিন্দুদিগের সহিত যাব-  
 দীয় রণ হইয়াছিল তন্মধ্যে এই যুদ্ধ শেষ হইল। ইংরাজী ১৯৭  
 শালে তিনি মরিলে পর পুথমে ইস্মেল নামক তৎপুত্র উত্তরাধি-  
 কারী হইয়াছিলেন এই ইস্মেল কিয়ৎ মাসান্তে মহাখাতাউল  
 গজাননের মহম্মদ নামক তাহার ভ্রাতার অধীন হইয়াছিলেন ॥  
 ঐ রাজা হিন্দুদিগের রাজ নিয়মের প্রতি যে সাংঘাতিক আঘাত  
 করিয়াছিলেন তাহার বিষয় কহিবার পূর্বে তৎকালীন ভারতবর্ষের  
 অবস্থা সংক্ষেপরূপে বর্ণনা করিতে হয়। নর্মদা নদীর উত্তরস্থ

দেশ নীচে লিখিত রাজাদিগের মধ্যে বিভক্ত ছিল। দিল্লী তুঘলক বংশীয় রাজাদিগের অধিকারে ছিল রাখুর ইতিহাস মতে রাখুর-রাই কান্যকুজের রাজা ছিলেন কিন্তু যুক্তিরাণা বোধ হয় এই রাজ্যে কোড়ারা রাজা ছিল। মিয়ররাজ্যে বিলোটদিগের অধিকার ছিল আর গুজরাট সোলানকিশ্ দিগের অধিকারে ছিল। পূর্ব কর্ণাট যে কোন এক রাজ্যকে অধীন রাজারা পশ্চিমীকর করিতেন। দিল্লী ও কান্যকুজ রাজ্যের সীমা কাশ্মীরী ছিল। সিন্ধুনদীর পশ্চিম-বাধি যাবদীর দেশে দিল্লীধরের পুত্রাণ্য ছিল এবং দিল্লীর ভূপ-তির পূজাবর্গের মধ্যে এক শত অশ্বজেন পুত্রাণ্য ভূত্বা ছিল তৎকালে অনেকই নাম মাত্র রাজা ছিলেন। কান্যকুজের উত্তরসীমা হিমালয় শ্রেণী, পূর্বসীমা বারানসী ও পশ্চিম সীমা বন্দেলখণ্ড ও দক্ষিণ সীমা মিয়র দেশ ছিল। এই মিয়রের উত্তর সীমার আর-বেলি পর্বত ও দক্ষিণে ধরদেশীর কান্যকুজের অধীন পুত্রাণ্য রাজ্য এবং পশ্চিমে গুজরাট রাজ্যে মিলিত ছিল। এই গুজরাটের পশ্চিম সীমা সিন্ধুনদী দক্ষিণে মহাসমুদ্র উত্তরে বালুকাময় ভূমি। বৈদ্য জাতিরা বঙ্গদেশে রাজা ছিলেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণসীমার প্রান্তভাগে বহুকালাবধি মাদুরার রাজারা স্বাধীন ছিলেন কিন্তু কালক্রমে তানজুরের রাজাদিগের শক্তি বিস্তার হইলে উক্ত রাজারা ভীমবল হইয়াছিলেন। প্রমাণ দ্বারা বোধ হয় যে ভারত-বর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলের পশ্চিম দেশ সকল বাদব রাজাদিগের অধিকারে ছিল এই ক্ষাদবেরা রাখার জাতীয় ছিলেন। এই রাজ্যের উত্তরে খন্দেশ প্রদেশ সোলানকী রাজাদিগের অধিকারে ছিল। মহম্মদের ঘোর আক্রমণ কালে ভারতবর্ষীয় রাজারা স্ব ২ প্রাধান হইয়া তৎদেশকে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহারা খীয় মতের ভিন্নতা হওয়াতে তদাক্রমে বাপা দিতে অশক্ত হইয়া ছিলেন।

মুসলমান জাতীয় মধ্যে গজানমমু মহম্মদই প্রথমে ভারতবর্ষে চির রাজ্য স্থাপন করেন এবং তিনি যখন পিতৃ মরণান্তে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হন তখন ত্রিশষষবয়স্ক ছিলেন। তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যে নিয়ম স্থির ও সমুদায় রাজবিদোহিদিগকে দমন করিয়াছিলেন।

ইংরাজি ১০০১ শালে তিনি হিন্দুদিগের সহিত ধর্ম যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া স্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। আগষ্ট মাসে তিনি দশ সহস্র সৈন্য সাহিত্যে গজানন হইতে আসিয়া পিতৃ শত্রু পোসোয়ারের রাজ্য জয়পালের সহিত যুদ্ধ করাতে হিন্দু সৈন্যরা পরাজিত হইল এবং জয়পাল ও তাঁহার হস্তগত হইলেন। দ্বিতীয় বার এতদ্রূপ পরাস হইলে স্বীয় পুত্র আনন্দপালকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া চিত্তারোহণ পূর্বক পঞ্চভৌতিক শরীরের পরিত্যাগ দ্বারা কেশের অন্ত গাইলেন। মহম্মদ সিক্কুনদীর পশ্চিম প্রদেশে মুসলমান শাসন কর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং আনন্দপালকে করাপ্রদান করিলেন। তৎপরেই আনন্দ পালের অধীন রাজারা লাহোরের উক্ত নতুন রাজাকে কয় প্রদানে অধীকার করিলেন বোধ হয় তাঁহারা আনন্দপাল দ্বারাই উক্ত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতি বিখ্যাত উক্ত পরামর্শ রাজাদিগের মপো ভূটনিয়ের রাজাও গণ্য ছিলেন মহম্মদ তদ্বিকল্পে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিকানীর অরণ্যের উত্তর প্রান্তভাগে ভূটনিয়ের রাজার দুর্গ স্থাপিত ছিল তিন দিবস বেটনের পরে তদুর্গ অধিকৃত হইল এবং তৎদেশীয় রাজা জয়কর্তার হস্ত হইতে মোচনেছায় হইল স্বীয় খড়্গ দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ইংরাজী ১০০৫ এক সহস্র পঞ্চম শালে আনন্দ পালের পরামর্শ দ্বারা মুলতানের শাসনকর্তা দাউদ মহম্মদের অধীনতা ত্যাগ করাতে মহম্মদ ঐ রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্তি দায়কের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অধীন করাতে দাউদও অধীনতা স্বীকার করিয়া পূর্বা-পেক্ষায় অধিক কর দানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংরাজী ১০০৮ (এক সহস্র অষ্টম) শালে মহম্মদ দাউদের বিষয়ে কুপরামর্শ জন্য আনন্দপালকে দণ্ড করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া চতুর্থবার হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। আনন্দপাল পূর্বেই উক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া নিকটবর্তি হিন্দু রাজাদিগের নিকট এতাদৃশ সত্কাদ পাঠাইলেন যে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান দিগকে দূরী করণে সকলে ঐক্য হওয়া উচিত। উজ্জয়িনী ও গোয়ালিয়া ও কালঙ্কর ও কান্যকুব্জ ও দিল্লী এবং আজমিরের ভূপালেরা ২ সৈন্য একত্র করণ পুরঃসর আনন্দপালের সাহায্যার্থে আগ-

মন করিলেন। হিন্দুরা মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধার্থে কদাচিৎ  
এবমুকার সৈন্য সংগ্রহ করেন নাই। কথিত আছে যে বনিতারাও  
আপন ২ অঙ্গের আভরণ বিক্রয় করিয়া তদ্যুদ্ধেব সাহায্য করিয়া  
ছিলেন। হিন্দু সৈন্যরা সিন্ধুনদীর সম্মুখে আসিয়া পেশওয়ারে  
নিবিত স্থাপন করিয়া ঐ স্থানে মুসলমানেরাও আগ্রসর হইয়াছিল  
জাহাতে উভয় সৈন্যই চত্বারিংশৎ শিবসংগি দুখাদিখ রাখিল।  
কাবশেষে মহম্মদ এক প্রস্তুত পান্থক সৈন্য লগিয়া আগমন করিলেন  
কিন্তু গোজর জাতীয় এক দল সৈন্য বনজারা তাহাদিগকে দূরীকৃত  
করিল ঐ বোজ জাতীয়রা বিহত ৭ সিন্ধুনদীর মধ্যস্থলে বসতি  
করিত এবং তাহাদিগকেই আধুনিক জাতবংশের পূর্বপুরুষ বহা  
যায় ঐ বোজ পক্ষ সহস্র মুসলমান হত হয় এবং তদ্বিবসীয় যুদ্ধের  
জয়ে সন্দেহ ছিল কিন্তু হিন্দু গোনাপতি আনন্দপালের হস্তী ভীত  
হইয়া পলায়ন করাতে গোলযোগ হইল তাহাতে হিন্দুরা নানা স্থানী  
হইল এবং তন্মধ্যে বিংশতি সহস্র মনুনা রণশায়ী হইয়াছিল ॥

তৎপূর্ববৎসরে মহম্মদ স্বমতাবলম্বী করণরূপ যুদ্ধার্থে পঞ্চম  
বার ভারতবর্ষে আগমন করিলেন তিনি অতিবিখ্যাত জালা-  
মুখী অর্থাৎ আগ্নেয় পর্বতের অন্তঃপাতি নাগোরকেটি প্রদেশে  
ভীম নামক দুর্গের প্রতি জয়াভিলাষে গমন করিলেন ঐ স্থল  
প্রচুর ধন ও শক্তি জন্য খ্যাতছিল। ভারতবর্ষের ভূপতিরা ঐ  
দুর্গের অজেয়তার দৃঢ়রূপ বিশ্বাসে আপনাদিগের সকল সম্মতি  
তথায় সঞ্চয় করিয়াছিলেন। মহম্মদ অনায়াসেই তদুর্গ জয় করি-  
লেন এবং দুর্গের অসংখ্য সম্মতি লইয়া গজাননে প্রতাগমন করি-  
লেন এবং তথায় এক মেলা করিয়া আপন প্রজাবর্গকে ভারত-  
বর্ষের লুটের সম্মতি দেখাইলেন ॥

ইংরাজী ১০১১ (এক সহস্র একাদশ) শালে মহম্মদ স্থনিলেন  
~~হিন্দু~~ মুসলমানেরা যজ্ঞপ মন্টাকে মান্যকরে তজ্ঞপ ভারতবর্ষের  
তীর্থস্থান অতি প্রাচীন ধনাঢ্য স্থানেম্বরকে হিন্দুরা মান্যকরেন  
তিনি ঐস্থলকে লুটকরিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহম্মদ আনন্দ-  
পালের সন্ধির নিয়মানুসারে আপন সৈন্যদিগকে পথদিতে করিলেন  
এবং কথিত আছে যে আনন্দপাল তাহাকে ও তাহার সৈন্যদি-  
গকে ভোজ্যদ্রব্যাদি দ্বারা সন্তুষ্টকরিয়াছিলেন। আনন্দপাল



মহম্মদ আতাকে প্রতিনিধিকপে মহম্মদের নিকটে এই কথা বলি-  
তে পাঠাইলেন যে স্থানেশ্বর হিন্দুদিগের দেবস্বকপে গণনীয়  
আছে যদিপি মহম্মদের স্বধর্ম্মানুসারে হিন্দুধর্ম্ম আক্রমণ করা  
কর্তব্য তাহা নাগরকোট উচ্চকরাতেই সম্বর্ণ করিয়াছেন এবং  
এইক্রমে যদিপি মহম্মদ স্থানেশ্বর আক্রমণ না করেন তবে আমি  
এই স্থানেশ্বরের বার্ষিক রাজস্ব আপন ইচ্ছায় প্রদান করিব  
মহম্মদ যেকণ সাহসদ্বারা উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহা আনন্দ-  
পালের প্রতি উত্তর করণে প্রকাশ পাইল। মহম্মদ উত্তর করি-  
লেন যে মুসলমানদিগের যথার্থ ধর্ম্ম প্রমাণে যতই দেবপূজক-  
দিগকে তন্মতাবলম্বী করিবেন ততই মহম্মদের খ্যাতিবিহার  
ও তন্মতাবলম্বিদিগের স্বগ হইবে। আরোকছিলেন যে ভারতব-  
র্ষহইতে বিগৃহ পূজার সমুলোৎপাটন করিতে ঈশ্বরীয় সাহায্য  
প্রাপ্ত হইয়াছি তবে কি প্রকারে আমি স্থানেশ্বর ত্যাগকরিব। এই  
উত্তর দ্বারা হিন্দুরা জানিলেন যে মুসলমান হইতে বৃথা আশা করা  
মাত্র। দিল্লীর রাজা হিন্দুস্থানস্থ সকল ভূপালদিগকে দূতদ্বারা  
বিজ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহারা সকলে সৈন্যে আসিয়া এই সর্ক  
আধারণের দেবালয় রক্ষা করেন, পরে এই ভূপালেরা তাঁহার সাহা-  
য্যার্থে না আসিতে ২ মুসলমানেরা আগমন করিয়া এই দেবালয় লুট  
করিল এবং দেবপ্রতিমা সকল ভগ্ন করিল কিন্তু তন্মধ্যে অতি  
প্রধান প্রতিমা সকল মুসলমানদিগের পদতলে দলম্ব করণ জন্য  
গজাননে প্রেরণ করিলেন। এবং যুদ্ধে মৃত দুই লক্ষ হিন্দুরা  
দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া গজাননে প্রেরিত হইল আর অসংখ্য দাস  
দ্বারা গজানন হিন্দু নগরের তল্য দৃশ্য হইয়াছিল ॥

স্থানেশ্বর লুট করণের পর কয়েক বৎসরাবধি ভারতবর্ষে যুদ্ধাদি  
হয় নাই কিন্তু ১০১৭ শালে এক লক্ষ পদাতিক ও বিংশতি সহস্র  
অশ্বরুঢ় আর লুট করণাতিপ্রায়ে তদ্ভল্লাক্রান্ত লোভী বিংশতি  
সহস্র ধর্ম্মযোদ্ধার সহিত মহম্মদ হিন্দুস্থানে পুনরাগমন করিলেন।  
বোধ হয় যে তিনি প্রথমে মিরট নগর আক্রমণ করিলেন কিন্তু  
ভক্তেশীয়রা অধিক অর্থ প্রদান করাতে এই দেশ লুট হইতে রক্ষা  
পাইয়াছিল। তিনি সে স্থল হইতে মহাবনে গমন করিলেন এই  
মহাবন বন্দাবনের রাজার রাজধানী ছিল এই রাজ্য পরাজিত হইয়া

স্বীয় বনিতা সমভিব্যাহারে পলায়নপরায়ণকালে শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎকাবমান হইল তদ্ব্ষে আপন রক্ষার কোন উপায় না পাইয়া-  
 ক্রীকে কলঙ্কহইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে প্রথমে খড়্গদ্বারা  
 স্বস্ত্রীর বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিলেন তৎপরে তদ্বারা আপন গুহিত  
 হইলেন। তদনন্তর মুসলমানসৈন্যেরা ত্রিক্ষণের জন্মস্থল মথু-  
 রাতে আগমন করিল। ঐ নগর মন্দিরশালা শোভিত ছিল এবং  
 দেবালয় সকল নানাবিধ রত্নদ্বারা খচিত ছিল, মহম্মদ খানকস্বে  
 ঐ নগরে প্রবেশ করণপূর্বক দেবপ্রতিমা সকল নষ্ট করিলেন  
 আর তন্মধ্যে বহুমূল্য পাতুনির্মিত প্রতিমা গলাইলেন। দৃঢ়রূপে  
 নির্মাণ অথবা অত্যন্তমর্মেন্দর্য্যাহেতু অত্যন্ত মন্দির রক্ষা হইয়া-  
 ছিল। মহম্মদ ঐ নগরহইতে গজাননের শাসনকর্ত্তাকে এক  
 লিপিতে লিখিয়াছিলেন যে ভক্তবাক্তির প্রম্য বিষয়ে যেমত দৃঢ়  
 বোধ হয় এই নগরে তদ্রূপ দৃঢ় অটালিকা এক মহসু আছে তন্মধ্যে  
 অনেকেই সংমরমর প্রস্তরদ্বারা নির্মিত হইয়াছে এবং অসংখ্য  
 মন্দির আছে আর এই নগরের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয়  
 যে মহসু ২ দিনর মুদ্রা ব্যয়ব্যতীত এতদ্রূপ নগর নির্মিত হয় নাই।  
 ও দুই শত বৎসরের ন্যূনকালে এমত নগর নির্মাণ করা দুয়র মহ-  
 ম্মদ মথুরার পন ও নৌদর্য্য বিষয়ের প্রথমাবস্থার প্রমাণ করিয়া-  
 ছেন তাহা ইতিহাসে লেখা অত্যাবশ্যক। এই নগরের লটের  
 প্রথমধ্যে পদ্মরাগ মণিনির্মিত নয়নবিশিষ্ট স্বর্ণের পাঁচটা প্রতিমা  
 পাইয়াছিলেন ও অন্য এক প্রতিমার শরীরে তিনি এক বহুমূল্য  
 নীলকান্তমণি পাইলেন এবং একশত উক্টের ভার পরিমাণে  
 রৌপ্যময়ী একশত প্রতিমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥

মহম্মদ যড়্বিংশতি দিবসাবধি মথুরায় থাকিয়া তথাকার অসহ্য  
 ক্ষতি করণানন্তর পরে কান্যকূজে গমন করিলেন। যখন ইতিহাসবে-  
 দন কর্ত্তেন যে সেই স্থানে মহম্মদ এমত এক নগর দেখিলেন যে  
 তাহার অগুণাগ গগনগ্লশি ছিল ঐ নগর বিংশতি শত বৎসরের  
 অধিক পৰ্য্যন্তও হিন্দু রাজধানী ছিল এবং ঐ নগরের সীমা পঞ্চদশ  
 ক্রোশাবধি ছিল আর তাহার ঐশ্বর্য্যের বিবরণ বিশ্বাসের যোগ্য  
 নহে। ঐ রাজ্যের রাজাদিগের এতাবৎ সৈন্য ছিল যে তাঁহাদিগের  
 সৈন্যের গমনকালে পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যেরা তায়ুহইতে নির্গত না

হইতেই অগ্নিভাগের সৈন্যরা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। কথিত আছে যে তাঁহাদিগের যুদ্ধক্ষেত্রে সুসজ্জিত অশীতিসহস্র সৈন্য ছিল এবং বন্দীকৃত ত্রিশত সহস্র অশ্বারোহী ছিল আর তিন লক্ষ পদা-  
তীক ও দুই লক্ষ খনুপারী ও যুদ্ধকৌশলধারী ও তদ্ব্যতীত গজা-  
রোহিত এক বৃহৎ দল ছিল। ঐ নগরের ঐশ্বর্যশালিত্ব পশ্চাৎকার্তী  
বর্ণনাদ্বারা বোধ হইতেছে তাহাতে ত্রিশত সহস্র তাম্রলীল আপন  
ও ষাট সহস্র বাদ্যকর ছিল। ঐ মহানগরে কোয়ারবায় ভূপতি  
ছিলেন তিনি আপনাকে প্রপান ও মহত জ্ঞান করিতেন কিন্তু তিন  
মহানগরের পতনদৃষ্টে তিনিও অধীন হইবার বাধ্য হইয়া আপন  
স্ত্রী ও পুত্রসমভিব্যাহারে মহম্মদের শিবিরে গমন করিয়া নম্র-  
পূর্বক কৃপা প্রার্থনা করিলেন তাহাতে মহম্মদ ক্ষমা করিলেন ঐ  
রাজধানীতে মহম্মদ তিন দিবস থাকিয়া তৎপরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া  
অধিক হিন্দুদিগকে নাইয়া গজাননে প্রত্যাগমন করিলেন সেদুইটা-  
কার নামেও হিন্দুভ্যাক্রমকরিতে পাওয়া যাইত তাঁহার এই যুদ্ধের  
লুটের দ্রব্যোপমূল্য পঞ্চাশত লক্ষ মুদ্রাহইয়াছিল কিন্তু প্রমাণদ্বারা  
বোধ হয় যে তদপেক্ষার অধিকমূল্য দ্রব্য পাইয়াছিলেন যেকোন  
আমরা ওৎকালীন মুদ্রার মূল্য অবগত নহি। ইহা লেখা উচিত যে  
আমরা যে ফেরিস্তার মত সন্দেহা মান্য করি তদ্ব্যতীত মথরাও  
মিরট আক্রমণ হইবার আগেই এই নগর আক্রান্ত হইয়াছিল।  
কিন্তু প্রমাণদ্বারা বোধ হয় যে মহম্মদের পশ্চিমমুখ্য উক্ত দুই  
নগর থাকিতে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিবার আগেই ঐ দুই নগর  
আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত কান্যকুব্জের ভূপালেরা সহ-  
জেই অধীনতা স্বীকার করিলেন। ফেরিস্তা উত্তম ভূগলবেত্তা  
ছিলেন না একারণ আমরা অতি সহজে অনুভব করি যে অন্য ২  
দুই নগর আক্রমণের পূর্বে কান্যকুব্জের আক্রমণ লেখাতে তাঁহার  
শ্রম হইয়াছে কিন্তু তাঁহার সাধারণ মতের যথার্থতা বিষয়ে কোন  
দ্বোষার্পণ করিনা ॥

ভারতবর্ষস্থ নগরের শোভা দৃষ্টে মহম্মদ আনন্দে মগ্ন হইয়া গজা-  
ননে প্রত্যাগমন পুরস্কার স্বীয় রাজধানী শোভিত করিতে প্রতিজ্ঞা  
করিয়াছিলেন তিনি সুন্দরপ্রসন্নদ্বারা এক মসজিদ নির্মাণ করিতে অ-  
ঙ্গীকার করিলেন তদ্ব্যতীত সকলেই চমৎকৃত হইলেন আর ঐ নগরসমীপে

স্বভাবত আশ্চর্য্যপ্রবালর এবং নানাবিধ ভাষায় রচিত পুস্তকে পূরিত এক পুস্তকাগার স্থাপন করিলেন আর হিন্দুদিগের অট্টালিকার সৌন্দর্য্য দ্রষ্টে গৃহাদি নির্মাণবিদ্যাবিষয়ে তিনিও রত হইলেন আরো যেসকল রাজধানী তিনি জয় করিয়াছিলেন তদপেক্ষায় আপন রাজধানী উত্তম করিতে অভিলাষী হইলেন। তদ্রূপে তাঁহার রাজ্যের কুলীনেরা পরল্পর স্বীয় অট্টালিকা শোভিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। তৎপূর্বে ঐ নগর অতি সুশীতল এইক্ষণে আসিয়ার অন্য ২ নগরপেক্ষায় গজানন অত্যৈশ্বর্য্যশালী হইল এবং নানাবিধ উত্তমোত্তম স্বাভাবিক ও আলঙ্কারিক গূণব্যা দ্বারা ভূষিত হইল।

মহম্মদের রাজত্বের শেষকালীন কতিপয় বৎসরের বিবরণ ভাগ করিলাম কারণ তৎকালেও ঐকপ বহুমুদ্রাদি প্রচলিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কানাকুজের ভূপতি মহম্মদের অধীনতাধীকার করিতে কালঞ্জুরাধিপতিদ্বারা হত হইলেন অতএব মহম্মদ ঐ কালঞ্জুরের রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে আমরা একেবারে সর্বাপেক্ষায় মহম্মদের মহাদিখ্যাত যে শেষ যুদ্ধ তাহা বর্ণনা করি। ইংরাজী ১০২৪ শালে গজাননহইতে ৩০০০০ (ত্রিশত সহস্র) অশ্বাচ্ছ আর অনেক যুদ্ধক্ষু সৈন্যের সহিত গুজরাট রাজ্যে ডিউনগরে সোমনাথ আক্রমণ করিতে গমন করিয়া এক মাসের মধ্যে মূলতানে উপস্থিত হইলেন তৎপরে বিংশতি সহস্র উক্টু সাহিত্যে বালুকাময় ভূমি পার হইয়া পশ্চিমধ্যে আজমীর অধিকার করিয়া লুট করিলেন অবশেষে সোমনাথের নিকট আসিয়া অধুরীপ-মধ্যে তিনদিগে সমুদ্রবেষ্টিত এক দুর্গ দেখিলেন ঐ দুর্গের প্রাচীরের উপরে বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল। মহম্মদ সেখানে গতমাত্রেই হিন্দুরা দূতদ্বারা অবগত হইলেন যে মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে বহুদুঃখ দিয়াছে অতএব উহাদিগকে একাঘাতে মারিবার জন্য পরমেশ্বর এখানে তাহাদিকে আনয়ন করিয়াছেন। অতি-বিশ্বাসযোগ্য বিবরণে লিখিত আছে যে এইস্থলে মহাদেবের এক অনাদি লিঙ্গ ছিল বোধ হয় যে যৎকালে শিবাচনার প্রবলতা হইয়াছিল তৎকালেই ভারতবর্ষের অনেকাংশে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মহাকালনামক অন্য এক শিব-

সকল উজ্জয়িনীতে স্থাপিত ছিলেন। এই সোমনাথের শিব স্বয়ম্ভু  
মর্ধ্যাৎ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া পূজিত হইতেন ॥

মুসলমানেরা ঐ সোমনাথ অনায়াসে যজ করিতে পারেন নাই  
ঐ বুলবুলকেরা অতি কঠিনরূপে যুদ্ধ করিল এবং নিকটস্থ ভূপালেন-  
রা স্বয়ং সৈন্য একত্র করিয়া প্রাচীরের নীচে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ  
করিয়াছিলেন কিন্তু মহম্মদ শেষে জয়ী হইলেন। ঐ সাহায্যকারক  
রাজারা পরাজিত হইলেন এবং পঞ্চসহস্র সৈন্যের থানা পতিত  
হইলে মন্দিরের বাল্লগেরা রক্ষায় নিরাশ হইয়া নগরহইতে  
মৌকারোহণপূর্বক সমীপস্থ এক উপদ্বীপে পলায়নপরায়ণ হই-  
লেন। মহম্মদ সোমনাথনগরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে  
এক স্তুতি বৃহৎ প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকা দেখিলেন তদুপ্যে  
ষট্টিপঞ্চাশত স্তম্ভোপরি স্থাপিত এক মন্দিরের মধ্যে উচ্চ প্রায়  
একাদশ হস্ত ও তলে চারিহস্ত পরিমিত এক সোমনাথের মূর্তি  
ছিল এবং তদুপরি এক চক্রাতপ বিস্তৃত ছিল আর ঐ মন্দিরের  
ছাদ ছয়টা রত্নময়প্রস্তরে খচিত স্তম্ভোপরি স্থাপিত ছিল ঐ  
সোমনাথের মূর্তি চূর্ণ করিয়া মুসলমানদিগের জয়চিহ্নরূপে ঐ  
সকল খণ্ড গজাননে বৃহৎ মসজিদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতে আ-  
জ্ঞা করিলেন আর ২ খণ্ড মক্কা ও মদীনাতে পাঠাইলেন। এই  
বিষয়ে এক জনশ্রুতি আছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে মহ-  
ম্মদ যৎকালে ঐ প্রতিমা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা করিলেন তখন বাল্ল-  
গেরা মহম্মদের ক্রমাগ্নার্থনা করিলেন এবং ঐ মূর্তিরক্ষার্থে  
অনেক মুদ্রা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু মহম্মদ তাহাদের প্রা-  
র্থনা নাশুনিয়া ঐ মূর্তিকে নষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন আর বাল্ল-  
গেরা যত টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তদপেক্ষাও অধিক  
ধন ঐ প্রতিমার মধ্যে পাইলেন ॥

ভারতবর্ষমধ্যে সোমনাথ অতিধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল  
আমরা শ্রুত আছি যে একবার গৃহকালে তথায় দুই তিন লক্ষ  
যাত্রীরা একত্র হইয়াছিল আর সেই প্রতিমাপূজার নিমিত্তে দুই  
সহস্র গানের কর নিরূপিত ছিল এবং পঞ্চাশত ক্রোশান্ত হইতে  
যজ্ঞাজল আনিয়া প্রত্যহ ঐ প্রতিমার স্নান করাইত আর দুই  
সহস্র বাল্লগ উহার যাজনাকর্মে নিযুক্ত থাকিতেন এবং পঞ্চাশত

নর্তকী নিযুক্ত ছিল ও তিনশত জন বাদ্যকর আর উদাসীনদিগের ফৌর করিবার নিমিত্তে তিনশত নাপিত নিযুক্ত ছিল এক পুদীপের আলোকেতে ঐ পুতিনার তাবৎ গৃহায় আশ্রয় হইত কারণ সেই পুদীপের তেজ মন্দিরমধ্যবর্ত্তি রত্নময়পুস্তরে পড়িলে তাহা সমুদায় মন্দিরে পুতিবিস্তৃত হইত। মহম্মদ ঐ স্থান লুটকরিয়া এতাদৃশ ধন প্রাপ্ত হইলেন যে তৎকালে কোন ভূপতির ধনাগারে তাদৃশ ধন ছিল না। কথিত আছে যে ঐ স্থানের উত্তমতা ও সৌন্দর্য্য দৃষ্টি চমৎকৃত হইয়া তথায় দরাজ্যের রাজধানী করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাহার প্রধান মন্ত্রিয়া এই উক্তিদ্বারা বারণ করিলেন যে তাহার রাজ্যের পশ্চিমসীমাহইতে উক্তস্থল অধিক দূর হইবে আর সেইস্থলেই তাহার রাজ্যের আপদ আছে তাহাতে তিনি ঐ নগরহইতে গমন করিবার পূর্বে দেবীসাদিনামক একজনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন কিন্তু সেনামের পুত্রার্থ পাওয়া যায় না। তিনি সিন্ধিয়াদিয়া গজাননে পাত্যাগমন করিলেন তথাকার অরণ্যে তাহার সৈন্যেরা অতিরিক্ত পাইল। এই সকল ঘটনার পাঁচবৎসরপরে অর্থাৎ ইংরাজী ১৩৩০শালে এই মহাজনী ত্রিষষ্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তিকালে পরলোক গত হইলেন।

তিনি ভারতবর্ষে যে পুকার ক্লেণ ও হানি করিয়াছিলেন তৎপূর্বে কোন জয়ী এতাদৃশ করেন নাই। ভারতবর্ষের উত্তর পুদেশস্থ রাজকীয় কর্মে অতি গোলযোগ হইয়াছিল ও তিনি পুমান্ন নগর লুট ও দগ্ধ করিয়াছিলেন আর উত্তম্নে ক্ষেত্রে শস্যাদি হয় নাই এবং তথাকার দুর্ভাগ্যব্যক্তিমধ্যে অক্ষয় জনকে মৃত করিয়া এক অপরিচিত দূরদেশে পৌরণ করিয়াছিলেন কিন্তু মহম্মদ যে দেবপূজকদিগের জয় করিয়া তাহাদিগকে অতিশয় ক্রোধিত করিয়াছিলেন তাহাতে বাগ্দ্দাদের কালিফ তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে রাজ্য ও ধর্ম রক্ষকরূপে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে আনুকূল্য করিতেন তাহা তাহার যেমত ধন ও শক্তি ছিল তদনুসারে হয় নাই। তিনি মধ্যম মনুষ্যাকৃত ছিলেন অর্থাৎ তাহার শরীর বৃহৎ বা খস্ক ছিল না আর তাহার বদনে ক্ষুদ্র বসন্তের বহু চিহ্ন ছিল। তিনি তেজস্বিমধ্যে দৃঢ় পুতিজ ও অঙ্গভোভয়ী ছিলেন। চরিত্রে পুতিহিংসক ও অঙ্গমী ছিলেন।

এবং তিনি মহাশক্তিসদৃশ মতিমান ছিলেন। তিনি এমনতরো সাম্রাজ্যশাসন করিতে তৎকালোপযুক্ত পাত্র ছিলেন আর অর্থো-  
পার্জনে পিয় ছিলেন কিন্তু ঐ অর্থের ব্যবহার জানিতেন না।  
তাহার মৃত্যুর দুই দিবস পূর্বে ভারতবর্ষহইতে প্রাপ্ত স্নান ও  
রৌপ্য ও রত্নাদিসকল আপন সম্মুখে রাখিতে আজ্ঞা করিলেন  
যে তদৃষ্টে আপন নয়ন সফল করিবেন। সেই সকল বস্তু উপরে  
স্থির দৃষ্টি করিয়া তিনি রোদনকরিতে লাগিলেন তিনি অতি  
শীঘ্র ঐ ধনভোগ বর্জিত হইবেন ইহা জানিয়াও কোন দরিদ্র  
অথবা উপযুক্ত পাত্রকে দান করিলেন না। এবং তিনি তাহার  
পর দিবস নিজ যাবদীয় সৈন্য পদাতিক ও অশ্বারূঢ় আর গজা-  
কূটাদিগকে আপন সম্মুখে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন তদন-  
ন্তর কিরূপে এমত শুভদৃষ্টি লাভ করিবেন ইহা বিবেচনা করিয়া  
পুনর্বার ক্রন্দন করিলেন। সিন্ধুনদীর পূর্ব তটস্থ দেশ ব্যতীত যে  
সকল দেশ তিনি পুনঃ উজ্জ্বল ও নষ্ট করিয়াছিলেন তাহাতে  
অধিক কাল বাসকবেন নাই কিন্তু উক্ত নদীর অন্যতরের পার্শ্বত  
স্থিত রাজধানীহইতে উৎকোশ পক্ষির তুল্য হিন্দুস্থানের পনাতা  
পুদেশে আগমন পুরঃসর বহুমূল্য দ্রব্য লুট করিতেন। তাহার পিতা  
কবজুজীন গজানন ও কাবুল ও বালুক এবং কান্দাহারের কিয়ৎ  
পদেশ তাহাকে পুদাশি করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার জয়ের এমত  
শীঘ্রতা ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে ত্রিশৎ বৎসরের মধ্যে এক  
দিনে পারস্য মোতান। অবধি আরব্ নামক সমুদ্র পর্যন্ত এবং  
অম্বাদিপে কাশ্মীরনস্থ পল্লভ অবধি শতক্রনদী পর্যন্ত  
তাহার রাজ্যের সীমান্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এমত মহাপরাক্রমশালী  
ব্যক্তি সাম্রাজ্যাপিপতি হইয়াও আপনি দেবতা ভগ্নকারী নামে  
খ্যাত হইতে মনে অতি গৌরব মানিতেন ॥

অষ্টম অধ্যায়।

মসুদের রাজ্যভিষেক। শেলজুকদিগের ভারতবর্ষে দৌরাখ্য।  
জয়লবেগ। দেকানে শিবার্চনার বৃদ্ধি। ঐচ্ছদেবকতৃক কান্য-  
কজে রাখুর রাজ্য স্থাপন। মাদুদের সিংহাসনোপবিষ্ট হওন। হিন্দু-  
দিগের পুনঃশক্তি প্রাপ্তি। ইব্রাহিম ও মুসাউদের রাজত্ব। ঘোরী  
সংশয়দিগের বৃদ্ধি গজাননে মহম্মদের বংশলোপ ॥

মুহম্মদের মুহম্মদ ও মাসুদ নামক দুই ঔরসজাত যমজ সন্তান ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ ধীর ও দয়ালু এবং মৃদুস্বভাব হইয়াও আপন পিতার সুহৃদপাত্র হইয়াছিলেন। অতএব তৎপিতা সকল বাদানুবাদের অন্যথা করিয়া নিয়মপত্রদ্বারা তাঁহাকে সমুদায় রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর মাসুদ পিতৃভৃত্য বিক্রমশালী ও উগ্র ছিলেন। আর অনুমান হয় তাঁহার পিতা আপনার লোকান্তর হইলে যে বিবাদ ঘটবে তন্নিবারণজন্যে জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদকে মাঝবল্লিএর রাজশাসনের ভার আর কান্নিয়ন সমুদ্রের পূর্ব দক্ষিণে স্থিত প্রাচীন হাইকানিয়ার মধ্যে জার্নন নগরে রাজধানী করিয়া দিয়াছিলেন আর তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম খণ্ডশাসন করিতে মাসুদকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুহম্মদ সিংহাসনোপবিষ্ট হইবামাত্রই মাসুদ তাঁহাকে লিপিদ্বারা স্বাভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন যে সাম্রাজ্যধিকার নিমিত্তে বিবাদ করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই কেবল স্বকীয় খড়েগর বলদ্বারা যে ভিন প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন তাহাই দেন আর তাঁহার নামে খুতবা পড়িতে হইবে। কিন্তু মুহম্মদ এই প্রার্থনায় সম্মত নাহওয়াতে তাঁহার ভ্রাতা মাসুদ যে প্রজাদিগের ও জলীনদিগের মন বশীভূত করিয়া ছিলেন তাহাতে নির্ভর করিয়া সৈন্যে গজাননে প্রত্যাগমন করিলেন পরে ঐ নগরের নিকটবর্ত্তি তেকিয়াবাদ নগরে উভয় সৈন্য শৈলীক্রমে যুদ্ধ করিতে মাসুদ জয়ী হইলেন। আর তাঁহার ভ্রাতা মুহম্মদ অন্ধ হইলেন ॥

যে বৎসরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল সেই বৎসরেই মাসুদ সিংহাসনে বসিলেন তিনি যৌবনাবস্থার পুতিজ্ঞা শেষাবস্থার চরিত্রদ্বারা পালন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে ক্রমশঃ সাম্রাজ্যের ক্রাস হইয়াছিল। শেলজুকনামে খ্যাত তাকম্মন অথাৎ অগভ্য জাতীয়রা আগমনপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চিমদিগস্থ রাজ্যে আক্রমণ পুরঃসর সর্কদাই উৎপাত জম্মাইতে লাগিল যাবৎগজনিবিদ্ রাজ্যের একাংশ তাঁহাদিগকে নাদিলেন তাবৎ ঐ অবিশ্রান্ত শত্রুরা ভ্রমাগত ঐ সকল রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল তাহাতে তদেশীয় রাজা উক্ত আক্রমণে মনোযোগী হওয়াতে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের উপকার বোধ হইয়াছিল কারণ



পূর্বদিক জয় ও লুট করিতে তাঁহার। মনোযোগ করলেন না। ইংরাজী ১০৩৩ শালে মাসুদ ভাবতবর্ষে আগমন করিয়া কাশ্মীর জয় করেন। পরবৎসরে তাঁহার রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশ হইতে শেলজুকদিগকে দূরীকরণ পুনর্বার স্থির করিয়া তাঁহার ভারত-স্থায়ী সৈন্যদিগের সেনাপতিরূপে জয়সেনকে পেরণ করিলেন। এই পুমানদ্বারা বোধ হয় যে মুসলমানেরা এমত পূর্বেও হিন্দু-সৈন্যদিগকে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ কবিয়াছিল এবং হিন্দু বাও সিঙ্কুনদী পার হইয়া তাহাদিগের জয়কর্তার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে কোন আপত্তি করেন নাই। ইংরাজী ১০৩৬ শালে মাসুদ দিন মন্ত্রিদিগের মত নামানিয়া হিন্দুস্থান পুনরাক্রমণ করিতে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু ঐ মন্ত্রিরা কহিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্য হইতে শেলজুকদিগকে দূরীকরণ শায়্য জাহা সমুদায় সৈন্যের আবশ্যকতা আছে। তিনি যখন নদীর পশ্চিম ত্রিংশত ক্রোশান্তে হানসী নামক দুর্গ আক্রমণ করিয়া তথাকার সকল দেব মন্দির সমভূমি করিলেন ও সেখানকার সমুদায় ধন লইয়া আইলেন। তিনি আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজপুত্রকে মুলতানের আমানকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করিলেন বোধ হয় এক্ষণে ঐ মুলতান প্রজনিবিদ রাজ্যের সহিত চিরস্থায়িকরূপে মিলিত আছে। মাসুদ স্বরাজ্যে নাথাকাতে তাঁহার শত্রু শেলজুকদিগের শক্তির অতি-শয় বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাঁহার সভাসদেবা কহিলেন যে যদ্যপিও কোন কালে ঐ শেলজুকেরা পিপালিকাতুল্য ছিল কিন্তু এইক্ষণে উহারা অতিশয় কালসর্প অর্থাৎ পরাক্রমশালী হইয়াছে। শীতকালে মাসুদকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে মাবরল্‌নিঅরে গমন করিতে হইল তথায় অনেক যুদ্ধের পর তিনি পরাভূত হইলেন। তগরল্‌বেগনামক শেলজুকজাতীয় গজাননাবধি তাঁহার লাক্ষ্যদামী হইল ও ঐ নগর অধিকারকরণপূর্বক ভূপতির অস্থ-শালা ও নগরের কিয়দংশ লুট করিল। এই সকল পুনর্ভীতিজনক আক্রমণ নিবারণার্থে মাসুদ শেলজুকদিগকে আপন রাজ্যের স্থান দিতে স্বীকৃত হইলেন তাহাতে তাঁহারা সন্মত হইয়াও অতি শীঘ্রপুনর্বার আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে মাসুদ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আপনাকে অপারক জানিয়া

মৃত্তন সৈন্য সংগৃহ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষে গমন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তন্নিমিত্তে তিনি ভিন্ন দুর্গহইতে সকল ধন সংগৃহ করিয়া উচ্চৈর উপরে বোঝাই করিয়া লাহোরে গমন করিলেন এবং তিনি নয়বৎসর পূর্বে যে জাতি মহম্মদকে অঙ্ক করিয়াছিলেন এই বিপদকালে তাঁহাকে আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু নদীতীরে উপস্থিত হইলে মাসুদের সৈন্যরা তাঁহার রাজকোষহইতে লুটতে আরম্ভ করিল এবং তাঁহার ক্রোধে ভীত হইয়া তাঁহার জাতিকে রাজ্য করিল। তখন দুই ভ্রাতার পরস্পরের অবস্থা পরিবর্ত্ত হইল। মহম্মদ কারাগারের বন্ধনহইতে মুক্ত হইয়া রাজ্য হইলেন এবং মাসুদ রাজ্য থাকিয়া কারাগারে বদ্ধ হইলেন পরে ইংরাজী ১০৭৭ শালে দশ বৎসর রাজ্য ভোগানন্তর এই কারাগারে হত হইলেন ॥

এই সময়ে ভারতবর্ষে দেকান প্রদেশে শিবপূজার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সোমনাথ নগর লুটকরণের কিয়ৎ কাল আগে সোলান্কা বংশীয় গুজরাট ও খণ্ডেশ পূর্ণরূপে জয় করিলেন। এই বংশের অন্যশাখাতর। ভারতবর্ষের দেকানস্থ অনেক মহারাজ্য জয় করিলেন। এই শেষ বংশীয় একজন ভূপালের রাজ্যকরণ সময়ে চিনবন্দ নামক এক জন শিবভক্ত স্বীয় মতের অনেক শিষ্য করিয়া দেকান দেশ হইতে ঐজন ধর্ম পায় রহিতকরণানন্তর এই মতের পরিবর্ত্তে শিবোপাসক অর্থাৎ শৈব করিয়াছিলেন এই রাজ্যধিপতি পূর্ব ধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্মাবলম্বনরূপ নূতন নিয়ম নিবারণার্থে সচেষ্ট হওয়াতে তন্মতাবলম্বীরা তাঁহাকে বধ করিল ॥

পূর্বেই প্রায় উক্ত হইয়াছে যে কান্যকুবের ভূপাল বিবেচনামতে গজাননের মহম্মদের অধীনতা স্বীকার করিতে নিকটস্থ রাজারা তাঁহার প্রতি ক্রোধপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার হিন্দু নামধারণ অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে বধ করিল। অনুমানদ্বারা বোধ হয় যে তিনি কোরাবংশোদ্ভব মধ্যে শেষ ভূপতি ছিলেন। এই রাজার মৃত্যুর প্রতিকূল জন্যে মহম্মদ নবমবার ভারতবর্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন তাহাতে কান্যকুবের রাজসিংহাসন শূন্য হওয়াতে সকল সাহসিকদিগের প্রতি এক পথ হইল অর্থাৎ যাহারা উহা অভিলাষ করিতেন তাঁহারা অনায়াসেই লইতে পারিতেন।

শেষে ত্রিচন্দ্রদেব যিনি দেকান প্রদেশে তৈজন ধর্ম রহিত হওনের  
 হয় বৎসর পূর্বে স্বকীয় বাহুবলদ্বারা অস্বাভাবিক কান্যকুব্জ জয়  
 করিয়াছিলেন তিনি ঐ পদাভিলাষী হইলেন। তিনি আপনাকে  
 সূর্য্যবংশজাত কহিতেন আর প্রমাণদ্বারা বোধ হয় যে তিনিই  
 কান্যকুব্জে স্বাধীন বংশীয় রাজাদিগের আদি সংস্থাপক ছিলেন।  
 তৎকালেই শোলানকী বংশের অন্য শাখাদ্বারা দেকানে ওয়াড়-  
 কোল রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন তৎপরে তাহা মুসলমানদিগের  
 দক্ষিণ প্রদেশীয় ইতিহাসে অতিশয় প্রাধান্য পাইয়াছে ॥

মুসলমানদিগের বিবরণ পুনর্য্যবহ কহি। মাদুদের পুত্র মাদুদ  
 বাসিক নগরের শাসনকর্তা ছিলেন তিনি প্রতারণাদ্বারা পিতৃবধ  
 শ্রুতিবামাত্রেই তৎকালে গজাননে গমন করিলেন। তৎস্থানে  
 আগমনমাত্রেই সৈন্যসংহতির লোকেরা তাঁহাকে রাজ্যবৎ সম্ভাষ  
 করিল। তৎপরেই অল্প মহম্মদের পুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া  
 জয়ী হইলেন। তখন কেবল তাঁহার সহোদর মাদুদ বৈরী রহি-  
 লেন এই মাদুদ আপন খড়্গদ্বারা রাজ্যশাসন করিতে প্রতিজ্ঞা  
 করিলেন। ইহাতে দুই ভ্রাতার যুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতামা-  
 দুদ জয়ী হইলেন। পরে শয্যার উপর তাঁহার ভ্রাতা মাদুদের মৃত-  
 দেহ দেখা গেল। ঐ স্বদেশীয় বিরোধ ও রাজ্যের পশ্চিমার্শে শোল-  
 কুব্জদিগের শক্তি বিস্তার হওয়াতে হিন্দুরা পুনর্য্যবহ সাধনী হইলেন  
 মুসলমান ইতিহাসবেত্তা তাঁহাদিগকে শূণ্যলিপিতে বর্ণনা করিয়াছেন  
 বহুতর পূর্বে তাঁহারা গভীর অর্থাৎ রাজ্য হইতে বহিঃগত হইতেন না  
 কিন্তু তৎকালে সিংহসদৃশ হইয়াছিলেন। দিল্লীর রাজা বহু  
 সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করণপূর্ব্বক হানসী ও স্থানেশ্বর ও অন্যান্য  
 নগর পুনর্য্যবহ করিলেন এবং চারিখান পর্য্যন্ত বেটনের  
 পর নাগরকোট তাঁহার হস্তগত হইল। পুনর্য্যবহ মন্দির সকল  
 নিশ্চিন্ত হইল এবং মুসলমান কর্তৃক যে সকল প্রতিমা নষ্ট হইয়া-  
 ছিল তাহা পুনর্য্যবহ নূতন হইল আর বুদ্ধদিগের ছলদ্বারা ঐ  
 সকল দেব প্রতিমা পূজ্যবৎ মান্য ও প্রশিদ্ধ হইল এবং সর্ব্বদেশ-  
 হইতে ঐ সকল প্রতিমা পূজ্যকরণার্থে সহস্র লোক আসিতে  
 লাগিল ও রাজারা বহুধন দান করিতে তথায় পূর্বে মুসলমানেরা  
 দান দখল লুট করিয়াছিল তৎতুল্য প্রচুরধন হইল হিন্দুরাজারা জয়

দ্বারা প্রত্যাশাপন্ন হইয়া তাহার বেষ্ঠন করিলেন ঐ নগর মসল-  
মানদিগের অধিকার মধ্যে ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। মঙ্গলমাস-  
বধি বেষ্টিত হইলে অকস্মাৎ বলবৎ আক্রমণদ্বারা হিন্দুরা দূরী-  
কৃত হইলেন। এবং ইংরাজী ১০৪২ শালে মাদুদ নয়বৎসর রাজ্য  
ভোগ করিয়া মরিলেন কিন্তু তাহার রাজত্ব কালে হিন্দুরা বেহ রাজ্য  
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বলপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন ॥

তদনন্তর গজাননে নয়বৎসরাদধি ক্রমাগত চারিজন রাজা  
হইয়াছিলেন তাহাদিগের নামের গোপযোগ প্রযুক্ত বিশেষ করণে  
আবশ্যক নাই। ইংরাজী ১০৫৮ শালে মুলতানএবরাহীম রাজা  
হইয়াছিলেন বর্ণনাদ্বারা অবগত হওয়া যায় যে তিনি বিদ্যাবান  
ও মাধুর্য্য স্বভাববিশিষ্ট এবং মুসলমানদিগের যথার্থ মতাবলম-  
বী ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি দ্বীয় লেখনীদ্বারা বারবার  
কোরান প্রতিলিপি করিয়া ঐ উক্ত লিখিত পুস্তক সকল মক্কা  
ও মদীনার পুস্তকাগারে রাখিয়াছিলেন কিন্তু তৎকর্ম রাজাপেক্ষা  
বরং লেখকের যোগ্য হইতে পারে। তাহার বংশের পুরাতন শত্রু  
শেজুক তারকোমেনের। তাহার রাজ্যে পুনরুৎপাত করিতে তাহার  
আর আক্রম না করে এই নিয়মদ্বারা উক্ত উৎপাত নিবারণার্থে  
তিনি তাহাদিগের জিতরাজ্য তাহাদিগকেই দিলেন। এবং বোধ  
হয় তাহারাও উক্ত নিয়মে বদ্ধ ছিল। তিনি নিজ রাজ্যের পশ্চিম  
দেশীয় ভয়ানক শত্রু হইতে মুক্ত হইয়া পূর্বদেশীয় হিন্দুদিগের প্রব-  
লতার হাঙ্গমন্য তথায় স্বসৈন্যে গমন করিয়াছিলেন। কথিত  
আছে যে তাহার পূর্বপুরুষ অপেক্ষায় তিনি ভারতবর্ষের অনেকাংশ  
অধিকার করিয়া এক লক্ষের অধিক হিন্দু ধরিয়া গজাননে প্রত্যা-  
গমন করিয়াছিলেন। তিনি চল্লিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া  
ইংরাজী ১০৯৮ শালে পরলোক গমন করিলেন ॥

ইবাহিমের পর তৎপুত্র মুসাউদ ঐ রাজ্যে উত্তরাধিকারী হই-  
লেন ঐ মুসাউদের অতি মৃদু ও দয়ালু স্বভাব ছিল তাহার খোড়শ  
বৎসর রাজ্য করণ কালে দেশীয় বিবাদ বা বিদেশীয় উৎ-  
পাত কিছু হয় নাই। তৎপরে তিনি নিজ পুত্র অসলানকে রাজ্য  
প্রদান করিলেন এই রাজা বইরাম ব্যতীত তাবত আপনার জাত  
দিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাজ্য করণে প্রবৃত্ত হইলে ঐ বইরাম আন

ইংরাজী ১১৮৬ শালে গজাননসু রাজাদিগের সাম্রাজ্য ধ্বংসানন্তর  
ঘোরি বংশীয়দিগের অধিকার হইল ॥

মৰম অধ্যায় ।

বারাণসীর রাজা । কান্যকুব্জস্থ রাথুরেরা । দিল্লীর তুঘলকেরা ।  
মুঘলীয় বিবাদ । জয়চক্ৰের আশ্রয় । দিল্লীর শেষরাজা পৃথ্বী  
রাজা । ভোজরাজা । ঘোরি মহম্মদের বংশাবলি । তৎকর্তৃক ভার-  
তবর্ষ আক্রমণ ও কাগরের যুদ্ধ । গুজরাট এবং কান্যকুব্জের  
জয় । মহম্মদের মৃত্যু ॥

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের রাজ্য সংস্থাপক মধ্যে দ্বিতীয়রূপে  
প্রণ্য এবং গজাননসু মহম্মদাপেক্ষা হিন্দুদিগের প্রধান শত্রু ঘোরি  
বংশীয় মহম্মদের বিবরণ এবং কীর্তি বর্ণনাকরিবার পূর্বে গজ-  
নিবিদরাজ্যের শেষাবস্থাবস্থিত হিন্দুদিগের সংক্ষেপ বিবরণ লেখ্য  
অন্যদাদির কল্যাণ ॥

প্রামাণ্য জনক ইতিহাসদ্বারা বোধ হয় যে ঘোরি বংশীয় মহম্মদের  
রাজত্বের পূর্বেই গঙ্গাতটস্থ প্রদেশে কান্যকুব্জের ভূপালেরা মহা-  
পরাক্রান্ত ছিলেন না । কথিত আছে যে পাল উপাধি প্রাপ্ত বারাণ-  
সীর রাজারা অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন । কিন্তু ইহাতে এই বিষয়  
বোধ হয় যে তাঁহারা বৌদ্ধনতাবলম্বী ছিলেন । ইংরাজী ১০৭০  
শালে এই বংশের আদিপুরুষ ভূপাল নামক রাজার পুত্র রাজ-  
পাল পিতৃসিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন তৎপুত্র সূর্য-  
পাল উড়িয়াবধি রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন । ঘোরীয় মহম্মদের  
আক্রমণের পূর্বেই উক্তরাজবংশ লোপ হইয়াছিল ও নিকটস্থ  
রাজারা ঐ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন বঙ্গদেশের শেষ রাজা  
লক্ষণ সিংহ বঙ্গদেশের একাংশ বেহার ও গোড় অধিকার করি-  
য়াছিলেন তৎকালে অন্য অংশ কান্যকুব্জের রাজা অধিকার করি-  
লেন এই রাজার প্রতিবাদী না থাকাতে অহঙ্কারদ্বারা আচরণের  
এমত পরিবর্ত হইল যে তদ্বারা তাঁহার বংশ এবং রাজ্যের লোপ  
হইয়াছিল ॥

পূর্বাধ্যায়ের উক্ত হইয়াছে যে কান্যকুব্জের কোরাহংশীয় শেষ  
রাজা মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করাতে মারাপড়িয়া-  
ছিলেন এবং চক্রদেব তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া কান্যকুব্জ রাথুর

বংশ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম চক্রদেব অবধি ঐ বংশীয় শেষ রাজা জয়চন্দ্র পর্য্যন্ত পঞ্চজন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আমরা আরো কহিয়াছি যে ইংরাজী ১০০০ শালে তুয়ার বংশীয় রাজারা দিল্লীর শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া। ওমত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে উত্তর প্রদেশ সকলেই তাঁহাদিগকে সৰ্ব্বপ্রধান কহিত। উক্ত বংশীয় শেষরাজার মাতামহ অনঙ্গপালের দুই কন্যা ছিল তখনো আজমীরের চোহান জাতীয় সোমেশ্বর নানক অধীন রাজার সহিত এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল আর কান্যকুজের রাজার বংশীয় রাজার সহিত অন্য কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। যৎকালে কান্যকুজের রাজারা দিল্লীর রাজাদিগের প্রতি দৌরাখ্য করিতেন তখন চোহান রাজা সৰ্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন আর তৎকালে সোমেশ্বর ঐ রাজার প্রিয়পুত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে সোমেশ্বরের পুত্র পৃথীরাজকে তাঁহার মাতামহ দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট করিবার নিমিত্ত পোষাপুত্র করিলেন। তিনি অষ্টম বংশের বয়স্ককালে রাজা হইলেন। বারাণসীর রাজাদিগের বংশ লোপ হওয়াতে কান্যকুজের রাজার রাজ্য ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল তিনিই দিল্লীর ঐ বালক রাজার প্রধান শক্তি অনান্য করিলেন এবং তদ্বিষয়ে গুজরাটের রাজা তাঁহাকে উৎসাহী করিয়াছিলেন ও দিল্লীর রাজার সহিত কান্যকুজের রাজার যত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে গুজরাটের রাজা তৎপক্ষ হইয়াছিলেন কারণ চোহান বংশীয় রাজারা দিল্লীর রাজাকে সাহায্য করিতেন এইরূপে বখন ঘোরায় মহম্মদ ভারতবর্ষীয় উত্তরাংশের রাজাদিগের হিন্দু নাম সমুলোৎপাটন করিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন ঐ রাজারা সজাতীয় সাধারণ ধর্মে ও সাধীনতা রক্ষার্থে একা না হইয়া বরং গোপনে পরস্পর বিচ্ছেদ করিতেছিলেন ও প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন হিন্দুস্থানের পশ্চিমস্থ প্রদেশে রাজাদিগের দুই দল হইয়াছিল তাঁহাদিগের পরস্পরের ঐক্য ছিলনা তখনো একাংশে গুজরাট ও কান্যকুজের রাজারা ছিলেন এবং অন্য দলে দিল্লী ও আজমীরের চোহান এবং চিতোরের রাজারা ছিলেন। এইরূপ বিবাদ করিতে তাঁহারা সামান্য শত্রুরদ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন এবং অতি প্রাচীন সম্রাটের ভারতবর্ষ এইরূপ অবস্থায় ছিল। হিন্দুদিগের

পরস্পরে বিশ্বাস না থাকিতে তাঁহারা সৰ্বসাধারণের উপকারার্থে কখনই একা হইতে পারেননা। হিন্দুদিগের পরস্পরে যজ্ঞপ অবিশ্বাস থাকিতে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষ জয়করিয়াছিল অদ্যাপিও হিন্দুদিগের মধ্যে পরস্পরে তজ্ঞপ অবিশ্বাস সঙ্গুর্ণরূপে আছে। এবিময়ে আমরা কিঞ্চিৎ সন্দেহ করিনা যে এই নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় রাজারা কোন বিদেশিশত্রুদিগের প্রতি প্রতিবন্ধক হইতে অথবা তাহাদের রাজ্য উৎপাটন করিতে অক্ষম ছিলেন। পরস্পর বিশ্বাসই স্বাধীনতার মূল্যধার অতএব যাবৎ এই বিশ্বাস না হইবে তাবৎ ভারতবর্ষীয় লোকেরা রাজশাসনবিষয়ে অবশ্য অধীন থাকিবে ॥

কোন ইতিহাসকহারা ইহা লিখিত আছে যে কান্যকুব্জের শেষ রাজা জয়চন্দ্র দিল্লীর রাজার প্রতি ঘৃণা প্রকাশিত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে ঘোরীয় মহম্মদকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকীর কর্ম প্রমাণানুসারে যথার্থ বিশ্বাস যোগ্য নহে। সে যাহা হউক জয়চন্দ্র ভারতবর্ষের প্রধান প্রভুরূপে মান্য হইয়া এই গৌরব রক্ষার্থে অতিসমারোহপূর্বক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রতীক্ষা করিলেন। এই বিষয়ে এক প্রাচীন উক্তি আছে যে এই বলি সমাপ্ত হউক বা না হউক কিন্তু তাহাতে বহুবিপদঘটে অযোধ্যাধিপতি দশরথ এই বিষয়ে সুসিদ্ধ হইয়াও নিজ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে হারাইয়াছিলেন এবং তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রকে বনেন্গনন করিতে হইল ও সেই বনে তিনি আপন স্ত্রীকে হারাইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও উক্ত যজ্ঞাভিলাষী হওয়াতে রাজ্যভূট হইয়া দূরীকৃতের ন্যায় অনেক বৎসরাবধি ভারতবর্ষের নিবিড় কাননে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এবং হিন্দুদিগের শেষ রাজা জয়চন্দ্র এই উৎসাহে উৎসাহী হইয়া আপন রাজ্যচ্যুত হইলেন ও ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল ॥

যৎকালে কান্যকুব্জের রাজা এই অশ্বমেধ করিবার ঘোষণা করিলেন তৎকালে ভারতবর্ষের উত্তরখণ্ডের রাজারা তথায় আগমনপূরঃসর তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত করিলেন কিন্তু চোহান বংশীয় প্রথম ও দিল্লীর শেষ রাজা পৃথ্বীরাজ তাঁহার বৈরির প্রধানতা অমান্য করিলেন। এবং এবিময়ে চিতোরের রাজা তাঁহাকে বি-

শেষরূপে সাহায্য করিলেন। এই মহৎ যুদ্ধের এমত নিয়ম আই-  
 যে অতিনীচকর্মাবধি সকল কন্নাই রাজারা স্বহস্তে নিষ্পন্ন করি-  
 বেন। এই যজ্ঞে দিল্লীর রাজা স্বয়ং না আসিয়াতে তাঁহার এক  
 স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া দ্বারে দাসস্বরূপে দ্বারপাল  
 কর্মে রাখিলেন। ঐ মহাসমারোহযুক্ত সভাতে ভারতবর্ষস্থ যে  
 রাজারা অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন কান্যকুব্জের রাজা প্রাচীন ব্যব-  
 হারানুসারে আপন কন্যাকে তাঁহাদিগের মধ্যে ইচ্ছানুসারে  
 স্বয়বরা করিতে স্থির করিলেন। কথিত আছে যে তাহাতে দিল্লীর  
 রাজা পৃথীরাজ যিনি অতিসাহসী ছিলেন ও যুদ্ধকর্মে মানন্দ  
 থাকিতেন তিনি তৎকালে অথবা তৎপরে কান্যকুব্জের রাজক-  
 ন্যাকে হরণ করিয়া জয়পূর্ব্বক লইয়া যাইলেন। যৎকালে ঘোরীয়  
 মহম্মদ উক্ত রাজাদিগের রাজ্যে আগমনপূর্ব্বক জ্ঞোথপ্রকাশ  
 করিতেছিলেন তৎকালে ভারতবর্ষীয় রাজারা এতদ্রূপ মূখ্যতায়  
 ফালগাপন করিতেছিলেন ॥

মুসলমানদিগের ভয়ানক আক্রমণবিসয় লিখিবার পূর্বে  
 ভারতবর্ষীয় শেষ রাজা ভোজরাজের সমুদয়মুচক গুণ বর্ণনাকরি।  
 তিনি প্রমারা বংশীয় রাজা ছিলেন যদ্যপিও তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-  
 সৌভাগ্যের হ্রাস হইয়াছিল তথাপি তিনি উজ্জয়িনী এবং ধরা  
 নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজা সিন্ধুর পুত্র  
 নাইওয়াতে মুগ্ধবৃদ্ধের কোপমধ্যে এক সন্তান পাইয়া তাহাকে  
 পোষ্যপুত্র করিয়া তাহার নাম মুগ্ধ রাখিলেন। ঐ সিন্ধু রাজা  
 প্রমারা বংশীয় মধ্যে কিজন্যে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন  
 এতদ্বিসয় জ্ঞাপনার্থে এক গুপ্ত স্থানে তাঁহাকে লইয়াগেলেন। কিন্তু  
 তৎকালে সিন্ধু রাজার কনিষ্ঠা স্ত্রী সেই গৃহে লুণ্ঠায়িত থাকিয়া সমু-  
 দায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মুগ্ধ ঐ বিষয়ের প্রচার নিবা-  
 রণার্থে যে বিষয় ছয় কর্ণগোচর হয় তাহা গোপনে থাকেন। এই বাক্য  
 কহিয়া ঐ স্ত্রীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিয়দিবস পরে সিন্ধুর  
 এক পুত্র জন্মিল তাহার নাম সিন্ধুল রাখিলেন। তৎপরেই মুগ্ধ  
 রাজা হইলেন এবং সিন্ধুরাজ। উক্ত সিন্ধুলকে মুগ্ধহস্তে সমর্পণ  
 করিয়া দেকানদেশে গমন করিলেন কিন্তু ঐ দুরাস্তা তৎকৃতজ্ঞতার  
 মনোযোগ নাকরিয়া ঐ সিন্ধুলের চক্ষুঃপাটন করিলেন। পূর্বেই



করিয়াছিল যে সিদ্ধুলের পুত্র ভোজরাজ সেই রাজ্যে রাজ্য হইবেন এই বার্তা মুন্ডের কণ্ঠগোচর হইবামাত্রই তাহার প্রতি হিংসা করিয়া ঐ বালককে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু উদ্ভাঙ্গ প্রতারণাপূর্ব্বক গুপ্ত রহিল । পরে অতিশীঘ্রই তিনি এই পাপকর্ম্মজন্য মনস্থাপে মগ্ন হইলেন কিন্তু ঐ বালক হত হয় নাই এই বাক্য শুনিবামাত্রই তিনি বিষাদে হৃৎশালী হইলেন । তখন ভোজরাজকে আপন সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া একদল প্রচুর লৈন্য সমভিব্যাহারে স্বয়ং এক রাজ্যস্থাপন করিতে প্রতীক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণে আগমন করিয়া পরাজিত হইলেন ও অতি কঠোর যাতনাবোধ করিলেন । ভোজরাজ পিতৃপুরুষের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাবিষয়ে সাহায্য করাতে তাহার রাজত্ব অতিবিখ্যাত হইল আর বিদ্যার উৎসাহপ্রযুক্ত তাহার সভা অতিবিখ্যাত রাজ্য বিক্রমাদিত্যের সভাতুল্য হইয়াছিল এবং তিনি যে ঐ রাজ্য বিক্রমাদিত্যের বংশোদ্ভব ছিলেন ইহাও বিলক্ষণরূপে বোধ হইল ভারতবর্ষের চন্দ্রদিগহইতে রাজবাটীতে যে অসংখ্য পণ্ডিতেরা আগমন করিয়াছিলেন তিনি তাহাদিগকে রাজবৎ সম্মান করিলেন । কবিরা তাহার রাজ্য চিত্রস্থায়ী করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও তাহার নাম মনুষ্যমাত্রেরই স্মরণে আছে সপ্তশত বৎসর গত হইল উক্ত ভোজরাজ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং শেষ কালীন হিন্দুরাজাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ বিদ্যাপ্রতিপালক ছিলেন আধুনিক পণ্ডিতেরা যদ্যপিও এতদ্রূপ বিশেষ বিবরণ অবগত নহেন তথাপি শ্রীরামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত তাহার নামের সাদৃশ্য রাখিয়াছেন ॥

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের দ্বিতীয় রাজবংশস্থাপক ঘোড়ী মুহম্মদের বিবরণ এইরূপে আমরা কহি তিনি ভারতবর্ষীয় উত্তরস্থ হিন্দুরাজাদিগের রাজদণ্ড ভগ্ন করিয়া তাহাদিগের মুকুট পদতলে দলিত করিয়াছিলেন । মুসলমান কবি ও ইতিহাসবেত্তারা উক্ত বংশীয় রাজাদিগকে মিথ্যা প্রশংসাদ্বারা অতিপ্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু প্রামাণ্য কারণদ্বারা বোধ হয় যে ইজউদ্দীনহুসিন ঐ বংশীয় রাজাদিগের যথার্থরূপে প্রধানতার আদিসংস্থাপক ছিলেন । তিনি গজা-

ননের মসৌদ রাজার কন্ঠে প্রবৃত্ত হইয়া এমত দয়া প্রাপ্ত হইলেন যে ঐ রাজা এক নিজ কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন এবং ঘোররাজ্যপ্রদান করিলেন । ঐ কন্যার গর্ভে ইজউদ্দীনের সপ্তজন পুত্র জন্মিল ও তাঁহারা সপ্তনকল্পনামে বিখ্যাত হইলেন । উক্ত পুত্রদিগের মধ্যে দুইজন রাজবংশ স্থাপক ছিলেন তন্মধ্যে কুতবউদ্দীননামক গজাননের সমুটি বই-রামের কন্যাকে বিবাহ করণানন্তর রাজপদ লইলেন এবং কিরোজখোকে রাজধানী করিলেন । উক্ত রাজা বইরাম তাঁহাকে বধ করিলেন এবং ঐ কন্ঠদ্বারা ঘোরীয় ও গজাননস্থ দুই রাজ-বংশের বিবাদ হওয়াতে গজাননের রাজবংশ ধ্বংস হইল ও তদ্বারা বিবাদের শেষ হইল । ইজউদ্দীন কুতবউদ্দীনের পিতা ছিলেন পরে কুতবউদ্দীন ঘোর ও গজাননে রাজা হইয়া আপন কনিষ্ঠভ্রাতা মহম্মদকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন এমত ঐ দৌরাত্ম্য সময়ে যে মহম্মদ সকল যুদ্ধেতে জয়ী হইয়াও ২২ উন-ত্রিশবৎসরাবধি তাঁহার দুর্বল ভ্রাতার মৃত্যুপর্যন্ত বিশেষ অনুগত ছিলেন এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা উচিত ॥

গজাননের শেষ রাজা সুলতানখসরুমল্লীককে অধীন করিয়া ইংরাজী ১১২১ শালে মহম্মদ হিন্দুস্থানে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তদবধি জীতিবেগে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন তদ্বারা তাবৎ হিন্দু রাজারা সিংহাসনহইতে দূরীকৃত হইলেন মুসলমান রাজাদিগকে দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট করাতে ঐ মহাআক্রমণের শেষ হইল । পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ করিয়া থাকিবেন যে গজাননের মহম্মদের উত্তরাধিকারিরা দুর্বল ও লোভব্রহ্মিত ছিলেন আর তাঁহাদিগের বংশের আদি রাজা গজাননের মহম্মদ হিন্দুরাজা হইতে বলপূর্বক সমুখস্থ মুলতান ও লাহোর প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তৃপ্ত ছিলেন এবং তাঁহারা গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশে কখনও আক্রমণ করিতেন বটে কিন্তু আপনাদিগের সাম্রাজ্য ভারতবর্ষীয় কোন দেশ মিলিত করিতে পারেন নাই । যখনই মুসলমান রাজারা হিন্দুরাজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতেন তখন হিন্দু রাজারা করপ্রদানদ্বারা আপনাদিগের রাজত্বরক্ষা

করিতেন এবং গজাননের সম্মাটেরা যত হীনবল হইলেন ততই হিন্দুরাজারা বলবন্ত হইয়াছিলেন। যৎকালে ঘোরীয়েরা পুধান হওয়াতে গজাননের সাম্রাজ্য মগ্ন হইয়াছিল তৎকালে মুসলমান-দিগের ভারতবর্ষ আক্রমণের চিহ্নমাত্র পাওয়া যাইতনা এই সময়ে কেবল সিন্ধুনদীতটস্থ পুদেশ আক্রমণ হইয়াছিল সেই সকল পুদেশ হিন্দুরা কখনই পুনঃপ्राপ্ত হন নাই। তদনন্তর মুসলমান রাজারা যে সকল অন্য নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার পুতিকা হইল ও নূতন বসতি হইল এবং ঐ দেশ ধন ও প্রতিগাদ্বারা পূর্ব-বৎ পরিপূর্ণ হইল আর হিন্দুরাজারা বহুকালাবধি পূর্বের ন্যায় পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। পরে ভয়ানক মহম্মদজপে-জা এক নূতন সংঘাতিক শত্রু উত্তরদেশ হইতে যাবদৌর হিন্দু রাজাদিগকে সমূলোৎপাটনপূর্বক সংহার করিতে পুতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছিলেন।

দিল্লীর রাজা পৃথীরাজ যদ্যপিও অবিবেচক তথাপি মহানীর ছিলেন তিনি কান্যকুজের রাজাদিগের সহিত অনর্থক যুদ্ধ করিয়া স্বীয় বল নষ্ট করিয়াছিলেন। আর উক্ত যুদ্ধে তাঁহার একশত অষ্টজন পুধান যোদ্ধামধ্যে চতুঃষষ্টিজন মারাপড়িল কথিত আছে যে ইংরাজী ১১৯২শালে মহম্মদ প্রথম যুদ্ধে বিতণ্ডা নগর অধি-কার করিয়া আপনার পৈতৃক রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন তাহাতে পৃথীরাজ আপনার ও সাহায্যকারি রাজাদিগের দুই লক্ষ অশ্বারুঢ় সৈন্য সংগৃহ করিয়া বিতণ্ডার উদ্ধারার্থে গমন করিলেন। মহম্মদ এই বাস্তীশুবর্ণানন্তর আপনি স্বীয় সৈন্যদিগের সেনাপতি হইয়া ঐ নগর রক্ষার্থে গমন করিলেন স্থানেশ্বর হইতে সপ্ত জোশান্তরে ভীরোরীনামক নগরে উভয় সৈন্য পরস্পর মুখামুখি হইয়া সংগ্রাম করিল। মহম্মদ অতিশয় সাহস প্রকাশকরূপে পর যখন দেখিলেন যে আপনার সকল সৈন্যই পলায়ন করি-য়াছে তখন আপনিও তথাহইতে পলায়ন করিলেন। মহম্মদ ছোররাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া যেং সৈন্যের সাহসভাবে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন তাহাদিগকে অপমানিত করিলেন। পরন্তু হিন্দুরাজারা ঐ বিতণ্ডা নগরে যুদ্ধার্থে ক্রমিক গমন করিয়া এক বৎসর বেষ্ঠনের পর ঐ নগর অধিকার করিলেন ॥

ইতিহাসে লিখিত আছে যে পৃথ্বীরাজ রাজ্যপালনবিষয়ে মনোযোগী না হইয়া বরং অলস হইয়া কেবল অন্তঃপুরেই আসক্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার শত্রু মহম্মদের চরিত্র ইহার বিপরীত ছিল। তিনি গতদূর্দশাবিষয়ই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার এক বন্ধুকে কহিলেন যে আমার মনোপাড়া ব্যতীত রাজ্যেতে মুখে নিদ্রা হয় না ও দিবসে সুস্থ থাকি না। তৎপরে পৌত্তলিকোপাসকদিগের নিকট আপনার সম্ভ্রম স্থপরিতে তদভাবে বরং শরীর পাত্তের প্রতিজ্ঞা করিলেন তদনন্তর পুনঃ সৈন্য সংগৃহ করিলেন এবং যেরূপ সেনাপতিদিগকে অপমানগ্ৰস্ত করিয়াছিলেন এক ধার্মিকব্যক্তির অতিশয় পিনতিদ্বারা তাঁহাদিগকে স্বঃ পদে নিযুক্ত করিলেন আর সিংহিয়াদেশের অতি ভয়ানক অস্বাক্ষরমধ্যে বিংশতি সহস্র উত্তমোত্তম অশ্বাকৃৎ লইয়া সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি প্রথম দূতদ্বারা পৃথ্বীরাজকে মুগলমান প্রার্থাবলম্বী হইতে আহ্বান করিলেন এবং কহিলেন যে যদ্যপি ইহা নামানেন তবে এইক্ষণেই প্রতিকূল পাইবেন তাহাতে পৃথ্বীরাজ সাহস্কারে উত্তর পাঠাইলেন তৎকালে পৃথ্বীরাজ এতাদৃশ লক্ষ্যতীতে মগ্ন ছিলেন যে মুসলমান সৈন্যরা তাঁহাকে অনীয়ামেই ধরিতে পারিত তাহার। তৎকালে হিন্দুস্থানে বেগবান্ স্রোতের ন্যায় নষ্ট করিতে লাগিল কিন্তু পৃথ্বীরাজ উক্ত আপদহইতে তাঁহার ভগিনীপতি চিতৌদের রাজার উদ্যোগদ্বারা রক্ষা পাইলেন। সমরসীমানক চিতৌদের অতি বীর্যবান্ এক সেনাপতি ত্রিসহস্র অতি উত্তম সৈন্য সাহিত্যে দিল্লীর রাজার সাহায্য করিতে গমন করিলেন কিন্তু তন্মধ্যে অত্যন্ত ব্যক্তি প্রত্যাগত হইয়াছিল। এই ঘোরযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় উত্তরপুদেশস্থ জয়রাট ও কান্যকুবের দুই বলবন্ত রাজারা দিল্লীর রাজার প্রতি অতিশয় দ্বেষপ্রযুক্ত সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধ করিয়া হইলেন এবং ঐ রাজাকেই যুদ্ধ করণে নিযুক্ত রাখিলেন আর দিল্লীর পতন হইলে তাঁহাদিগের রাজ্যে আক্রমণকারির অবরোধমাত্র থাকিবে না তাহা ক্ষণমাত্র মনে করেন নাই যদ্যপি এবিষয়ে তাঁহারা অনুকূল হন নাই তথাপিও ন্যূনাধিক সাদৃশ্যত রাজারা দিল্লীর রাজার পক্ষ হইলেন এবং কথিত আছে যে অসংখ্য গণনা করিলেও ঐ যুদ্ধে তিন লক্ষ অশ্বাকৃৎ ও তিন সহস্র গজা-

কা ও এতদিন বহুসংখ্যক পদাতিক রণস্থলে একত্র হইয়াছিল।  
 এই মিলিত ভূপতিরা মহম্মদকে সমাচার পাঠাইলেন যে যদ্যপি  
 তাঁহার মঙ্গলেক্ষা থাকে তবে উপদ্রোহ ব্যতিরেকে প্রত্যাগমন  
 করুন তাহাতে মহম্মদ অতি বিনতিপূর্ব্বক এই প্রত্যুত্তর করিলেন  
 যে তিনি কেবল তাঁহার ভ্রাতার প্রতিনিধিক্রমে আসিয়াছেন যদ্যপি  
 আপনারা অনুমতি করেন তবে এবিষয়ে তাঁহার মত জানিতে  
 পাঠানমায়। এই বাক্যে হিন্দুরাজারা অল্পবুদ্ধি দ্বারা বিশ্বাস  
 করিয়া ঐ রজনী কেবল আমোদ প্রমোদে যাপন করিলেন। হিন্দুরা  
 নির্ভয় হওয়াতে মহম্মদ সময় পাইয়া তাঁহার সমুদায় সৈন্য সাহিত্যে  
 রাত্রিমধ্যে কাগরনামক নদীপার হইয়া পরদিন প্রাতে শত্রুরা  
 অহিতাচারীর সুখহইতে চৈতন্য নাহইতেই আক্রমণ করিতে আরম্ভ  
 করিলেন। মহম্মদ একত্রস্থিত হিন্দুদিগের বহুসৈন্য সমীপে যুদ্ধার্থে  
 আপন সৈন্যচয় প্রেরণ করিলেন তাহারা হীনবল হইলে দিবাস-  
 বসানে স্বয়ং পশ্চাদ্ভাগস্থিত অকৃতবুদ্ধ সৈন্যসাহিত্যে অগ্নসর  
 হইয়া সমুখবর্ত্তি শত্রুসৈন্যদিগকে ছেদন করাতে হিন্দুরা ছিন্ন-  
 ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। চিতোরের রাজা রত্নপুত্র সৈন্যাদি-  
 গের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধেতে অতিবীর্যপ্রকাশপূর্ব্বক মারা-  
 পড়িলেন। দিল্লীর ভূপতি শত্রুহস্তে পতিত হইলেন এবং শত্রুরা  
 হিন্দুশিরির মধ্যে অসংখ্য ধন পাইল এই পরাজয়সম্বাদ প্রচার  
 হইলে প্রধান রাজা মহম্মদের অধীন হইলেন। পুত্রস্ব মহম্মদ  
 স্বয়ং চিতোরে গমন করিয়া তাহা জয়করণপূর্ব্বক তথাকার বহু-  
 সংখ্যক লোকদিগকে বধ করিলেন তৎপরে দিল্লীবেষ্টিনার্থে গমন  
 করিলেন কিন্তু তথাকার রাজার পরলোক হওয়াতে তাঁহার উত্ত-  
 রাধিকারি পুত্র মহম্মদের অধীন হইলেন তাহাতে মহম্মদ দিল্লী  
 আক্রমণ করিলেননা তৎপরে তাঁহার প্রিয়দাস জতবুদ্ধদীনকে  
 দিল্লীর নিকটবর্ত্তিস্থানে বহুসৈন্যের অধ্যাক্ষ রাখিয়া স্বয়ং গজা-  
 লনে প্রত্যাগমনকালে পশ্চিমধ্যে যাবদীয় প্রসিদ্ধস্থান দেখিলেন  
 যেন সকল লুট করিলেন। জতব আপন প্রভুর ন্যায় তেজস্বী ও  
 বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি অতি শীঘ্র মিরট নগর অধিকার করিয়া ঐ  
 স্থলে আপন রাজধানী করিলেন। তাহাতে এই জনশ্রুতি হইল

চাঁদনামক কবি হিন্দুরাজাদিগের উক্ত শেষ যুদ্ধসম্বন্ধীয় বিবরণ সংকলিতদ্বারা এক গুরু রচনা করিয়াছেন তদগুরুশ্রবণে প্রভু আশ্রয় এবং তাহার মহাখ্যাতিপ্রযুক্ত প্রসিদ্ধ মহাভারত সহিত অতিশয় সাদৃশ্য আছে। ঐ চাঁদ বীররসরচনে মহাবি ছিলেন এবং রাজপুতবংশের রাজাবলিবর্ণনাকরিয়াছেন। আধুনিক রাজপুতবংশের ষট্‌ত্রিংশত্‌ জাতীয়েরা অদ্যাপিও উক্ত যুদ্ধে পূর্বপুরুষের যুদ্ধকীর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া উৎসাহী হয় তাহারা দ্বাদশশতাব্দির উচ্চতাইহিতে আগত মেঘসদৃশ যুদ্ধের তরঙ্গ পান করিয়াছিল অর্থাৎ ঘোরীয় মহম্মদের আক্রমণকালে অতিশয় দুঃখ পাইলেও বীরসদৃশ যুদ্ধ করিয়াছিল ॥

মহম্মদ তৎপরেই আপন ভ্রাতার মৃত্যু শুনিয়া গজাননে গমন করিয়া তথাকার রীতানুসারে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন কিন্তু অধিক দিন তাঁহার রাজ্যভোগ হয় নাই তিনি শেষে তাঁহার রাজ্যের দ্বিগুণ ভাগ বিস্তার করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে বাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হইল। নীলার নদীতীরস্থ ক্ষুরনামক এক অসভ্য যোদ্ধাজাতির। মুসলমানদিগের প্রতি বহুলারপি এমত অনিষ্টাচার করিয়াছিল যে তদ্বারা পেশওয়ার ও রতবর্ষ মধ্যে গতারাতে অতিশয় বাধা হইয়াছিল। মহম্মদ হার স্বাভাবিক বিক্রমের সহিত আক্রমণ করাতে তাহাদিগকে দিল আপনার অধীনতাঙ্গীকার করাইলেন এমত নহে আরো মুসলমানধর্মাবলম্বী করিলেন তৎপরে তাঁহার গজাননে প্রত্যাবর্তনকালে পশ্চিমধ্য ভাগ্যতে নিমিত্ত ছিলেন এমতদময়ে তৎ গোফুর জাতীয় দুই জন তাঁহাকে বধ করিল। তিনি ষট্‌ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ঊনত্রিশ বৎসর ভ্রাতার নামে আর ষট্‌ত্রিশ তিন বৎসর স্বীয় নামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি পরিমিত ধন রাখিয়া মরিলেন আর তিনি যেসকল ধন পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে পাঁচময়ন হীরক ছিল এবং ইহাদ্বারা অনাধনের সংখ্যা হইতে পারে তিনি ভারতবর্ষে নয়দার যুদ্ধ করিয়া ঐ দেশ দখল করণপূর্বক যতধন পাইয়াছিলেন তদ্বারাই উক্ত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন ॥

যে একদাসদ্বারা দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত হইয়াছে। এ দিল্লীতে হিন্দুদিগের রাজত্বের লোপ হইল ॥

যাবত কান্যকুব্জ ও গুজরাটস্থ রাজারা মহম্মদকর্তৃক রাজ্য পতিত হওনে সানন্দ হইয়। তাঁহাদিগের শত্রুকে দে তাবত তাঁহাদিগকেও তদবস্থায় পতিত হইতে হইল। মহম্মদ কালানুগ্ধি গজাননে না থাকিয়া পুনর্বার নূতন সৈন্য সংগৃহীত সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া জয়চন্দ্রনামক কান্যকুব্জের শেষ সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন চন্দোয়ার এবং ইটওয়া মধ্যস্থলে এক যুদ্ধ হওয়াতে হিন্দুরাজ্য পরাজিত হইয়া। তীরাঘাতে মারা পড়িলেন। এই যুদ্ধে হিন্দুদিগের অসংখ্য মারাপড়িল মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধার্থে কান্যকুব্জের রাজ্য শত হস্তী আনিয়ন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নবতিটা ধ্বংস হইল এবং তন্মধ্যে একটা ধ্বংস হস্তী ছিল ইহাতে হয় যে তৎকালে কান্যকুব্জের রাজারাও বৌদ্ধমতাবলম্বী মহম্মদ জয়ীকপে গমন করিয়া অশ্বিনিনামক দুর্গ যেখানে সঞ্চিত ধন ছিল তাহা অধিকার করিয়া বারাগামীগমনপূর্বক দ্বায় নগর লুট করিলেন ও এক সহস্র মন্দির নষ্ট করিলেন ইতিহাসক লিখিয়াছেন যে মুসলমানেরা এতদ্রূপ জয়দ্বারা দেশের সীমাবধি গমন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার সত্য্য স্থির করা দুষ্কর। গঙ্গাতীরস্থ হিন্দুরাজাদিগের শক্তি লুপ্ত করিয়া মহম্মদ অপরিমিত লুটের ধন লইয়া সিন্ধুনদী আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন তৎকালে উত্তর পরাক্রান্ত রাজাদিগের মধ্যে নারায়ণানামক গুজরাটের পানীর রাজা কেবল স্বাধীন ছিলেন তৎপরে বৎসরে কতক রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তথাকার চতুর্দিগস্থ নগর লুট করিলেন এবং তাঁহাকে অধীন করিলেন। এইরূপে উত্তরাদি স্থানের রাজারা অত্যল্পকাল অর্থাৎ তিন বৎসরের মধ্যে রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তৎকালাবধি বর্তমানকালপর্যন্ত আপনাদিগের পরাক্রম পুনর্বার পায়েন নাই দিল্লী জয় পর যে অত্যল্প অবশিষ্ট দুর্গ ছিল তাহা একে পরাগ দ্রব হস্তগত হইল ॥

## দশম অধ্যায় ॥

জাঙ্গীষখাঁ কতক জয়করণ । দিল্লীর সম্রাট কুতবউদ্দীন, বঙ্গদেশে বখতিয়ার খিলজীর জয় । আসাম দেশে তাঁহার যুদ্ধার্থেগমন । তাঁহার পরাভব হওন ও মৃত্যু । অলটম্ব । মুলতান রিজিয়া । নাজীর উদ্দীন । বালীন । কৈকোবাদ ও ঐ বংশের জোপ ॥

ঘোরীয় মহম্মদের রাজত্বের শেষে জাঙ্গীষ খাঁ মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন কান্ধীয়ন সমুদ্র ও চীন এবং সাইবিরিয়া নামক দেশের মধ্যে যে উক্ত পরিনরস্থানে পূর্বে হান্স ও তুর্ক জাতিয়রা বাস করিত তৎকালে তাহাতেই নানা জাতীয় যোদ্ধা রাখালেরা বাস করিত তাহাদিগের কোন স্থানেই স্থির বসতি ছিলনা তাহারা যখন আপনাদিগের জীবিকাপেছা অধিক সংখ্যক হইল তখন খড়্গ হস্তে দক্ষিণ পুদেঙ্গে গমন করিয়া তদ্দেশ বাসিদিগকে দূর করিয়া আপনাদিগের সেইসকল স্থল অধিকার করিল । এবম্প্রকারে দক্ষিণে জাঙ্গীষ খাঁ কতক আক্রমণেবপূর্বে অনেকবার আক্রমণ হইয়াছিল কিন্তু জাঙ্গীষের আক্রমণ দ্বারা ইউরোপের মধ্যস্থলারূপি আসিয়ার পূর্বসীমা পর্যন্ত সমুদায় দেশ বন্ট হইয়াছিল । এতাদৃশ ত্রয়োদশ বাখাল জাতিরা ও তাহাতে চত্বারিংশৎ সহস্র মনুষ্য জাঙ্গীষের পিতার অধীনে ছিল । জাঙ্গীষখাঁ চল্লিশ বৎসর বয়স্ক কালে চতুর্দিকস্থ উক্ত জাতীয় মধ্যে আপন রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার বিস্তারার্থে দূর্বস্থ জাতীয় দিগকে অধীন করিতে পুস্তুত হইলেন । মোগলদিগের যে এক সর্দসাম্ভারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে জাঙ্গীষ পশমের বস্ত্রোপরি বসিয়াছিলেন তদবধি অরণার্থে সেইবস্ত্র পবিত্র রূপে মান্য হইয়া বহুকালপর্যন্ত রক্ষিত ছিল এবং মোগল জাতীয় ও তাতার জাতীয়রা জাঙ্গীষকে মহাখাঁ অথাৎ সম্রাট করিয়াছিলেন তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই ও লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না এবং তাঁহার তুল্য তজ্জাতীয় অনেকেই মূখ ছিল । তিনি কেবল স্বীয় আন্তরিক বুদ্ধি মহিমা এবং সন্ধিদিগের বাহুবলের সাহায্য দ্বারা মনুষ্যমধ্যে যশোলাভ করিয়াছিলেন ॥

তিনি যেকোনমধ্যে বাসকরিতেন তথাকার সমুদায় জাতীয়দিগকে অধীন করিয়া উত্তরস্থ সকল রাখাল জাতীয়ের রাজা হইলেন উক্ত জাতীয় মধ্যে কোটী২ মেঘপালক ও দৈন্য ছিল



অতি শীঘ্রই দিল্লীতে কুতবের অধিকার হইল। সুতরাং উক্ত স্থলে মহম্মদের নামেই রাখিলেন তিনি হিন্দুদিগের স্বাধীনতা নষ্ট করণে ব্যগ্ন হইয়া তাঁহার প্রভু মহম্মদ অপেক্ষা হিন্দু সাম্রাজ্য অধিক নষ্ট করিয়াছিলেন। যদ্যপি তাঁহার আত্মাধীন এক দল জয়শীল সৈন্য ছিল ও আপনিও মহাপরাক্রমী ছিলেন এবং প্রভুর দৃষ্টির অতিদূরে ছিলেন তথাপি অতিশয়রূপে প্রভুর আত্মাধীনে থাকিয়া কালক্রমে স্বাধীন হইবার মানসে নিঃসন্দেহ রহিলেন ॥

ভারতবর্ষে প্রাচীন রাজাদিগের রাজধানীতে মূলমানে রাজশাসন স্থাপন করিয়া তাহার অধিক বিস্তার করণে মানস করিল এই বিস্তারের ভার কুতবউদ্দীনের প্রতি অর্পিত হইল তাহাতে তিনি হিন্দুস্থানের উত্তরস্থ রাজাদিগকে জয়করিবামাত্রেই বেহার জয় করণার্থে বখতিয়ার খিলজী নামক সেনাপতির সহিত একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। এই বখতিয়ারকে কুতব দাসরূপে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং বখতিয়ার যদ্যপিও কুৎসিত ছিলেন তথাপি প্রভুস্থানে আপন গুণপ্রকাশ দ্বারা উচ্চপদাভিষিক্ত হইলেন। ইংরাজী ১১৯২শালে এই বখতিয়ার সৈন্যে বেহারে গমন করিয়া তথাকার রাজধানী লুটকরণপরঃসর এই দেশ জয় করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে লুটের ধন লইয়া দিল্লীতে আপন প্রভুর সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার অত্যন্ত মর্যাদা প্রাপ্তি দৃষ্টে অনেকেই তাহার শত্রু হইল এবং এই শত্রুরা তাঁহার প্রতি প্রভুগৃহে উচ্চ নিমিত্ত কৌশল করিতে লাগিল এক দিবস রাজদরবারে বেহারের জয়বিষয়ে কথোপকথন হওয়াতে উক্ত হিংসক সভ্যদের কুতবকে মন্ত্রণাদিলেন যে এই জয়করিবার মহাস হস্তীর সহিত মল্ল যুদ্ধেই জানাযাইতে পারে তখন কুতব তাঁহার সেনাপতির প্রতি হিংসা প্রযুক্ত মন্ত্রীদিগের প্রস্তাবে সন্মত হওয়াতে এক মত হস্তী উক্তবীর সমীপে প্রেরিত হইল তাহাতে বখতিয়ার চতুরতাপূর্বক এই পশুর প্রথম আঘাত এড়াইয়া দ্বিতীয়বারে তাহার গুণ্ডে এমনত বলপূর্বক প্রহার করিলেন যে তাহাতে এই হস্তী চীৎকারধ্বনি করিয়া পলাইল। তদ্যক্কে দর্শনে বখতিয়ারের শত্রুরা অপ্রতিভ হইলেন কিন্তু তদ্বারা তিনি কুতবের নিকট অধিক সম্মান হইয়া উচ্চপদাভিষিক্ত হইলেন কুতব পুনর্বার তাঁহাকে বেহার রাজ্যভারে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিতে আত্মা করিলেন ॥

বঙ্গদেশে বহুকালাবধি বৈদ্য জাতীয়রা রাজা ছিলেন এবং উক্ত রাজারা এক প্রকার শক সৃজন করিয়াছিলেন ঐ রাজাদিগের রাজ্যাচ্যুতি হওনের পর অনেক শতবৎসর পর্য্যন্ত ঐ শক ব্যবহারে থাকিয়া আকবর সাহ কতক সোপাইল। তৎকালে বঙ্গদেশে লক্ষণ সেন রাজা ছিলেন এতদেশের তিনি হিন্দুদিগের শেষ রাজা ছিলেন এবং তখন তিনি অশীতিবর্ষ বয়স্ক ছিলেন। তিনি পিতৃমরণান্তে জন্মিয়াছিলেন এবং এতদেশীয় ইতিহাস-লেখক লিখেন যে বুদ্ধদেবেরা তাঁহার জন্মবার পূর্বে জ্যোতিষ গণনা দ্বারা ভবিষ্যৎ কহিয়াছিলেন যে ঐ গর্ভে গর্ভপারিণীর মৃত্যু হইবে। ঐ শিশু পুত্র জন্মিবারাত্রেই সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন এবং তিনি দীর্ঘকাল রাজত্বকরণ ও দানশীলতা ও কৃপা ও বন্দ্যামতে বিচারদ্বারা অতি বিখ্যাত ছিলেন। নবদ্বীপে তাঁহার রাজসভা হইত কিন্তু কখনও পুর্বাচীন গৌড় অথবা লক্ষণাবতী নগরে থাকিতেন এবং কাশীর রাজাদিগের ভগ্নদশাকালীন বোধ হয় যে উত্তর দেশাবধি স্বরাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ॥

নবদ্বীপের রাজসভাসদেব সুতরাং বখতিয়ারের মানসজ্ঞানিতে ধারিলেন এবং কথিত আছে যে বুদ্ধদেবের উক্ত বাজার নদীপে গিয়া কহিলেন যে তাঁহাদিগের পুর্বাচীন গুহে এক ভবিষ্যদ্বাক্য আছে যে বঙ্গদেশে তুর্কী জাতীয়ের অধিকার হইবে আরো কহিলেন ফজরী অবগত হইয়াছি যে নিকষিত কালউপস্থিত হইয়াছে তন্নিমিত্তে তাঁহারা ভূপতিকে মন্ত্রণাদিলেন যে শত্রুদিগকে বাধাদিতে সৈন্যদিগকে শৌর্ষবদ্ধ না করিয়া বরং রাজ্যের দূর-বার্ত্ত নির্জনস্থানে পলায়ন করুন। কিন্তু রাজা বুদ্ধাবস্থায় হীন-বল হইয়াও তাঁহাদিগের পরমার্শ গৃহণ করিলেন না তাহাতে লভাসদ কলীনেরা এবং মান্য ব্যক্তির আশ্রয় পরিবার ও ধন সম্বলি উড়িয়াতে পেরণ করিলেন ॥

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের জয় করণাপেক্ষা পরাজিত রাজাদিগের অপমানজনক অন্য ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাস নথ্যে বর্ণিত নাই। আমরা পুঙ্খ কহিয়াছি যে দিল্লীধর অতি সাহসী সৈন্য হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার সৈন্যের মৃত শরীরেতে রণ-স্থল আচ্ছাদিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি স্বাধীনতা ও সাগাহ্য

চ্যুত হইলেন। কান্যকুব্জের রাজা স্বাধীনতা রক্ষার্থে অতি সাহসপূর্ব্বক রণস্থলে পুনরুত্থান করিয়াছিলেন। চিতোর ও গুজ-  
রাটের রাজারাও অতিশয় সাহসীরূপে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতাচ্যুত  
হইলেন কিন্তু বঙ্গদেশ বিনা যুদ্ধে পরাধীন হইয়াছিল যদ্যপিও  
বখতিয়ার বঙ্গদেশের সমুখে দুইবৎসরস্থি ইত্যন্তো ভ্রমণ  
করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহাকে বাধাদিতে কোন উদ্যোগ হয়  
নাই। তাঁহার সৈন্যে নবদ্বীপে গমনকালে কোন শত্রুর সহিত  
লাড়াই হইলনা। তৎপরে তৎস্থানের অত্যন্তদূরে আপন সৈন্য  
রাখিয়া কেবল সপ্তদশ সৈন্যের সহিত নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া  
তৎস্থানের রাজার পারিষদদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন  
তৎকালে রাজা ভোজন করিতে লোকদিগের চিৎকারধ্বনিতে  
জ্ঞাত হইলেন এবং শুনিলেন যে শত্রুর দ্বারমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে  
জাহাতে তিনি এক গোপনীয় দ্বার দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক এক ক্ষুদ্র  
নৌকার আরোহণ করিয়া অত্যন্ত দ্রুত দাঁড় বাহিয়া উড়িয়াতে  
গমন করিলেন এবং যদবধি জগন্নাথ সমীপে না যাইলেন তদবধি  
নিশ্বাস করেননাই। এই প্রকারে বঙ্গদেশে হিন্দুরাজাদিগের  
স্বাধীনতার অন্ত হইল ॥

বখতিয়ার নবদ্বীপ প্রবেশ করিয়া সৈন্যদিগকে ঐ নগর লুট  
করিতে আজ্ঞা করিলেন পরে গোড়দেশে গমন করিয়া পূর্ব্বমুখ  
বিনা যুদ্ধে অনায়াসেই ঐ দেশ অধিকার করিলেন এবং  
তৎপ দৌরাত্ম্য করিলেন। সমুদায় হিন্দুদের মন্দির ভগ্ন  
করিয়া ঐ সকল ভব্য দ্বারা মসজিদ ও চতুষ্পাঠী এবং সরাই  
নির্মাণ করিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই সমুদায় দেশ তাঁহার  
অধিকৃত হইল তৎকালাবধি পলাশীর যুদ্ধ দ্বারা মুসলমান-  
দিগের রাজ্যচ্যুত হওন পর্য্যন্ত পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর এইরূপদীর্ঘ  
কালের মধ্যে বঙ্গদেশের স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তি নিমিত্তে হিন্দুরা  
কোনই উদ্যোগমাত্র করেন নাই ॥

বখতিয়ার বঙ্গদেশ জয়করিয়া খিবেট ও ভুটান দেশ জয়  
করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এদেশবাসি মৃদুবাক্তি অপেক্ষা  
হিমালয় পার্ব্বত বাসি উগ্ৰস্বভাবযুক্ত লোকদিগকে জয়  
করা অতি দুঃসাধ্য তাহা তিনি বিশেষ রূপে অবগত হই-

লেন । এই কার্য যজ্ঞপ দুঃসাধ্য ছিল তিনিও তজ্ঞপ শঠতা পূর্বক প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিয়া যে পর্বত দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে তাতার ও চীন দেশের প্রভেদ হইয়াছে তদাক্রমণার্থে দশ সহস্র অশ্বারূঢ় লইয়া গমন করিলেন । অনুমান হয় যে বখ্-তিয়ার আসামে বুদ্ধপুত্র নদতীরস্থ মিককা পর্বত শ্রেণী দিয়া গমনকালে একব্যক্তিকে পথদর্শকরূপে লইলেন । তিনি পূর্বে ঐ ব্যক্তিকে মুসলমানধর্মীক্রান্ত করিয়াছিলেন । যদ্যপিও উক্ত নদ ভোগবতী নামে বিখ্যাত তথাপি গঙ্গাপেক্ষায় তিন গুণে বিস্তৃত ও সমুদ্রের সহিত তাহার সঙ্গম আছে অতএব তাহাকে বুদ্ধপুত্র বিনা অন্য কথা যায় না । ঐ সৈন্যরা দশ দিবসাবধি উক্ত নদের তীর দিয়া গমন করিল তৎপরে দ্বাবিংশতি খিলান বিশিষ্ট এক প্রস্তর নির্মিত সেতু উত্তীর্ণ হইয়া চলিল । পরে পঞ্চদশ দিবসাবধি অতি দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া থিবেটে দেশের অতিবিস্তৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন তৎপরেই এক দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত নগরে গমন করিলেন তাহাতে তন্নগর বাসিরা তাঁহাদিগকে অতিসাহসপূর্বক বাধাদিয়াছিলেন । তদ্দেশ বাসিদের সাজোয়া কেবল বংশ নির্মিত ও রেসমে গাঁথা অথবা বন্ধ ছিল । এক দিবস তুন্স সংগ্রাম হইলে মুসলমানেরা পশুদিগের অত্যন্ত সৈন্য ধরিয়। আপনাদিগের শিবিরে প্রত্য-গমন করিল আর তাহাদিগ হইতে অবগত হইল যে সান্দ্র সস্ত্র ক্রোশন্তে প্রাচীরে বেষ্টিত কর্মপত্তন নামক নগর আছে তাহাতে ব্রাহ্মণ এবং ভূটান লোকেরা বাস করেন এবং তাহাদিগের ভূপতি খ্রীষ্টমতাবলম্বী আর তাহার অধীনে অতি সাহসী অসংখ্য তাতারীয় সৈন্য আছে এবং তথাকার বাজারে প্রত্যহ এক সহস্র অথবা লাক্ষ সহস্র টাঙ্গন নামে খ্যাত ক্ষুদ্র ঘোটক বিক্রয় হয় । ইহা শ্রবণে বখ্তিয়ার ভীত হইয়া অবিলম্বে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন তদ্দেশীয়রা শস্য ও অন্য২ উচ্চাঙ্গব্য দগ্ধকরাতে পশ্চি-মধ্যে তাহার গমনকালে অনেক বাধা জন্মাইল । অবশেষে বখ্-তিয়ার অতি ক্লেশে বৃহৎ সেতু সমীপে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে য়েপথ রক্ষার্থে আপন সৈন্য রাখিয়াছিলেন সেইপথ আসামের রাজা অধিকার করিয়া উক্ত সেতুর দুই খিলান ভগ্ন করিয়াছেন

উদ্ধৃষ্টে অতি অসহ্য হইলেন। পরে আগামবাসির। মুসলমান-  
 দিগকে বেঁধে রাখিতে তাহার। যুদ্ধার্থে নদীপারে পথ দেখিতে  
 লচকে হইল। তাহাতে সৈন্যদ্বারা বিস্তর সৈন্য ভাসিয়া গেল এবং  
 অত্যন্ত পান্নে আসিল তদ্বধ্যে তাহাদিগের সেনাপতি ছিলেন  
 তাহার বহু সৈন্য বিনাশ হইলে বঙ্গদেশে প্রত্যগমন করিলেন  
 পরে এই বঙ্গদেশে আগমনের প্রথমাবধি তিন বৎসরের পরে  
 লজ্জাপিত হইয়া মরিলেন। তদন্তর বঙ্গদেশ এক শত বিংশতি  
 বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সাম্রাজ্যে মিলিত রহিল আর বঙ্গদেশ দিল্লী  
 হইতে অতি দূরে থাকাতোও দিল্লীর সমুদ্র এ বঙ্গদেশের  
 সমুদায় বিষয় সুবদার অর্থাৎ প্রতিনিধি দ্বারা অবগত হইতেন  
 এবং তাহারাই স্বাধীন হইতে বারবার চেষ্টাকরিয়াছিলেন এবং  
 কেহ বা সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন।।

ইংরাজি ১২০৬ শালে ঘোরা মহম্মদের মৃত্যু হইল আর তাহার  
 বিনাপুত্রে পরলোক হওয়াতে তাহার উত্তরাধিকারী হওন মিমিত্ত  
 অতি বিবাদ উপস্থিত হইলে ঐ সাম্রাজ্যস্থ প্রজা মধ্যে দিল্লী-  
 র শাসন কর্তা কুতব অতি প্রবল ছিলেন কিন্তু ঘোরীয় মহম্মদের  
 মহম্মদ নামে ভ্রাতৃপুত্র ঘোর দেশ অধিকারে রাখিয়াছিলেন।  
 এলডোজ নামে অন্য এক শাসনকর্তা কাবুল ও কান্দাহার অধিকার  
 করিলেন এবং ভারতবর্ষে কুতব রাজা হইলেন তাহাতে এল-  
 ডোজ তাহার সহিত যুদ্ধার্থে আসিয়া তাহার নিকট প্রভূত হই-  
 লেন। কুতব জয়ী হইয়া গজাননে গমন পুরস্কার তথাকার ভূপতি  
 হইলেন কিন্তু তাহার অল্পকাল পরেই তিনি অলস হইয়াছিলেন  
 এইবার। এলডোজ স্ত্রিয়া অকস্মাৎ তাহার সহিত যুদ্ধার্থে আগ-  
 মন করিয়া সেস্থান হইতে তাহাকে ভারতবর্ষে দূর করিলেন।  
 ঐ সময়াবধি কুতব কেবল ভারতবর্ষে সঙ্কষ্ট রহিলেন সুতরাং কুত-  
 বকে ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আদি রাজা যথার্থরূপে কহিতে  
 হয় আর যদ্যপিও তিনি বহুকালাবধি রাজ্য ভোগ করেননাই কারণ  
 প্রভু মহম্মদের মৃত্যুর পাঁচবৎসর পরেই অর্থাৎ ইংরাজী ১২১০ শালে  
 তাহার মৃত্যু হইয়াছিল তথাপি তিনি অতি বিজ্ঞতা ও সম্মুখপূ-  
 র্ণক ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই  
 জারাজিমবাসী টেকস্ সিন্ধুনদীর পশ্চিমে এক নুতন ও বলবৎ

সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ রাজা পারস্য দেশ সমুদায় জয় করিয়া কিষ্কিণ্ডপরেই এল্‌ডোজের সহিত যুদ্ধকরিয়া গজা-  
মন ও ঘোর এবং সমুদায় সিন্ধুনদীর পশ্চিম প্রদেশ আপন সাম্রাজ্যে মিলিত করিলেন।

কুতবউদ্দীনের মৃত্যু হইলে আরমুনামক তাঁহার পুত্র দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তদবধি অনায়ত্ত্ব এমনত বৃহৎসাম্রাজ্য শাসন করিতে তিনি সঙ্গুলকণ্ঠে অযোগ্য ছিলেন সুতরাং একবৎসরের মধ্যেই সমস্‌উদ্দীনআল্‌তম্‌স তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন এই সমস্‌উদ্দীন মহাবংশজাত কিন্তু বাস্তবস্থায় দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন কুতব তাঁহাকে জয়করিয়া তাঁহার চরিত্রের মহৎ লক্ষণ দৃষ্টি দ্বীয় কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে রাজ্য মধ্যে অতি উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১২১১শালে আল্‌তম্‌স সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজার রাজত্বের দশমবৎসরে অতিবৃহৎ কারাজিমরাজ্যেশ্বর জেলালউদ্দীন মোগল কতৃক দূরীকৃত হইয়া ভারতবর্ষে পলায়নকালে আল্‌তম্‌সের সৈন্যদ্বারা বাধা পাইয়াছিলেন। প্রদেশে স্থাপিত মুসলমান শাসনকর্তারা স্বাধীন হইতে অভিলাষী হওয়াতে তাঁহাদিগকে দমন করিতে আল্‌তম্‌সের বহুকালপেক্ষ হইয়াছিল। উক্ত সুবাদারদিগের মধ্যে বাঙ্গালাদেশে শাসনকর্তা বহুকালাবধি রাজকর আটক করিয়াছিলেন। আল্‌তম্‌স ঐ সুবাদারের দমনার্থে গমনপূর্বক তাঁহার রাজধানী গোড় অধিকার করিয়া স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা চালাইয়া ঐ সুবাদারিতে স্বীয় পুত্রকে নিযুক্ত করিলেন। যে হিন্দুরা তদবধি পূর্ণরূপে পরাজিত হন নাই তিনি তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে গমন করিলেন এবং এক বৎসর বেফেনের পরে গোয়ালির লুট করিয়া তথাহইতে মালোয়াতে গমন করিয়া উজ্জয়িনী নগর অধিকার করিলেন এবং তথায় বারশত বৎসর পূর্বে রাজাবিক্রমাদিত্যকতৃক মহাকালের যে মহা ঐশ্বর্যশালী মন্দির স্থাপিত ছিল তাহা নষ্টকরিলেন এবং তথাকার দেবপ্রতিমা ও দেবীর প্রতিমূর্তি লইয়া দিল্লীর বৃহৎ মসজিদের প্রবেশদ্বার ভগ্ন করিয়া ছিলেন ॥

আল্‌তম্‌শের মরণান্তে তৎপুত্র রাজা হইয়া বৌবনাবস্থায় কুজি-  
 ক্রান্তে রত হইলেন তাহাতে কুলীনেরা তাঁহাকে ছয়মাসের মধ্যেই  
 সিংহাসনচ্যুত করিয়া আল্‌তম্‌শের কন্যা সুলতানা রিজিয়াকে  
 সিংহাসনে বসাইলেন । এই স্ত্রী অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং পিতৃ-  
 সন্তে রাজশাসনের ভারথাকিতে তৎকম্পাভ্যাস করিয়াছিলেন ।  
 প্রথমে ঐ রাজ্ঞী অতিপ্রতাপ ও সন্ধিবেচনাদ্বারা সাম্রাজ্য শাসন  
 করিয়াছিলেন কিন্তু তৎপরে এবিসিনিয়া দেশের এক অযোগ্য ব্য-  
 ক্তির প্রতি অতিশয় সান্নিধ্য হইয়া উচ্চপদাভিযুক্ত করাতে  
 এবং ঐ ব্যক্তির সহিত তাঁহার অতিশয় প্রণয় হওয়াতে কুলীনেরা  
 ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত সৈন্য সংগৃহ  
 করিলেন । তাঁহারা ঐ রাজ্ঞীকে ধরিয়া বিতণ্ডানামক দুর্গে বদ্ধ  
 রাখিলেন এবং ঐ রাজ্ঞী তথাকার শাসনকর্তাকে মুক্ত করিয়া  
 বিবাহ করিলেন । পরে উক্ত শাসনকর্তার সাহায্যে সৈন্য সংগৃহ  
 করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইবার নিমিত্তে অতি কঠিন উদ্যোগদ্বারা  
 দুই যুদ্ধ করিয়া দুইবারেই পরাভূত হইলেন । উক্ত শেষ যুদ্ধে  
 রাজ্ঞী ও তাহার স্বামী শত্রুহস্তে পতিত হইয়া মারাপড়িলেন । তিনি  
 জাঙ্কতিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । ঐ রাজ্ঞীর পর বইরাম  
 ও মুসাউদ রাজা হইয়া ছয় বৎসরের অধিক রাজ্য ভোগ করেন  
 নাই আর ইংরাজী ১২৪৪শালে তাঁহাদিগের রাজত্ব কালে কেবল  
 মোগলেরা খিবেটদিয়া আগমন পূর্বক সমুদায় বঙ্গদেশীয় পূর্ব  
 প্রদেশে উৎপাত করিয়াছিল তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই স্বরণীয় ঘটনা  
 হয় নাই । আমরা পূর্বেই কহিয়াছি যে জঙ্গীসখাঁর সন্তানেরা  
 সম্বর্ণরূপে চীনদেশ জয়করিয়াছিলেন আর এই বোধ হয় যে  
 উক্ত বংশীয়েরা চীন রাজ্যের সম্মুখস্থ প্রদেশ হইতে বাঙ্গালা  
 আক্রমণার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কোন  
 স্থানে কথিত আছে যে চীনদেশীয়েরা উক্ত আক্রমণ করিয়াছিল  
 বলতঃ তাহা মোগলদিগের শেষ মহাআক্রমণ হইয়াছিল ॥

আল্‌তম্‌শের পুত্র নাজিরউদ্দীন বাল্যাবস্থায় বাঙ্গালা দেশের  
 শাসনকর্ত্ত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ইংরাজী ১২৪৬শালে দি-  
 ল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন । আর তিনি পিতৃরাজ্য কর্ত্ত্বক  
 সনাক্ষাতে বদ্ধ হইয়া যথোচিত ক্রেশ প্রাপ্তে এমত অর্থহীন

ছিলেন যে স্বীয় লিখিত পুস্তক বিক্রয়দ্বারা স্বকাৰ্য্য নিৰ্বাহ করিতে এই অবস্থাতেও তিনি পরিমিতাচার ও জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতব্যক্তিদিগকে অকাতরে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং কবির। তাঁহার প্রশংসা করণার্থে প্রৱন্ধর প্রতিযোগিতাচরণ করিয়াছিলেন তিনি আপনার শ্যালক বালিন নামে খ্যাত বৃন্দবনকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন তৎকালে বালিন রাজকীয় মন্ত্রণায় ও যুদ্ধে সমান-রূপে নিপুণ ছিলেন তিনিমিত্তে তাঁহাকে উক্তকৰ্ম্মে নিযুক্ত করাতে সন্ধিবেচনা হইয়াছিল এবং তাঁহার রাজত্বকালে দেশের শোভায়া বৃদ্ধি হইয়াছিল ও যে কয়েক হিন্দুরাজারা তখন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেন তাঁহাদিগকে অধীনকরণে রাজশাসন দৃঢ় হইল। মোগল অধিকারে গজানন ও কাবুল ও কান্দাহার ও বালু এবং হিরট থাকিতে তাঁহার রাজ্যের প্রধান আপদ কেবল সামুজ্যের পশ্চিমেই রহিল সুতরাং সিন্ধুনদী রক্ষাকরায় তাঁহার অত্যাৱশ্যক হইল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর ভ্রাতৃপুত্র সেরখা সভামধ্যে সৰ্ব্ব-শুনানিত হওয়াতে তাঁহার প্রতি উক্ত কৰ্ম্মের ভার অর্পিত হইয়া-ছিল। তিনি যে কেবল মোগলদিগের আক্রমণ হইতে পাঞ্জাব ও মুলতান রক্ষাকরিলেন এমত নহে কিন্তু তৎপরতা নিমিত্ত একদল অশ্বাৱুহ সংগৃহ করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে সুশিক্ষিত করিয়া তৎ-সহকারে গজাননহইতে মোগলদিগকে দূরীকরণপূৰ্ব্বক অল্পকাল জন্মে ঐ গজানন দিক্শী সম্বলিত করিলেন ॥

নাজিরউদ্দীনের মগ্নম বৎসর রাজত্বকালে ইমাদউদ্দীন নামক ব্যক্তি প্রভুর অনুগ্রহীত বালিনকে কৰ্ম্মচ্যুত করিবার মানসে তাঁহার প্রভুর মনোভঙ্গ করিতে ও পশ্চিম দেশের শাসনকর্তা সেরখাকে প্রতারণাদ্বারা কৰ্ম্মচ্যুত করিতে কৌশল করিলেন। তদনন্তর ইমাদউদ্দীন মহারাজকে এমত বশীভূত করিয়াছিলেন যে প্রধান মন্ত্রীর সমুদায় সুলভবর্গকে কৰ্ম্মচ্যুত করিলেন। পরে তাঁহার বিচারে সৰ্ব্বসাধারণের এমত অপ্রীতি হইল যে দশ প্রদেশের অধ্যক্ষরা তাহাদিগের কাৰ্য্যের দূর্দশা বালিনকে অবগত করাইলেন এবং তাঁহাকেই শাসনের ভার লইতে বিনতি করিলেন এই অধ্যক্ষেরা আপনাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত



আল্‌তম্‌সের মরণান্তে তৎপুত্র রাজা হইয়া বৌবদ্যবস্থায় কুজি-  
 রাতে রত হইলেন তাহাতে কুলীনেরা তাহাকে ছয়মাসের মধ্যেই  
 সিংহাসনচ্যুত করিয়া আল্‌তম্‌সের কন্যা সুলতানা রিজিয়াকে  
 সিংহাসনে বসাইলেন। এই স্ত্রী অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং পিতৃ  
 লভে রাজশাসনের ভারথাকিতে তৎকম্পাদ্যাস করিয়াছিলেন।  
 প্রথমে ঐ রাজী অতিপ্রতাপ ও সন্ধিবেচনাদ্বারা সাম্রাজ্য শাসন  
 করিয়াছিলেন কিন্তু তৎপরে এবিসিনিয়া দেশের এক অযোগ্য ব্য-  
 ক্তির প্রতি অতিশয় মানগুহ হইয়া উচ্চপদাভিষিক্ত করাতে  
 এবং ঐ ব্যক্তির সহিত তাহার অতিশয় প্রণয় হওয়াতে কুলীনেরা  
 অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত সৈন্য সংগৃহ  
 করিলেন। তাহার ঐ রাজীকে ধরিয়া বিতণ্ডানামক দুর্গে বদ্ধ  
 রাখিলেন এবং ঐ রাজী তথাকার শাসনকর্তাকে মুক্ত করিয়া  
 বিবাহ করিলেন। পরে উক্ত শাসনকর্তার সাহায্যে সৈন্য সংগৃহ  
 করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইবার নিমিত্তে অতি কঠিন উদ্যোগদ্বারা  
 দুই যুদ্ধ করিয়া দুইবারেই পরাভূত হইলেন। উক্ত শেষ যুদ্ধে  
 রাজী ও তাহার স্বামী শত্রুহস্তে পতিত হইয়া মারা পড়িলেন। তিনি  
 লাক্ষ্যতিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ রাজীর পর বইরাম  
 ও মুসাউদ রাজা হইয়া ছয় বৎসরের অধিক রাজ্য ভোগ করেন  
 মাই আর ইংরাজী ১২৪৪শালে তাহাদিগের রাজত্ব কালে কেবল  
 মোগলেরা খিবেটদিয়া আগমন পূর্বক সমুদায় বঙ্গদেশীয় পূর্ব  
 প্রদেশে উৎপাত করিয়াছিল তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই স্বরণীয় ঘটনা  
 হয় নাই। আমরা পূর্বেই কহিয়াছি যে জঙ্গীসখাঁর সন্তানেরা  
 স্বল্পবয়সে চীনদেশ জয়করিয়াছিলেন আর এই বোধ হয় যে  
 উক্ত বংশীয়েরা চীন রাজ্যের সম্মুখস্থ প্রদেশ হইতে বাজালা  
 আক্রমণার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কোন  
 স্থানে কথিত আছে যে চীনদেশীয়রা উক্ত আক্রমণ করিয়াছিল  
 কলতঃ তাহা মোগলদিগের শেষ মহাআক্রমণ হইয়াছিল ॥

আল্‌তম্‌সের পুত্র নাজিরউদ্দীন বাল্যাবস্থায় বাজালা দেশের  
 শাসনকর্তৃত্বপদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি ইংরাজী ১২৪৬শালে দি-  
 জীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। আর তিনি পিতৃরাজী কর্তৃক  
 কারাগারে বদ্ধ হইয়া যথোচিত ক্লেশ প্রাপ্তে এমত অর্থহীন

ছিলেন যে স্বীয় লিখিত পুস্তক বিক্রয়দ্বারা স্বকীয় নিরীক্ষা করিতে এই অবস্থাতোলে তিনি পরিমিতাচার ও জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনোপবিস্ট হইয়া পণ্ডিতব্যক্তিদিগকে অকাতরে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং কবির। তাঁহার প্রশংসা করণার্থে প্রবন্ধর প্রতিযোগিতাচরণ করিয়াছিলেন তিনি আপনার শ্যালক বালিন নামে খ্যাত বুলবনকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন তৎকালে বালিন রাজকীয় মন্ত্রণায় ও যুদ্ধে সমান-রূপে নিপুণ ছিলেন তন্নিমিত্তে তাঁহাকে উক্তকর্ম্মে নিযুক্ত করাতে সন্দিবেচনা হইয়াছিল এবং তাঁহার রাজত্বকালে দেশের মৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল ও যে কয়েক হিন্দুরাজারা তখন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেন তাঁহাদিগকে অধীনকরণে রাজশাসন দৃঢ় হইল। মোগল অধিকারে গজানন ও কাবুল ও কান্দাহার ও বালু এবং হিরট থাকিতে তাঁহার রাজ্যের প্রধান আশ্রয় কেবল সামুজ্যের পশ্চিমেই রহিল সুতরাং সিন্ধুনদী রক্ষাকরাই তাঁহার অত্যাৱশ্যক হইল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর ভ্রাতৃপুত্র সেরখা সভামধ্যে সর্ব-শ্রবণান্বিত হওয়াতে তাঁহার প্রতি উক্তকর্ম্মের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি যে কেবল মোগলদিগের আক্রমণ হইতে পাঞ্জাব ও মুলতান রক্ষাকরিলেন এমত নহে কিন্তু তৎপরতা নিমিত্ত একদল অধ্যাক্রম সংগৃহ করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে সুশিক্ষিত করিয়া তৎসহকারে গজাননহইতে মোগলদিগকে দূরীকরণপূর্ব্বক অল্পকাল জন্মে ঐ গজানন দিল্লী সম্বলিত করিলেন ॥

নাজিরউদ্দীনের সপ্তম বৎসর রাজত্বকালে ইমাদউদ্দীন নামক ব্যক্তি প্রভুর অনুগৃহীত বালিনকে কর্ম্মচ্যুত করিবার মানসে তাঁহার প্রভুর মনোভঙ্গ করিতে ও পশ্চিম দেশের শাসনকর্ত্তা সেরখাকে প্রতারণাদ্বারা কর্ম্মচ্যুত করিতে কৌশল করিলেন। তদনন্তর ইমাদউদ্দীন মহারাজকে এমত বশীভূত করিয়াছিলেন যে প্রধান মন্ত্রীর সমুদায় সুল্লদ্বর্গকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। পরে তাঁহার বিচারে সর্বসাধারণের এমত অপ্রীতি হইল যে দশ প্রদেশের অধ্যক্ষরা তাহাদিগের কার্য্যের দূর্দশা বালিনকে অবগন্ত করাইলেন এবং তাঁহাকেই শাসনের ভার লইতে বিনতি করিলেন এই অধ্যক্ষেরা আপনাদিগের অভিসায পূর্ণ করিবার নিমিত্ত

সৈন্য সংগৃহ করিয়া মহারাজের সহিত যুদ্ধ করাতে মহারাজ তাহা-  
দিগের সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের অভি-  
প্রায়ে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু তাহাদিগের প্রার্থনাসামান্যমাত্র কেবল  
অযোগ্য প্রধান মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে বালিনকে পুনঃ  
স্থাপন করিতে পণ ছিল কারণ তাহার-পরামর্শে সাম্রাজ্যের  
অতিশয় সৌভাগ্য হইয়াছিল। মহারাজ তাহাদিগের মতে সন্তুষ্ট  
হইয়া সভাহইতে ইমাদউদ্দীনকে দূর করিয়া বালিনকে পুনঃ  
পদাভিষিক্ত করিলেন।

ইংরাজী ১২৫৮ শালে জম্বীষখাঁর পৌত্র হুলাকু মহারাজের  
সহিত সন্ধি করিতে এক দূত প্রেরণ করিলেন তাহাতে মহারাজ  
আপনার সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য এই দূতকে দেখাইতে অতি আড়ম্বরী-  
পূর্ব্বক ও আরোপিতবাক্যদ্বারা তাহার সহিত সন্ধি করিলেন।  
উজীর এই সন্ধি করণার্থে পঞ্চাশত সহস্র সৈন্যসহ ও দুই সহস্র  
গজাকার লইয়া চলিলেন। পরে তথায় উপস্থিত হইলে সন্ধি প্রকারে  
ঐশ্বর্য্য জানাইতে এক দরবার হইল। তদনন্তর তিনি মহারাজের  
সমীপে সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন যোগলদিগের দৌরাত্ম্যদ্বারা  
যে পঁচিশজন রাজা স্বরাজ্যহইতে দূরীকৃত হইয়া সেইরাজ্যে মহা-  
রাজের শরণাগত ছিলেন তাহারাও তৎকালীন মহারাজের চতু-  
র্দিকে দণ্ডায়মান ছিলেন। এই দূতদ্বারা কোন বিশেষকর্ম্ম নিম্পন্ন  
হয় নাই তৎকালাবধি যোগলেরা দিল্লীর মহারাজের অধিকারে  
বিরক্ত হইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে আর চেষ্টা করিলেন না।

ইংরাজী ১২৬৬ শালে নাজীরউদ্দীন মরিলেন তাহার পর  
তাহার প্রধান মন্ত্রী বালিন সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া যথার্থতা ও  
সুশাসনে এমত খ্যাত হইলেন যে পারস্যও তাতারদেশীয় রাজারা  
তাহার সহিত সন্ধি করিতে প্রার্থনা করিলেন তথাচ এই মহারাজ  
আপনার অতি বিখ্যাত ভ্রাতৃপুত্রসেরখাঁ যাহার বিবরণ আমরা পূ-  
র্বেই লিখিয়াছি তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত না করিষাতে ইতিহাসলেখ-  
কেরা তাহার অপবাদ লিখিয়াছেন এই মহারাজ আপনার কর্ম্মকারি  
দিগের চরিত্র বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন  
অন্য কাহাকেও উচ্চপদে নিযুক্ত করেন নাই আরো এক নিয়ম-  
দ্বারা হিন্দুর পদবৃদ্ধি নিবারণ করিয়াছিলেন। হিন্দুদীর পশ্চি-

মহু যেসকল রাজারা মোগলদিগের দ্বারা স্বীয় সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আপন রাজ্যে আশ্রয় দেওয়াতে তিনি আপনার রাজত্বের অতিশয় গৌরব মনে করিলেন । আর মুসলমানদিগের রাজত্বমধ্যে তাঁহার রাজত্বে দিল্লীর রাজসভা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল । এবং তাঁহার সম্রাটের অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি থাকাতে তাহা ভূষিত হইয়াছিল এবং ঐ পণ্ডিতেরা মাহারাজ হইতে ওচর খন পাইয়াছিলেন । তাঁহার পুত্র যাবদীয় রাজা হইয়াছিলেন সেসকল অপেক্ষা তাঁহার রাজপুত্র ও পারিষদের ঐশ্বর্য্যে তিনি সৰ্ব্বপ্রধান হইয়াছিলেন । তিনি যে সকল ব্যবস্থা স্থাপনকরিতেন তাহা অতি কঠিন বোধ হইত । পরন্তু তিনি অতিশয় কঠোর পরিমিতাচারী হইলেন তদ্বারা তাঁহার বাল্যাবস্থার অপরিমিতাচারিতা লুপ্ত হইল ।

গুজরাটের অধিপতি মোগল অধীনতা ত্যাগ করিতে তাহা পুনর্জয়করণার্থে তাঁহার মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন তাহাতে তিনি সন্ধিবেচনাপূর্ব্বক এই উত্তর করিলেন যে তাঁহার রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম-মুদিকে মোগলদিগের দৌরাত্ম্য থাকিতে আপনার যে অধিকার আছে তাহা বৃদ্ধি না করিয়া বরং তাহাই রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সুপারামর্শ ইংরাজী ১২৭৯শালে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা তোগরলখাঁ রাজ্য বিদ্রোহী হইলেন । এই সাহসী শাসনকর্ত্তা উড়িস্যাদেশের জগনগরেররাজার সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া শত ২ হস্তী ও বহুসং লইয়া আসিলেন এবং এই বিষয়ের কোন সম্বাদ মাহারাজকে জানাইলেন না । তাহার কিয়ৎকাল পরেই জনশ্রুতিদ্বারা মাহারাজের মৃত্যু শুনিয়া আপনিই বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজা হইলেন । মাহারাজ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে ক্রমে দুইদল সৈন্যপ্রেরণ করিতে উভয়েই পরাস্ত হইল । পরে তাঁহার নির্লজ্জ প্রজারা তাঁহার আত্মা অমান্য করিতে সুতরাং মাহারাজকে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং রণস্থলে গমন করিতে হইল তাহাতে তিনি বহু সৈন্য সংগৃহ করিয়া অতিশয় বর্ষাকালে বঙ্গদেশে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন । তোগরল সৈন্যে তদ্রূপ পরিত্যাগ করণপূর্ব্বক আপনার হস্তী ও ধনাদি লইয়া উড়িস্যাতে প্রস্থান করিলেন

ভাৰতে মহারাজের সৈন্যরা অতিশীঘ্র তাঁহার পশ্চাৎ গমন  
 করিয়া যদ্যপিও দেশের মধ্যস্থল পর্যন্ত প্রবেশ করিল তথাপি  
 বিপক্ষের কোন সন্ধান পাইল না। তদনন্তর এক দিন মল্লিক  
 মুকদর নামক মহারাজের একজন সেনাপতি চল্লিশ জন অশ্বা-  
 ক্ষের সহিত গমন করিয়া দৈবাৎ তোগরলের শিবিরের সন্ধান  
 পাইয়া তাহা যুদ্ধদ্বারা লইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন ধারাবাহি ইতি-  
 হাসকেরা উক্ত যুদ্ধ অবিস্থাগারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। পরে তিনি  
 কতকগুলিন সৈন্যের সহিত তোগরলের শিবিরে গিয়া তোগরের  
 ভাস্কর্য্যদ্বয় করিতে যেখানে মহাসভা হইতেছিল তথায় বলপূৰ্ব্ব-  
 ক গমন করিয়া বালিন রাজার জয় হউক এই শব্দ করিয়া বাধা-  
 কারিদিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন। তোগরল ভাবিলেন যে  
 মহারাজের সকল সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে এই জ্ঞানে  
 অশ্বারোহণ করিয়া বিপক্ষ সৈন্য না আসিতে অতিবেগে মহা-  
 নদী উত্তীর্ণ হইতে গমন করিলেন মল্লিক অতিশীঘ্র তাঁহার পশ্চাৎ  
 গমন করিয়া তোগরল যে সময়ে সমুদ্রগঙ্গা নদীপার হইতে-  
 ছিলেন তৎকালে বাণদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলে তোগরল  
 উৎফ্রণৎ ঘোটকহইতে জলে পড়িলেন এবং মল্লিক জলের  
 মধ্যে লক্ষ্য দিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণপূৰ্ব্বক তীরে আনিয়া তাঁহার  
 মস্তকচ্ছেদন করিলেন পরে সেই ছিন্ন মস্তক লইয়া মহারাজের  
 শিবিরে গমন করিলেন। তোগরলকে না দেখিয়া তাঁহার সৈন্যরা  
 ভীত হইয়া আপনাদিগের রক্ষার্থে চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল  
 কিন্তু বিপক্ষ দলেরা তাহাদিগের পশ্চদ্যামী হয় নাই পরে যদ্য-  
 পিও বালিন ঐ মহাকীৰ্ত্তিশালি মল্লিককে অবিজ্ঞ কহিয়া নিন্দাকরি-  
 লেন তথাপি ঐ মহাকীৰ্ত্তি নির্মিত তাঁহাকে পারিতোষিক দিলেন।  
 কিন্তু মহারাজ স্বীয় নিদয়তাদ্বারা জয়ের গৌরব নষ্ট করিলেন।  
 কারণ তিনি ঐ রাজবিদ্রোহীর নির্দোষি আবলবৃদ্ধবনিতাহি  
 পরিজনদিগকে বধ করিলেন এবং তিনি এমত রাগ প্রকাশ করি-  
 লেন যে মৃত তোগরল পূর্বে যে এক শত সন্ন্যাসিকে মিথ্যা ধর্ম্মে  
 আনুকূল্য করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও নষ্ট করিলেন। তদনন্তর  
 তিনি করাতা নামক নিজপুত্রকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্ত্বপদে  
 নিযুক্ত করিয়া তিন বৎসরের পরে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন ॥

তখন ঐ চঞ্চল যোগলেরা দিল্লুনদীর তীরে পুনর্বার আসিয়া মুলতান দেশ অধিকার করিয়াছিল। তাহাতে মহারাজের পুত্র মহম্মদ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিয়া তাহাদিগকে তৎস্থান হইতে দূর করিলেন। তাহার পর বৎসর পারস্য দেশের পূর্বাংশের রাজা তৈমুরখাঁ বহু সৈন্য লইয়া যোগলদিগের পরাভবের প্রতিকূল দিবার নিমিত্ত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তাহাতে ঘোরতর রক্তাক্তি সমর হইয়া মহম্মদ জয়ী হইলেন এবং জয়ী হইয়া এতদূরপর্যন্ত শত্রুদিগের পশ্চাৎ গমন করিলেন যে যোগলদিগের যে দুই সহস্র সৈন্য এক বনে গুপ্তভাবে ছিল তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিলে তিনি তুণুল যুদ্ধ করিয়া পরে শত্রুদিগের দলের আধিক্য হওয়াতে আঘাতে পরিপূর্ণ শরীর ইইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অশীতিবষষষ্ক বালিন আপন বংশের তিলক পুত্রের মরণ শুনিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইলেন এবং তাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১২৮৩ শালে মরিলেন।

মহারাজ তাহার পুত্র করাতার পরিবর্তে তাহার প্রিয় মৃত পুত্র মহম্মদের পুত্র কই খোসককে উত্তরাধিকারি পদে নিযুক্ত করিলেন তাহাতে দিল্লী নগরের কোজদারী আদালতের প্রধান বিচারকতা। প্রধান সভাসদদিগকে একত্র করিয়া করাতার পুত্র কৈকোবাদকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিতে তাহাদিগের প্রতি দিলেন কারণ খোসক বালক অজিতেন্দ্রিয় ও উগ্ৰভাব রিতিরত বহুদেশে করাতার অনেক পরাক্রমী সৈন্য আছে অতএব তাহার বংশকে রাজ্য না দিলে তিনি যে ইহাতে প্রতিকূল দিবেন এমত সম্ভাবনা হয় কৈকোবাদ রাজত্ব প্রাপ্তিমাতেই সখে মগ্ন হইলেন এবং রাজত্বের ভার তাহার মন্ত্রী নিজামউদ্দীনের প্রতি অর্পণ করিলেন ঐ বিশ্বাসঘাতকী নিজাম উদ্দীন তাহার নিকোশ ও বালক অভুকে সর্বসাধারণের ঘণাম্বদ করিয়া স্বয়ং সিংহাসন প্রাপ্তার্থে সচেষ্ট হইতে লাগিলেন। করাতাও দিল্লীর ঐ সকল ব্যবহার পূর্বেই অবগত হইয়া আপন পুত্রের নিকটে পত্রদ্বারা তাহার ভাবি সঙ্কট বিষয়ে সংপরামর্শ প্রদান করিলেন কিন্তু তাহার পরামর্শ নিষ্ফল হওয়াতে তিনি সসৈন্যে দিল্লীতে গমন করিলেন তাহাতে তাহার পুত্র স্বীয়মন্ত্রী

অস্ত্রণা দ্বারা আপন সৈন্য সংগৃহ পূর্বক পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন । উভয় সৈন্যরা গোগরা নদীর উভয় পাশে শিবির করিল প্রাচীন রাজ। এই যুদ্ধ অনিবার্য জানিয়া সৈন্যাদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তৎপত্রকে করুণাজনক এক পত্র অতি বিনতি পূর্বক লিখিয়া তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন । তাহাতে ঐ পুত্রের দয়া হইল এবং পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন । কিন্তু তাঁহার কন্যার পরামর্শ দ্বারা এইস্থির করাইল যে সম্রাটকে যাদৃশ মান্য করিতে হয় তাঁহাকে তাদৃশ মান্য করিতে হইবে । তাহাতে তাঁহার পিতা আপন পুত্রকে দেখিবার অবকাশ ত্যাগ না করিয়া বরং তাঁহার ঐ প্রার্থনার সম্মত হইলেন । ইহাতে তাম্র পত্র এবং কৈকোবাদ সিংহাসনোপরি বসিয়া তাঁহার পিতার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন পিতা তাঁহার সম্মুখে দক্ষিণ মধ্য আসাতেই তাঁহার প্রতি আচ্ছা হইল যে স্থানে তিনবার প্রণাম করিবেন আর তখন এক নকীব উচ্চৈঃস্বরে এই কহিতে লাগিল যে করার্থ! জগদম্পিতার অধীন হইতে স্বয়ং আনিতোহুম । পরে ঐ সম্রাট বৃদ্ধ রাজ। এপ্রকার অশ্রুপান দ্বারা মুখে সাগরে মগ্ন হওয়াতে তাঁহার অশ্রুপাত হইল তাহাতে ঐ পুত্র আর এমত দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া আপন পিতার ক্ষুদ্রোপরি বদন রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । এই সকলদেহের রোদনাদি সমাপ্ত হইলে পর ঐ যুব। আপন পিতাকে সিংহাসনে আরোপণ করিয়া আপনি তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন সমাপ্ত হইলে পিতা পুত্রের সকল বিষয়ই শান্তি ও মিত্রতা পূর্বক স্থির হইল এবং বিংশতি দিবসাবধি বহুবার আচ্ছাদ সূচক সাক্ষাৎকার হইল । করার্থ! তাঁহার পুত্রকে আর দেখিতে পাইবেন না এইমনে করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় হওন কালীন তাঁহাকে অনেক সৎপরামর্শ দিলেন বিশেষতঃ ঐ কুমন্ত্রিকে ত্যাগ করিতে কহিলেন । কিন্তু ঐ যুবরাজ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ সকল সৎপরামর্শ বিস্মৃত হইয়া পুনর্বার সুখাভিলাষী হইয়া পূর্বমতে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন তদ্বারা অতি দুরায় তাঁহার হৃত্য হইল । রাজসভার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে ঐ

নির্দোষ এবং ভ্রষ্টাচারি যুবা তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না । তাহাতে মোগলেরা মহারাজের পক্ষ হইলেন । এবং খিলিজীরা আপনাদিগের একজনকে সিংহাসনোপবিষ্ট করণে কৌশল করিতে লাগিলেন তৎকালে মহারাজ আপন অটালিকায় পীড়িত ছিলেন অনন্তর উভয় দলের সৈন্যারা রণস্থলে উপস্থিত হইল খিলিজীরা মোগল সৈন্যের ব্যুহ ভেদ করিয়া যে তাম্বুতে মহারাজের শিশুপুত্র ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়া জয় চিহ্নরূপে ঐ শিশুকে লইয়াগেল আর তৎপরেই খিলিজীদিগের সেনাপতি জেলালউদ্দীন মহারাজের বধার্থে এক দল হত্যাকারককে রাজবাটীতে প্রেরণ করিলেন তাহারা তৎস্থানে গিয়া যষ্টিদ্বারা মহারাজের মস্তক চূর্ণ করিয়া তাহার মৃত শরীর গবাক্ষদ্বারদ্বিয়া নদী মধ্যে নিক্ষেপ করিল এই রক্তারক্তি কঠিন কর্মদ্বারা ঘোরীবংশের শেষ হইল । জেলালউদ্দীন ঐ শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করাতে খিলিজী বংশদ্বারা মুসলমানদিগের তৃতীয় রাজবংশ স্থাপন হইল ।

একাদশ অধ্যায় ।

জেলালউদ্দীন খিলিজী বংশ স্থাপন করেন । আলাউদ্দীন দেকান আক্রমণ করেন । তিনি পিতৃবধ করেন । তাহার সিংহাসনারোহণ । তাহার রাজশাসনের রীতি এবং ঞ্জরাটে ও চিত্তারে তাহার যুদ্ধযাত্রা । কাফুর দেকান জয়করেন । আলাউদ্দীনের মৃত্যু । তাহার চরিত্র এবং কীর্তি । খিলিজীদিগের বংশ লোপ । গাজিবেগ তোংলক সিংহাসনারোহণ করেন ॥

গজানন ও ঘোরীয় মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদিগের স্বাধীনতার পক্ষে অতি মন্দ হইয়াছিল এবং খিলিজী নামক তৃতীয় রাজবংশদ্বারাও তদ্রূপ হইয়াছিল । গজাননের মহম্মদ উত্তরস্থ রাজাদিগকে জয়করিয়া সিন্ধুনদীতটস্থ সমুদয় প্রদেশ আপন রাজ্যে সংলগ্ন করিয়াছিলেন । তদনন্তর দুইশত বৎসর পরে ঘোরীয় মহম্মদ নমদানদীর উত্তরস্থ সমুদায় হিন্দুরাজ্যের সমলোৎপাটন করিয়া ঐ নদী অবধি হিমালয় পর্বত পর্য্যন্ত স্বশক্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন । তাহার এক শত বৎসর পরে খিলিজীর নমদানদীর সীমা উত্তীর্ণ হইয়া দেকান অবধি মুসলমানদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন ॥



খিলিজীবংশীয় আদি রাজা জেলালউদ্দীনের সিংহাসনোপ-  
বিষ্ট হওন কালে তিনি সপ্ততিবর্ষবয়স্ক ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসনে  
দৃঢ়ীকৃত হইয়াই হত প্রভুর শিশুপুত্রকে বধ করিলেন। তিনি কেবল  
এই নির্দয় কর্মদ্বারা কলঙ্কী হইয়াছিলেন পরে অনুপযুক্ত পাত্রকে  
অত্যন্ত কৃপা করাতে তাঁহার রাজত্বে দোষ হইল। তদ্বারা কুরু  
বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং কুলীনেরাও তাঁহাকে অমান্য করিলেন।  
তাঁহার সিংহাসনারোহণ করণেই এক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল  
এবং তন্নিবারণার্থে রাজা আপন পুত্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন।  
তাহাতে ঐ রাজবিদ্রোহিরা পরাভূত হইয়া মহারাজের নিকট  
প্রেরিত হইলে মহারাজ তাঁহাদিগের অপরাধ দণ্ডব্যতীত ক্ষমা  
করিলেন। এই অববেচিত কর্ম দৃষ্টে তাঁহার সভাসদেরা অসন্তুষ্ট  
হইয়া ঐ রাজবিদ্রোহিদিগের চক্ষুরুৎপাটন করিতে তাঁহাকে পরামর্শ  
দিলেন তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি অত-  
এব এইক্রমে আর হত্যা না করিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় ॥

দেকান জয় করাতে খিলিজীবংশীয়দিগের রাজত্ব বিখ্যাত  
হইয়াছিল। স্থানান্তরের যুদ্ধের এক শত বৎসর পক্ষই ইং ১২২৩  
শালে মহারাজের ভ্রাতৃপুত্র আলাউদ্দীন চন্দ্রির দক্ষিণস্থ হিন্দু-  
দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে রাজাজ্ঞা পাইলেন। তিনি অতিশীঘ্র  
তাঁহার নিজ করাদেশের রাজধানীতে গমন করিলেন এবং তথায়  
অষ্ট সহস্র সৈন্য সংগৃহ করিয়া অতিমাহিমপূর্বক নর্মদা নদী  
পার হইয়া দেবগড়ের হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন।  
তথাকার রাজা রামদেব ঐ নগরহইতে ক্রোশান্তে আসিয়া  
সর্বসৈন্যে সাক্ষাৎ করাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল ও তাহাতে হিন্দুরাজা  
পরাভূত হইলেন। এবং জয়কর্তা ঐ নগর হস্তগত করিয়া লুটকরি-  
লেন। অনন্তর আলাউদ্দীন এই সমাচার প্রচার করিলেন যে  
দেকানে তাঁহার অনেক মুসলমান সৈন্য গমন করিতেছে তন্মধ্যে  
অগ্নিসর এই যৎকিঞ্চিৎ আসিয়াছে। এই সম্বাদদ্বারা দেকানের  
অন্য২ হিন্দুরাজারা ভীত হইয়া রামদেবের যুদ্ধে সাহায্য করি-  
লেন না। তাহাতে রামদেব নিজ রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া  
আলাউদ্দীনকে কহিলেন যে যদ্যপি তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ  
করেন তবে তাঁহাকে অধিক ধন দিবেন এবং ঐ মুসলমান রাজাও

তাহাতে সম্মত হইয়া আপনার শিবির ভগ্ন করিয়া গমন করেন  
 এমনত সময়ে রামদেবের পুত্র সৈন্য সংগ্ৰহ করিতে মুসলমানদি-  
 গের তৃতীয়াংশতুল্য সৈন্যের সহিত আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ  
 করিলেন এবং তাহারা পূর্বে যে সকল ধন লুট করিয়াছিল তাহা  
 রাখিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে আত্মা করিলেন। এই আশ্চর্য্য  
 যুদ্ধ করা আবশ্যক হইল। আলাউদ্দীন তাহাতে অত্যন্ত বিপদ-  
 প্লস্ত হইলেন আর আলাউদ্দীন যে মল্লিক নস্কৃত নামক সেনাপ-  
 তিকে দুর্গ বেটনার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন যদ্যপিও ঐ সেনাপতি  
 প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত আপন স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে  
 আশ্রয় দিতে না আসিতেন তবে আলাউদ্দীন যে ঐ যুদ্ধে পরাস্ত  
 হইতেন ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু শত্রুরা ঐ সৈন্যকে দিল্লিহইতে  
 যে সকল সৈন্য আসিতেছিল তাহাই জ্ঞান করিয়া সভয় হইয়া  
 পলায়ন করিল। রামদেবের পুত্র পিতার অগোচরে এই যুদ্ধে  
 প্রবৃত্ত হওয়াতে উক্ত সন্ধির কাঠিন্য বৃদ্ধি হইল। বোধ হয়  
 ইহাতে হিন্দুরাজার অসংখ্য ধন দিতে হইয়াছিল। আলাউদ্দীন  
 লুটেরদ্বারা হিন্দুরাজা হইতে ভয়শত মন মুক্তা দুই মন হীরক  
 ও পদ্মরাগমাণ মরকতমণি ও নীলকান্তমণি এবং এতৎ তুল্য  
 বহুমূল্য ধাতু পাইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন অপেক্ষা তৎ-  
 কালীন মনের পরিমাণ অল্প থাকিবেক এই সকল লুটের ধন লইয়া  
 প্রথমাংশমনের পঞ্চবিংশতিতম দিবসে গৃহযাত্রা করিলেন। এবং  
 মালওয়া ও গন্দানা এবং খণ্ডেশ এই বিপক্ষ দেশ দিয়া নির্দিষ্ট  
 স্বদেশে গমন করিলেন। মুসলমানদিগের ইতিহাসমধ্যে যাবদীয়  
 যুদ্ধ বর্ণিত আছে তন্মধ্যে এই যুদ্ধ অত্যন্ত সাহসিক বর্ণিত আছে  
 এবং ইহাই দক্ষিণস্থ রাজাদিগের অত্যন্ত দুর্দশার মূল হইয়া-  
 ছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এই যুদ্ধ হওয়াতে দক্ষি-  
 ণস্থ প্রদেশ সমূহের ধন ও ক্ষীণতার প্রকাশ পাইয়াছিল এবং  
 মুসলমানেরা অনায়াসে তুদেশ জয়করিবার উপায় জানিয়া-  
 ছিলেন ॥

মহারাজের নিকট অতিভরায় এই সম্বাদ প্রেরিত হইল যে  
 তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র দেবগড় জয় করিয়া দিল্লীস্থ সকল রাজাপেক্ষা  
 অসংখ্য ধন পাইয়াছেন। এবং বৃদ্ধ জেলালউদ্দীন ঐ ধনসকল

আপনার জ্ঞান করিলেন কিন্তু তাঁহার চতুর সভাস্ত্রা অন্যায়-  
 সেই বিবেচনা করিলেন যে ঐ জয়ী আপন প্রাণ সংশয়ে  
 অন্যের উপকারার্থে ঐ ধন সঞ্চয় করেন নাই। অনন্তর কেহ  
 তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু তাহাতে  
 বিজ্ঞ ব্যক্তিরূপে এই মন্তব্য করিলেন যে যাবৎ তিনি রাজবিদ্রোহী  
 নহন তাবৎ কোন উপায়ের আবশ্যক নাই। আলাউদ্দীন  
 রাজসভায় আপনার বিপর্যয়কে জ্ঞাত হইয়া আপনার মনস্থ  
 কাহাকেও প্রকাশ না করিয়া মহারাজকে ধরিতে সম্মুখপাশে  
 করিতে লাগিলেন। আলাউদ্দীন কৌশলদ্বারা মহারাজকে বশী-  
 কৃত করিতে তথায় আপন ভ্রাতাকে এই কথা কহিয়া মহারাজের  
 প্রবৃত্তি লওয়াইতে প্রেরণ করিলেন যে মহারাজ স্বয়ং করায় গিয়া  
 ভ্রাতৃপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেই উক্ত ধন পাইবার উপায়  
 হইবে। তখন মহারাজ অশীতি বৎসরবয়স্ক ছিলেন তথাপি আর  
 কতদিন ভোগ করিবেন তাহা মনে না করিয়াও ধন লোভে মত্ত  
 হইয়া সৈন্যে করায় গমন করিলেন। পরন্তু আলাউদ্দীনও সৈন্য-  
 ন্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বিখ্যাসঘাতক আলমস্  
 বেগনামক নিজ ভ্রাতাকে মহারাজের এতদ্রূপ প্রবৃত্তি লওয়াইতে  
 প্রেরণ করিলেন যে নিকটে আসিয়াছেন এতএব সাক্ষাৎ করিতে  
 এত অধিক লোক সহিত লইয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই।  
 তাহাতে ঐ অশীতিবৎসরবয়স্ক প্রাচীন রাজা তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের  
 সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে প্রায় একাকী গমন করাত্তে তাঁহার ভ্রাতৃ-  
 পুত্রের সৈন্যরা তাঁহাকে বেষ্টিতকরণপূর্ব্বক তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ  
 করিল এবং ঐ মস্তক একটা সর্ষায় বিদ্ধ করিয়া আপনার শিবির  
 মধ্যে সমারোহ করিলেন ॥

আলাউদ্দীন এই মহাগর্হিত হত্যাতে অপরাধী হইয়া বিলম্ব  
 না করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন এবং ঐ মৃত রাজার পুত্রকে  
 দূর করিয়া ইংরাজী ১২৯৬শালে স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করিলেন।  
 পরে তিনি এই দুষ্কর্ম্মহইতে সর্কসাধারণের মন আকর্ষণ করি-  
 য়ার নিমিত্ত কৌতুক দেখাইয়া সকলকে পরিতুষ্ট করণপূর্ব্বক  
 ভুলাইলেন এবং কুলীনদিগকে সম্ভ্রান্ত করিয়া তাহাদিগের বিস-  
 হ্বাদ দূর করিলেন। আলাউদ্দীনের রাজত্ব সময়ে পশ্চিমস্থ

মোগলদিগের এবং দক্ষিণস্থ হিন্দুদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হওনের এক বৎসর পরে তিনি গুজরাটাদ্বিপতির সহিত যুদ্ধার্থে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যদ্যপি পূর্বকালীন মুসলমানেরা গুজরাটের রাজাকে বারম্বার পরাভূত করিয়াছিল তথাপি তিনি সম্মুখপে অধীন হইলেন নাই। ভাগিনামক নূতন বংশীয় রাজারা এই রাজ্যস্থ প্রাচীন সোলা-নকী বংশীয় রাজাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন তৎকালাবধি মুসলমানদিগের রাজত্ব পর্যন্ত অর্থাৎ একশত ষড়্বিংশতি বৎসর এই গুজরাটে ভাগিনেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তর যৎকালে এই গুজরাট পূর্বকার মুসলমানদিগের আক্রমণ জন্য অপ-কার রহিত এবং পূর্বের তুল্য ঐশ্বর্যশালী হইতে ছিল এমন সময়ে আলাউদ্দীন সসৈন্যে গুজরাটে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। পূর্বদেশের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ সোমনাথ তীর্থে মহাদেবের মন্দির পুনর্নির্মিত হইয়া পূর্বমত দেবপ্রতিমা ও পুরোহিতদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু গুজরাটস্থ ও সুরতস্থ উত্তম ভূমিতে স্রোততুল্য এই নূতন আক্রমণ অকস্মাৎ উপস্থিত হওয়াতে তথা-কার মনুষ্যের শ্রমের স্মরণ সূচক উত্তমোত্তম অব্য লইয়া এই দে-শকে নষ্ট করিল। প্রাচীন নরহোলা রাজ্যের লোপ হইল আর আজমীরের আকর হইতে সংমরমরপ্রস্তরদ্বারা গৃথিত উত্ত-মোওম অট্টালিকাতে পরিপূর্ণ ও মহাঐশ্বর্যশালী পত্তন নগরও উচ্ছিন্ন হইল আর সোমনাথের মন্দিরের সম্মুখে এক মসজিদ স্থাপিত হইল বুদ্ধের প্রতিমা দূরে নিক্ষেপ্ত হইল আর এতদেশীয় অমূলক ধন্য বিশিষ্ট বুদ্ধমতের এবং পুরাণের গুরুসকল একত্রে দগ্ধ হইল আলাউদ্দীন লুটকরিয়া যতদ্রব্য পাইলেন তন্মধ্যে কাকুরনামক অতিসুন্দর এক দাস এবং নিকুপমা কমলা দেবী নাম্নী রাজপত্নী এই দুই অত্যুত্তম অব্য পাইয়াছিলেন। আলা-উদ্দীন উক্তস্ত্রীকে আপন অন্তঃপুরে রাখিলেন আর কাকুর রাজ কর্মে নিযুক্ত হইয়া সম্ভ্রান্ত হওন পূর্বক কালক্রমে দক্ষিণদেশীয় রাজাদিগের প্রপান শত্রু হইলেন ॥

• এই গুজরাটের যুদ্ধ সমাপ্ত হইবামাত্রই মোগলদিগের দুইলক্ষ অশ্বাক্র সৈন্য সিন্ধুনদীর তটে উপস্থিত হইয়া এই নদীর তটাবধি

দিল্লীর সীমা পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ নষ্ট করিয়া দিল্লী নগর বেষ্ঠন করিল তৎকালে সেই নগর অন্য দেশীয় পরাজিত সৈন্যে পরিপূর্ণ ছিল। এই বৃহৎ জনতা হইবাতে অতি শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ হইল। অবশেষে খাদ্যাভাবে দুর্নামে মরণাপেক্ষা খড়্গহস্তে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্যে দিল্লীর রাজা শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তিন লক্ষ অশ্বারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে নগর হইতে বাহির হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন আর জাফর খাঁ নামক তৎকালের অতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধাকে দক্ষিণ পাশ্চাত্ত্ব সৈন্যের সেনাপতিত্ব ভার দিলেন। উভয় সৈন্য যুদ্ধারম্ভ করিল এবং বিপক্ষ দলস্থ যে সৈন্যরা জাফরখাঁর প্রতিরোধ করিয়াছিল তিনি অতিবেগে আক্রমণপূর্ব্বক তাহাদিগের ব্যূহ ভেদ করিলেন। এই অগুণমণ রক্ষার্থে মহারাজ তাহার ভ্রাতাকে আজ্ঞা করাতেন তিনি হিংসা করিয়া রাজাজ্ঞা হেলন করিলেন। জাফর অতি সাহসপূর্ব্বক বিপক্ষদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বলবান সৈন্যদিগের সীমা ছাড়াইয়া পঞ্চদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত অগুসর হইলেন। কিন্তু বিপক্ষের নূতন তেজস্বী একদল সৈন্যদ্বারা পুনর্বার আক্রান্ত হইয়া অতি অসম্ভব বীর্য্য দর্শাইয়া খণ্ডিত হইয়া কাটা পড়িলেন। মোগলেরা জাফরের নাম শ্রবণে এমত ভয় করিত যে যখন তাহাদিগের অশ্ব চমকিয়া উঠিত তখন তাহারা অনুমান করিত যে জাফর ছুত হইয়া সম্মুখে আসিয়াছেন। কিন্তু তাহার অসত্যপ্রভু তাহার মহাশক্তিতে ভয়প্রসূক্ত করিলেন যে মোগলদিগকে জয় করণাপেক্ষা তাহার সেনাপতির মৃত্যুতে অধিক মর্হ হইয়াছেন ॥

রাজাদিগের মধ্যে আলাউদ্দীনের অসামারণ বুদ্ধি ছিল কিন্তু তিনি অসম্ভবাভিলাষী ছিলেন এবং তাহা নিষ্পন্ন করিতে অক্ষম ছিলেন। তিনি মহম্মদের ন্যায় এক নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার মানস করাতেন তাহার মন্ত্রিরা নানাবিধ উপদেশ দ্বারা বহু ক্রোশে তাহা হইতে তাহাকে নিবারণ করিয়াছিল। বিদ্যা বিষয়ে তাহার এমত তাৎহল্য ছিল যে তিনি লিখিতে ও পড়িতে অক্ষম ছিলেন কিন্তু তিনি অধিকবয়স্ককালে পারস্যভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতে পূর্ণ-রূপে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি রাজত্ব করণের তৃতীয় বৎসরে এক মহৎ ব্যক্তির অপমান করাতেন ঐ ব্যক্তি রিহ্মযর নামক ভার-

তবর্ষীয় অতি কঠিন দুর্গের চোহন বংশীয় হামির নামকরাজার শরণাগত হইয়াছিল তাহাতে আলাউদ্দীন হিন্দুরাজার নিকট ঐ অপরাধিকে দাওয়া করিলে হিন্দুরাজা অতি মহত্বপূরক এই উত্তর করিলেন যে সূর্য্যদেব অতি শীঘ্রই পশ্চিমদিগে উদয় হইলেও এবং সুমেরুপর্ব্বত সমভূমি হইলেও অভাগ্য শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দানের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কদাপি করিবেন না। রিতুহর দুর্গে অবিলম্বে বেফটন আরম্ভ হইতে অবশেষে পরাধিকার হইল। কিন্তু তাহা রক্ষার্থে মহাবলী হামির পতিত হইলেন ও তাহার পরলোক হওয়াতে তাহার রমণীরা জীবিত থাকিলে অনিচ্ছুক হইয়া চিতারোহণ করিলেন। এই যুদ্ধে আগমন জন্য আলাউদ্দীন আপনার রাজ্যে না থাকাতে তাহার রাজ্যের স্থানে নানা প্রকার গোলযোগ হইয়াছিল। আলাউদ্দীন আপন রাজ্যে পোতাগত হইয়া তাহার মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিয়া একত্র করণ পূরক উক্ত গোলযোগের কারণ জানিতে ও তাহা ক্রিপে নিবারণ হয় এমনত উপায় করিবার মানসে এক সভা স্থাপিত করিলেন। তাহাতে ঐ মন্ত্রিরা কহিলেন যে রাজকার্য্যে মহারাজের মনোযোগ না হওয়াতে ও মদিরার অতিরিক্ত ব্যবহার হওয়াতে এবং কুলীনদিগের অন্যত জাতীয়দিগের সহিত বিবাহ দ্বারা অতি নিকট সম্বন্ধ হওয়াতে এবং সমানরূপে ধন বিভাগ করিয়া না দেওয়াতে উক্ত বিবাদ হইয়াছে। এই সকল উৎপাত নিবারণ জন্যে রাজা রাজকার্য্যে অতিশয় মনোযোগী হইলেন এবং রাজকীয় মদ্যাগারের সমুদায় মদিরা পথে মিক্রেপ করিয়া তাহার প্রজাদিগকেও মদ্যপানে নিষেধ করিলেন। আর বিনা অনুমতিতে কুলীনদিগকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং বিস্ত্র বিষয়ের অসমতা নিবারণ জন্য সকল প্রজাদিগকে একরূপেই দরিদ্র করিলেন। আর তিনি ক্ষুদ্রবিষয়েও দৃঢ় মনোযোগ করিলেন ও খাদ্য অব্যয় মূল্য নিয়মাদীনে রাখিলেন। এইরূপে সকল বিষয়ের পরিবর্ত করিয়া পুনঃ সৈন্যসংগৃহ করিয়া গণনা দ্বারা দেখিলেন যে ৪৭৫০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাঁহার রাজত্বে ইংরাজী ১৩০৩শালের রাজত্ব চিরস্মরণীয় আছে। কেননা ঐ বর্ষে তিনি একদল সৈন্য বঙ্গভূমির মধ্যদিয়া

তৈলঙ্গ দেশে প্রেরণ করিলেন এবং মিউর দেশীয় রাজাদিগের  
 চিত্তোন্মোদনক রাজধানী আক্রমণ করণার্থে স্বয়ং গমন করিলেন  
 তুদেশীয় ইতিহাসমতে এই আক্রমণ তাঁহার দ্বিতীয় বার হই-  
 ত্বাছিল। প্রথমবারে তুদেশীয় ভীমনামক রাজার পরমসুন্দরী  
 ভাৰ্য্যা পদ্মাবতী প্রতি আনক্ত হইয়া তুদেশ আক্রমণ করেন।  
 আলাউদ্দীন ঐ রাজাকে কহিয়াছিলেন যদ্যপি তিনি স্বেচ্ছায় আপ-  
 নার পত্নী তাঁহাকে অর্পণ করেন তবে উক্ত বেফনে ক্ষান্ত হইবেন।  
 তাহাতে হিন্দুরাজা অসম্মত হওয়াতে আলাউদ্দীন কেবল দর্পণ  
 দ্বারাই ঐ স্ত্রীর প্রতিবিম্ব দেখিতে প্রার্থনা করিলেন এবং রাজাও  
 তাহাতে সম্মত হইলেন তৎপরে আলাউদ্দীন দৃঢ় বিশ্বাসে ভর  
 করিয়া সামান্য পারিষদের সহিত নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া  
 তাঁহার প্রিয়তম স্রব্যকে দর্শন করিলেন। ভীমও তদ্রূপ দৃঢ়  
 বিশ্বাসপূর্বক আলাউদ্দীনের শিবিরে প্রত্যাগমন কালে সংগী  
 হওয়াতে শত্রুর খলতায় পতিত হইয়া কৃতযুকপে ধৃত হইয়া মুক্তার্থে  
 স্ত্রী না দেখেন পর্য্যন্ত বন্ধু রহিলেন। এই সম্বাদ তাঁহার ভাৰ্য্যার  
 নিকট প্রেরিত হইলে তিনি এই নিয়মে আপনাকে অর্পণ করিতে  
 সম্মত হইলেন যে বিপাকের শিবিরে গমন করিবার সময় তাঁহার  
 স্রব্যাদিবস্তুক অনুর সঙ্গে যাইবে। অনন্তর সাতশত ডুলির মধ্যে  
 অস্ত্রধারী সৈন্য পুরিয়া এই প্রচার করিলেন যে তাহাও তাঁহার  
 লক্ষ্যেরীরা আছে এই সকল সৈন্য সাহিত্যে মুসলমানদিগের শি-  
 বিরে গমনপূর্বক চতুরতা দ্বারা এক খান ফিরত ডুলিতে আপনাদ  
 স্বামীকে পলায়নে পরায়ণ করিলেন। শত্রুদিগের শিবিরের সীমা  
 উত্তীর্ণ হইয়া ভীমপতি তথাহইতে দ্রুতগামি অশ্বোপরি আরো-  
 হণ পূর্বক অতি শীঘ্র চিত্তোরে প্রত্যাগমন করিলে তৎক্ষণাৎ  
 আলাউদ্দীন ঐ নগরের চতুর্দিগ বেফন করিলেন। ঐ স্থল রক্ষার্থে  
 মিউরের বহু সৈন্য নষ্ট হইল রাজাকেও পলাইতে হইল এবং  
 বোধ হয় পদ্মাবতী ও তৎকালে চাতুর্য্যদ্বারা পলাইয়াছিলেন।  
 ইংরাজী ১৩০৩শালে আলাউদ্দীন পুনর্বার চিত্তোর বেফন করাতে  
 তাহার রক্ষার্থে এক জন ব্যক্তিরেকে সকল রাজপুত্রেরা নষ্ট হই-  
 ত্বাছিলেন। ঐ এক জন রাজপুত্র রাজবংশের লোপ নিবারণার্থে  
 নিজের অনুরোধক্রমে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। মুক্ত

হওনের উপায় না দেখিয়া নগরমাধ্যে এক বৃহৎ চিতা প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে আরোহণ করিয়া নগরস্থ মহৎবংশোদ্ভব স্ত্রীরা প্রাণত্যাগ করিলেন। তদনন্তর রাজা অবশিষ্ট যোদ্ধগাহিত্যে নগরদ্বার দিয়া অতিবেগে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপরে মুসলমানদিগের মহারাজ ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে নগর রক্ষাকারিদিগের মৃত শরীরে সমুদায় পথ ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার প্রথমতঃ পদ্মাবতী অন্যান্য স্ত্রীদিগের সহিত চিতারোহণ পূর্বক মরিয়াছেন এবং নগরের পথ উক্ত চিতার পূর্বে ব্যাপ্ত হইয়াছে পরে মুসলমান রাজা ঐ নগরে কিছুকাল থাকিয়া ঐ নগরের অটালিকার মৌদর্য্য প্রশংসা করিলেন তথাপি ঐ স্থানের দেবমন্দির ও পুস্কিত অটালিকা সকল ভগ্ন করিয়া বহুবিধ দৌরাত্ম্য করিলেন ঐ দৌরাত্ম্য হইতে ভীমরাজার ও তাহার রাজ্য পদ্মাবতীর অটালিকা কেবল রক্ষা পাইল এবং ঐ দেশ ও তন্মগর এক ঝালররাজ্যধিপতিকে দত্ত হইল।

একদল মৈন্য চিতার বেষ্টিনার্থে গমন করাতে এবং অন্যদল দক্ষিণ জয়করণার্থে গমন করাতে উভয় দল মপো কেহই রাজ্যে নাথাকাতে মোগলেরা সাহসযুক্ত হইয়া এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মৈন্য সাহিত্যে পুনর্বার সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া আগমনপূর্ব্বক সমুদায় দেশ ধ্বংস করিয়া দিল্লীর সীমাবধি সমুদায় স্থান লুট করিল। কিন্তু ঐ মোগলেরা তথাকর্ত্তে কিরূপে দূরীকৃত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসকেরা লিখেন নাই কিন্তু কেবল দিল্লীর মহারাজ এক সিদ্ধপুরুষের আরাধনা করিয়া দেবসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এতাবস্থায় লিখিয়াছেন। পরে ইংরাজী ১৩০৫শালে ও ১৩০৬শালে ঐ মোগলেরা পুনর্বার সিন্ধুনদী পার হইয়া আগমন করিয়া দুইবারের যুদ্ধেতেই পরাভূত হইয়াছিল। মহারাজ ঐ মোগলদিগকে ভয় দর্শাইবার নিমিত্তে যুদ্ধেত ব্যক্তিদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহাদের জিন্ন মস্তকদ্বারা দিল্লীতে এক স্তম্ভ নির্মাণ করিতে এবং তাহাদিগের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে দাসত্বরূপে বিক্রয় করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। উক্ত যুদ্ধের পর ঐ মহারাজের রাজত্ব সময়ে কেবল আর একবার মাত্র মোগলেরা আক্রমণ



করিয়া তাহাদিগের পুনঃ দৌরাঙ্গা হইতে একেবারে ক্ষান্ত হইয়াছিল। ঐ সকল যুদ্ধেতে মহারাজ যে প্রসিদ্ধরূপে জয়ী হইয়াছিলেন তাহাতে গৃহকারেরা দৈব সাহায্য বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ॥

দেব গড়ের রাজা দিল্লীর মহারাজকে কর প্রেরণ না করাতে তাহার বিপক্ষে বহু সংখ্যক সৈন্য পুনঃ প্রেরিত হইল তন্মধ্যে সেনাপতিপদে মল্লীক কাফুর নিযুক্ত হইলেন আমরা তাহার বিষয় পূর্বেই লিখিয়াছি। ঐ মল্লীক মহারাজের এমত অনুগৃহ পাত্র হইলেন যে সকল সভাসদ অপেক্ষা উচ্চপদাভিষিক্ত হইলেন মল্লীকও যুদ্ধবিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ হওয়াতে উক্ত পদের যোগ্য পাত্র ছিলেন। মহারাজ যে অভিপ্রায়ে মল্লীককে উচ্চপদাভিষিক্ত করিলেন তাহাতে নিরাশ হইলেন নাই কেননা মল্লীক কাফুরও সকল দুরূহ কার্যই সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন বিশেষতঃ ইতিহাসকেরা কাব্যরূপে লিখিয়াছেন যে মহারাজ আলাউদ্দীনের রাজ্য যৎকালে হিন্দু ছিলেন তখন ঐ রাজ্যে পূর্ব স্বামীর ঔরসে দেউল দেবী নামী যে কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন সেই দেউল দেবীকে কাফুর ধরিয়াই কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন উক্ত দেউল দেবী মাতৃ সদৃশ সর্বাঙ্গ সুন্দরী ছিলেন। দিল্লীতে ঐ দেউল দেবীকে আনয়ন করিলেপর দিল্লীর রাজপুত্র তাহাকে বিবাহ করিলেন। দেবগড়ের রাজা কাফুর কতৃক পরাস্ত হইয়া দিল্লীর রাজসভায় আনীত হইয়া মহারাজ সমীপে অপরাধ স্বীকার করাতে এবং উত্তরকালে মহারাজের অধীন থাকিবার প্রতিজ্ঞা করাতে তিনি স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তৈলঙ্গদেশীয় ওয়ারাঙ্গল নগর জয়করণার্থে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহারা সেই যুদ্ধে অসিদ্ধ হওয়াতে ঐ নগর অধিকার করণ জন্যে মল্লীক কাফুর প্রেরিত হইলেন কিন্তু তিনি অনেক মাসাবধি বেঠন করিয়া তাহা অধিকার করিলেন। এবং তথা হইতে প্রচুর লুটেরিয়া লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন তৎপর বৎসর মুসলমানি রাজ্য বিস্তার করণার্থে মল্লীক কাফুর দেকান দেশে পুনঃপ্রেরিত হইলেন এবং তিনি তিন মাসপরে দ্বারলগুণনামক নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ নগরের নামদ্বারা উহারকে সমুদ্র তীরস্থ বোধ হয় কিন্তু তাহা মেরিচপাটাম হইতে পঞ্চাশৎ

ক্রোশ উত্তরে আছে। কাফুর সমুদ্র তীরাবধি গমন করিয়া কর্ণাটের রাজার রাজ্য উল্লেখ করিলেন এবং তথাকার মন্দির মধ্যস্থ স্বর্ণময়ী দেবপ্রতিমা লুটকরিলেন এবং সমুদ্র তটে এক মসজিদ নির্মাণ করাইলেন এবং অল্পকালগতে মৃত্তিকা মধ্যস্থিত প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন কথিত আছে যে নবতি সহস্র মনের অধিক স্বর্ণ মহারাজকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। যদিও দেকান দেশে রৌপ্যের অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং স্বর্ণই সাধারণে ব্যবহার করিত তথাপি প্রমাণদ্বারা তাহা অবিশ্বাস্য বোধ হয়। মহারাজ উক্তধন আপনার সভাসদদিগকে ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে বাঁটিয়া দিলেন কিন্তু কথিত আছে যে মুসলমান শত্রুক্রান্ত পঞ্চাশৎ সহস্র মোগল যাহারা রাজ্যের সুস্থিরতার আপদজনক হইয়াছিল তাহাদিগকে অতিশয় নিদয়রূপে হত্যা করণ জন্য মহারাজের পুরোক্ত দানকীৰ্ত্তি সর্বসাধারণে অতি শীঘ্রই বিস্মৃত হইল।

যদ্যপিও মহারাজ এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার রাজত্ব সময়ে দেশের যেকণ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল এমত পুরোক্ত কখন হয় নাই। অতিদূর দেশীয়দিগের প্রতি ও তাঁহার যথার্থ নিয়ম ও সদ্বিচার হইয়াছিল। আর যেকণ ইন্দ্রজালিকের যত্নপূর্ণে হঠাত্ অব্য নির্মাণ হয় তদ্রূপ শীঘ্রতায় ঐ মহারাজের সমুদায় রাজ্যমধ্যে বিশেষতঃ দিল্লীতে নগ্নন সুখজনক অট্টালিকা ও মসজিদ ও স্নানাগার ও দুর্গ ও বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্মিত হইবাতে রাজ্যের উত্তম শোভা হইয়াছিল। ঐরূপ আল্লাউদ্দীন সৌভাগ্যের সান্নিধ্য উত্তীর্ণ হইয়া আপনি রক্তরসে আসক্ত হইলেন। মহারাজের এইরূপ ব্যবহার হইবাতে প্রজামধ্যে অতি সম্মানিত মল্লিক কাফুর সিংহাসনপ্রাপ্তজন্যে অভিলষ করিতে লাগিলেন। আর মহারাজের বলের হ্রাসানুসারে ঐ রাজ্যের নানা প্রদেশে রাজবিস্রোহ হইতে লাগিল এবং এই সকল উৎপাতদ্বারা মহারাজ মনস্তাপপ্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার পীড়ার অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইল। তিনি বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১৩১৬শালে লোকান্তরগত হইলেন। এবং মহারাজ যে দাসকে উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন সেই ভৃত্যই বিষদ্বারা তাঁহার

প্রাণত্যাগের কারণ এমত সন্দেহ হইয়াছিল। গজাননের মহা-  
শুদ্ধ ব্যক্তিরেকে তাঁহার পূর্বকালীন সকল অপেক্ষা তিনি অধিক  
শ্রম এবং শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রা-  
টদিগের তালিকার মধ্যে তিনি দুঃসাধ্যসাধক ও অতি বল-  
বান্ ভূপতি ছিলেন। আর দ্বিতীয় সেকন্দররূপে আপনার যে  
উপাধি মুদ্রায় মুদ্রিত করিয়াছিলেন তিনি তদুপযুক্তই ছিলেন।  
তাঁহার পূর্বকালীন রাজারা যে সকল হিন্দুরাজাদিগকে জয়  
করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন তিনি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়া-  
ছিলেন। অতি দর্পকারি যে নরহোলা নগর প্রাচীন পার ও অবন্তী  
নগর ও মান্দোর এবং দেবগড় প্রভৃতির মৌলানকী ও প্রমুরা  
ও তক্ষক এবং সমুদায় অগ্নি কুলস্থ রাজাদিগের তিনি শেষ করি-  
য়াছিলেন ॥

মল্লীক কাফুর তাঁহার প্রতিপালক প্রভুর মৃত্যু হইলে মহারাজের  
দুই জ্যেষ্ঠপুত্রের চক্ষু উৎপাটন করিয়া এক শিশু পুত্রকে সিংহাস-  
নোপবিষ্ট করিলেন তাহাতে তাঁহার নাম মাত্রে আপনি রাজত্ব  
করিবার আশা করিলেন কিন্তু পঞ্চত্রিংশত দিবসের মধ্যে কুর্দা  
নেরা তাঁহাকে বধ করিয়া মবারিক খিলজীকে রাজ্য করিলেন।  
এই রাজা তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হওনের মূল্যপার ব্যক্তি-  
দিগকে বধকরণপূর্বক আপনার অতি সামান্য ভূতাদিগকে কুলীন-  
পদস্থ করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। এই মহারাজ  
তাঁহার পিতার অতি কঠিন ও অতি উত্তম ব্যবস্থা পরিবর্তন  
করিলেন কেননা তাঁহার নিয়মে গোলযোগ ছিল। গুজরাট রাজ্য-  
ধিপতি রাজবিদ্রোহী হওয়াতে তাঁহাকে তিনি পরাভূত করিলেন  
এবং দেকান দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া নূতন জিত প্রদেশে স্বশক্তি  
স্থাপন করিয়াছিলেন। কোন কক্ষণে মহারাজ প্রিয়পাত্র মল্লীক  
খুসরুকে আপন সিংহাসনের নিকট এমত উচ্চপদ দিলেন যে  
তদ্বারা প্রায় তাঁহার সিংহাসনোপবিষ্ট হইতে অতিলাষ জন্মিল।  
মল্লীকখসরু আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি জন্যে মহারাজকে সকল  
প্রকার কুকর্মে রত করাইলেন। যেসকল কুকর্মে অতিরিক্তরূপে  
রত করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগের বক্তব্য নহে। মহারাজ  
সম্মুখরূপে কুপথগামী হইয়া মর্যাদাহীন হইলে খসরু তাঁহাকে বধ-

করিলেন তাহাতে খিলিজী রংশীয় রাজত্বের একেবারে শেষ হইল।  
 ঐ বংশোদ্ভব চারিজন রাজা হইয়াছিলেন এবং ত্রয়স্ত্রিংশৎ  
 বৎসর দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদিগের রাজত্বকালে  
 মোংগলদের অধিকার হইবার পূর্বে দিল্লী রাজ্যের সীমার অতি-  
 শয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। পূর্বোক্ত বিশ্বাসঘাতদ্বারা খসক রাজা হও-  
 যাতে কুলীনেরা তাহার অতিশয় অসম্মন করিয়াছিল এবং দৌরাঙ্গা  
 করণ জনো সকল লোকেই তাহাকে ঘৃণাকরিত তিনি এক বংশের  
 রাজত্ব না করিতে গাজিবেগ তাম্বক নামক মুলতান ও দেবল-  
 পুরের অধিপতি এক প্রস্তুত আতি পরাক্রান্ত সৈন্য সাহিত্যে  
 দিল্লীতে আগমনপূর্বক ঐ দৌরাঙ্গাকারি সম্রাটকে পরাজয় করিয়া  
 সকল কুলীনাধিপতির সম্মতিদ্বারা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

গয়াসউদ্দীন মুহম্মদ তগলক। তাহার দৌরাঙ্গা এবং দৌসতাবাদ  
 নগরকে রাজধানী করিতে উদ্যোগ করেন। নিয়র রাজা স্বাধীন  
 হওন। দেকানস্থ রাজা রাজবিদ্রোহী হন। কিরোজ তগলকের  
 বৃত্তান্ত ও তাহার নম্রভাব ও উন্নতি। বঙ্গদেশে রাজবিদ্রোহ ও  
 তাহার মৃত্যুর পরাবপি দশবৎসর পর্যন্ত রাজ্যনাশে কলহোৎপত্তি।  
 মালওয়ার রাজা ও গুজরাটের রাজা ও খণ্ডেশের রাজা ও জুয়ান-  
 পুরের রাজাদিগের রাজবিদ্রোহ। টৈলনর। তিনি দিল্লী অধিকার  
 করেন এবং পলায়ন করেন। খিজরখা সায়েদ বংশস্থাপন করেন ॥

তগলক রাজত্বও গৃহণ করণান্তর গয়াসউদ্দীন না পারণ  
 করিয়াছিলেন তিনি পূর্বে বালিনের দাস থাকিয়া নানা কষ্টদ্বারা  
 উচ্চপদপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে মুলতানের শাসন কষ্টপদ প্রাপ্ত  
 হইয়া ঐ পদদ্বারা সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তিনি অতিবল-  
 পূর্বক রাজ্যের সমুদায় ব্যাপার স্থিরকরিয়াছিলেন ও বাণিজ্যের  
 বৃদ্ধি বিষয়ে উৎসাহ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যানব্যক্তিদিগকে  
 আপন সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার মরণান্তে তৎপুত্র  
 আলিফখাঁই ঐ সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইবেন এমত ঘোষণা  
 হইল ও গভরাজার রাজত্বকালে গোলযোগ হওন জনো দেকান  
 দেশীয় রাজাকে দমন করণার্থে তাহার পুত্র আলিফখাঁকে সসৈন্যে  
 উত্থাপিত প্রেরণ করিলেন। আলিফখাঁ টৈলঙ্গদেশে গমনপূর্বক

ওয়ারঙ্গল নগর বেঁটন করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষেরা তাঁহাকে ত্যাগকরিয়। পলায়ন করাতে তন্মধ্যে কেবল তিনি তিন সহস্র সৈন্য লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন। আলিফখাঁ পুনরায় নুতন সৈন্যসংগৃহ করিয়া দ্বিতীয়বার দেকানে গমন পূর্বক বহুসহস্র হিন্দুদিগের বধকরিয়। ওয়ারঙ্গল নগর অধিকার করিলেন এবং তথাকার রাজাকে সপরিবারে ধরিয়। দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। তৎকালে বজ্রভূমি হইতে দৌরাখ্যোর সমাচার দিল্লীতে আসাতে গয়াসউদ্দীন স্বয়ং তথায় গমন করিলে তথাকার সুবাদার তাঁহার আজ্ঞাধীন হইলেন আর কথিত আছে যে গয়াসউদ্দীন তাঁহাকে রাজচিহ্ন ধারণ করিতে আজ্ঞাদিলেন। তাঁহার দিল্লীতে প্রত্যাগমনকালে আফগানপুরে তৎপুত্র আলিফখার সহিত সাক্ষাৎ হইল ঐ আলিফখাঁ পিতার অভ্যর্থনা জন্য তথায় তিন দিবসের মধ্যে অল্পকালস্থায়ী এক কাষ্ঠময়ী অট্টালিকা নির্মাণ করাইলেন। পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই সহর্ষে ভোজন করিতে বসিলেন তদনন্তর রাজপুত্র পিতার নিকট বিদায়ের অনুমতি লইয়া গমন করিবামাত্র ঐ অট্টালিকা পতিত হইল এবং তাহাতে ঐ রাজার ও তাঁহার অনেক বন্ধুদিগের প্রাণ হানি হইল। এতদ্রূপ বিপদ হওয়াতে সকল লোকেই মনে করিলেন যে আলিফখাঁ স্বয়ং সিংহাসনারোহণার্থে এতদ্রূপ কৌশল করিয়াছিলেন কেননা তাহারপর তিনদিবসের মধ্যেই ইংরাজী ১৩২৫শালে তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মহম্মদ তুগলকনাম ধারণ করিয়াছিলেন ॥

কথিত আছে যে তাঁহার শরীর দোষ ও গুণে মিলিত ছিল তন্মধ্যে যে অতিশয়রূপে উন্নততা ছিল তাহা বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ হইতেপারে যেহেতু তাঁহার রাজত্বে তাঁহার নির্দোষতাদ্বারা তৎসাম্রাজ্যের যত দুর্দশা হইল তৎপূর্বে তাদৃশ হয় নাই। কিন্তু আরো এক বিষয়ে কথিত আছে যে তৎকালে তিনি সর্বসম্মত রাজা ছিলেন এবং সর্বপ্রকার বিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন অধিকন্তু গ্রীক জাতীয় দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞানী ছিলেন। এবং তিনি বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন আর যুদ্ধে দুঃসাহসপ্রযুক্ত নির্ভর্য ছিলেন। কিন্তু অন্য বিষয়ে তিনি তাঁহার পুত্র কালীন রাজা অপেক্ষা স্বেচ্ছা-

চারী ও নির্দয় ও দৌরাভ্যাকারী ছিলেন। পরমেশ্বরের সৃষ্টপ্রাণি  
 জাতের শোণিত নির্গত করিতে তিনি কিস্থিগ্নাত্র দয়াকরিতেন না।  
 তাঁহাকে দণ্ড করিতে প্রবৃত্ত দেখিলে বোধ হইত যে তাঁহার  
 সমুদায় মনুষ্যকে নিমূল করিবার বাসনা ছিল। তিনি রাজকীয়  
 কর্মকারি কতকগুলি ভৃত্যকে বধ না করিয়া কোন সপ্তাহেই ক্ষান্ত  
 হইতেন না। তাঁহার রাজত্বের প্রথমেই রাজ্যের পশ্চিম প্রদেশে  
 যোগলেরা পুনর্বার আগমন করিয়া উৎপাত করিতে আরম্ভ  
 করিল তাহাতে মহারাজ তাঁহাদিগকে প্রতিকলদিতে আপনি  
 অপারক হইয়া বহুসংখ্যক মুদ্রাদানদ্বারা অপমানঘোকারপূর্বক  
 তাঁহাদিগকে স্থানত্যাগ করাইয়া সৈন্য লইয়া প্রত্যাগমন করা-  
 ইলেন। এই দুর্নাম শুধরাইবার জন্য দক্ষিণ দেশে যুদ্ধার্থে গমন  
 করিয়া সমুদ্রকূলে জয়ী হইলেন এবং যে সকল দূরদেশে তাঁহার  
 শক্তি ক্ষীণকূলে স্থাপিত ছিল তাহা তখন দিল্লীরাজ্যের নিকটস্থ  
 প্রদেশের ন্যায় তাহার সহিত মিলিত হইল। কিন্তু তাঁহার নি-  
 বোধভাজন্য নর্মদানদীর দক্ষিণস্থ জিত প্রদেশের রাজারা  
 তৎসাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া মহারাজের মৃত্যুর পূর্বেই স্বাধীন  
 হইয়াছিল ॥

তিনি তৎসাম্রাজ্যস্থ ভূমির এমনত গুরুতর করগৃহণ স্থির করিলেন  
 যে তদদেশীয়ের প্রতি তাহা অতি অযোগ্য হইল। কনকোরা ও গুম্য  
 লোকেরা ভূমি আবাদ না করিয়া অরণ্য মধ্যে পলায়ন করিল  
 তদ্বারা দুর্ভিক্ষ হইয়া উত্তমত প্রদেশ সকল নষ্ট হইল। মহারাজ  
 আরো তাঁহার প্রজাদিগের ক্রেশবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এক প্র-  
 কার অতিমন্দ তাম্রমুদ্রা স্বেচ্ছাধীন মূল্যে চলাইলেন তাহাতে  
 রাজ্যে অর্থসম্বলীয় ব্যাপারে অতি গোলযোগ হইল। মহারাজ  
 লোকদিগের নিকট যে ঋণগুহু ছিলেন তাহা উক্ত উপায়দ্বারা পরি-  
 শোধ না হওয়াতে মহারাজ আপনার লেখনীর এক আঁচড়দ্বারা  
 তাহা একেবারে লোপকরিলেন। যখন মহারাজ দেখিলেন যে  
 তাঁহার ধনাগার শূন্য হইয়াছে ও সকল প্রজারাই তাঁহার প্রতি  
 পুঙ্কারহিত হইয়াছে তখন আপনি ঋণহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত  
 চীনদেশ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন তিনি পূর্বেই উক্ত  
 দেশের ধনাদি অবগত ছিলেন। তিনি আপন মন্ত্রীদিগের পরা-

বর্শ অন্যথা করিয়া আপন ভাতৃপুত্রকে একলক্ষ সৈন্যের সেনাপতি-  
স্থপদে নিযুক্ত করিয়া চীনদেশে পেরণ করিলেন তিনি বৃহৎ হিমা-  
শয় পর্বত শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া চীনদেশের সীমাপর্য্যন্ত গমন করা-  
তে চীনদেশের বহু সংখ্যক সৈন্যেরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ  
করিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া তাহাদিগের পলায়ন কালেও  
এমত দৌরাগ্য করিল যে এই বিপদের সমাদ দিতে কেহ স্বদেশে  
প্রত্যাগত হইল না । এবং যেই সৈন্য তথাহইতে রক্ষা পাইয়া  
দিল্লীতে ফিরিয়া আইল মহারাজ তাহাদিগকেই বধ করিলেন ॥

খোরাশিপ নামক মহারাজের ভ্রাতৃপুত্র পূর্বের নাগরের  
অধিপতি ছিলেন কিন্তু ইংরাজী ১৩৩৮শালে স্বয়ং রাজসিংহা-  
ননোপবিষ্ট হইবার জন্যে উচ্চাভিলাষী হইয়া মহারাজের সেনাপ-  
তিদিগকে আক্রমণ করিলেন । তাহাতে মহারাজ স্বয়ং রণস্থলে  
যুদ্ধার্থে গমন করাতে তাহার ভ্রাতৃপুত্র ঐ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া  
পুণ্যমে কল্পিল। দেশীয় হিন্দুরাজার আশ্রয়ার্থে গমন করিলেন  
পরে তথাহইতে দক্ষিণে দ্বারসমুদ্র রাজ্যের রাজার শরণ লণ্ড-  
ন্যতে এই হিন্দুরাজা খোরাশিপকে মহারাজের হস্তে অর্পণ  
করিলে মহারাজ তাহার জীবনাবস্থায় শরীরের চমক তুলিতে আজ্ঞা  
করিলেন । মহম্মদ দক্ষিণে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিয়া দেবগড়ে উপ-  
স্থিত হইয়া ঐ স্থানের সৌভাগ্য দেখিয়া এমত মোহিত হইলেন  
যে ঐ স্থানকে আপন রাজধানী করিবার জন্য তাহার স্বাভাবিক  
উন্নততা দ্বারা দিল্লী নগর শূন্য করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃ-  
তিকে তাহাদের স্বীয় সম্রাতি ও গো মেঘ প্রভৃতি লইয়া ঐ স্থান  
পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবগড়ে যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন । আর  
তাহাদিগের গমনকালে পথে ছায়া করিবার নিমিত্ত পথের দুইধারে  
বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করিতে আজ্ঞা দিলেন । তাহাতে যদিও তিনি  
দেবগড়নাম পরিবর্ত্ত করিয়া দৌলতাবাদনাম রাখিলেন তথাপি  
দিল্লীর বসতি হীন হইয়াও দৌলতাবাদ উত্তম হইলনা । এক  
দিবসের মধ্যেই কোন রাজধানী স্থাপিত করা যায় না । যদিও  
তাহা বৃদ্ধি করিতে ভূয় উদ্যোগ করা যায় তথাপি তাহাতে  
কেন্দ্র দৃষ্ট ব্যতীত ফল দর্শন । তিনি ঐ নূতন রাজধানীতে  
বসতি বৃদ্ধি করণার্থে উচ্চ ও নীচ উভয় পদস্থ রাজকর্মকারিদি-

গকে স্বপরিবার লইয়া তথায় বাসকরিতে আজ্ঞা করিলেন । তাহাতে মূলতান্নের সুবাদার মল্লীক বইরাম রাজাজ্ঞা হেলনকরিলে মহারাজ তাঁহাকে দণ্ড করিবার জন্য তথায় স্বয়ং গমন করিলেন পরে তাঁহাকে দণ্ড করিয়া প্রত্যাগমনকালে দিল্লীর পথদিয়া গমন করিলেন । দিল্লী নগরের নিকটবর্তী হইবাতে মহারাজের সৈন্য মধ্যে অনেকেই স্বজন্ম ভূমিতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং তাহাতে মন্দ সন্তাবনা ভাবিয়া তন্নিবারণার্থে ঐ পুরাতন রাজধানীতে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিলেন তাহাতে সকলের এমত বোধ হইল যে তিনি একেবারে নূতন রাজধানী ত্যাগ করিয়া তথায় বাস করিলেন । কিন্তু নূতন রাজধানী স্থাপনের মনোরথ পুনরবার তাঁহার মনে উদয় হইল এবং তাহা পূর্ণকরিবার জন্য দ্বিতীয়বার ঐ দিল্লী নগর ভগ্ন করিয়া তথাকার সকল লোক সম-ভিব্যাহারে দৌলাতাবাদে বাসকরিতে গমন করিলেন । এইরূপে সহস্র লোকের পরিজনদিগকে সন্মুখরূপে দরিদ্র করণান্তর আপনার ঐ কল্পনা দঃসাপ্য বোধ করিয়া ঐ অভাগা লোকদিগকে দিল্লীতে গমন করিতে অনুমতি দিলেন কিন্তু প্রত্যাগমন কালে তন্মধ্যে অনেকেই দুর্ভিক্ষজন্য মরিল । তিনি এমত নির্দয় ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন যে তাহা বিশ্বাসযোগ্য হয় না । কোন এক কারণ বশত অকস্মাৎ কান্যকূজেতে গমন করিয়া ক্ষুদ্রদোষ ব্যতিরেকেও তদ্বাসি ও তাহার নিকটবর্ত্তি ব্যক্তিদিগকে বধ করিলেন । আর দক্ষিণদেশে একবার গমনকালে তাঁহার দন্তপীড়া হওয়াতে তিনি এক দন্ত হীন হইলেন তাহাতে রাজযোগ্য অতি জাঁকজমকের সহিত বীরনগরে উক্ত দন্তের কবর দিলেন ও তাহার উপর এক উত্তম সমাজ নির্মাইতে আজ্ঞা করিলেন এই বীভিষ্মারা বহুকালাবধি তাঁহার উন্নততার এক স্মরণীয় প্রমাণ ছিল । তিনি অধিক রাজস্ব লওয়াতে রাজ্য নিঃশেষ হইল আর কৃষিকার্যের দুঃখ নিবৃত্তি করিবার জন্যে তাঁহাকে রাজকোষ হইতে খনব্যয় করিতে হইল । কিন্তু উক্ত অনাহারি কৃষকেরা যে আগামি টাকা পাইয়া ছিল স্বীয় ভ্রুজব্যব্য জয়দ্বারা তাহা ব্যয় হইল সুতরাং ভূমিতে কর্ষণ হইল না । তাঁহার নানাবিধ বিপদ হইতে লাগিল তিনি অবশেষে মনে বিবেচনা করিলেন যে পেরগঘরের ধর্ম্মে উত্তরাধি-



কারী কালিফের আজানুবর্তী না হওয়াতেই উক্ত বিপদ ঘটি-  
 তেছে তাহাতে কালিফের আজা প্রীতি নিমিত্ত আরবদেশে এক  
 প্রতিনিধি দ্বারা অতি উত্তম উপঢৌকন পাঠাইলেন। তদনন্তর  
 কালিফের প্রেরিত প্রতিনিধি তাঁহার নিকট আসিতেছে এই সমা-  
 চার পাইবামাত্রই মহম্মদতমলক উক্ত প্রতিনিধির অভ্যর্থনা  
 জন্য আপন রাজধানী হইতে ছয় ক্রোশ অগম্বর হইলেন এবং  
 কালিফের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আপন মস্তকোপরি রাখিলেন। অন-  
 ন্তর আপন-পিতা প্রভৃতি পূর্বকালীন রাজা যাহারা কালিফের  
 বিনাঅনুমতিতে উক্তপদস্থ হইয়াছিলেন সর্বসাপারণের স্তবের  
 গুরু হইতে তাহাদিগের নাম কাটিতে আজা দিলেন আর আপ-  
 নার তৈজসাদি ও পরিচ্ছদাদিতে কালিফের নাম মুদ্রাঙ্কিত করি-  
 লেন ॥

এই সংক্ৰিপ্ত ইতিহাসে উক্ত রাজার অপরিমিত কর্ম বর্ণনাকরা  
 দুঃসাধ্য কারণ তিনি অন্ধবীর এবং অন্ধবাতুল ছিলেন বিশে-  
 যতঃ উক্ত ঘটনায় কিছুই নীতি শিক্ষা হয় না এই কর্মের ফল তাঁহার  
 প্রতি প্রজাদিগের মনোভঙ্গ ও তাঁহার রাজ্যের নানা প্রদেশে  
 রাজবিরোধ হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বেই রাজ্যের সুবাদারেরা  
 প্রথমে স্বাধীন হইয়াছিল এবং তদুদারাই মুসলমানেরা ভারতবর্ষে  
 অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য দুই শত বৎসরের পর  
 আকবর ভূপতির রাজত্বে উক্ত সুবাদারদিগকে শাসনদ্বারা  
 অধীন করাতে ভারতবর্ষের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইল। তিনি  
 সূতাবৎসরে তাতাদেশীয় রাজাকে শাস্তিদেওন জন্য সিদ্ধুনদী  
 তটে স্বয়ং গমন করিয়াছিলেন। এই তাতা নগরের ত্রিংশকোশ  
 অন্তরে উপস্থিত হইয়া মহরম করিবার জন্য তথায় দশদিন  
 বিশ্রাম করিলেন এবং তৎকালে অপরিমিত মৎস্য আহার করাতে  
 তাঁহার জ্বর হইল। অস্থির স্বভাব পুযুক্ত রোগোপযুক্ত বিশ্রাম  
 করিতে নাপারিয়া তিনি এক ক্ষুদ্র পোতে অর্থাৎ জাহাজে আরো-  
 হণ পূর্বক গমন করিয়া উক্ত নগরের ত্রিংশত ক্রোশ অন্তরে উপ-  
 স্থিত হইয়া ইংরাজী ১৩৫১শালে মরিলেন তিনি সপ্ত বিংশতি  
 বৎসর বিবাদে ও অসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥

মহম্মদ তগলকের রাজত্বের শেষে চিতোরের রাজবংশজাত হামির নামক এক জন ঐ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মহারাজের প্রতি-  
নিধিকে জয় করিয়া আপনি কেবল স্বাধীন হইলেন এমত নহে  
আরো মিউয়রের সীমাবিস্তীর্ণ করিয়া তৎশেষের পূর্বপুরুষদি-  
গের তুণ্য গৌরব পুনঃপ্রকাশ করিলেন। তৎকালে তিনিই ভারত-  
বর্ষের উত্তরস্থ হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে স্বাধীন ছিলেন। ভারতবর্ষের  
অন্য রাজবংশের পূর্ণরূপে লোপ হইল আলাউদ্দীন যে উদয়-  
পুরের রাজাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছিলেন তাঁহারা তৎকালে  
প্রবল হইয়া দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত অতিবর্দ্ধিমুরূপে রাজত্ব  
করিয়াছিলেন পরে যৎকালে সুলতানবাবরের রাজত্বকালে ভার-  
তবর্ষে মুসলমানেরা জয়ী হইয়াছিলেন তৎকালেই তাঁহারা পরা-  
ভূত হইলেন ॥

আরো দেকানদেশে প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর  
রাজার অধীন থাকিলেও মহম্মদ তগলকের রাজত্বের শেষ সম-  
য়েই ঐ প্রদেশের স্বাধীনতা হইতে ভিন্ন করিয়া তাহাকে স্বাধী-  
নরূপে স্থাপিত করিয়াছিল। দেকানের পরাক্রান্ত ও মান্য মুসলমান  
রাজাদিগকে সাধারণে বামনি বংশজাত কহিত। মহম্মদ তগলকের  
উত্তরাধিকারী নির্ধিরোধ স্বভাব যুক্ত রাজা ছিলেন এবং তিনি পূ-  
র্বোক্ত রাজবিশ্রোহী প্রদেশ সকল যাহা নন্দা নদী ব্যবধানে ভিন্ন  
ছিল তাহাতে আপনার শক্তি পুনঃস্থাপনের কোন উদ্যোগ করেন  
নাই সেই হেতু প্রায় দুইশত বৎসরের অধিক পর্য্যন্ত দিল্লীর সহিত  
দেকানদেশের কোন যোগ ছিলনা। সুতরাং আগরাও দেকানের  
বিষয় অন্য এক অধ্যায়ে কহিব ইহাতে মুসলমানদিগের মাগাজোর  
ঘটনার ইতিহাসে কোন ব্যাঘাত হইবেনা ॥

মহম্মদ তগলকের পর তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ফিরোজ তগলক রাজা  
হইলেন তাঁহার চরিত্র পূর্বোক্ত তাঁহার পিতৃব্যের চরিত্রের বিপ-  
রীত ছিল যেহেতু তিনি অতি ধীরস্বভাবপ্রযুক্ত অতিবিখ্যাত  
ছিলেন। যৎকালে তাঁহার পিতৃব্য মহারাজের মৃত্যু হইল তৎকালে  
তিনি শিবিরে থাকিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কর্মকারিদিগের সম্মতিদ্বারা  
রাজা হইয়াছিলেন। তাহাতে দিল্লীবাসী নবতি বৎসর বয়স্ক মৃত রা-  
জার কুটুম্ব খোয়াজা জিহাননানক ব্যক্তি এক বৃষ্টবৎসর বয়স্ক বালক

করেন। তৎকালে তৎকালের পুত্র কহিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন। এবং বোধ হয় তাহাও সত্য হইবে কিন্তু উক্ত বিষয়ে বিবাদ সম্ভাবনায় তদ্বিচারণ জন্য নদীবচনা দ্বারা কুলীনেরা ফিরোজের পক্ষ হইলেন তাহাতে খোয়াজাজিহানকেও তৎপক্ষ হইতে হইল। ইংরাজী ১৩৫১ খালে ফিরোজ দিল্লীতে আগমন করিয়া যাবৎ বার্ককা ও দুর্দলতা প্রযুক্ত অক্ষম না হইলেন তাবৎ প্রজাদিগের যথার্থ বিচার করিয়া-  
হিলেন এবং অতি মহত্বরূপে সাম্রাজ্যের কৰ্ম্ম নিক্কাহ করিয়া-  
হিলেন। পূর্বকালীন রাজার কুক্রিয়া জন্য যে সকল যুদ্ধ হইয়াছিল  
যদ্যপিও তাহাতে অনেকবার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তথাপি নিক-  
ষেগে থাকিতে ভুঁইছিলেন এবং তাহা প্রতিপালনার্থে যখন  
তাঁহার রাজ্যের উত্তমরূপে প্রদেশ সকল অনধীন হইয়াছিল তাহাতে  
তিনি কোন রাগ না করিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি দেশের  
উন্নতি দেখিতে সর্ব্ব থাকিতেন তাহার নিদর্শন জলসেচন বৃদ্ধি  
করণ জন্য নদীপার পর্য্যন্ত পঞ্চাশটা বাঁধ ও চত্বারিংশৎ মসজিদ  
ও ত্রিংশত বিদ্যালয় ও বিংশতি রাজকীয় অট্টালিকা ও একশত  
সরসি অর্থাৎ উত্তীর্ণস্থান ও দুইশত নগর ও ত্রিংশত কুণ্ড ও এক  
শত চিকিৎসালয় ও পঞ্চ গোরের উপরন্তু ও সাধারণের ব্যব-  
হারার্থে একশত স্নানঘাট ও দশটা স্রণার্থস্তুম্ব ও সাধারণের ব্যব-  
হারার্থে দশটা কুপ এবং সার্ব্বশত সেতু নগরের এই সকল নিৰ্ম্মাণ  
দ্বারা প্রকাশ আছে ॥

পূর্ববর্ত্তিরাজার রাজত্ব সময়ে মিউর ও দেকান দেশ তাঁহার  
সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়াছিল ইহা আমরা পূর্বেই কহিয়াছি।  
এই ফিরোজ রাজার রাজত্বকালে সিল্লিয়ায় ও বাজালায় রাজবি-  
দ্রোহ হওয়াতে সাম্রাজ্যের সীমা অতি সঙ্কোচিত হইয়াছিল। মহ-  
ম্মদ তৎকালের রাজত্বকালে তিনি যখন বাতুলবৎ দিল্লীস্থ লো-  
কদিগকে দৌলতাবাদে প্রেরণ করিতে নিযুক্ত ছিলেন তখন  
ককীরউদ্দীন বঙ্গদেশে আপনি স্বাধীন হইলেন এবং স্বনামে স্তব  
পাঠ ও মুদ্রা চলন করিলেন। ইতিহাসকেরা তাঁহাকেই বাজালা  
রাজার প্রথম স্বাধীন রাজা কহিয়াছেন কিন্তু দিল্লীর মহারাজ  
তাঁহাকে রাজবিদ্রোহী ভিন্ন জ্ঞান করেন নাই। ইংরাজী ১৩৪০  
খালে ককিরউদ্দীন রাজা হইলেন তাহার দুইবৎসর পরে আলি-

মবারিকনামক ব্যক্তি তাঁহাকে বধ করিল এবং ঐ আলিমবারিক-  
কেও তাঁহার পালিত ভ্রাতা হাজিএলিয়াস বধ করিল এই হাজি-  
এলিয়াসের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশ পুনরুজ্জয় করণার্থে মহারাজ  
ফিরোজ আগমন করিয়া তাহাতে নিরাশ হইয়া হাজির সহিত  
১৩৫৬শালে সন্ধিকরিলেন এবং তাঁহাকে স্বাধীন করিয়া তাঁহার  
রাজ্যের সীমা নিকূপণ করিলেন। অতএব যে সকল স্বাধীন মুসলমান  
রাজারা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের এই আরম্ভ  
আর সাধারণে তাঁহাদিগকে পূর্বা অর্থাৎ পূর্বদেশীয় রাজা কহিত।  
যে হাজিপুরনামক নগর এক্ষণে সাম্বৎসরিক মেলা ও ঘোড়দৌড়  
জন্য উত্তমরূপে বিখ্যাত আছে তাহা হাজিএলিয়াস স্থাপিত  
করিয়াছিলেন আর তদ্বারা অনুমান হয় যে এই রাজাররাজ্য  
উত্তর বেহার অবধি গুপ্তকীন্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ॥

চলন্ত শবৎসর রাজত্ব করণানন্তরই ১৩৮৭শালে ফিরোজ আপন  
পুত্র মহম্মদকে রাজ্যভার দিয়াছিলেন ঐ মহম্মদ দ্বিতীয় তগলক-  
নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঐ যুবরাজ রাজশক্তি পাইবানাত্রেই যুগ্মে  
মগ্ন হইলেন এবং তিনি রাজসভা হইতে বিজ্ঞ পিতৃমন্ত্রিদিগকে  
দূর করিলেন। তাহাতে উক্ত মন্ত্রিরা ঐ যুবরাজের কয়েক জন  
সৈন্যের সহিত একত্র হইয়া এক লক্ষ সৈন্য সংগৃহ করণপূর্বক  
শ্রীমঙ্গলপুরে প্রবেশ করিলে নগর রক্ষার্থে নিযুক্ত রাজ সৈন্যেরা  
বহুমত যত্ন করিতে লাগিল। তাহাতে দুই দিবসাবধি অতি তীব্র  
সংহার হওয়াতে মৃত সৈন্যের শবদ্বারা নগরের সমুদায় পথ  
বাপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয় দিবসে নগরস্থ সমুদায় লোক একত্র  
হইয়া যোদ্ধাদিগের ক্রোধ স্মরণ জন্য প্রাচীন রাজাকে যোদ্ধা-  
দিগের মধ্যস্থলে রাখিলেন। ঐ বৃদ্ধ রাজাকে দেখিয়া তাঁহার  
পুত্রের দলক্রান্ত সৈন্যেরা যুবরাজকে ত্যাগকরিয়া বৃদ্ধ রাজার সহিত  
মিলিল তাহাতে ফিরোজ পুনর্বার রাজশক্তি প্রাপ্ত করিলেন।  
কিন্তু আপনাকে রাজকাব্য নির্বাহ করণে অসমর্থ বুঝিয়া তাঁহার  
জ্যেষ্ঠপুত্র ফতেখাঁর পুত্র গয়াসউদ্দীনকে রাজ্যভার দিলেন পরে  
ইংরাজী ১৩৮৮শালে নবতি বৎসর বয়স্ক হইয়া মরিলেন। ঐ  
রাজা অতিজ্ঞানী ও ধীর ও কঠোর তৎপর ছিলেন এবং তাঁহার  
রাজত্বে রাজ্যের লোক সকল অতিশয় ঐশ্বর্যাশালী এবং সুখী

হইছিল। ইউরোপীয়েরা যিহুদিদিগকে যাদূশ ঘৃণাকরে ভারত-বর্ষীয়েরা আফগানদিগকে তদবধি তাদূশ ঘৃণাকরিত এই আফ-গানেরা যিহুদিবংশোৎপন্নরূপে কথিত আছে এই রাজাই প্রথমে তাহাদিগকে নির্ভয় করিয়াছিলেন ॥

উক্ত সম্রাটের মৃত্যুর পর দশবৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে নূনাস্থিক চারিজন রাজা হইয়াছিলেন। আর সম্রাট রাজ্যমধ্যে অরাজকেরন্যায় অতিশয় মন্দ অবস্থা হইয়াছিল। সম্রাট প্রদেশের শাসনকর্তারা সাম্রাজ্যের হীনবল দেখিয়া সন্ধি ভগ্ন করিলেন এবং ইতিহাসে লিখিত সকল জয়ী অপেক্ষা তৎকালে অতি ভয়ানক জয়ী আগমন পুরস্কার হিন্দুস্থান আক্রমণ করিল। ফিরোজের পৌত্র গয়াসউদ্দীন সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অতি গরিষ্ঠ ই-শ্রিয় সুখে মগ্ন হওয়াতে পঞ্চমাস মধ্যেই হত হইয়াছিলেন তাহাতে তাহার পিতৃব্যপুত্র আবুবেকর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যে সকল মোগলেরা মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল তাহারাই পূর্ক-কথিত দ্বিতীয় মহম্মদতুগলক যিনি ফিরোজের সময়ে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া তাহা হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন তাহাকে এই সম্রাট পাঠাইলেন যে এক্ষণে রাজ্য অধিকারী হইতে সচেষ্ট হও। তাহাতে তিনি একদল সৈন্য সংগ্ৰহ করিয়া দিল্লীতে যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া পরাভূত হইলেন। তৎপরে অনেক হিন্দু ও মুসল-মান রাজাদিগের সাহায্য প্রাপ্তে পুনর্বার সিংহাসন প্রাপ্ত্যর্থে চেষ্টাকরিতে দ্বিতীয়বারও পরাজিত হইলেন। তৃতীয়বার সৈন্য সংগ্ৰহ করিয়া প্রতারণাপূর্বক আবুবেকরকে দিল্লী হইতে বিংশতি ক্রোশ অন্তরে জলধর নামক স্থলে দূরকরিয়া আপনি অতি স্বরায় রাজধানীতে আগমন করিয়া তাহা অধিকার করিলেন। তাহাতে আবুবেকর তৃতীয়বার তাহার পশ্চাৎ পাবমান হইয়া তাহাকে জয় করিলেন। কিন্তু কিয়ৎপরেই আবুবেকরের সেনাপতিরা তাহাকে ত্যাগকরাতে আপন রক্ষার্থে তাঁহাকেও ধলাইতে হইল এবং তাহার বৈরী দিল্লীতে আগমন করিয়া দ্বিতীয়বার সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সুখ্যাতিব্যাভীত হুমায়ু-নর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। তৎপরে হুমায়ুননামক তাহার পুত্র প্রথমে উত্তরাধিকারী হইলেন কিন্তু অল্পকাল মধ্যে হুমায়ুনের

মৃত্যু হইলে তৃতীয় মহম্মদ তগলকনামক তাঁহার ভ্রাতা সিংহাস-  
নারোহণ করিলেন ভারতবর্ষে যাবদীয় সমুটি ছিলেন তন্মধ্যে  
তিনি অতি দুর্ভাগ্য ছিলেন । তিনি তৎকালে অল্পবয়স্ক ছিলেন সুত-  
রাং সভাসদেরা কুপরামর্শ করিতে লাগিল এবং তদৃষ্টে প্রদেশ-  
পাঞ্চেয়া রাজবিরোধী হইল । তৎকালে ঐ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত  
করিতে রাজ্যের নানা স্থানে ভিন্ন২ দলের কুপরামর্শ ও পুত্ৰ তা  
বিষয়ে লেখা কেবল পাঠক মহাশয়দিগকে বিরক্ত করানাত্র ।  
দিল্লী নগর মধ্যে দুইরাজ্য বাস করিয়া পরস্পর অস্ত্র ধরিয়া তিন-  
বৎসর পর্য্যন্ত এমত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন যে তাহাতে  
নদীর স্রোতের ন্যায় নগরের পথে যৌদ্ধদিগের শোণিত বহিয়াছিল ।  
অবশেষে একবলশ্রী নামক এক ব্যক্তি নগর মধ্যে এমত শক্তি পাই-  
লেন যে তাহাতে তৎপ্রভু কেবল নামমাত্রে মহারাজ রহিলেন ॥

এই সকল কলহ হওয়াতে রাজকীয় শক্তি ও মর্যাদার এমত  
হানি হইল যে তাহাতে মালওয়ার ও খণ্ডেশ ও গুজরাট এবং  
জয়ানপুর এই চারি প্রদেশ স্বাধীন হইল । ফিরোজ মহারাজের  
রাজত্ব সময়ে মালওয়ার সুবাদারি পদে দিলোয়ারখাঁ ঘোরী  
নিযুক্ত ছিলেন পরে ফিরোজের মৃত্যু হইলে রাজ্যমধ্যে ঘোরল-  
যোগ হইয়াছিল তৎকালে তিনি স্বাধীন হইয়া প্রথমত ধার  
নগরে যে স্থানে ভোজরাজার রাজধানী ছিল তথায় বসতি  
করিয়া তৎপক্ষর মান্দনামক অতি কঠিন দুর্গে বসতি করিয়াছিলেন ।  
ঐ ধার রাজ্য ভোজরাজার রাজধানীরূপে অতি বিখ্যাত ছিল ।  
সুলতান উপাধিদ্বারা মালওয়ার ঐ রাজবংশীয়েরা বিখ্যাত  
ছিলেন । গুজরাটের শাসনকর্তার অত্যাচারের বিষয় দ্বিতীয়  
মহম্মদ তগলকের কর্ণগোচর হওয়াতে তদমনার্থে পূর্বে হিন্দু ধা-  
কিয়া পরে মুসলমান ধর্মাক্রান্ত জাকরখাঁ নামক ব্যক্তি মোজাফ-  
ফরখাঁ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রেরিত হইলেন এবং মহারাজ  
তাঁহাকে কেবল রাজব্যবহার যোগ্য পাটলবর্ণের তাম্র ও শ্বেত  
বিতান দিয়াছিলেন । এই মত পরাক্রম প্রাপ্ত হইয়া এবং দিল্লীর  
রাজাকে হীনবল দেখিয়া মোজাফরখাঁ যে স্বাধীন হইয়াছিলেন  
তাঁহা আশ্চর্য্য জনক নহে । ফিরোজের সাম্রাজ্যকালে দেকানস্থ  
খণ্ডেশ প্রদেশের শাসনকর্তৃপদে মল্লিক রাজা নিযুক্ত হইয়া

হিলেন পরে ঐ মল্লিকও অন্য সুবাদারের ন্যায় দিল্লীর রাজার দুর্বলতা দৃষ্টে রাজাধীনতা ভাগ করিয়া স্বাধীন হইলেন। তিনি মালওয়া নিবাসী দিলওয়ারখাঁর সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন কিন্তু বোধ হয় যে তিনি আপনাকে গুজরাটের রাজার আজ্ঞাধীন মনে করিতেন। ফলতঃ উক্ত তিন নূতন রাজ্যমধ্যে গুজরাট রাজ্য বহুকালাবধি অতি প্রধান ছিল। খণ্ডেশের রাজবংশীয়েরা ফেরোখী নামক উপাধি দ্বারা বিখ্যাত ছিলেন। তৃতীয় মহম্মদ তগলকের মন্ত্রী খোয়াজাজিহান জুয়ানপুর রাজ্য স্থাপন করেন ঐ মন্ত্রী উক্ত প্রদেশের সুবাদারি কর্ষে নিযুক্ত হইয়া তৎকালের গোলযোগে রাজোপাধি গৃহণ করিলেন। তিনি জুয়ানপুরেই বাস করিতেন আর অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত যে ঐ রাজ্যের স্বাধীন রাজত্ব এবং অতি ঐশ্বর্য্য ছিল তাহা ঐ নগরের ভগ্ন দশা দেখিলেও সপ্রমাণ হয়। খোয়াজাজিহান গোরকপুর ও ভেরক ও দুয়াব এবং বেহার আপনার রাজ্যে সংলগ্ন করিয়া এমনত পরাক্রমশালী ও ভয়ানক হইয়াছিলেন যে বঙ্গদেশের ভূপতি হইতেও কর গৃহণ করিয়াছিলেন। জুয়ানপুরের রাজবংশীয়েরা সরকী উপাধি দ্বারা বিখ্যাত আছেন এবং সৰ্ব্বদা তাঁহাদিগকেই পূর্বদেশীয় রাজ্যকহে। এইরূপ ইংরাজী চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে দিল্লী সাম্রাজ্য পতিত হইল তাহার অধীন কেবল রাজধানীর নিকটস্থ দেশ মাত্র ছিল। কিন্তু তৎকালে উত্তম প্রদেশে রাজারা স্বাধীন ছিলেন এবং তাঁহারা নিম্নর ছিলেন ও স্বীয় নামে মুদ্রা চালাইয়াছিলেন এবং স্বনামে খতবা পাঠকরাইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের এইরূপ দুর্দশা শ্রবণ করিয়া দুর্দশা বৃদ্ধি করিতে তেমনলেন পশ্চিমস্থ উত্তমোত্তম দেশ নানক অসভ্য ও নির্ভর সৈন্য সাহিত্যে এই সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥

ইতিহাসে লিখিত জয়ি মধ্যে তৈমুর অতি নির্দয় ও মহৎ মোগল জাতীয় উত্তম বংশোদ্ভব রাজা ছিলেন আর তাঁহার পরিবারেরা বহুকালাবধি জঙ্গিষ খাঁর সন্তানদিগের দাস ছিল। তৈমুর সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার প্রভু খোরাসান এবং ট্রান্সক্সিয়ানা রাজ্যের রাজাকে কোন অতি মহৎ কর্মদ্বারা তুষ্টকরাতে ঐ রাজা তৈমুরকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত আপনার সহোদরার সহিত

তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় চারি বৎসরের মধ্যে তৈমুর ঐ রাজার অধীনতা ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার শ্যালকের মৃত্যুর পর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া সামরিক নগরে বসতি করিয়াছিলেন। যৎকালে তাঁহার চতুর্দিগস্থ সমুদায় রাজ্যের দাস হইল এবং তাহাতে নূতন রাজ্যস্থাপন করিতে কেবল সাহসীর অপেক্ষা ছিল এমনকালে তৎকর্মোপযুক্ত তৈমুর তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহার অসীম জয় দ্বারা জিত প্রদেশের রাজারা সহজেই অধীনতা স্বীকার করিলেন আর তিনি আসিয়ার নাশকর্তা এবং ইউরোপ মধ্যে অতি ভয়নাক হইয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য নাশদ্বারা নিষ্ঠুর আনন্দ করিতেন এবং তিনি কখনও বহু-মনুষ্য বধ করিয়া মৃত মনুষ্যদিগের ছিন্ন মণ্ডদ্বারা স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া আনন্দ করিতেন তিনি তিন বৎসরের মধ্যেই সমুদায় পারস্যদেশ ছিন্নভিন্ন করিলেন। এবং অতি দ্রুততা পূর্বক মহাভাতার দেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন পরে বলগানদীতীরে উত্তীর্ণ হইয়া সমুদায় ইউরোপকে ভয় করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের সাম্রাজ্যের গোলযোগ শূন্য করিয়া তৈমুর আসিয়ার পশ্চিমস্থ বহুদেশ যে রূপে অধিকার করিয়াছিলেন তদ্রূপ ভারতবর্ষ অধিকার করিতে মনস্থ করিয়া আপনার পৌত্র পীর মহম্মদকে সৈন্যে তথায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি মুলতান রাজ্যে অতিশয় বাধা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পিতামহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজী ১৩৮৮ শালের ১২ সেতম্বর তৈমুর স্বিনবতি দল আত্মরক্ষা সৈন্য লইয়া সিন্ধুনদীতে পারযোগ্য স্থানদিয়া পার হইলেন। তাঁহার সপ্তদশ শত বৎসর পূর্বে সেকন্দর সাহ সেই স্থানদিয়া পার হইয়াছিলেন। অটক নদী হইতে দিল্লীতে গমনকালে তৈমুর তাঁহার পৌত্র পীর মহম্মদের সৈন্যের সহিত একত্র হইবার জন্য তথাহইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গমন করিলেন। উক্ত যোগল সৈন্যরা মিলিত হইয়া বহুসৈন্য সাহিত্যে ভোটনিয়ের অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থল বেষ্টিত করিল তাহাতে ভদেশবাসীরা ঐ নগর ও দুর্গ ছাড়িয়া দিল কিন্তু পীর মহম্মদকে রোধ করিতে যে সকল ব্যক্তিরা অগুবর্তী হইয়াছিলেন তৈমুর তাহাদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে দুর্গ স্থিত সৈন্যেরা পুনঃ অস্ত্রধারণ করিয়া স্বীয় পুত্রদিগকে



বধ করিয়া আপনাদিগের প্রাণপণে অতিশয় সংগ্রাম করিল।  
 তাহার। যেকপে মরিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহাদিগের তাহাই  
 হইল তাহা দর্শনে তৈমুর ক্রুদ্ধ হইয়া নগর মধ্যে যাহাকে জীবিত  
 দেখিলেন সকলকেই বধ করিলেন এবং নগর দখল করিয়া হারফার  
 করিলেন। তৎপরে সুরগতী নগর আক্রমণ করণপূর্বক দখল করিয়া  
 তৎস্থান বাসিদিগকে বধ করিলেন। তদনন্তর তৈমুর যমুনানদী  
 পার হইয়া দুয়াবে উত্তীর্ণ হওয়াতে দিল্লীর মহারাজের সৈন্যেরা  
 একবলখানামক সেনাপতির আজ্ঞাপীনে তাহার পশ্চাৎধাবমান  
 হইয়া কিছু করিতে না পারিয়া তমগরে প্রত্যাগমন করিল তাহাতে  
 তৈমুর আক্রমণ করিবার সন্ধানার্থে ঐ নগরে আইলেন। তৎকালে  
 তৈমুরের শিবিরে যুদ্ধেপ্ৰত বহুব্যক্তি ছিল তাহাদিগের খাদ্য  
 যোগাওন তৈমুরের দুঃসাপ্য হইয়াছিল। একজন মুসলমান ইতি-  
 হাসক লিখিয়াছেন যে ঐ খাদ্যাভাব জন্য ও তাহাদিগের মধ্যে  
 অনেকেই নাস্তিক ছিল এই উভয় কারণে তন্মধ্যে একলক্ষব্যক্তিকে  
 বধ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তৎপরে সৈন্য লইয়া তৈমুর  
 আগমন করাতে দিল্লীর মহারাজও সুসজ্জিত একশত বিংশতি  
 গজাকর এবং বহুসৈন্য সাহিত্যে সংগ্রামার্থে অগ্নিসর হইলেন  
 তাহাতে যুদ্ধকালে প্রথম আঘাতেই গজাগুলেরা ভূমিতে পতিত  
 হইল তখন ঐ হস্তীর। মাহতশূন্য হইয়া অতিশয় তর্জ্জন গর্জন  
 পূর্বক মহারাজের সৈন্যের পশ্চাৎভাগে ধাবমান হওয়াতে ঐ  
 সৈন্যেরা অত্যন্ত ভীত হইল। তৈমুরের সুশিক্ষিত সৈন্যেরা মহা-  
 রাজের সৈন্যদিগের এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া বলপূর্বক আ-  
 ক্রমণ করাতেই মহারাজ সৈন্যে পলায়ন করিলেন। তৈমুরের  
 সৈন্যেরা নগরের পূবেশদ্বার পর্য্যন্ত পশ্চাৎধাবমান হইল। মহা-  
 রাজ রাষ্ট্রমধ্যে গুজরাটে পলায়ন করিলেন এবং তাহার মন্ত্রী  
 স্বরক্ষার্থে বিরণ নগরে পলায়ন করিল। পরে নগর মধ্যে যে সকল  
 পুমান লোকেরা ছিলেন তাহার। ঐ স্থল জয়কর্তাকে দিতেচাহিলেন  
 তাহাতে জয়ী করিলেন বহুধন দিলেই রক্ষাপাইবা তদনন্তর শুক্র-  
 বার তৈমুর স্বীয়াভীষি সিদ্ধি হওয়াতে অতিশয় সমারোহ করিয়া  
 অসভ্য আনন্দে মগ্ন রহিলেন আর উক্তকীর্তিদ্বারা আপনাকে  
 ভারতবর্ষীয় মহারাজরূপে পুচার করাইলেন কিন্তু তখন অবধি

তাহুতথা হইতে তুলেন নাই অতএব শিবিরে থাকিয়া উক্ত কর্মাদি নিষ্পন্নকরিয়া ছিলেন। ইতিমধ্যে নগরের কয়েক জন পুধান বাণিজ্য কারকেরা তৈমুরকে ধন না দিয়া স্বঃ গৃহমধ্যে দ্বার বদ্ধ করিয়া রহিলেন সুতরাং তাহাদিগের দমনার্থে তামু হইতে তৈমুরকে সৈন্য পেরণ করিতে হইল। মোগল সৈন্যরা জয়ে পুনঃ লুটকরিবার ইচ্ছায় দৌরাঙ্গা ব্যতিরেকে রহিলেন না নগর বাসিরা আপনাদিগের ধনাদি শত্রু গৃহীত বুঝিয়া এবং বিনিতাদিগের অপমান দেখিয়া আপনারাই স্বঃ স্ত্রীপুত্রদিগকে বধ করিলেন আর আপনাদিগের গৃহাদিতে অগ্নিদিয়া খড়্গহস্তে সৈন্যদিগের সম্মুখে আইলেন। নগরস্থ অগ্নি শিখা অতি উচ্চ হওয়াতে তৈমুর তাহাতে থাকিয়া তদ্রশনদ্বারা উক্ত গোলাযোগের পুথম সমাচার জানিতে পারিলেন। অনন্তর ঐ তৈমুর তামু হইতে সমুদায় সৈন্য নগর মধ্যে ছাড়িয়াদিলে তাহার। কিপর্য্যন্ত দৌরাঙ্গা করিল তাহা বর্ণনাপেক্ষায় অনুমানদ্বারা অনীয়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। ঐ যুদ্ধে নগর বাসিরা মহার্ঘ্যে আপনাদিগের পুণ্য বিক্রয় করিল অর্থাৎ পুণ্যপণে চেষ্টাকরিল। কিন্তু ঐ যুদ্ধের বিবরণ লেখক কহেন যে অবশেষে নগর বাসিদিগের মৃত্যুদ্বারাই তাহারদিগের অগ্নি সাহসের নিবৃত্তি হইয়াছিল। উক্ত ভাবতবর্ষের লুটদ্বারা যাবদীয় ধন ঐ রাজধানীতে দইশত বৎসরের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ জয়ী সে সমুদায় ধনই লইলেন। উক্ত ধন বিষয়ে এমন বাহুল্যরূপে লিখন আছে যে তাহা বিশ্বাস্যনহে ॥

তৈমুর ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঐ নগরে বাসকরিয়া স্বদেশে পুত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন কারণ সাম্রাজ্য অধিকার করণে তাহার মানস ছিলনা কেবল আপন গৌরব পুকাশ করিতে ও লুটের ধন লইতে চেষ্টাছিল তাহা সঙ্গত হইল। তিনি স্বদেশে পুত্যাগমন কালে পথিমধ্যে মিরট নগর অধিকার ও নষ্টকরিয়া যেমূল হইতে মহাপুণ্যময়ী নদী অর্থাৎ গঙ্গা নির্গতা হইয়াছেন সেইপর্য্যন্ত পৌত্তলিক হিন্দুদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে হিমালয় পর্ব্বতের দ্বার অধি গমনকরিয়াই সঙ্গস্থানেই অতিশয় নাশ ও দৌরাঙ্গা করিয়া বিজুনদী ও উপস্থিত হইয়া মুলতান ও দেবলপুরের সুবাদারিতে খিজরখানাকে একব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু তাঁহার কতৃক হিন্দুস্থান আক্রান্ত হওয়াতে তৎদেশীয়দিগের পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ যে পুরস্কাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাতে অনাযোগ্য না করিয়া তৈমুর কেবল হিন্দুস্থানের মহারাজনামধারণ করিয়াই কাবুলদিয়া সামারকান্দে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ইংরাজী ১৩৯৮ শালে তৈমুর আক্রমণ করিয়া পুস্থান করেন তদ-  
বধি ১৪১৪ শাল পর্যন্ত ঘোড়শ বৎসরের মধ্যে যে অত্যন্ত পুদেশ দিল্লীর মহারাজের অধীন ছিল তাহাও পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ করিতে লাগিল । তৎকালে ভারতবর্ষীয় পুদেশ মাত্রেই রাজ শাসনের স্থিরতা বা সুনিয়ম ছিলনা । ক্ষুদ্র পুদেশের সুবাদারেরা পুতোকেই আপনাদিগের অধিকার মধ্যে রাজবিজ্রোহী হইয়া স্বাধীকার রক্ষা করণে অক্ষম রাজার অধীনতা ত্যাগ করিল সেই সময়ে মহম্মদ তগলক হীন বল পুযুক্ত কেবল নাম মাত্রে সমুটি ছিলেন অতএব জীবনাবধি যথার্থ রাজপরাক্রম ভোগ করিতে পারেন নাই । যেরাজিতে তৈমুর দিল্লীসংমুখে তাঁহার সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন সেই রাজিতেই মহম্মদ তগলক গুজ-  
রাটে পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত স্থানের রাজা তাঁহাকে অনাদার করাতে তিনি অতি শীঘ্রই তৎস্থান পরিত্যাগপূর্বক মালওয়ার রাজা দিলোয়ারজঙ্গের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণ লইলেন । তৎপরেই তিনি দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে তৈমুরের দৌরাঙ্গোয় শেষ হইয়াছে কিন্তু একবলার্থা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নামে রাজ্যাধিকারী হইয়া সকল শক্তি গৃহণ করিয়াছেন সুতরাং মহম্মদকে অবশেষে কেবল কান্যকুব্জের কর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল । কিন্তু তৎকালে উক্ত মন্ত্রী রাজ-  
কার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন এবং বিজ্রোহী রাজাদিগকে দমন করিবার চেষ্টাকরাতে কয়েক প্রদেশের সুবাদারেরা অধীন হইয়াছিল কিন্তু তদ্বারা অধিক লোভাক্ষত হইয়া মুলতান ও দেবলপুরের সুবাদারিতে তৈমুর কতৃক নিযুক্ত খিজরখাঁর সহিত অতি অহঙ্কারপূর্বক যুদ্ধ করিয়া পরাভূত হইয়া ইংরাজী ১৪০৫ শালে মারা পড়িলেন ॥

অতঃপর দুর্ভাগ্য মহম্মদ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বাভা-  
বিক হীনবল হইয়াও প্রাণপণে চেষ্টাকরাতে যথার্থ মহারাজ

হইলেন। কিন্তু খিজরখাঁ রাজসিংহাসনকে প্রায় স্বাধিকৃত জ্ঞান করিয়াছিলেন ঐ মহাসম্মানাকাঙ্ক্ষী সেনাপতি মহারাজকে দুইবার বেঁটন করিয়াছিলেন কিন্তু খিজরখাঁ দুইবারেই অসিদ্ধ হইয়া উক্ত বেঁটন ত্যাগকরিয়া পলায়ন করিলেন। তথাহইতে খিজরখাঁ স্থানান্তর হওনের পর মহম্মদ এক দিবস যুগয়া করিতে গিয়াজুর গুল্ল হইলেন পরে ঐ রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত বিনা গৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদ্যপিও তিনি উক্ত কালমধ্যে কখনও সিংহাসনোপনিষ্ট হইতেন তথাপি কখন রাজ্যভোগকরিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎকালক বংশীয় রাজাদিগের সাম্রাজ্যের শেষ হইল। তাঁহার মরণের পর দুইবৎসর মধ্যে ঘটিত মহনু অশান্তি সৈন্য লইয়া খিজরখাঁ তৃতীয়বার যুদ্ধার্থে দিল্লীতে আগমন করিয়া ইংরাজী ১৪১৪শালে সিংহাসনারোহণ করিয়া সাম্রাজ্যনামক মুসলমানদিগের পঞ্চম সম্রাটবংশ স্থাপন করিলেন।

দিল্লীশ্বরের দুর্দলতা প্রযুক্ত যে রাজ্য নতুন স্বাধীন হইয়াছিল তদ্ব্যপ্তে তখন পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশ দিল্লীশ্বরের নিকটে থাকিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিত তদন্তঃপাতি জয়ানপুরও অন্যত্র প্রদেশের ন্যায় দিল্লীর রাজার অধীনতা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বহুক্লেশ দিয়াছিল এবং তৎকালে দিল্লীস্থ সম্রাট ঐ জয়ানপুরের রাজাকে দমন করণার্থে গুরুতর উদ্যোগ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে সাম্রাজ্যবংশ স্থাপন হওনের পূর্বে অর্থাৎ ষড়কালে দিল্লীর অধীনস্থ রাজারা দিল্লীশ্বরের অধীনতা ত্যাগকরিয়া ছিলেন সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট জয়ানপুর অধিকার করণার্থে তিনবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যেরা গঙ্গার উভয়তীরে থাকিয়া কেবল পরস্পর মুখামুখি করিয়া সংগ্রাম না করিয়াই পলায়ন করিয়াছিল। যে ভূপতি জয়ানপুরে প্রথমে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার মরণান্তর ইবরাহিম শাহনামক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে যাবদীয় প্রতিষ্ঠানিত ভূপতি ছিলেন তদ্ব্যপ্তে তিনিই যশস্বী ছিলেন। যদ্যপিও তিনি অনেকবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তথাপি স্বীয় রাজ্যের লোকদিগকে অবিরোধে রাখিতে

এবং বিদ্যাবৃদ্ধি করিতে অতিশয় আনন্দিত হইতেন। তাঁহারি রাজত্বে জয়ানপুরের রাজসভা এমন সুশীলা ও বিখ্যাত হইয়াছিল যে তদ্বারা দিল্লীর নির্ণাম হইয়াছিল। ইব্রাহিম চতুর্বিংশৎবৎসর পর্য্যন্ত অতিসুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

সায়দ বংশ । দিলোলিলৌদীর অতিশয় পরাক্রম প্রাপ্তি। আলাউদ্দীনসায়দকে রাজ্য চ্যুত করিয়া তিনি দিল্লীতে রাজা হন। মালওয়ার রাজা সুলতান হন। চিতোর। মামুদখাঁ খিলিজি মালওয়ার রাজ্যের সিংহাসনোপবিষ্ট হন। তাহার চরিত্র ও যুদ্ধকীৰ্ত্তি। তিনি গুজরাট রাজ্য অধিকার করেন ॥

ইংরাজী ১৪১৪শালাবধি ১৪৫০শাল পর্য্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরমাত্র সায়দবংশীয় রাজারা দিল্লীতে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। সায়দ বংশের উৎপত্তি পেগঘর অর্থাৎ মহম্মদ হইতে হয় ইহা যথার্থ অথবা কাগ্ননিক ইহার কিছুই স্থির নাই। এই বংশের প্রথম লম্বাট খিজরখাঁ সপ্ত বৎসরের অধিক রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রজা থাকিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন এজন্য তাঁহার প্রতি দ্বেষ নিবারণার্থে রাজনান ধারণ না করিয়া তৈমুরের সুবাদার নামে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহারি নাম মুদ্রায় ও স্মৃতিতে রাখিয়াছিলেন। কতিপয় ক্ষুদ্র রাজারা তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার অধীনতা ত্যাগ করিলে তিনি যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে অধীন করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে প্রধান ব্যক্তিরাই স্বাধীন ছিলেন ॥

ইংরাজী ১৪২১শালে তৎপদে তাঁহার পুত্র মুবারিক উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় উক্ত প্রকার যুদ্ধ বিরক্ত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। পণ্ডিত নিবাসি কলমরখাঁ নামক একজন দস্যু স্বদেশীয় বহু লোককে আপনার অধীনে রাখিয়া মুবারিকের বলবন্ত শত্রু হইয়াছিল। মুবারিক তাঁহাকে দমনার্থে অনবরত সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহার কিছু করিতে পারেন নাই। মহারাজের সৈন্যেরা তাঁহাকে যখন বিরক্ত করিত তখন তিনি আপনি পর্ব্বতের দুর্গমস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া মহারাজের সৈন্যেরা রণস্থল হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর্ব্বত

হইতে নীচে আসিয়া বহুমুখ্য যে২ অব্য পাইতেন তাহা লইয়া প্রস্থান করিতেন। তিনি এমত অহঙ্কারী হইলেন যে নিকটবর্তি রাজাদিগের সহিত মিল করিয়া মহারাজকে অতিশয় বিরক্ত করিতে লাগিলেন। মূবারিক অতি প্রশংসা যোগ্য ছিলেন এবং তিনি কখন ক্রোধ করিতেন না এজন্যে অতিশয় মান্য ছিলেন কিন্তু তৎসময়োপযুক্ত তেজস্বী ছিলেননা। তাহার সিংহাসনোপবিষ্ট হও-নকালে দিল্লীরাজ্যের যেপর্য্যন্ত সীমাছিল তিনি তদপেক্ষায় বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। ইংরাজী ১৪৩৫শালে কতিপয় হিন্দুরা এক মসজিদের ভিতর তাহাকে বধ করিলেক কিন্তু তিনি ঐ হিন্দুদিগের কোন অপকার করেন নাই ॥

মুবারিককে বধ করিবার নিমিত্ত যে ষড় মন্ত্ৰ হইয়াছিল তন্মধ্যে শরবর উল্মুলক প্রধান ছিলেন এই উল্মুলক মৃত সন্ন্যাসীর পুত্র মহম্মদকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন এবং তাহাতে মহম্মদও তাহাকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। শরবর উল্মুলক ও হিন্দু জাতীয় মিত্রদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন এবং কুলী-খাঁকে আপনার নায়েবি কর্মে নিযুক্ত করিলেন। পূর্বরাজার রাজত্ব কালে যে সকল কুলীনেরা ধনশালী হইয়াছিলেন উক্ত মন্ত্রী তাহাদিগের সন্ন্যস্তি অপহরণ করিবার ইচ্ছা করিতে তাহার ঐ অভিলাষ অবগত হইয়া রাজবিরোধী হইলেন। তাহাতে তদ্রমনার্থে কুলীখাঁ প্রেরিত হইলেন। কিন্তু ঐ প্রিয়পাত্র ও উচ্চাভিলাষী হইয়া সৈন্যে রাজবিরোধিদিগের সহিত মিলকরিলেন এইরূপে মিলিত সৈন্যেরা দিল্লীতে মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল। কিন্তু দিনে২ মন্ত্রীর দলমুদিগকে জীব দেখিয়া মহারাজ ঐ বিরোধিদিগের সহিত সন্ধি করাতে অবশেষে তাহাদিগের ক্রোধে ঐ মন্ত্রীকে বধ করিলেন। পরে ঐ রাজবিরোধী কুলীনেরা রাজশাসনের ভার স্বহস্তে পাইয়া আপনাদিগকে ও নিজ বন্ধুবর্গকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন এবং কুলী-খাঁকে প্রধান মন্ত্রী করিলেন। ইতিমধ্যে মহারাজ তাহার পিতার অনবরত বিরক্তকারি শত্রু জসরতকে দমনার্থে গমন করিয়া ঐ জসরতের সমুদায় দেশ লুটকরিলেন। পরে মহম্মদ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে আসক্ত হইলেন তাহাতে রাজশাসনের

শিখিয়া হইল এবং বিলোলি লোদীনাংক আকগান জাতীয় উচ্চাভিলাষী একজন মুলতান দেশ অধিকার করিলেন কিন্তু তিনি মহারাজের সৈন্য কতক পরাজিত হইলেন। তৎপরে ঐ বিলোলি লোদী পুনশ্চ নূতন সৈন্য সংগৃহ করিয়া মহারাজের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া দিল্লীতে মহারাজের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু দিল্লীতে আসিবার পূর্বে মহারাজকে এই সমাচার পাঠাইলেন যে যদ্যপি তিনি আপন প্রধান মহিলাকে বপ করেন তবে যুদ্ধ না করিয়া বিলোলিলোদী তাঁহার অনুগত হইবেন। এবং মহারাজও এমত কাপুরুষ ছিলেন যে বিলোলি লোদীর প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন। তাহাতে মহারাজের এইরূপ কাপুরুষত্ব দেখিয়া অন্যান্যরা মহারাজকে অমান্য করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মালওয়ার রাজা দিল্লী হইতে ক্রোশান্তে সৈন্যে যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। তাহাতে মহারাজ বিলোলিলোদীর সাহায্য প্রার্থনা করিলে বিলোলি লোদীও ক্রীণবল মহারাজকে রক্ষাকরিতে ত্বরায় আসিয়া মালওয়ার রাজার সহিত যুদ্ধ করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন নিষ্পত্তিজনক ফল হইল না। পরন্তু সেই রজনীতে মালওয়ার রাজা ক্রমশঃ দেখিয়া সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এবং মালওয়ার রাজার সৈন্যেরা মহারাজের এমত ভীতিজনক ছিল যে তাহাদিগের দোহায়া হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ঐ সন্ধিতে মালওয়ার রাজা জেত নিয়ম করিতে বাধ্যকরিলেন মহারাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তৎপরে অতি শীঘ্রই এক সন্ধি হইল। কিন্তু তৎকালে বিলোলি লোদী পূর্বাশঙ্কায় মহারাজকে অধিক তুষ্ট করিয়া ঐ সন্ধিপত্রের নিয়ম অমান্য করিলেন এবং মালওয়ার রাজার সৈন্যদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সম্বর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এইরূপ জয় হইলে মহারাজ ঐ মহাপরাক্রমশালী বীরকে নূতন উপাধি দিয়া তাঁহার পুরস্কার করিলেন এবং তদবধি তাঁহাকে মুলতানের রাজশাসনে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু বিলোলি লোদী উক্ত রাজবিদ্রোহী জনরতকে দমন না করিয়া আপন সৈন্য সংগৃহ করণপূর্বক দিল্লীতে যুদ্ধার্থে গমন করিয়া চারিমাংস অবধি দিল্লী নগর বেষ্টিত করিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারি-

লেন না। সায়দ মহম্মদ কোন সুখ্যাতি বাতিরেকে দশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১৪৪০ খ্রীঃ অব্দে মরিলেন। এবং তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন।

আলাউদ্দীন সায়দ তাঁহার পিতা অপেক্ষায় অধিক হীনবল ছিলেন তন্নিমিত্তে ঐ রাজবংশের শীঘ্রই পরিবর্তের সম্ভাবনা হইল। এই নিধন রাজার অধিকার কেবল দিল্লীর পার্শ্বস্থ অল্প স্থানেই ছিল। ঐ সাম্রাজ্যের নান্যস্থানে ত্রয়োদশ রাজারা স্বাধীন হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ নির্দোষ আলাউদ্দীন রাজ্যের চতুর্দিকস্থ রাজাদিগের ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকিয়াও আপন রাজ্য রক্ষার্থে কোন উদ্যোগ না করিয়া বৃন্দাউনের উদ্যানে মৌর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিলোচি লোদী দিল্লী রাজ্য স্থানী অধিকার করিবার নিমিত্ত মহারাজকে ভয় দশাইতে লাগিলেন মহারাজ তন্নিবারণের উপায় চিন্তা করিতে মন্ত্রিদগকে সভামধ্যে আহ্বান করিলেন। তাহাতে মন্ত্রিরা প্রত্যাবর্তীকৃত মহারাজকে কহিল যে এই সকল বিপদের মূল্যস্বরূপ প্রধান মন্ত্রী হামিদকে পদচ্যুত করুন। তাহাতে মহারাজও তাহাদিগের চক্রে পতিত হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রিকে মর্দন করিবার জন্য কারাবদ্ধ করিলেন কিন্তু ঐ মন্ত্রী বৃন্দাউন হইতে পলাইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজবাটীর বাবদীয় খাজা সে সকলকে মহারাজের নিকট প্রেরণ করিল। তাহার পন লইলেন এবং বিলোচি লোদীকে সিংহাসনোপদিষ্ট হইতে আহ্বান করিলেন। তাহাতে ঐ উচ্চাভিলাষী প্রধান সেনাপতি দিল্লীতে গমন করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন আর তদবধি সায়দ বংশীয় রাজত্বের লোপ হইল। ঐ নির্দোষ মহারাজ রীতিমত আপন সিংহাসন উক্ত সেনাপতিকে দিয়া আপনি সর্ব্ব সপ্তজনক উদ্যানে গমন করিলেন এবং তাঁহার স্থানে বৃদ্ধি ভোগ করিতে লাগিলেন। ঐ রূপে অসুখবিশিষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত গুমাসুখভোগ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৪৫০ খ্রীঃ অব্দে সায়দ বংশের শেষ হইয়াছিল ॥

অতঃপর আমরা ঐ ষট্টিবংশ বৎসরের মধ্যে গুজরাট ও মালওয়া এবং খণ্ডেশ রাজ্যের সংক্ষেপে বিবরণ করি। মালওয়ারাজ্য যে দিলওয়ার সুলতান প্রথমে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন ইংরাজী



১৪০৫শালে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি তৎসিংহাসনে নিজপুত্র মুল-  
তান হুসংকে উপবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই মুলতান হুসং  
অতি চঞ্চল ও অসভ্য ছিলেন যদ্যপিও সম্ভবিসংখ্য বৎসর  
পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সর্বদাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত  
থাকিতেন তথাপি কোন যুদ্ধে জয় হইল নাই। সাধারণে সন্দেহ  
করেন যে তিনি পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন তাহাতে দিলওয়ার মুল-  
তানের প্রিয় সুহৃদ মোজ্জফরসাহ নামক গুজরাটের রাজা এই  
অনুমেয় পিতৃহত্যাকারির সহিত যুদ্ধার্থে অতি শীঘ্রই সৈন্যে  
তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে অংগেধ করিলেন এবং নিজ সেনা-  
পতি মধ্যে এক জনকে মালওয়ার রাজশাসনের ভার দিয়া গমন  
করিলেন। গুজরাটের রাজার পৌত্র আহমদের বন্দিশালায় মুল-  
তান হুসং বদ্ধ রহিলেন কিন্তু মালওয়াতে কতিপয় ব্যক্তি রাজ-  
বিরোধী হইলে হুসংকে কারাহইতে মুক্ত করিতে আহমদ আপন  
পিতামহের প্রতিজ্ঞা জন্মাইলেন। তদনুযায়ী হুসং উক্তানুগত  
স্বরণ করাপেক্ষায় পূর্বোক্ত অপমানই উত্তমরূপে স্বরণে রাখি-  
লেন। হুসং আপন পৈতৃক সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয়  
রাজ্যের সমীপস্থ রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন কিন্তু  
অন্য অপরেক্ষায় গুজরাট অধিকার করিতে অতিশয় মনোযোগ  
করিতে লাগিলেন গুজরাট তখন ঐ আহমদ সাহের অধিকারে  
ছিল। উক্ত নিকটবর্তী ভূপালদিগের পরস্পরের নামাবিধ সংগ্ৰা-  
হের বিবরণ লেখা কেবল পাঠক মহাশয়দিগকে বিরক্ত করা-  
য়াকেননা উক্ত সকল যুদ্ধে রাজার শক্তি বৃদ্ধি না হইয়া বরং  
লোকদিগের সুখনাশ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই মাত্র লেখা  
উচিত যে মালওয়ার বিদগিরি পর্বতে মান্দনামক এক অতি  
কঠিন দুর্গ ছিল তথাহইতে নর্মদানদী দেখাযাইত আহমদ কোন  
সময়ে ঐ দুর্গ বেষ্টিত করাতে প্রায় ছয়মাস পর্যন্ত এই বেষ্টিত  
থাকিবে হুসং ইহা মনে স্থির করিয়া পশ্চিমে ছোটক বিক্রয়  
রূপে হুদাবেশে লুট করিতে উড়িয়া উত্তীর্ণ হইয়া ঐ দেশের  
রাজবাটীহইতে বহুমূল্য গজাদি লুট করিলেন। কিন্তু মান্দতে  
প্রত্যগত হইয়া দেখিলেন যে তখন পর্যন্তও আহমদসাহ বেষ্টিত  
করিয়া আছেন ॥

আমরা গত এক অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে ইংরাজী চতুর্দশ শত  
শালে সর্বসম্পাদনে রাজাজালধ্বন করেন তখন হিন্দুজাতীয় চি-  
তোর অথবা মিউয়ার রাজ্যের মহীপাল কেবল স্বাধীন হইয়া  
ছিলেন ও ঐ স্বাধীনতা দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত ছিল। সুলতান  
হুমায়ূন রাজত্বকালে উক্ত হিন্দুরাজ বংশোদ্ভব কুম্ভনামক ব্যক্তি  
তথায় রাজা ছিলেন তিনি কুমলনিয়র রাজ্যের সংস্থাপক অতি  
প্রসিদ্ধ রাজা পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত মিউয়ারে রাজত্ব করিয়া শিল্প  
বিদ্যা ও দুর্গ ও উত্তম অট্টালিকা ও জয়বিষয়ক স্মৃতিস্মারক ঐ  
রাজ্যকে অতি শোভিত করিয়াছিলেন।

সুলতান হুমায়ূন আপনার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া ইংরাজী  
১৪৩২ শালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গিজনীখাঁকে সিংহাসনাভিষিক্ত ক-  
রিতে স্থির করিলেন কিন্তু মহম্মদখানামক তাঁহার প্রধান মন্ত্রিকে  
রাজ্যাকাংখ্যে অতি পরিপক্ব দেখিয়া মনে সন্দেহ করিলেন যে পাছে  
তিনি রাজপুত্রকে সিংহাসনচ্যুত করেন তিনি নিজে রাজা স্ববৎ-  
শের স্বত্ব রক্ষা জন্য ঐ মন্ত্রিকে শপথদ্বারা স্বাকার করাইলেন।  
তৎপরে সুলতান হুমায়ূন রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগিজনীখাঁ রাজা  
হইলেন যদ্যপি কুলীনেরা ঐ গিজনীখাঁকে গুরুতর বাধা দিয়া  
ছিলেন তথাপি তাঁহার প্রধান মন্ত্রীই তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন  
করেন পরে ঐ রাজা মহম্মদের প্রতি ভগ্নাচ্যুত হওয়াতে তিনি বুঝি-  
লেন যে যখন প্রভু তাঁহার প্রতি কৃতঘ্নতা সন্দেহ করিয়াছেন তখন  
তাঁহার প্রাণ রক্ষা হওয়ার কারণ প্রভু সন্দেহের পরেই প্রাণ  
হত্যা হইয়া থাকে সুতরাং তিনি বিমপান করাইয়া রাজার প্রাণ  
নষ্ট করিয়া ইংরাজী ১৪৩৫ শালে আপান সিংহাসনোপবিস্ত হই-  
লেন তাহাতে মালওয়া রাজ্যে খিলিজী বংশীয় নূতন রাজা প্রথম  
স্থাপিত হইলেন।

আমরা পূর্বে লিখিয়াছি যে মোজ্জুরখাঁ গুজরাটে প্রথম মুস-  
লমানি রাজ্য সংস্থাপক ছিলেন। এই মোজ্জুরখাঁ ইংরাজী ১৪১১  
শালে আহম্মদসাহ নামক তাঁহার পৌত্রকে সিংহাসন দান করি-  
য়াছিলেন। এই রাজা মতিমান ও সাহসী ছিলেন এবং তিনি  
একত্রিশত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ঐ রাজত্বকালে  
নিকটস্থ মুসলমান অথবা গুজরাটস্থ হিন্দু রাজারা যাহারা তখন

পর্যন্ত পরাজিত হন নাই তাঁহারদিগের সহিত সর্বদাই কেবল যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন । তাঁহার প্রথম রাজত্ব সময়ে সবারমতী নদী-তটে এক নূতন রাজধানী স্থাপিত করিয়া স্বনায়ে তাহার নাম আহম্মদাবাদ রাখিলেন । তাহাতে মুসলমান ইতিহাসকে রা-  
জ্যকে অতিশয় প্রসংসা করিয়াছেন এবং ঐ নগরকে ভারত-  
বর্ষ মধ্যে অথবা পৃথিবী মধ্যে অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া-  
ছেন । আহম্মদ দক্ষিণ ভ্রম করণকালে মাহিনামক উপদ্বীপ অধি-  
কার করিয়াছিলেন তদবধি তাহার নাম বোঘাই হইল । তৎ-  
পরে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া দেকান দেশস্থ বামনি জাতীয়  
রাজার সৈন্যদিগের সহিত তাহার সংগ্রাম হইল । দেকানের  
রাজাও সমুদ্রতীরে হইতে আপনাদিগের অধিকারের উত্তর  
ভাগীনা বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতে ছিলেন তাহাতে উভয় দল মধ্যে  
যুদ্ধ হইল । তৎপরে মহম্মদ খিলজী কর্তৃক মালওয়া রাজসিংহা-  
সন অপহৃত হইয়াছে ইহা শুনিয়া আহম্মদ তাঁহাকে আক্রমণ  
করিতে সৈন্যে গমন করিলেন কিন্তু ঐ রাজা স্বীয় বুদ্ধির উত্তম-  
ভায় ঐ যুদ্ধে জয়ী হইয়া নিশ্চিন্তরূপে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন ।  
১৪৪৩শালে আহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মহম্মদ সাহ  
তৎপরে উত্তরাধিকারী হইলেন এই রাজাকে তাঁহার প্রজারা  
মহাকপাল উপাধি দিয়াছিলেন কিন্তু ঐ রাজার চরিত্র শুবণে  
রোহ হয় যে তিনি উক্ত প্রধান পদের অযোগ্য ছিলেন । আহম্মদ  
সাহ মালওয়ার মহম্মদকে যে অপমানগুষ্ট করেন তিনি তাহাতে  
ক্রুদ্ধ থাকিয়া প্রতিফল দিবার জন্য নব্য মহম্মদ সাহের দূর্বল  
স্থায় সময় পাইয়া একলক্ষ সৈন্য সাহিত্যে তথায় গমন করি-  
লেন । তাহাতে ক্রোধবল রাজা মহাদ্বীপস্থ অধিকার ত্যাগকরিয়া  
সেস্থান হইতে পলায়ন করিয়া ডিউনামক উপদ্বীপে লুকাইয়া  
রহিলেন ঐ স্থলে তাঁহার রাজকর্ম কারিরা রাজ্যকে কুমন্ত্রণা দিয়া  
তাঁহারি দ্বারা বিবপান করাইয়া ইংরাজী ১৪৫১শালে রাজার  
প্রাণ নষ্ট করাইলেন । তৎকালে গুজরাট মহম্মদের অধিকারে  
রহিল এবং তাহার স্বাধীন রাজত্ব লোপ হইবার উপক্রম হই-  
য়াছিল তাহাতে তাহার রক্ষা বিষয় পশ্চাৎ লেখাযাইবে । লোদি-  
সংশোদ্ভব আক্খান জাতীয় রাজাদিগের দিগ্বীতে রাজত্ব বিষয়ে

## চতুর্দশ অধ্যায় ।

বিলোলি লোদী । দিল্লীর সহিত জুয়ানপুরের সংযোগ । মেক-  
লর লোদি । ইবরাহিম লোদী । মুলতান বাবর । মোগল রাজত্ব  
স্থাপন । গুজরাট হইতে মালওয়ার মহম্মদ সাহের দূরীকৃত হওন ।  
মিউয়্যারের রানাবংশীয় কুটুম্ব । মালওয়াতে গয়াসউদ্দীনের আশ-  
ন্যাপূর্বক রাজত্ব করণ । গুজরাটীহিপতি মহম্মদ সাহের কাৰ্জি ।  
গুজরাটদেশস্থদিগের পৌৰ্ণবিস জাতীয়দিগের সহিত জলপথে  
যুদ্ধ । মালওয়ার শেষ রাজা মহম্মদের পরাজয় এবং ঐ রাজ্যের  
স্বাধীনতার শেষ ।

ইংরাজী ১৪৫০ শালে বিলোলি লোদি অপহরণ দ্বারা দিল্লীতে  
রাজ্য হইয়া তাহার প্রভু মহারাজকে কিঞ্চিৎ বৃত্তি দিয়া বৃন্দা-  
উনের উদ্যান আবাদ করিতে প্রেরণ করিলেন তিনি প্রায়গান  
জাতীয়দিগের প্রথম রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন । উক্ত জাতী-  
য়েরা দিল্লনদীর পশ্চিমতটে বাস করিয়া পাতশা এবং বিলুতানে  
বিশেষরূপে বাণিজ্য করিত । তাহাতে সকলে উক্ত জাতীয়দিগকে  
ঘণা করিত কিন্তু ফিরোজ রাজা হইয়া তাহাদিগকে সমাদর  
করিয়াছিলেন । উক্ত রাজবংশ মধ্যে ক্রমান্বয়ে তিনজন যটসমুদ্র  
বংশের পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । বিলোলির পিতামহ ইবরা-  
হিম ফিরোজের রাজসভায় গমন করেন এবং তথায় এমনত মান্য  
হইলেন যে মহারাজ তাহাকে মুলতানের রাজশাসনপদে নিযুক্ত  
করিলেন পরে বিলোলি ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তাহাতে  
বিলোলির কটম্বেরা অনেক কঠিন বাধা দিলেও অবশেষে  
তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । ঐ কটম্বেরা দিল্লীর মহারা-  
জকে এই বিষয়ের সমাদর অবগত করাতে বিলোলির সহিত  
যুদ্ধার্থে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল তাহাতে বিলোলিলোদি  
আপনার সন্তুষ্টিদ্বারা তাহাদিগের জয়েছা নিযুক্ত করিলেন ।  
বিলোলিলোদী দিনে যত প্রবল হইতে লাগিলেন মহারাজ  
ততই ক্রমে দুর্বল হইলেন । তিনি বিবিধ উপায় দ্বারা দিল্লীতে  
যেকপেরাজ্য হইয়াছিলেন আয়ুরা তদ্বিধায় গুলোই লিখিয়াছি  
তন্মিমিত্তে তাহার পুনরুজ্জী করণে আবশ্যক নাই । হুমিদ খাঁই  
তাহাকে লিংহাননোপবিষ্ট করিবার মূল্যদার ছিলেন । বিলোলি

প্রথমে হুমিদ খাঁকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া পরে তাহার অতিশয় শক্তি ও প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আপনি সিংহাসনে দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবামাত্রই ঐ মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিলেন । বিলোলি অতিশয় সাহসী ছিলেন অতএব অধিকারস্থ দেশ সকল পৃথক্ হওয়াতে দিল্লীরাজ্যের সীমা অল্প দেখিয়া তিনি লক্ষ্যে থাকিতে পারিলেননা পূর্বে যে সকল প্রদেশ অধিকৃত থাকিয়া পরে স্বাধীন হইয়াছিল তিনি তাহা পুন অধিকার করিতে অতিশয় বাগু হইলেন । তাহাতে কতিপয় ক্ষত্র রাজাদিগকে তিনি অধীন করিলেন তন্মধ্যে জয়ানপুরের রাজাকে দমনার্থে বিশেষ মনোযোগী হইলেন । আশা পূর্বেই গিয়াছি যে ঐ জয়ানপুরের রাজা দিল্লীর মহারাজের অধীনস্থ রাজ্যের সীমায় থাকিয়াও রাজবিদ্রোহী হওয়াতে তৎকালে ঐ জয়ানপুর শক্তি ও ধনে এমত ঐশ্বর্যশালী ছিল যে দিল্লীর নাম প্রায় সোপা করিয়াছিল । জয়ানপুর দিল্লীর রাজার চক্ষুশূল হইয়া ছিল সুতরাং বিলোলি দিল্লীর সিংহাসনোপরিষ্ঠ হইয়া দুই বৎসরের মধ্যে পূর্বঅর্থাৎ পূর্বদেশীয় রাজা নামে খ্যাত জয়ানপুরের রাজার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই । তৎপরেই জয়ানপুরের রাজা মহম্মদ সাহের মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারবিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল । বিলোলিও ঐ রাজ্যে পুনর্দারাবস্থা করাতে তৎকালে ঐ রাজ্যের রাজা হুসিনখাঁ স্বরাজ্যে দৌরাভ্য দেখিয়া বিলোলির সহিত চারি বৎসরের নিমিত্তে এক সন্ধি করিলেন সেই সময়ে পাঞ্জাবের রাজা রাজবিদ্রোহী হইলে বিলোলি রাজধানী হইতে তদমনার্থে গমন করাতে হুসিন হঠাৎ স্বগৈনো দিল্লীতে যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন এবং তন্নিমিত্তে বিলোলিকে অতি ভরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে হইল । তাহাতে অনেকদাব যুদ্ধ হইলেও কোন নিষ্পত্তিজনক ফল হইলনা তদ্বারা কেবল পূর্ব সদৃশ কাল্পনিক ও ক্ষণস্থায়ী এক সন্ধি হইল । দিল্লীতে বিলোলির অষ্টাবিংশতি বৎসর রাজত্ব কালেও জয়ানপুরের রাজার শক্তি অটল ছিল কিন্তু তাহার পরেই ঐ রাজ্যের ভগ্নদশা উপস্থিত হইল ॥

বিলোলি দিল্লীর মহারাজা সায়দ আলাউদ্দীনকে রাজ্যচ্যুত করিলে তিনি বুধাউননামক স্থলে যে জায়গীর ছিল

তাহাতে নিরুদ্বেগে গমন করিয়া আপন মানসিক সুখে ভোগ করিয়া তাঁহার রাজ্যচ্যুত হওনের অষ্টাবিংশতি বৎসর পরে অথবা ইংরাজী ১৪৭৮ শালে মরিলেন । পরে জুয়ানপুয়ের রাজা হুসিন সাহ তাঁহার ঐ জায়গীর অপহরণ করিয়া সাহসী হইলেন এবং বিলোলিকে অনুপস্থিত দেখিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত লুট করিতে গমন করিলেন । তৎক্ষণে বিলোলি অতি দ্বুরায় আপন রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া হুসিনের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিলেন তাহাতে হুসিন সাহই জয়ী হইলেন । এবং তন্মিমিতে তাঁহার সহিত বিলোলি পুনঃসন্ধিকরিলেন তাহাতে এই স্থির হইল যে গঙ্গার পূর্বদিগন্ত সমুদায় প্রদেশ জুয়ানপুয়ের রাজার অধিকারে থাকিবে এবং গঙ্গার পশ্চিমদিগন্ত প্রদেশ সকলে দিল্লীর রাজার অধিকারে হইবে । এইরূপে গঙ্গা দ্বারা উভয় রাজ্যের সীমা হইল । হুসিন ঐ সন্ধিতে নিভর করিয়া অসাবধানতাপূর্বক আপন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন এমন সময়ে বিলোলি হঠাৎ আক্রমণ করত তাঁহাকে পরাজিত করিলেন । পরন্তু দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে উভয় দল যুগ্মই জয় জন্য বিবাদ করিতে এক অলীক সন্ধি হইল এবং পরস্পরে স্বয়ং রাজ্যের এক নূতন সীমা স্থির করিলেন । বিলোলি যে বিশ্বাসঘাতকী হইয়াছিলেন তাহা হুসিনের নগ্নে জাজুস্ময় রহিল । এই নিমিত্তে তিনি নূতন সৈন্য পুনঃসংগঠন করিয়া বিলোলির সহিত পুনঃ যুদ্ধ করিলেন । ফিরিয়ান নামক ইতিহাসক কহেন যে পরমেশ্বর জুয়ানপুয়ের রাজার প্রতিকূল হইয়াছিলেন এজন্যে এক বৎসরের মধ্যে যে চারিবার যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে হুসিন পরাভূত হইলেন । বিলোলি অতি বলপূর্বক জয় করিতে হুসিনের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া গমন করত তাঁহাকে স্থানে দূর করিলেন পরে হুসিন স্বরাজ্য মধ্যে থাকিতে নাপারিতে তাঁহাকে স্বরক্ষার্থে অন্যরাজ্যে পলায়ন করিতে হইল । মহারাজ জুয়ানপুয়ে প্রবেশ করত ঐ রাজ্য নষ্ট করিয়া তাহার যে প্রদেশ প্রায় অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল সেই সকল প্রদেশ দিল্লী রাজ্যে পুনঃসংলগ্ন করিলেন । তৎপরে বিলোলি ঐ দেশের রাজশাসনের ভার স্বীয়পুত্র বারবিকের হস্তে অর্পণ করিলেন ॥

বিলোলি স্বীয় প্রাচীনা বস্থা জানিয়া উত্তরকালে নিজপুত্রের মধ্যে বিবাদ না জন্মে এনিমিত্তে আপন পুত্রদিগকে বিভাগ দ্বারা রাজ্য নিকূপণ করিয়া দিলেন। বিলোলি লোদী তাঁহার ক্ষেপ্তপুত্র যিনি পরে সেকন্দর লোদী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট করিলেন কিন্তু তাঁহার অন্য পুত্রদিগকে ও প্রত্যেক ভ্রাতৃপুত্রকে একই প্রদেশ অংশ করিয়া দিলেন। বিলোলি অষ্ট ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১৪৮৮ শালে মরিলেন। তিনি অতি পরিণামদর্শী ও ধার্মিকরূপে গণ্য ছিলেন আরো তিনি পরিমিতাচারী ও রাজনীতি বিষয়ে অতি সতর্ক ছিলেন এবং পণ্ডিতদিগের স্বপক্ষ ছিলেন।

রাজার মৃত্যু হওয়াতে সিংহাসন শূন্য হইবামাত্র কলীনেরা সেকন্দর লোদীর স্বার্থ বারণ করিবার নিমিত্ত যত্নবস্ত্র করিয়া কহিলেন যে সেকন্দর লোদীর মাতা এক বর্নকারের কন্যা ছিলেন। সেকন্দর লোদী তাহাদের কুমন্ত্রণা নিষফল করিয়া সিংহাসনে আরোহণ পূর্বক অষ্টাবিংশতি বৎসর রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহোদরেরা যেই প্রদেশ স্বীয় অংশে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সকল প্রদেশ হইতে তাঁহাদিগকে অধিকারি করণ পূর্বসর তাহা আপন রাজ্যে তিনি পুনঃ সংলগ্ন করিতে মনোযোগ করিলেন। তাহাতে বারবিক ব্যতিরেকে অন্য ভ্রাতাদিগকে অধিকার করিতে অনায়াসেই সূক্ষ্ম হইলেন। ঐ বারবিক আপন অংশে জুয়ানপুর রাজ্য পাইয়াছিলেন তিনি যুদ্ধদ্বারা স্বরাজ্য রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহারাজ তদুদ্দেশ্যে জয়ী হইয়া তৎকালোপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া কেবল তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিলেন এমত নহে আরো বারবিককে উত্তরকালে কৃতজ্ঞ থাকিতে স্বীকার করাইয়া ঐ জুয়ানপুরের রাজ্য তাঁহাকে পুনঃ প্রদান করিলেন। জুয়ানপুরের সিংহাসনচ্যুত হুসিন সাহের মনে বাঞ্ছায় প্রতিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত মহারাজ উক্ত যুক্তি করিয়াছিলেন কেননা হুসিন সাহ বেহার রাজ্য পুনরধিকার করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট পৈতৃক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তার্থে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে ছিলেন। সেকন্দরের রাজত্বের ষষ্ঠবৎসরে ঐ হুসিন সাহ শেষে পরাজিত হইলেন এবং মহারাজের একলক্ষ সৈন্যরা

বর্জদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়া ছিল। ঐ দুভীয়া হু-  
সিন সাহ বঙ্গদেশে আশুর পাইয়া প্রক্ষুণ্ণরূপে বাস করত তদ-  
বস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

সেকন্দর যে বহুকাল সখে রাজত্ব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অনেক-  
কাল যুদ্ধে রূপে হইয়াছিল। যেহেতু প্রদেশ পূর্বে দিল্লীর রাজার  
অধীনতা ত্যাগ করিয়াছিল তন্মধ্যে সেকন্দর চন্দ্রি প্রদেশই  
কেবল পুনরধিকার করণে সুনিহিত হইয়াছিলেন। সেকন্দর যেহেতু  
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ও যেহেতু দেশ বেটেন করিয়াছিলেন  
তদ্বারা মহারাজের সাম্রাজ্যের সীমাবদ্ধি না হইয়া কেবল উক্ত  
দেশ সমস্ত নষ্ট হইয়াছিল সুতরাং ঐ সামুদায়িক যুদ্ধ বৃত্তান্ত  
বর্ণনা করা পাঠকবর্গকে বিরক্ত করামাত্র। সেকন্দর অতি জ্ঞানী  
ও অতি সাহসী রাজা হইলেও দেবপুত্র হিন্দুদিগের পক্ষে  
অতি পীড়নায়ক শত্রু ছিলেন যেহেতু তিনি সর্বদাই তাহাদি-  
গের দেবমন্দির নষ্ট করিয়া ঐ সকল ইক্কাদি লইয়া তৎস্থানে  
মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ধর্মস্থান মথুরাতে গঙ্গাতটে  
মসজিদ নির্মাণ করিয়া রাজার বসাইয়াছিলেন আরো তাহার  
পর হিন্দুদিগকে গঙ্গাস্নান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ও যাত্রি-  
রা তীর্থ যাওয়া করিলে যে নাপিতেরা তাহাদিগকে ক্ষৌর করিত  
মহারাজ তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতেন হিন্দুপ্রজাদিগের প্রতি  
মুগ্ধনান জাতীয় বিজয়দিগের যেকোন আচার হইত তন্মধ্যে  
সেকন্দরের ঐ ব্যবহার প্রকৃতরূপে ছিল।

ইংরাজী ১৫১৭শালে সেকন্দর লোদির পুত্র ইব্রাহিম লোদি  
পিতৃসিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি তাহার সভাসদ-  
দিগের অপমান করাতে তাহার। তাঁহাকে অমান্য করিল তাহা-  
তেই তৎস্থানীয়দিগের রাজ্য লোপের পথ হইল মহারাজের  
ভ্রাতা জেলালখাঁ ঐ কুলীনদিগের মন্ত্রণাধারা সাহস প্রাপ্ত হইয়া  
জুয়ানপুরের রাজ্য প্রার্থনাকরাতে তাহার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও  
কতপরে তাহার বন্ধুবর্গদ্বারা নির্যাস হইয়া আপন রক্ষার্থে  
গোয়ালিয়াতে পলায়ন করিলেন। ঐ ক্ষুদ্র গোয়ালিয়ার রাজ্য  
দিল্লীর অতি নিকটে ছিল এবং ঐ দেশের রাজারা প্রায় একশত  
বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীনরূপে রাজত্ব করিতেছিলেন এমনত সময়ে



দিল্লীর মহারাজ ইব্রাহিম লোদি ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া ঐ স্থান লুণ্ঠ করিলেন। জেলালখাঁ তথাহইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে মালওয়ার রাজার শরণ লইলেন পরে সে স্থান হইতে পুনঃপলায়ন করিয়া অতি দক্ষিণে গমন করিয়া যে সময়ে গন্ধযোয়ানী নদীপার হইতেছিলেন এমত সময়ে তথাকার পর্ভ-  
 তীয় লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়। ঐ জেলালের ভ্রাতৃহন্তে সমর্পণ করিল। তাহাতে তিনি হান্সী নগরে কারাবদ্ধ করিতে আজাদি-  
 লেন এবং পশ্চিমধ্যে তাঁহাকে হত্যা করিতে পথদর্শকদিগকে কহিলেন। একজন মুসলমান জাতীয় ইতিহাস লেখক এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে যেশকিরদ্বারা আপন মহাদরকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞা হইতে পারে তাহারকি বশীকরণে গুণ আছে তদনুযায় মহারাজ তাহার সুবাদারদিগের প্রতি এমত সন্দেহ ও নির্দয় আচরণ করিতে লাগিলেন যে তাহাদিগকে রাজবিশ্রোহী হইতে হইল। করা প্রদেশের সুবাদার ইসলাম খান পিতার ও ভ্রাতার উপর মহারাজ নির্দয় আচরণ করাত্তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া মহারাজের আজাদধ্বন করিয়া এবং অন্যান্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া চতুর্বিংশ-  
 শত্বে সহস্র অশ্বারূঢ় সৈন্য সংগৃহ করিয়া মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে ইসলামের পিতাকে যদ্যপি কারাহইতে মুক্ত করেন তবে তাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিবেন তাহাতে মহারাজ অস্ব-  
 কারপূর্বক অস্বীকার করাত্তাহাদিগের যুদ্ধ করিতে হইল তাহাতে ইসলামখাঁ মারাপড়িলেন এবং তাঁহার সৈন্যেরা সকলে পরাজিত হইল। তৎপরে মহারাজের আপন সভাসদের প্রতি গুরুত্ব যে কপ জোশ হইয়াছিল তদপেক্ষা এক্ষণে অধিক বৃদ্ধি হইল। বেহারের সুবাদার বাজাদুর খাঁ আপনাই রাজনাম গৃহণ-  
 পূর্বক একলক্ষ সৈন্য সংগৃহ করিলেন এবং মহারাজের সৈন্যদিগকে যুদ্ধদ্বারা অনেকবার পরাজিত করিলেন। এবং মুলতানের সুবাদার দৌলত খাঁ ইব্রাহিম লোদির হস্ত হইতে স্বচ্ছন্দতায় প্রাণ রক্ষা পাওয়া দুঃসাধ্য বুঝিয়া হিন্দুস্তান জয় করিতে কাবুলের রাজা যোগল জাতীয় বাবরকে বাড়া পাঠাইলেন। কিন্তু বাবর কতক হিন্দুস্তানে আক্রমণ না হইতেই ইব্রাহিমের ভ্রাতা আলা-  
 উদ্দীন যিনি কাবুলে পলায়ন করিয়াছিলেন তিনি এইক্ষণে সসৈন্যে

দিল্লীতে আসিয়া মহারাজের সৈন্যদিগকে পূর্বকপে জয় করিলেন কিন্তু দূরদৃষ্ট ক্রমে আলাউদ্দিন আপন সৈন্যদিগকে তিনা লুট করিতে অনুমতি করিলেন । তাহাতে তাহারা ছিঃ ছিঃ হইয়াতে ঐ অবকাশ দেখিয়া ইবরাহিম আপনার যে অবশিষ্ট সৈন্য ছিল তাহা একত্র করণপূর্বক আলাউদ্দিনের সৈন্যদিগকে পূর্বকপে জয় করিলেন । তাহার পর বৎসরে সুলতান বাবর মসেনো ইবরাহিমের সহিত যুদ্ধকরিতে গমন করিলেন পানিপট দেশে এক যুদ্ধ হইলেই ইবরাহিমের মৃত্যু হইল এবং তাহার সমুদায় সৈন্যেরা পরাজিত হইল আর তদবধি অর্থাৎ ইংরাজী ১৫১৬ শালে ভারতবর্ষীয় রাজা মোগল বংশীয় রাজাদিগের হস্তগত হইল ।

আফগান বংশীয়রা যে কালীন দিল্লীতে রাজত্ব করেন তখন মালওয়া ও গুজরাট এবং মিউবের রাজারা প্রায় পঞ্চাশত বৎসরাবধি স্বাধীনরূপে রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন তৎকালীন ঘটনা আমরা এখানে লিখিব । খাশুশ রাজা তাহার মিকটবর্জী মালওয়া ও গুজরাট এই দুই মহাপ্রদেশশালী রাজ্যের সম্রাট হইয়াছিলেন । ই রাজি ১৪৫০ শালে যখন দিল্লীতে লোদি দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তখন তাহায্যদ সাহের উত্তরাধিকারী হীমবল গুজরাটের রাজা মহম্মদ সাহ মালওয়া রাজ্যাদিপতি মহম্মদ কতক পরাজিত হইয়া আপনরাজ্যের প্রান্তভাগে দ্রুতগত হইয়াছিলেন এবং তৎকালে মিয়র রাজ্যে মহাখ্যাত পশুপুত্ররাজ্য রাজত্ব করিয়া ছিলেন ।

আমরা পূর্বেরই লিখিয়াছি যে গুজরাতিপতি দ্বীয় মহম্মদ-দিগকে অপমান করিতে তাহারা সতর্ক করিয়া রাজমহম্মদরো বিষপানে রাজার প্রাণ নষ্ট করাইয়া তাহার পুত্র কুতব সাহকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া আপনারা স্বাধীন হইবার জন্যে গুরুতর চেষ্টা করিয়াছিলেন । তৎকালে মালওয়া রাজ্যাদিপতি মহম্মদ গুজরাট রাজ্য লুটকরিতে ঐ রাজ্যের রাজধানী আহম্মদাবাদে উপস্থিত হইয়া তথাহইতে দেড়কোশ দূরে এক ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন তাহাতে মালওয়ার রাজার সৈন্যেরা আশ্চর্যরূপে পরাজিত হইল এবং তাহাদিগকে ঐ দেশ হইতে পলাইতে হইয়াছিল । কথিত আছে যে মালওয়ার রাজা মহম্মদ ঐ যুদ্ধে প্রথম বা পের

রায় পরাজিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি অন্য কোন যুদ্ধে কদাচ পরাজিত হইবেন নাই ভারতবর্ষে যাবদীয় মুসলমান জাতীয় রাজা রাজত্ব করেন তদ্ব্যতীত তিনিই অতি বলবান রাজা ছিলেন। ঐ মালওয়ার রাজা আপনাকে যুদ্ধে অপারক দেখিয়া ত্রয়োদশ অশ্বারূঢ় সৈন্য সাহিত্যে বলস্বারা সকল প্রতিবন্ধিতে গুজরাটের রাজার তাদ্রুতে গিয়া জয়চিহ্ন লইলেন। ইংরাজী ১৪৫৩ শালে ঐ যুদ্ধ হইয়াছিল। মহম্মদ তদবধি উত্তর ভারতবর্ষে উৎপাত ব্যতিরেকে রাজত্ব করিয়াছিলেন কেননা তাহার পরবৎসর বিয়েনা নগর পর্য্যন্ত উত্তরদিগে যুদ্ধ করিতে গমন করিয়া আজমিরে আপন পুত্রকে সুবাদারি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তথাহইতে প্রত্যাগমনকালে প্রথমে দেকান দেশীয় বামনী রাজার সহিত যুদ্ধকরিয়া তৎপরে খণ্ডেশাবিপতির সহিত এবং সম্মুখে শেষে চিতোরের রাণাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৪৫৬ শালে মিউয়ার রাজ্য জয় করিবার জন্যে মহম্মদ গুজরাটের রাজা কুতবশাহকে অবগত করাইলেন যে উভয়ের সৈন্য একত্র করিয়া ঐ রাজ্যের প্রদেশ সকল জয় করিব পরে জিত প্রদেশাদি উভয়ে বিভাগ করিয়া লইব তাহাতে ঐ বৎসরে চাম্বানিয়র নগরে উভয়ের মধ্যে একসন্ধি পত্র হইল তাহাতে উভয়েই স্বাক্ষর করিলেন তৎপর বৎসরে উভয় ভূপালের সৈন্যরা ভিন্ন২ পথদিয়া মিউয়ারে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। কথিত আছে যে ঐ যুদ্ধে মিউয়ারের রাজা কুন্ত গুজরাটের সৈন্যদ্বারা পরাজিত হইয়া চতুর্দশ মন স্বর্ণ দানস্বারা এক সন্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে মালওয়ার রাজার সৈন্যরা ঐ দেশে প্রবেশ করিল এবং তাহাতে একজন মুসলমান জাতীয় ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন যে ঐ সৈন্যরা প্রবেশ করিলে সে স্থানের রাজা রাণা মহম্মদের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অবশেষে এক যুদ্ধ হয় তাহাতে উভয় দলস্বারা জয়ী না হইয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে আবশ্যক ব্যাপারের সময় এবং বৃত্তান্ত বিষয়ে যে ভিন্ন২ মত আছে তাহার সমাধিকরা দুঃসাধ্য। আবুলফজল এবং রাজপুত্র জাতীয় ইতিহাস লেখকেরা কহেন যে ইংরাজী ১৪৪০ শালে মালওয়ার ও গুজরাটের রাজাদিগের সন্ধি হইয়াছিল আরো লিখেন

যে ঐ রাজারা একত্র হইয়া হিন্দুজাতীয় কুটুম্ব রাজার সহিত যুদ্ধ করেন তাহাতে ঐ হিন্দুরাজা একলক্ষ পদাতিক সৈন্য লইয়া মালদ্বীপদেশে উক্ত রাজাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণরূপে জয় করিলেন এবং মহম্মদকে ধরিয়া চিত্তোরে আনিলেন আর তাঁহাকে মুক্তকরণার্থে কোন অর্থ না লইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধন দিয়া মহম্মদের ন্যায় মুক্ত করিলেন কিন্তু ফেরিস্তা উক্ত যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে ইংরাজী ১৪৫৬শালের পূর্বে ঐ সন্ধি হয় নাই এবং মহম্মদের মৃত্যুওন বিষয়ে তিনি কিছু মাত্র লিখেন নাই সুতরাং তাঁহার ঐ লিখনানুসারে বোধ হয় যে মহম্মদ ও কুতুবের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। আলি মহম্মদখাঁ গুজরাটের বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন যে পূর্বোক্ত মুসলমান জাতীয় দুইরাজাদিগের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাহা ইংরাজী ১৪৫৬শালে হইয়াছিল। সুতরাং এই সকল ভিন্ন মতদৃষ্টে ঐ যুদ্ধের যথার্থকাল নিরূপণ করা দুঃসাধ্য কিন্তু যদ্যপি আমরা আবুল ফজল ও রাজপুত জাতীয় ইতিহাসলেখকদিগের মত প্রাণীয়া করি তবে তদুদ্বারা বোধ হয় যে তাহাতে পূর্ণজয় হইয়া থাকিবে। অনেক শতবৎসরের পরে এই যুদ্ধেই হিন্দুরাজারা মুসলমানদিগকে প্রথম জয় করিয়াছিলেন এবং ঐ জয় স্মরণ রাখিবার জন্যে মিউয়ারের রাণা চিত্তোরের সম্মুখে জয়সূচক এক অতি সুন্দর স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন এই জয়সূচক স্তম্ভ নিৰ্ম্মাণ করিতে তিনি দশ বৎসর যাপন করিয়াছিলেন ॥

তৎপরে মহম্মদ মিউয়ার রাজ্যে বিনা বিশ্রামে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ মহম্মদ একবারেই উত্তর দেশ হইতে আসিয়া ঐ মিউয়ার আক্রমণ করিলেন তৎপরে চিত্তোর হইতে পঞ্চদশ মৌলি অন্তরে মণ্ডল গড়ে আসিলেন আর তাহার অভ্যন্তরেই কুন্ত যে কুমলনিয়র নামক অতি বৃহৎ দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন তথায় সৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এজন্যে সর্দাদাই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিতেন ইংরাজী ১৪৬১শালে দেশীয় কানদেশে এক শিষ্ট রাজা হইয়াছেন এবং তথাকার লোকেরা নানা বিবাদে বিরক্ত আছেন ইহা শ্রবণানন্তর মহম্মদ সেই রাজ্য

করিতে মনস্থ করিয়া। ঐ রাজ্যের বিদগ্ধনামক রাজধানীতে সৈন্যে গমন করিলেন ঐ নগরের প্রাচীরের নিকট এক যুদ্ধ হওয়াতে দিবসাবসানে মহম্মদ জয়ী হইলেন কিন্তু ঐ ক্ষতুর শেষ হওয়াতে তথাহইতে তাঁহাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর বৎসর মহম্মদ ঐ দেশে পুন আক্রমণ করিলেন তাহাতে ঐ রাজ্যের রাজমন্ত্রিরা তাঁহাকে বাধাদিতে অপারক হইয়া গুজরাটের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন তাহাতে ঐ গুজরাটাদিপতি সৈন্যে মালওয়া রাজ্যে আগমন করিয়া দেকান দেশীয়দিগের পক্ষে অনুরূপ করিলেন তৎকালে মহম্মদ দৌলতাবাদের উর্দুরা ভূমি সকল নষ্ট করিতে ছিলেন সুতরাং ঐ স্থানের শিবির ভঙ্গ করিয়া স্বরাজ্য রক্ষাথে তাঁহাকে যাইতে হইল। ইংরাজী ১৩৬৭শালে মহম্মদের দেকানের রাজার সহিত একসন্ধিপত্র হয় তদ্বারা উক্ত বিবাদের শেষ হইল এবং উক্তর কালে মহম্মদের দৌরাখ্যাবরণ জন্যে দেকানের রাজা ককুলা অথবা ইলিচপুর তাঁহাকে দিলেন। ঐ সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর হইলে দুইবৎসরের পরে অষ্টমষ্টি বৎসর বয়স্ক হইয়া মহম্মদ মরিলেন উক্ত কালের মধ্যে চতুর্দশ বৎসর তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। মালওয়া রাজ্যে যে রাজা ছিলেন তদ্ব্যপ্যে তিনি অতি ক্রমতা-পন্ন এবং বলবান ছিলেন আরো তাঁহার রাজ্যের অত্যন্ত গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। যদিপি তিনি হিন্দুদিগের অনেক দেব মন্দির ভগ্ন করিয়া সেই স্থলে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন তথাপি হিন্দু প্রজাদিগের সহিত মুসলমানদিগের নিবিড়োদ্ধে মিল থাকিবার জন্যে সহায়তা করিয়াছিলেন তিনি কদাচ কোন বৎসর যুদ্ধ ব্যতিরেকে থাকিতেন না সুতরাং তাহু তাঁহার গৃহের ন্যায় ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্র বিশাল স্থান ছিল ॥

তাহার পুত্র বৎসরে ইংরাজী ১৪৬৮শালে মহম্মদের মহাবৈরী চিতোরের রাজা রাণাবংশীয় কুন্দের মৃত্যু হইয়াছিল। এই রাজা আপন বীৰ্য্য ও জ্ঞানদ্বারা ঐ রাজ্যকে এমনত যশস্বী করিয়াছিলেন যে তৎপূর্বে তাদৃশ কদাচ হয় নাই। তাঁহার রাজত্বের পঞ্চাশৎ বৎসরে তৎপুত্র তাঁহাকে বধকরিয়াছিল। রাজা অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য পুত্রকে রাজ্যভার দিতেন কিন্তু তাঁহার পুত্র অল্পকাল

অপেক্ষা না করিয়া পিতৃ হত্যাকরাতে ঐ বংশে চিরস্থায়ী কলঙ্ক রাখিলেন । ঐ মহাপাপ সর্বসাধারণের অগোচর রাখিবার জন্যে ইতিহাসকেরা রাজবংশাবলী গুহুে তাঁহার নাম লিখেন নাই কিন্তু এইরূপ গুপ্ত রাখিতে ঐ পিতৃহত্যা পাতক অপ্রকাশ্য না থাকিয়া বরং দৃঢ়তাপূর্ব্বক সকলের গোচর হইয়াছে ॥

মালওয়া রাজ্যের ঐ বলবান রাজা মহম্মদের মরণানন্তর তাঁহার পুত্র গয়াসউদ্দীন রাজা হইলেন কিন্তু তাঁহার চরিত্র পিতা অপেক্ষা বিভিন্ন ছিল । কেননা তিনি রাজা হইয়া রাজদণ্ড গৃহণ করিয়াই রাজমন্ত্রিদিগকেও রাজকর্ম্মকারিদিগকে একমহা ভোজ দিলেন আর এক বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে তাঁহার মহা-যশোরামি পিতৃ সম্বন্ধে চতুর্বিংশ শতাব্দীর পর্য্যন্ত রণস্থলে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন অতএব রাজকীয় কর্ম্ম এবং তদ্ব্যয়াদা জন্য সুখ ভোগ করিয়া এক্ষণে কালযাপন করিবেন এবং রাজকর্ম্মের ভার নিজ পুত্র আবদুলকাদেরের প্রতি অর্পণ করিতে মামস করিয়াছেন । তাহাতে রাজা স্বীয় পুত্রকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া অন্তঃপুরস্থ পঞ্চ ন্দশ সহস্র রমণীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । ঐ স্রীগণ সমীপেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মন্যাদা বিশেষরূপে ছিল । মহারাজের শরীর রক্ষার্থে ধনুস্ত্রুণ ধারী পঞ্চশত তুরকীদেশীয় যুবতি পুরুষ তুলা পরিচ্ছদবৃত্ত হইয়া সেনাকপে রহিল এবং অগ্নি অস্ত্রধারী অর্থাৎ বন্দুক ধারী এবিসিনিয়া দেশস্থ পঞ্চশত স্রীবা তাঁহার নিকটে সর্বদাই উপস্থিত থাকিত । ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের রাজত্বের বিবরণ মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধরূপে লিখিত আছে যে ঐ মালওয়ার রাজা ত্রয়ত্রিংশ শতাব্দীর পর্য্যন্ত অন্তঃপুরে মানন্দে উক্তরূপ সুখভোগ করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত কালের মধ্যে কেহই রাজবিদ্ভোহী হয় নাই । তাঁহার রাজত্বের বিবরণ মধ্যে অত্যন্ত ঘটনা আছে যাহা ইতিহাসে লিখনোপযুক্ত হয় সুতরাং আমরা এই মাত্র কহিতে পারি যে তাঁহার পুত্র বহুকালাবধি রাজকার্য্য নিষ্কাহ করিতেছিলেন পরে ঐ রাজার অন্তিমকাল উপস্থিত বোধ করিয়া আপন ভ্রাতা কতৃক পদচ্যুত হওন ভয়ে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক ভ্রাতার অনুসন্ধনার্থে রাজবাটীতে গিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন । তাহারি অল্পদিবস পরে প্রাচীন রাজাকেও অন্তঃপুরে

মৃত দেখা গেল তাহাতে তাঁহার পুত্রকেই সকলে সন্দেহ করিলেন।  
অতঃপর আবদুল কাদর যাহাকে সকলে নাজির উদ্দীন' কহে  
তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তিনি দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন  
এবং তাহাতে ইজিয়ুসুখ ও নিদ্রয়তা জন্ম খ্যাত ছিলেন। ইং-  
রাজী ১৭১২ শালে তাঁহার পুত্রমালওয়ার শেষ রাজা। দ্বিতীয় মহ-  
ম্মদকে রাজ্যাদিয়া জ্বর রোগে মরিলেন ॥

যৎকালে গয়াসউদ্দীন বিজয়লক্ষে সুখভোগ করেন এবং তৎপুত্র  
মালওয়ার রাজ্যে নিদ্রয়রূপে রাজত্ব করিতেন তৎকালে তাঁহা-  
দিগের দৈবরী প্রথম মহম্মদসাহ গুজরাটে সিংহাসনোপবিষ্ট  
ছিলেন এই রাজা ইংরাজী ১৪৫৯ শালে রাজা হইয়া ইং-  
রাজী ১৫১১ শাল পর্যন্ত অতি দীর্ঘকাল অর্থাৎ দ্বিপঞ্চাশৎবৎসর  
রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহার সমকালবর্তী মালওয়ার রাজা যজ্ঞল  
অতি আশ্রয় জন্ম প্রসিক্ত ছিলেন তদ্রূপ মহম্মদ সাহ তৎপরতা  
জন্ম খ্যাত ছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহার যুদ্ধকৌশল বিষয়  
কিঞ্চিৎ লিখি ইংরাজী ১৪৬৯ শালে তিনি গুজরাটের দক্ষিণাংশে  
সুরতনামক প্রায়োপদ্বীপে জরনেন অথবা জরনর নগরে যুদ্ধার্থে  
গমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে সকল অতি কঠিন দুর্গ ছিল  
তন্মধ্যে জরনরের দুর্গও গণ্য ছিল তাহা ধ্বংস করণার্থে দিল্লীর  
মহারাজেরা সন্তত সচেষ্ট ছিলেন এবং যদ্যপি জনশ্রুতি সত্য হয় তবে  
এই দুর্গ অধিকার করিতে অনেক প্রাচীন হিন্দুরাজার চেষ্টা করিয়া  
ছিলেন বটে কিন্তু তাহা গুজরাটের রাজার অধিকারেই ছিল। এই  
দুর্গাধিকারী হিন্দুরাজবংশীয়রা উনবিংশতিশত বৎসর পর্যন্ত তাহা  
ভোগ করিয়াছিলেন। মহম্মদসাহ এই রাজ্যে তিন বার আগমন  
করিয়াছিলেন কথিত আছে যে প্রথম দুইবার আক্রমণে হিন্দু  
রাজা অতি বিনতিপূর্বক মহম্মদ সাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া  
তাহাকে প্রচুর ধনদিয়া তথা হইতে বিদায় করিয়াছিলেন। কিন্তু  
এই দুর্গ পুনরূপে জয় না করিয়া তিনি অল্পকালও সন্তুষ্ট থাকিতে  
না পারিয়া অতি দুরায় হলপূর্বক তৃতীয়বার যুদ্ধার্থে আগমন  
করিলেন। অবশেষে জরনেনের দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল এবং  
স্বাধীকার রাজা মহম্মদ সাহের সহিত অনেক প্রকার বিচার করণ  
সমাপ্ত হইল মুসলমানরাজ্য হইলেন এবং এই এদেশস্থদিগকে

অন্যায়সে মুসলমান ধর্ম্মাঙ্গীকৃত করিবার নিমিত্তে তথায় মনুষ্য-  
বাদ নামক এক নগর নিৰ্ম্মাণ করিয়া মান্যবর মুসলমান ধর্ম্ম-  
প্রকাশক দিগকে তদ্ব্যঙ্গ্য প্রকাশ করিবার ভার দিয়া তাহাদিগের  
ঐ নগরে বসতি করাইলেন ॥

ইংরাজী ১৪৭২ শালে গুজরাটাদ্বিপতি কচনামক প্রদেশে যাত্রা  
করিয়া তাহা জয় করণামন্তর তথাহইতে অগুসর হইয়া সিন্ধিয়া  
রাজ্য অধীন করিলেন এবং তদ্বারা সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত আপনার  
রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন । তাহারি অল্পকাল পরে একজন  
ধার্ম্মিক মুসলমান যিনি পূর্বে দেকানদেশীয়রাজসমীপে কর্ম্ম  
করিয়া কিছুধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন তিনি গুজরাটাদ্বিপতির নিকট  
আসিয়া নিবেদন করিলেন যে পারস্য দেশের অরমজ নগরে  
প্রত্যাগমন কালে সমুদ্র তটস্থ ঐকেশ্বর দ্বারকার নিকটবর্ত্তী  
এবং ভারতবর্ষীয় শেষ ভাগস্থ এবং সামুদ্রিক করগৃহণের যোগ্য  
জগৎনামক নগর বাসিরা তাহাকে আঘাত করণপূর্ব্বক অব্যা-  
দি লুট করিয়াছে । ঐ জানি ব্যক্তির প্রতি অপমান শ্রবণামন্তর  
রাজা স্নাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যেরা যদ্যপিও তিন  
বৎসরাবধি শিবিরে থাকিয়া গুরু করিয়া ক্রান্ত হইয়াছিল  
তথাপি উক্তধার্ম্মিক ব্যক্তির অপমান কারক ব্রাহ্মণদিগের সহিত  
যুদ্ধকরণার্থে তাহাদিগের ক্রোধ জন্মাইলেন এবং প্রবৃত্তি দিয়া-  
ছিলেন । ফেরিস্তা উক্ত ব্রাহ্মণদিগকে দুরাচাররূপে বর্ণনা করি-  
য়াছেন তাহীতে জগৎ নামক নগর অধীন হইল কিন্তু তদ্রূপে বাসি-  
রা কেহের মহাখাল মধ্যস্থ বেট নামক উপদ্বীপে পলাইল ।  
মাবিক তদ্বরেরা যে সকল দৌরাত্ম্য জন্য প্রসিদ্ধ আছে বোধ হয়  
তাহা ঐ উপদ্বীপবাসিদিগের ছিল । যদ্যপিও ঐ উপদ্বীপ চতুঃসী-  
মায় তিন ক্রোশের ন্যূন ছিল তথাপি এমৎ অল্পস্থলে যৎকালে  
মহম্মদ আপনার জাহাজের বহর প্রস্তুত করিতেছিলেন এমৎ সময়ে  
তৎস্থল বাসিরা তাহাকে ন্যূনাধিক দাবিংশতিবার আক্রমণ করি-  
য়াছিল কিন্তু অবশেষে ঐ বেট উপদ্বীপ পূর্ণরূপে অধীন হইল ॥  
চাম্রানিয়র পূর্ণরূপে অধীন করিবার মানসে ইং ১৪৮২ শালে  
মহম্মদ একদল পরাক্রমশালী সৈন্য লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন  
ঐ চাম্রানিয়র হিন্দুদিগের স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং তাহার রাজ্য



ধানী অতিউচ্চ পর্বতোপরি অতি কঠিন দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত ছিল রাজপুত জাতীয় বেনি রায় নামক তথাকার নৃপতি এমত পুণ্ড্রীক বংশোদ্ভব ছিলেন যে কোন প্রাচীন কথা অথবা কোন লিখনদ্বারা তাঁহার আদি নিরূপণ হয় না। গুজরাটের রাজা ঐ দুর্গের চতুর্দিকে বেষ্টিনকরিলেন ঐ দুর্গের ভিতর এবং বাহিরে যাকিসহস্র রাজপুত জাতীয় যোদ্ধা রক্ষক ছিল কিন্তু অবশেষে গুজরাটী সৈন্যদিগের সাহসদ্বারা ঐ দুর্গরক্ষকদিগকে অধীন হইতে হইল গুজরাটীধিপতি ঐ সকল সৈন্যদিগকে আয়ত্ত্বাবস্থায় রাখা ও সাহসী করিয়া ছিলেন। ঐ বেষ্টনিতে রাজপুতজাতীয় মধ্যে অনেকেরই মারাপড়িলেন কিন্তু বেনিরায় শত্রু দ্বারা মৃত হইলেন এবং গুজরাটের রাজা তাহাকে এবং তাহার মন্ত্রিকে মুসলমানধর্মী-ক্রোধ করিবার জন্যে নানামত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজার বাদানুবাহ নিম্ফল হওয়াতে উভয়েই বদকরিলেন। বথার্থ প্রমাণ দ্বারা এই এক আশ্চর্য্য বোধ হয় যে মুসলমানেরা এতদেশে ক্ষীণবল ছিল কেননা গুজরাট রাজ্যস্থাপন হইলে অশীতি বৎসরব্যধি চাঙ্গানিয়র দুর্গ গুজরাটের মধ্যে থাকিয়া তথাকার রাজধানী হইতে দক্ষিণে পঞ্চত্রিংশংক্রোশ অন্তরে অথবা এমত সন্নিহিতে থাকিয়াও স্বাধীন ছিল। হিন্দুদিগের পুনরধিকার বারণ জন্যে ঐ নগরের নিকটে মহম্মদাবাদ চাঙ্গানিয়র নামক এক নগর নির্মাণ করিয়া বোধ হয় তদবধি মহম্মদ ঐ নগর ও প্রাচীন রাজধানী উভয়েতেই বাসকরিতেন।

ঐ ভূপতির রাজত্বকালে ইংরাজী ১৪৯৮ শালে পোর্তুগিসেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আদিয়াছিলেন। এই আবশ্যক ঘটনার বিষয় পরে আমরা বাঙলাকাপে লিখিব সুতরাং ফেরিয়া এতদ্বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন এইক্ষেণে তাহাই লিখা বিস্তর তাহা এই যে তাহার মালওয়া রাজ্যের তীরে উপস্থিত হইলে দশবৎসর পরে ঐ নাস্তিক ইউরোপ বাসিরা সমুদ্রে পরাক্রমী হইয়া অত্যন্ত কালের পরেই গুজরাটের কোন বন্দরের কিছু স্থল আপনারদিগের বাসস্থান করিবার জন্যে অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল যিসর দেশের রাজা মামেলুক ঐ পোর্তুগিসদিগের ভারতবর্ষে আগমন দেখিয়া হিংসাবিত হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার

জন্মো সৈন্য পূরিত এক জাহাজের নহর প্রেরণ করিলেন তৎকালে গুজরাট হইতে একদল জাহাজী সৈন্য মহাখ্যাত মল্লীক ঐয়াজের সহিত আসিতে ছিল তাহাতে পশ্চিমধ্যে উভয় দলই সৈন্যরা একত্র হইয়া গাফিম হইতে অর্থাৎ পরে যাহার নাম বোচাই হইয়াছে তথাহইতে জাহাজ খুলিয়া পোন্তগিসদের যুদ্ধজাহাজের সহিত যুদ্ধ করিল যেদিনা লিখেন যে তাহাতে শত্রুদিগের যুদ্ধের জাহাজ সমূহ ডুবিয়া গেল এখার মূল্য প্রায় এককোটি মুদ্রার ন্যূন ছিল না আর ঐ যুদ্ধের প্রমাণার্থে চারিশত তুরকী জাতীয় সৈন্যরা মরিলেনও লোকেরা তাহাদিগকে বশম্বী বলিয়াছিল। এবং তিনবার চারি সহস্র পোন্তগিসেরা নরকে প্রেরিত হইয়াছিল। পোন্তগিস জাতীয় ইতিহাসক লিখেন যে ঐ যুদ্ধে তদেশীয় কেবল একাশতি জন হত হইয়াছিল এবং শত্রু মধ্যে ছয়শত জন হত হইয়াছিল ইং ১৫১১শালে মহম্মদ সাহের মৃত্যু হয় কিন্তু তাহার জীবদশায় তিনি অনেক যুদ্ধাদি করিয়াছিলেন তাহার স্ত্রী নামক অন্যান্য ব্যক্তি হইতে বিগরা উপাধি দ্বারা তাহার প্রভেদ করা যায় কারণ তিনি গো শব্দের নায় তাহার গোপ মুচড়াইতেন এজন্যে অতি সম্ভবনীয়রূপে তাহার উপাধি বিগরা হইয়াছিল গুজরাটী ভাষাতে বিগরা শব্দে গো বুঝায় তাহারপর তাহার পুত্র মোক্তার সাহ তৎপদে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন ॥

ইং রাজ্যী ১৫১২শালে দ্বিতীয় মহম্মদ নালওয়ার সিংহাসনে উপ-  
বিষ্ট হইলেন কিন্তু তাহার রাজত্বের প্রথম সময়েতেই তাহার  
মন্ত্রিরা তাহাকে বিরক্ত করিয়াছিল তাহার। তাহাকে সিংহাসনচ্যুত  
করিয়া সাহের খাঁকে রাজ্যকরিলেন। তাহার ঐ বিপদ সময়ে এক  
জন সেমাপতিই তাহার প্রতি কেবল কৃতজ্ঞ রহিল। ঐ ব্যক্তির  
নাম মেদন রায় ছিল এবং তিনি হিন্দু জাতীয় ছিলেন। তিনি  
রাজার সাহায্যার্থে আগুন সৈন্য আনিয়নপূর্বক ঐ রাজবিদ্রোহি-  
দিগের সহিত যুদ্ধকরিয়া অধীন করণার্থে রাজাকে সক্ষম করিয়া-  
ছিলেন। তাহাতে তিনি রাজার অতি প্রিয় পাত্র হইয়া প্রধান  
মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। এবং রাজ্য মধ্যে অতিশয় ক্রমশঃ  
প্রাপ্ত হইয়া স্বধর্মক্রান্ত হিন্দুদিগকে রাজকীয় সকল কর্মে নিযুক্ত  
করিয়াছিলেন। সুতরাং যে সকল কর্ম মুসলমানেরা আপনাদের

মাতা জান করিতেন তাহাতে এবং প্রকার নিয়োগ করণে তাঁহার  
 ক্রুদ্ধ হইলেন কিন্তু তাহা কেবল তাঁহাদিগের উপাশ্রয়কারি-  
 স্বভাব প্রযুক্তই হইয়াছিল। সুতরাং তদ্বিন্দিত মুসলমানেরা মে-  
 দনী রায়ের দুর্নাম সর্বদাই করিতেন। ঐ মেদনীরায় এক অতি  
 প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু কেবল তিনি হিন্দুজাতীয় থা-  
 কাতে তাঁহার মহাদোষদিত। মুসলমানেরা রাজার নিকট মেদ-  
 নী রায়ের কুংসা বিশিষ্ট আবেদন করাতে অবশেষে রাজা তাহাদি-  
 গের কথা শুনিয়া তাঁহার কেবল চত্বারিংশৎ সহস্র রাজপুত  
 জাতীয় সৈন্যাদিগকে কর্মচ্যুত করিলেন এমতনহে আরো ঐ মন্ত্রী-  
 কে নষ্ট করিবার জন্য হস্তাধিগকে নিযুক্ত করিলেন ঐ মন্ত্রী কে-  
 বল অল্প আঘাত পাইয়া সৌভাগ্যক্রমে পলাইয়াছিলেন। তাহাতে  
 উক্ত সৈন্যরা রাজার এইরূপ চরিত্র দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া আপনা-  
 দিগের স্বদেশীয় সেনাপতিকে সিংহাসনোপরিষ্ঠ করিতে চাহিল  
 কিন্তু তাহাতে ঐ মন্ত্রী মহৎরূপে এই উত্তর করিলেন যে বদ্যাপিও  
 আমার প্রাণ নষ্ট করিতে রাজ্যসেচক ছিলেন তথাপি রাজবিপাকে  
 অত্রহারণ করিতে আমার কোন অধিকার নাই এবং মহারাজকে  
 আক্রমণ করা অপেক্ষায় বরং আমাকে যে মৃত্যু দিতে চাচেন তাহা  
 লইতে প্রস্তুত আছি এই কথিয়া আপনার ইসন্য দিগকে স্ব-  
 স্থানে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন। মহম্মদ মেদনীরায়ের কৃতজ্ঞ-  
 তার প্রমাণ পাইয়া তাঁহাকে পূর্বে পদে নিযুক্ত করণপূর্বক বিশ্বাস  
 করিতে লাগিলেন কিন্তু ঐ মন্ত্রী উদবোধি আপনার সার্বভৌমত্বান্যে  
 অতি প্রবৃত্তান্ত্রপারী শরীর রক্ষক ব্যক্তিরেকে রাজ্য সমুখে যাইতেন  
 না তাহাতে রাজা সজ্জিগমনা হইয়া ইঠাৎ এক দিন রক্ষণীয়োগে  
 আপনার মাস্কোয়ার নীসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কেবল একজন  
 অশ্বারোহ আর অভিন্ন পরিচারক সাহিত্যে পশ্চিমমুখে কোন স্থানেই  
 বিশ্রাম না করিয়া গুজরাটে উপস্থিত হইলেন।

ইং ১৫১৭শালে ঐ ব্যাপার হইয়াছিল। মহম্মদ যেকপে এবং যে  
 নিমিত্তে স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া মোজফর সাহের রাজ্যে  
 আসিয়া শরণ লইয়াছেন তাহা শুনিয়া মোজফর সাহ তাঁহাকে অতি-  
 শয় যতপূর্বক রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহারি কিয়ৎকাল  
 পক্ষে মোজফর সাহ হিন্দুদিগের সাহস ও পরাক্রম বৃদ্ধিদৃষ্টে ভীত

হইয়া ছিলেন গুজরাট এবং মালওয়া রাজ্যের উত্তর সীমার মধ্যস্থ-  
 লে যে মিউয়ার রাজ্য ছিল তাহাতে তৎকালীন রাণা বংশীয় নর-  
 নামক রাজা ছিলেন তাহার রাজত্বে তৎদেশস্থরা অত্যন্ত সুখে ছিল।  
 হিন্দু ইতিহাসকরা লিখিয়াছেন যে এই রাজা অশীতি সহস্র অশ্বারু-  
 ও অতি সম্ভ্রান্ত সপ্তজন রাজা ও একশত ক্রয়োদশ জন বিশ্রাভ  
 সেনাপতি ও পঞ্চশত যুদ্ধহুঁ লইয়া রণক্ষেত্রে গিয়া মালওয়ার  
 এবং দিল্লীর সৈন্যদিগকে অষ্টাদশবার যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন।  
 এই রাজার রাজ্যের উত্তর সীমায় বাইয়েনা নামক নগরের নিকট-  
 স্থ পীত বর্ণ ক্ষুদ্রনদী ছিল পূর্ব দিগে সিন্ধি নামক নদী ছিল দক্ষিণে  
 মালওয়া রাজ্য এবং পশ্চিমে স্বদেশস্থ পর্বতদ্বারা অভেদ্যরূপে  
 বেষ্টিত ছিল। তাহার রাজপুতনা রাজ্য একপে দীর্ঘত থাকাতে  
 তিনি তাহার চতুর্দিগস্থ মুসলমান রাজাদিগের চিত্তোরেগের সূনা-  
 ধার হইয়াছিলেন। এই মুসলমান রাজারা মনে শঙ্কা করিয়াছিলেন  
 যে এই মেদনী রাজা রাণা মঙ্গের স্বদেশীয় ব্যক্তি পাছে তিনি  
 মালওয়া রাজ্য জয় করণানন্তর উভয়ে মিলিত হইয়া গুজ-  
 রাটের রাজার সহিত যুদ্ধকরিয়া ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে হিন্দু রাজ্য  
 পূর্ণরূপে স্থাপিত করেন। তদ্বিধি মৌজফর খাঁ বহুসংখ্যক সৈন্য  
 সংগৃহ করণ পূর্ব কমহম্মদকে সমভিব্যাহারে লইয়া মালওয়ার  
 মান্দানামক রাজধানীতে যুদ্ধার্থে গমন করিলেন এবং তাহার রক্ষা-  
 থে রাণা সঙ্গ না আসিতে অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন যেহে-  
 ত তৎকালে ঐ রাজ্যের ভার মেদনী রায়ের পুত্র ভীম রায়ের  
 হস্তে ছিল। তখন মেদনী রায়কেও আশ্রয়ার্থে তাহার প্রভুর  
 সহিত যুদ্ধকরিবার নিমিত্ত চিত্তোরের রাণার সহিত মিলিয়া রণস্থলে  
 অতুষ্টিপূরক যাইতে হইল। যদ্যপিও ঐ মান্দো রক্ষার্থে উন-  
 ত্রিশং সহস্র সৈন্যেরা যুদ্ধকরিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তথাপি  
 মিউয়ারের রাজার সৈন্যেরা তথায় আসিবার পূর্বে তাহা শত্রু-  
 হস্তে পতিত হইল। তখন সুলতান মহম্মদ সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হই-  
 য়া অতি ঘটাপূরক তাহার উদ্ধারকর্তাকে ভোজ দিলেন এবং ভৃত্য  
 বহু পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত রহিলেন  
 এবং উত্তরকালে সুলতান মহম্মদের বিপদে সাহায্য করিবার  
 জন্যে মৌজফর তথায় বহুসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া স্বরাজ্য

প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু মহম্মদের অদর্শে কখন সুখ হইল না। ইংরাজী ১৫১২শালে আপনার যে সৈন্য ছিল এবং গুজরাট-শ্রিপতি তাঁহার সাহায্যার্থে যে সৈন্য দিয়াছিলেন এই সকল লইয়া রাণাসম্রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন বহুদিবস পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া মহম্মদের সৈন্যরা অতি দুর্বল এবং ক্লান্ত হইল কিন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা অতি মবল ছিল মহম্মদ আপন সৈন্যদিগকে বলপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য আক্রমণ করাইতে চেষ্টা করিলেন তাহাতে সম্মুখরূপে পরাভূত হইলেন। মহম্মদ দুরং হাদুল সাহসী ছিলেন তাদৃশ অনভিজ্ঞও ছিলেন মহম্মদ আপনাকে সূক্ষে অপারক দেখিয়া কেবল দশজন অস্বাকৃ সৈন্য সাহিত্যে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতেই আঘাতে পূর্ণ হইয়া শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। মহাদয়ানীল রাণাসম্রাজ স্বয়ং মহম্মদের নিকটে থাকিলেন এবং তাঁহার বুণোপশম হইলে তাঁহার যুক্তার্থে অর্থ না লইয়া তাঁহার রাজধানীতে তাঁহাকে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মহম্মদের এইরূপ দুর্ব্বল হওয়াতে ঐ রাজ্যের সুবাদারেরা তাঁহার অধীনতা ত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইল মহম্মদ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে সকলেই তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিতে লাগিল ॥

মোজফর সাহ মাল্মো হইতে গুজরাটে প্রত্যাগত হইয়াও মিউয়ারের রাজপুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রায় তিনবৎসরব্যধি সংগৃহ্য হইয়া কোন পক্ষেই জয় হইল না কেবল উভয় রাজ্যেরই উজরা ভূমি নষ্ট হইয়া লোকের দিগের দুঃখ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহাতে রাণা সম্রাজ বরং জয়ী হইয়াছিলেন কেননা তিনি কোন সুযোগক্রমে আহাম্মদাবাদ পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হইয়া ঐ নগরের প্রাচীরের নিকট মোজফরকে পরাভূত করিয়াছিলেন অবশেষে এই উভয় রাজ্যদিগের মধ্যে একমুষ্টি স্থির হইল এই সন্ধি করণের পক্ষ বৎসর পরে অর্থাৎ ইং ১৫২৬শালে গুজরাটের রাজা মরিলেন এবং প্রথমত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তৎপদে উত্তরাধিকারী হন তিনিও চারিমানের মধ্যে হত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন পরে অল্পমানের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর সাহ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। এই শেষ রাজার প্রতি

তাহার পিতা কোন কারণ বশত জ্বক হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষের বহু দেশে ভ্রমণ করিয়া পরে কুর্দীন দিগের এবং প্রজাবর্গের সাধারণ সম্মতিতে সিংহাসনারোহণ করিলেন।

তদবধি মালওয়ারাজ্যের স্বাধীনত্বের শেষ হইল। গুজরাটের বাহাদুর সাহেব এক ভ্রাতা মালওয়ারতে পলাইয়া আসিলেন তাহাতে ঐ হত বুদ্ধি মহম্মদ প্রদত্তাপূর্ব্বক তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং রাজ্য প্রাপ্তি জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন তিনি বাহাদুর সাহেব গোষ্ঠী কর্তৃক উপকৃত হইয়াও এইরূপ কতখুতা হওয়াতে বাহাদুর জ্বকহইয়া তাহাকে গুরুতর প্রতিফল দিতে উদ্যোগ করিলেন। যখন পশ্চিমে এইরূপ ভয়ানক উদ্যোগ হইতে ছিল তখন হতভাগ্য মহম্মদ মিউরারের রাণাব সতিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে ঐ রাণা অতি স্বাভাবিক গুজরাটের রাজার সতিত মিলিলেন। তদনন্তর মহম্মদ স্বীয় জয়ি যোদ্ধা দিগকে আহ্বান করিয়া বহু সম্মানপূর্ব্বক তৃপ্তি করিলেন কিন্তু মহম্মদ এমনত দুঃসময়ে যে এবল্লকার অধিক দান করিলেন তাহাতে বরং অন্যান্য লোকেরা তাহার প্রতি সন্দেহ করিল ও সকলে একত্র হইয়া তাহার বিপক্ষ হইল। ইংরাজী ১৫২৩ শালে গুজরাটীধিপতির সৈন্যরা মাম্দ্দোতে যাত্রা করিল সৈন্যদিগের ঐ দেশের মধ্য দিয়া যাত্রাকালে মহম্মদের সৈন্যরা তাহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া কাঁকে চতুর্দিগ হইতে আসিয়া ঐ দলে মিলিল এবং তদুদ্রা মহম্মদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের স্নেহের এমত বৈলক্ষণ্য হইল যে তাহাকে আপনার রাজধানীতে বহু থাকিতে হইল। মহম্মদ তাহার অধীনে কেবল তিন সহস্র সৈন্য রাখিয়া অসীম সাহসী রূপে রাজ্য রক্ষার্থে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহার দুর্গস্থিত সৈন্যরা সর্ব্বদা পরিশ্রম ও জাগরণ করাতে দুর্ব্বল হইয়া ~~অবশেষে~~ <sup>অবশেষে</sup> "অর" রক্ষা করিতে পারিলনা তাহাতে ইংরাজী ১৫২৩ শালের ২০ মে তারিখে মাম্দ্দার দুর্গের অতি উচ্চপ্রাচীরের উপর গুজরাটের সৈন্যরা জয়পতাকা স্থাপিত করিল। বাহাদুরসাহ ঐ পরাজিত রাজাকে অতি সম্মানরূপ আচরণ করিতে ও তাহাকে ঐ রাজ্য ফিরিয়া দিতে চাহিলেন কিন্তু তাহাতে ঐ পরাজিত রাজা তাহার সম্মুখে অহঙ্কার প্রকাশ করাতে ঐ জয়ী তাহাকে

এবং তাঁহারি সপ্তজন পুত্রকে কারাবদ্ধ করিতে চাহানিয়ায়রে প্রেরণ করিলেন। যখন তাঁহার পথে যাইতে ছিলেন তখন এক দল ভীষ্ম জাতিয়েরা আসিয়া এই রক্ষাকারি সৈন্যদিগকে দোহদ্ব দ্বিবে আক্রমণ করিল তাহাতে পাছে এই পুত্র রাজা পলায়ন করেন এই ভয়ে গুজরাটী সৈন্যরা তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রদিগের সহকর্মকদন করিল। তাহাতে মালওয়ার মহম্মদখিলজী বংশের কেবল এক পুত্র রহিল এবং এই মালওয়া রাজ্য প্রায় শত বৎসরের অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া যে বৎসরে মোগল বংশীয়েরা দিল্লীতে রাজ্য হইলেন সেই বৎসরে গুজরাটের সহিত একত্র হইল ॥

#### পঞ্চদশ অধ্যায়।

দেকান দেশ জয় করণ : বিজয় নগরের উন্নতি দেকান দেশে রাজবিরোধ। বাহমনি বংশ। আলাউদ্দিন। মহম্মদ। মোতাহিদ। কিলোজ আহম্মদ সাহয়ালি। দ্বিতীয় আলাউদ্দিন। হুমায়ুন। নিজাম সাহ। মহম্মদ সাহ ও তাঁহার রাজ্যের রাজ্যের উন্নতির শেষ। মহম্মদ গাওয়ানের বধ। এই রাজ্য ধ্বংস হইলে তাহা হইতে পঞ্চরাজ্যের উৎপত্তি।

পূর্ব বৃত্তান্ত দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে ইং ১২২৪ সালে নসরুদ্দীন দিল্লীর দক্ষিণ দেকান নামেখ্যাত প্রদেশে আলাউদ্দিনের আ-জায় হুসলমানেরা প্রথমে জয়করিয়াছিল তৎকালে আলাউদ্দিন দিল্লীর সম্রাট নিজ পিতার অনুরোধে করা পুদুদেশের সুবাদারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে তিনি দিল্লীতে রাজ্য হইয়া অল্প-কাল মধ্যেই দেকান দেশ পূর্ণরূপে জয় করিয়া তৎপুদুদেশাদি স্বরাজ্যে মঙ্গল করিতে মনস্থ করিলেন। উক্ত রাজ্যের রাজত্বকালে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল তৎপরে মল্লিক কাকুর নামক তাঁহার সেনাপতিই বহুবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং এই সকল যুদ্ধে দেসগড় ও তৈলকরনা ও মাইশোর গুড়তি হিন্দুরাজ্য সমূলে কল্পিত হইয়াছিল। উক্ত রাজ্য সকলের হ্রাস হইলে বিজয় নগর নামক রাজ্যের উন্নতি ও সঙ্কল্প বৃদ্ধি হইল যদিপিও এই নগরের আদি বিস্তারিত বিবরণ আছে তথাপি অনুমান হয় যে বৎস-কালে তৈলকরনার রাজধানী ওয়ারকল আলাউদ্দিনের হস্তগত

হইয়াছিল তৎকালেই বক ও হরিহর রাজারা উক্ত নগর হইতে পলাইয়া এই বিজয় নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনুসারে আখ্যান মতে লিখিত আছে যে যৎকালে এই দুই রাজা উক্ত নগর হইতে পলাইতে ছিলেন তখন অরণ্য মধ্যে বিদ্যারণ্য নামক স্থানকে বাকযুদ্ধে পরাস্ত করাতে তিনি তাহাদিগকে এই নগরের শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন এই বিদ্যারণ্য তৎকালে জানদীপটে এই নগর নিগদন করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম প্রথমে তাহার নামানুসারে বিদ্য নগর ছিল পরে বিজয় নগর হইল অর্থাৎ জিত নগর। কোনও ইতিহাসকারী অনুমান করেন যে যেসময়ে এই নতুন রাজধানী হইল আরাণ্যচন্দ্রের দক্ষিণে যুদ্ধার্থে গমন কালে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন সে অনুমান ও সঙ্গীত সেইসময়ে তাহাদিগের আচীন রাজ্য ছিল। বাল্মীকি কবি উক্ত দুই ব্যক্তিকে বানররূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং কল্পিত পদ্যমতে তাহারা দেবত্ব পূজা হইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসকারক মহাশয় তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন যে তাহারা ই দক্ষিণে রাজ্য থাকিয়া পশ্চিম অসভ্য জাতিদিগের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইংরাজ ১৩৩৬শালে এই বিজয় নগর প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল ইহা ভিন্ন প্রাচীন জনশ্রুতি দ্বারাও এক হয়। এই রাজ্য অভ্যন্তরকালের মধ্যেই বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার আত্ম উন্নতি হইয়াছিল। তৈলঙ্গনা রাজ্যের পুংসানবুর এবং মাইসোর রাজ্য সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলে মুসলমান রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করণক্রমে কোন রাজা দক্ষিণে ছিল না এবং যদিও হিন্দুরাজ্য মধ্যে বিজয় নগরের উন্নতি না থাকিত তবে মুসলমানদিগের কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত জয় করিয়া স্বরাজ্য বিস্তার করিবার বাধা তৎকালে কিছু হইত না।

মুসলমানেরা ভারতবর্ষ মধ্যে যে স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা প্রথম মহম্মদ তগলকের রাজত্ব সময়ে খৃঃ ১৩২২ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং দেকানে আলাউদ্দীনের জয়করণের ত্রিখণ্ডের পর এই রাজ্যের সুবাদারেরা রাজ বিদ্রোহী হইয়া প্রথমে স্বাধীন হইয়াছিলেন মহম্মদ তগলক একদল মৈন্য লইয়া গুজরাটের রাজবিদ্রোহিদিগকে জয় করাতে তৎকালে অনেকই পলা-



করিয়া দেকানে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাতে মহারাজ তাহাদি-  
গের প্রতি এমত ক্রুদ্ধ হইলেন যে দশ দিবার জন্য তাহা-  
দিগকে প্রেরণ করিতে দেকানের সুবাদার সমীপে আজ্ঞা  
পাঠাইলেন। তাহাতে দেকান দেশের সুবাদার ঐ শরণাগতদি-  
গকে মহারাজের দূতের হস্তে অর্পণ করিলেন এবং ঐ রাজবি-  
দ্রোহীরা নির্দয় মহারাজের চরিত্র জানিয়া পশ্চিমপাশ্বে প্রকাশ্য-  
রূপে রাজাজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া দেকান দেশে পুত্ৰাগত হইল পরে যে  
সকল ব্যক্তির রাজার নিষ্ঠুরতা জন্য তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল  
তাহাদিগের সহিত এবং কতিপয় হিন্দুরাজাদিগের সহিত অতি-  
শীঘ্রই মিলিল অনন্তর তাহারা বহুসৈন্য সংগ্ৰহ করিয়া দৌলতাবাদ  
অপিকার করিল এবং আকিগানবংশীয় ইন্ডেলকে দেকান রাজ-  
নীতিদিয়া মহারাজের সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল।  
গঙ্গনামক একজন গরু ব্রাহ্মণের দাস হোসনাখ্য এক ব্যক্তি তৎ-  
কাল দ্বারা ক্রমে মহারাজের নিকট পদপুষ্প হইয়াছিলেন এই-  
কালে তিনি ঐ রাজবিদ্রোহিদিগের সহিত মিলিয়া ইন্ডেল কর্তৃক  
এক সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন।

মহম্মদ তগলক এই রাজবিদ্রোহিদিগের বিষয় শ্রবণান্তর  
ইচ্ছন তাহাদিগের বিরুদ্ধে গমন করিয়া আলাউদ্দীন পুথমে  
দেকান দেশস্থ হিন্দুদিগের সহিত যে স্থলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন  
সেই স্থলে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি  
সামর্থ্যরূপে জয়ী হইয়া দৌলতাবাদ বেষ্টন করিলেন কিন্তু তৎ-  
কালে দিল্লীতে এক রাজবিদ্রোহের সম্বাদ পাওয়া সৈন্য রাখিয়া  
তদমনার্থে তাহাকে তথায় যাইতে হইল। আর তিনি দৌল-  
তাবাদে যেহ সেনাপতিদিগকে যুদ্ধার্থে রাখিয়া ছিলেন তথাকার  
রাজবিদ্রোহীরা তাহাদিগকে অতিশীঘ্র আক্রমণপূর্বক পরাভূত  
করিয়া নগরদানদী পর্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ হইল। ঐ  
স্থলে অতি সাহসী হোসন্ পুখান সন্মুখ পাইয়াছিলেন তিনি মহা-  
রাজের সেনাপতিকে বিদরে পরাস্ত করিয়া দৌলতাবাদে প্রত্যা-  
গত হইলেন। নূতন রাজা ইন্ডেল হোসনের প্রতি পুজাদিগের  
আর্থিক সুহৃদ্যানিতে পারিয়া অতিবিজ্ঞতাপূর্বক তাহাকেই  
সিংহাসন দিলেন ইংরাজী ১৩৪৭শালে হোসন্ দেকানের রাজা

হইয়া আলাউদ্দীন উপাধি গৃহণ করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব-  
পুত্র হিন্দুজাতীয় গণক যিনি পূর্বে কহিয়াছিলেন যে ভূমি রাজা  
হইবে তাহার মর্যাদার্থে আপন উপাধিতে বাক্যী অথবা বামনি  
শব্দযোগ করিলেন তাহাতে তবৎশীঘ্রেরা ইতিহাস মধ্যে উক্তো-  
পাধিদারা পুসিক্ত আছেন এই রাজা কুলবর্গ নামক নগরে রাজ-  
ধানী করিলেন এবং তিনি রাজকাব্য নিকাশ করণে সুদক্ষি পু-  
কাশ করিলেন আরো দেকান রাজ্যের যেহ পুদেশ মুসলমানেরা  
কখন জয় করিয়াছিলেন তাহা এবং তৈলঙ্গনাহ রাজ্যের বহুপু-  
দেশ জয় করিয়া স্বরাজ্যে সংলগ্ন করিলেন । গঙ্গু বাজ্ঞন রাজার  
ধনাত্মক কক্ষে নিবৃত্ত হইয়া পরমানন্দিত রহিলেন । আলাউ-  
দ্দীনের রাজত্বের শেষ সময়ে কুলবর্গ রাজ্য নিম্নে লিখিতানুসারে  
চতুর্দশীমাত্র ছিল ঐ রাজ্যের উত্তরে তৎকালীন দিল্লীধরের  
অধিকারস্থ মালওয়া পুদেশ ও উত্তর পূর্বদিগে ককলা নামক  
ক্ষত্ররাজ্য ও পশ্চিমে চৌল নামক নগরের বন্দর এবং সমুদ্রতীরও  
দক্ষিণে বিজয় নগর নামক রাজ্য এবং দক্ষিণ পূর্বদিগে হিন্দুদি-  
গের তৈলঙ্গনা রাজ্য ছিল । হোসন একাদশ বৎসর পয়ান্ত অতি মুখে  
রাজত্ব করিয়া সপ্তবর্ষাবৎসর বয়স্ক সময়ে মগয়ায় অতি কঠিন  
পরিশ্রম করিয়া জ্বর রোগে পীড়িত হইয়া ইংরাজী ১৩৭৮ শালে  
মরিলেন ।।

তাঁহার পুত্র মহম্মদ তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন এই  
রাজা আপনার সভার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম  
করিয়াছিলেন এবং দেকানে প্রথমে মুসলমানের মুদ্রা চলন করি-  
য়াছিলেন ঐ মুদ্রার একদিগে পেগম্বরের ধর্ম্ম ও চারিজন প্রথম  
কালিকের নাম মুদ্রিত ছিল অন্যদিগে তৎকালকারী রাজার  
উপাধি এবং যে বৎসরে মুদ্রা চলন হইয়াছিল সেই শাল ছিল ।  
নূতন রাজ্যকে দেখিয়া বিজয় নগরের এবং তৈলঙ্গনার রাজারা  
অবকাশ পাইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে তোমার পিতা যেহ ভূমি  
বলদ্বারা কাড়িয়া লইয়াছেন এইরূপে তাহাকরিয়া দেও । মহ-  
ম্মদ তৈলঙ্গনার রাজার বিরুদ্ধে দুইবার যুদ্ধার্থে গমন করিয়া  
তাঁহার পুত্রকে ধরিয়া তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করণানন্তর প্রজুলিত  
চিতার উপর নিক্ষেপ করিলেন । রাজার এই নিদয় ক্রমে তাঁহার

রাজ্যের চুক্তিধর্ম লোকেরা এমত ক্রম হইল যে তাঁহাকে অতি-  
শয় অপমান করণপূর্বক দেশ হইতে দূর করিল। অনন্তর ঐ  
রাজা অধিক সৈন্য সাহিত্যে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধ করাতে তাঁহার  
তৃত্যর্থে হিন্দুরাজাকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিতে হইল এবং  
মলকুতা দেশের পক্ষতাপরি দুর্গ ও তদবাসী সমুদায় প্রদেশ  
তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইতে হইল তাহার পরেই তাঁহা-  
দিগের উভয়ের মধ্যে এক সন্ধি বন্ধ হইল তাহাতে তৈল-  
ঙ্গের রাজা মহম্মদকে এই অঙ্গীকার করাইলেন যে মহম্মদ দুই  
রাজ্যের সীমানিকপণ করিবেন এবং উভয়দলে এই নিয়ম  
লঙ্ঘন করিবেন না। তন্নিমিত্তে তৈলঙ্গাধিপতি আপনার নিমিত্তে  
বহুমূল্য যে সিংহাসন নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা মহম্মদকে  
উপঢৌকন দিলেন। ঐ সিংহাসনের নাম তক্ত যিরোজ ছিল এবং  
তৎকালাবধি বাননি বংশীয় রাজারা সনাতরাহি কর্ম কালীন  
তাহাতে বসিতেন। তৎপরে সেই রাজা ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট হই-  
রাছিলেন তাঁহারা এত রত্ন মণিমুক্তা দ্বারা ঐ সিংহাসনকে ভূষিত  
করিয়াছিলেন যে উত্তরকালে কোন বিপদ উপস্থিত হওয়াতে ঐ  
সিংহাসন ভগ্ন করিয়া চারি কোটি মুদ্রার অধিক মূল্য পাওয়া  
গিয়াছিল ॥

দুই বৎসরাবধি তৈলঙ্গনাতে যুদ্ধ করণ জন্য সৈন্যদিগের ক্রান্তি  
কর সাহইতেই মহম্মদ মন্তপ্রায় হইয়া বিজয় নগরের রাজাকে  
স্বাক্ষর ধনাগার হইতে টাকা দিতে আজ্ঞা করিয়া হিন্দুরাজাকে  
অপমানগুষ্ট করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ হিন্দু রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ  
কার্যেণা করিলে মহম্মদ আপন সৈন্যদিগকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ  
করিতে আহ্বান করিলেন। যদ্যপিও তখন বর্ষা দ্বারা কৃষ্ণা নদীর  
বৃদ্ধি হইয়াছিল তথাপি ঐ হিন্দু রাজা স্বসৈন্যে পার হইয়া মুদ-  
গল নামক নগর অধিকার করিয়া তথাকার সকলকেই নষ্ট করি-  
লেন মহম্মদ এই মহাবীরের সম্বাদ শুনিয়া শপথ করিলেন যে  
যাবৎ ঐ পাণ্ডুদিগের মধ্যে এক লক্ষকে বধ না করেন এবং মুদ-  
গলস্থ যুদ্ধে যত ব্যক্তিদিগের আত্মাকে আনন্দিত না করেন তদবধি  
তাঁহার ও নিশা ত্যাগ করিবেন। ইংরাজী ১৩৫৮ শালে এই যুদ্ধ  
জার হইয়াছিল। মহম্মদ আপনার পত্রকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত

করিয়া কলবর্গ রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন এবং রাজ্যের  
সবল কার্য্য এমত রূপে স্থির করিলেন যে তাহাতে নোখ হইল  
যে তিনি আপন মৃত্যু স্থির করিয়াছিলেন । তদনন্তর তিনি তদ্ভ-  
ভ্রা নদীপার হইলেন দেকানস্থ মুসলমান জাতীয়দিগের মধ্যে  
তিনিই পুথমে ঐ নদী পার হইলেন । তৎপরে হিন্দুসৈন্যাদিগকে  
পরাজিত করিলেন এবং যে কেহ তাঁহার হস্তে পতিত হইল সেইস-  
কলকেই বধ করিলেন । বিজয় নগরের রাজা কলহরায় পলাইয়া  
আপন অধিকারস্থ দেশের মধ্যে তিনমাসাবধি শত্রুদিগদ্বারা  
অনন্ত হইয়া অবশেষে আপন রাজধানী মধ্যে তাঁহাকে লুপ্তায়িত  
হইতে হইল । মহম্মদ ঐ স্থল বেটেন করিয়া এক মাসপরে দেখি-  
লেন যে তিনি কিছুই করিতে পারেননা এবং তাঁহার এমত প্রকার  
বেটেনে শত্রুর নিগত হইবেনা তাহাতে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া  
ফিরিয়া চলিলেন । হিন্দু রাজারা মনে করিলেন যে তাহাদিগের  
ভয়ে মহম্মদ পলাইলেন এই বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহার মহম্মদের  
পশ্চাদ্বর্ত্তা হইলেন । কিন্তু মহম্মদ যে অবধি শত্রুদিগের সহিত  
যুদ্ধ করণের বোধ্য কোন স্থল নাপাইলেন তদবধি কোন স্থলে  
বিশ্রাম করিলেন না এবং ফিরিয়া দেখিলেন না তিনি সেদিক  
শীঘ্র শয়ন করিতে গমন করিলেন কিন্তু সেই রজনী মধ্যে  
শত্রুদিগের ছাউনি আক্রমণ করিবার নিমিত্ত মনস্থ করিয়া হঠাৎ  
আপন সৈন্যাদিগকে সুসজ্জীভূত হইতে আজ্ঞাদিলেন । হিন্দুরা  
সেই রজনীতে আনোদে প্রমত্ত ছিলেন এমতকালে মুসলমান  
সৈন্যাদিগকে আপনাদিগের শিবির মধ্যে দৃষ্টি করিয়া বিস্ময়াপন্ন  
হইলেন । তাঁহাদিগের রাজা পলাইয় রাজধানীতে গমন করি-  
লেন রণভূমিতে দশ সহস্র হিন্দু পতিত হইল আরো তৎপরে  
অধিক বধ হইয়াছিল কেননা মহম্মদ এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন  
যে হিন্দু সৈন্য ধরিলেই বধ করিবে । বিজয় নগরের রাজাকে অর-  
শেষে সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল ঐ সন্ধিপত্রে মহম্মদ হিন্দু রা-  
জার সহিত কেবল মর্য়াদা সূচকনিয়ম করিলেন এমত নহে আরো  
বোধ হয় যে অধিক বধ করিয়াছিলেন এজন্যে খেদপূর্ব্বক  
এই স্বীকার করিলেন যে উত্তরকালে কোন অস্ত্রধারী অথবা অস্ত্র  
সজ্জিত প্রাণিমাত্রকেও বধ করিবেন না । এই পুকারে মহম্মদ

তাহার শত্রুকে পরাজিত করিয়া পঞ্চলজ হিন্দুদিগকে বধ করি-  
য়াছিলেন এমত সম্ভব হইতেছে যে মুসলমান ইতিহাসক এ  
বিষয়ে আত্মাদে রিকুল হইয়া লিখিয়াছেন । তদনন্তর মহম্মদ  
আপনার রাজ্যের উত্তমতা বৃদ্ধি করিতে গনোযোগী হইলেন তিনি  
সমুদ্রবৎসর রাজত্ব করিয়া ইংরাজী ১৩৭৫শালে মরিলেন ॥

তাহার পুত্র উনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক মোজাহিদ সাহ তৎ-  
পক্ষে উত্তরাধিকারী হইলেন । এই বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে  
এই মোজাহিদ সাহ রাজত্বীয়ুজ ছিলেন এবং সর্বাধিপেক্ষা বীর্য-  
বান ও ক্রমতাপন্ন ছিলেন । তিনি কেবল চারিবেংসর রাজত্ব  
করিয়াছিলেন তাহাতে বিজয় নগরের রাজার স্থানে রাচুর ও  
মুদকল এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যস্থিত দুয়াবের অন্তঃ-  
পাতি অন্য প্রদেশ চাহিয়াছিলেন এই জন্যে হিন্দু এবং  
মুসলমান জাতীয় রাজাদিগের মধ্যে সর্বদা বিবাদ হইত ।  
তাহার এই প্রার্থনা অগৃহ্য করাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল । বিজয়  
নগরের রাজার সহিত মোজাহিদ যুদ্ধার্থে গমন করিবামাত্রই  
তিনি পলায়ন করিলেন এবং চরমাস পর্যন্ত সমুদায় কণাটি দেশ  
মধ্যে তাহার ভ্রমণ কালে মোজাহিদ তাহার পশ্চাদর্তী ছিলেন ।  
অপরে ঐ হিন্দুরাজা আপনার রাজধানীতে কিংবদ্যা আইলে মুস-  
লমানেরা তাহা বেটন করিয়া যদ্যপিও তাহার আসন ভূমি অধি-  
কার করিলেন তথাপি কেবল দুর্গদ্বারা তাহাদিগের সকল চেষ্টা  
ব্যর্থ হইল অনন্তর হিন্দুরা দুর্গের বহিভূত হইল তাহাতে উভয়দল  
সদাযোঁরতর সংগুমে মোজাহিদ জয়ী হইলেন বিজয় নগরের রা-  
জাকে এইরূপ দমন করিয়া মোজাহিদ ঘরাজ্যে প্রত্যাগমন করি-  
লেন আগমন কালে ঐ গড় যুদ্ধে তাহার পিতব্যকে এক গুরুতর  
ভার্যাপণ করাতে তিনি তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন তিনি নিজে রাজা  
তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাহাকে প্রতিফলদিতে  
স্বার্থ মধ্যে ঐ পিতব্য তাহাকে বধ করিলেন । তাহার শত্রুর  
সহিত তুলনায় তাহার অতি ক্ষুদ্র রাজ্য থাকাতে ঐ যুদ্ধে তাহার  
অভিভাব যশোবিস্তার হইয়াছিল কেননা সেসময়ে বিজয় নগর  
সিহা এক সমুদ্র অবধি অন্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল এবং মালা-  
বার ও সিংহলদ্বীপের রাজাদিগকে বিজয় নগরের রাজা আপ-  
নার করাদীন কাম করিতেন ॥

এই হত্যাকারী দাউদখাঁ সিংহাসনারোহণ করিলেন কিন্তু মোজাহিদ সাহের ভগিনী চত্বারিংশদ্বিবসের মধ্যেই তাঁহাকে বধ করিলেন। তৎপরে ঐ বংশ স্থাপকের মহম্মদ নামক যে এক পুত্র ছিল তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে ঐ স্ত্রীলোক অনুমোদন করিলেন। তাহাতে ঐ মহম্মদ ইংরাজী ১৩৭৮ শালে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন তাঁহার পূর্বপুরুষেরা যাদশ যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এই রাজা তাদশ রাজ্যের শান্তি বৃদ্ধি করিলেন তাঁহার রাজত্বে কেবল একবার রাজবিদ্রোহ হইয়াছিল। তিনি বিদ্যা এবং শিল্পাদিতে সাহায্য করিতেন এই নিমিত্তে পুজারা তাঁহাকে দ্বিতীয় এরিক্টাটল জ্ঞান করিত। তাঁহার রাজত্বে অরণোপযুক্ত ঘটনার মধ্যে পারস্য দেশস্থ হাফিজ নামক কবিকে তাঁহার সভায় আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হাফিজ ঐ নিমন্ত্রণ প্রাপ্তে জাহাজারোহণ করিয়া আনিতেছিলেন এমনত সময়ে প্রবল বায়ু হওয়াতে জাহাজ রক্ষা করণে শক্তি হইল তাহাতে ঐ কবি তটে বাইতে আজ্ঞা দিয়া আর তরঙ্গমধ্যে বাইবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। তদনন্তর তিনি কবিতা দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা রচনা করিয়া তাহা রাজসমীপে পৌরণ করাতে রাজা তাঁহাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন দিয়া ঐ ঈশ্বায় অঙ্গীকার করিলেন। তিনি উনবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ইং ১৩৯৭ শালে মরিলেন এবং ক্রমে তাঁহার দুইপুত্রেরা তৎপদে উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ছয় মাসের অধিক রাজত্ব করেন নাই ॥

অতঃপর হত্যাকারি দাউদের পুত্র ফিরোজ সাহ সিংহাসনারোহণ করিলেন। তাঁহার এবং শুদ্ভ্রাতার রাজত্ব সমুদ্রত্ৰিংশৎ বৎসর পর্যন্ত হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তারা ঐ উভয় রাজত্বকে বামনি বংশের মধ্যে অতিশয় সৌভাগ্যরূপে লিখিয়াছেন। ফিরোজ চত্বরিংশতি বার সংগ্রাম করিয়াছিলেন সুতরাং তাহাতে তাঁহার রাজ্য অবশ্য অতিশয় বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব এবং পর বর্ত্তি রাজাদিগের ন্যায় তিনিও বিজয় নগরের রাজাকে অধীন করিতে অভিলাষী হইয়া ঐ রাজ্য পুনঃ আক্রমণ করত সুসিদ্ধ হইয়া সমুদায় কर्নাটদেশ অগ্নি ও অসিদ্বারা উচ্ছন্ন করিয়া ঐ বিজয় নগরের রাজার দর্প এমনত চূর্ণ করিলেন যে

অবশেষে ঐ রাজা তাহার সহিত আপন কন্যাকে বিবাহ দিতে ও বার্ষিক এক কোটি টাকা কর স্বীকার করিলেন কিন্তু এতাদৃশ অধীনতা স্বীকার করাইলেও বিজয় নগরের রাজধানী এবং দুর্গ কখন লুটকরিতে সক্ষম হইবেন নাই । এই ফিরোজ তাহার রাজত্বকালে তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন । ফিরোজ তৈমুরের নিকট প্রতিনিধি দ্বারা বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ রাজাদিগের মধ্যে গণনীয় হইতে অতি বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন । তৈমুর তাঁহাকে মালওয়া এবং গুজরাটের রাজ্যভার দিলেন কিন্তু তৈমুর স্বেচ্ছায় অথবা ফিরোজের প্রার্থনায় উক্ত বিষয় দিয়াছিলেন তাহা কোন ইতিহাসমধ্যে দেখা যায় না । তৈমুরের নিকট হইতে দানপ্রাপ্ত ফিরোজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হওয়াতে তাঁহারি অল্পকাল পূর্ব্বে যে দুই প্রদেশের সুবাদারেরা স্বাধীন হইয়াছিলেন তাহারা ভীত হইলেন এবং ফিরোজকে মনস্কাম সিদ্ধ করিতে না দিবার অভিপ্রায়ে উক্ত রাজ্যন্তরা ফিরোজের রাজ্যের দক্ষিণ ও উত্তরে করুলা ও বিজয় নগরের রাজাদিগের সহিত মিলিলেন তাহাতে ঐ দুই মুসলমানরাজারা চতুরতাপূর্ব্বক ফিরোজকে আক্রমণ করিলেন না কিন্তু বিজয় নগরের রাজা তাহার সহিত পুনরায় যুদ্ধ করত পরাভূত হওয়াতে তাঁহাকে বহুধন দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে হইল ।

ফিরোজ বিদ্যাবিশয়ে অতিশয় উৎসাহী ছিলেন এবং কল্মসূত্রাদি দর্শনার্থে এক স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন । যেহেতু অল্পকাল মধ্যেই দেশ বিখ্যাত সেই দেশ হইতে সেই অল্পকাল মধ্যেই আনয়ন জন্য এবং পণ্ডিতদিগকে আপন সভায় আনিবার নিমিত্তে তিনি প্রতিবৎসর গোয়া ও চৌলের বন্দর হইতে জাহাজ প্রেরণ করিতেন । তজ্জাতীয় ধর্ম্মমতে তিনি বহুস্ত্রীর উপভোগ করিতেন আর ভিন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় অতি সুন্দরী স্ত্রী দ্বারা তাঁহার অস্তঃপুর সুশোভিত করিয়াছিলেন এবং ইহা কথিত আছে যে ঐ সকল স্ত্রীদিগের ভিন্ন ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন । তিনি প্রতি চতুর্থ দিবসে কোরানের অষ্ট পত্র লিখনের কাল নিরূপণ করিয়াছিলেন । তাঁহার রাজত্বের

যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে হিন্দুরা তাঁহার সৈন্যাদিগকে পরা-  
 ভূত করিয়া তৎপক্ষে অনেককেই বধ করিয়া এই মৃত ব্যক্তিদিগের  
 হিঙ্গু নস্তুক দ্বারা রণ ভূমিতে এক মস্তক নিৰ্মাণ করিয়া ছিল।  
 আরো অনেক নগর অধিকার করিয়া তথাকার মসজিদ সকল  
 লম্ভূমি করণপূর্বসর তাহাদিগের পূৰ্ণকার কোপ শত্রুদিগের  
 প্রতি একেবারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছিল। এই  
 সকল উৎপাত ফিরোজের মনে প্রজ্বলিত হইল কিন্তু তৎকালে  
 অতি প্রাচীনত্ব প্রযুক্ত কিছু করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর কিয়ৎ  
 কাল পূর্বে তিনি আপন পুত্র হোসনকে রাজ্যভিষিক্ত করিবার  
 চেষ্টা করিলেন তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা আপত্তি করাতে তাঁহার  
 সহিত একবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমুদায় সভাসদদিগকে  
 তাঁহার ভ্রাতৃপক্ষ দৃষ্টে তাঁহাকেই রাজদণ্ড দিয়া দশদিবস  
 পরে মরিলেন ॥

আহম্মদ সাহ অনাবৃষ্টিকালে ঈশ্বরারাদনার্থ একবার  
 বর্ষণ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্তে তিনি গুয়ালি অর্থাৎ মহাপুরুষ  
 উপাধি পাইয়াছিলেন তিনি ইংরাজী ১৪২১ শালে ভ্রাতৃসিংহ  
 মনোপরি আরোহণ করিয়া গত রাজার রাজত্বের শেষ সময়ে  
 বামনিবংশীয়েরা যে অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা শুধরা-  
 ইবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরে বহুসংখ্যক  
 সৈন্য লইয়া বিজয়নগরের রাজা দেব রায়ের রাজ্য আক্রমণ  
 করিলেন। তাহাতে এই হিন্দু রাজা এই সাধারণ বৈরীর সহিত  
 যুদ্ধ করণার্থে তৈলঙ্গনার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করাতে  
 রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন কিন্তু যৎকালে তাঁহার সাহায্যের  
 আবশ্যক হইল তখন তাঁহার এই বন্ধুকে পরিত্যাগ করিলেন। অন-  
 ন্তর তুঙ্গভদ্রা নামক নদীর সম্মুখ কূলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়  
 দলই সৈন্যরা চত্বারিংশদিবস পর্যন্ত পরস্পর মুখামুখি হইয়া  
 রহিল এমত কালে আহম্মদ সাহ বলদ্বারা শত্রুদিগের মধ্যে পথ  
 করিয়া দেবরায়ের সৈন্যাদিগকে পরাজিত করিয়া পূর্ণরূপে হিঙ্গ  
 ভিন্ন করিলেন। আহম্মদ সাহ হিন্দু সৈন্যদিগের পশ্চাদগামী হইয়া  
 এই সমুদায় দেশে নির্দয়রূপে লুট করিলেন। আর যুদ্ধধৃত সৈন্য-  
 দিগের প্রতি ব্যৱহার করণ বিষয়ে পূৰ্ণকার নৃসিংহপুত্র যে নিয়ম



স্থির হইয়াছিল তাহা একেবারে লঙ্ঘন করিয়া অতি অসভ্য আনন্দে আবাল বৃদ্ধ বনিতা দিগকে একাদিক্রমে বধ করিলেন। যখন২ তিনি একদা বিংশতি সহস্র সৈন্যবধ করিতেন তখন তিন দিবস পর্য্যন্ত তথায় স্থির থাকিয়া এক মহোৎসব করিতেন। পরে তিনি ঐ দেশ ধ্বংস করণানন্তর রাজধানী বেঁটন করাতে তথাকার রাজাকে তাঁহার সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল। তাহাতে আহমদ সাহ তাঁহাকে অবশিষ্ট রাজস্ব দিতে স্বীকার করাইয়া এক সন্ধি স্থির করিলেন। তদনন্তর আহমদ সাহ টৌলঙ্গনার রাজা যে বিজয় নগরের রাজার সাহায্য করিয়াছিলেন এজন্যে তাঁহার দণ্ডকরণার্থে তথায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তিনি তাহাতে গুরারঙ্গল নামক তাঁহার রাজধানী লুট করিয়া তাহাতে যত সঞ্চিত ধন ছিল সে সকলই লইলেন। তৎপরে উত্তর দেশে যুদ্ধার্থে গমন করিয়া তথায় এক স্বর্ণের আকর প্রকাশ করিলেন এবং সেখানে যত হিন্দু দেব মন্দির ছিল তাহার সমূলোৎপাটন করিয়া সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করিলেন। তৎকালে তিনি গাবল নগরের দুর্গ নির্মাণ অথবা পুন নির্মাণ করিয়াছিলেন পরে তাহা বিরারের রাজধানী হইল।

তিনি প্রত্যাগমনকালে তথাহইতে বিদর নগর দিয়া যাইতে তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এত আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে তথায় পূর্বে যে হিন্দু নগর ছিল সেই ভূমিতে আহমদাবাদ নামক এক নগর নির্মাণ করিলেন এবং প্রস্তুতখননদ্বারা তথায় দুর্গ নির্মাণ হইয়াছিল তন্নিমিত্তে দক্ষিণ দেশের মধ্যে তাহা অতি অদ্ভুতকীর্তিরূপে গণনীয় আছে। ইং ১৪৩২ শালে উক্ত নূতন নগরের নির্মাণ সম্পূর্ণ হইল এবং তদনন্তর সেই নগরই রাজ্যের রাজধানী হইয়াছে। কুলবর্গ বাসিরা স্বস্থানত্যাগ করাতে ঐ কুলবর্গের নাম লোপ হইল। আহমদ সাহ মালওয়ার রাজার সহিত দুইবার সংগ্রাম করিয়া দুই বারেতেই তদপেক্ষায় জয়ী হইয়াছিলেন। পরে ঐ রাজ্যের সহিত তৃতীয়বার যুদ্ধ প্রায় উপস্থিত হয় এমতকালে খণ্ডেশের রাজা মধ্যবর্তী হওয়াতে যুদ্ধ না হইয়া ঐ উভয় রাজাদিগের এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইয়াছিল তাহাতে করুণা মালভয়াপিপতির আর বিরার আহমদ সাহের থাকিল পরে গোয়া এবং বোম্বেয় নগরসম্বন্ধিত পর্ব্বতের পশ্চিম ভূটে একপাট ভূমিতে যে কনকান নগর

ছিল তাহা দ্বায় করিতে আহম্মদ সাহ আপন সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিলেন । তাহাতে প্রথমতঃ ঐ সেনাপতিরা সুসিদ্ধ হইয়া পরে উগুরুকে জয়করিতে গুজরাটাদিপতির অধিকৃত বাহিম নগর অধিকার করিতে ঐ গুজরাটাদিপতির সহিত তাঁহারদের যুদ্ধ হইল তাহাতে যে নিমিত্তে তাঁহারা আসিয়াছিলেন তাহাও বার্থ হইল । আহম্মদ সাহ দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইং ১৪৩৫ শালে মরিলেন ॥

আহম্মদ সাহের পুত্র আলাউদ্দীন পিতৃপদে উত্তরাধিকারী হইলেন কথিত আছে যে বিজয় নগরের রাজা পঞ্চবৎসরের রাজত্ব আটক করাতে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে ব্যবহারানুসারে তাঁহার প্রথম মনোযোগ হইল । এবং ঐ যুদ্ধে আলাউদ্দীন জয়ী হইলেন । ঐশ্বশের রাজা আপন কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়া ছিলেন সেই কন্যা অপমানিতা হইয়াছেন এই ছলকরিয়া ঐশ্বশের রাজা আলাউদ্দীনের সিংহাসনোপবিস্ট হওনের দুইবৎসর পরে তাঁহার সহিত সংগাম প্রার্থনা করিয়া গুজরাটাদিপতিকে সাহায্যার্থে স্বপক্ষ করিলেন । বামনি বংশীয় রাজা মল্লিকউলতজুর নানক একজন মোগল জাতীয়কে সেনাপতি করিলেন কিন্তু ঐ সেনাপতি দক্ষিণ দেশীয় অথবা এবিসিনিয়াস্থ কোন সৈন্য সমতির্য্যাক্ষরে লইতে চাহিলেন না কারণ কনকান নগরে কেবল তাহাদিগের দুরাটীর জন্য পরাজয় হইয়াছিল । তৎপরে তিনি স্বদেশীয় অত্যন্ত সৈন্য সাহিত্যে শত্রুর সহিত সমর করণার্থে গমনানন্তর বীর্ষ্য ও সেনাপতিত্বকর্ম্মে নিপুণতা দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বুরহানপুর নামক রাজধানী অধিকার করিলেন এবং তথাকার রাজবাটীপ্রভৃতি দগ্ধ ও সমলোপাটন করিলেন । রাজ্যোতে প্রত্যাগমনকালে তাঁহার প্রভু আলাউদ্দীন স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে কেবল বিখ্যাত মর্যাদা দিলেন এমত নহে কিন্তু আরো আজ্ঞা করিলেন যে উত্তরকালে দক্ষিণদেশস্থ সৈন্যাদিগের মধ্যে মোগলের অগুণ্য হইবে । মোগলদিগের সহিত দক্ষিণ দেশীয় দিগের সহকালাবধি যে শত্রুতা হইয়াছিল তাহার মূলাপার কেবল ঐ নিয়মই হইল ॥

বিজয় নগরের রাজা দেবরায় ঐ সময়ে আপন সচিবসমূহকে  
 আশ্বাসন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে বামনি রাজার প্রপেক্ষায়  
 তাঁহার রাজ্য বিস্তারে ও ধনে ও লোকসমূহে যদিও অতিশয় প্র-  
 কান হয় তবে তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ও তিনি স্বয়ং কিনিমিতে উক্ত  
 রাজ্যকে রাজস্ব দিতে বাধ্য হইয়াছেন । তাহাতে তদুপায়ে কেহ  
 উত্তর করিলেন যে শাস্ত্রে দেবতাদিগের আজ্ঞা আছে কিনিমিতেই  
 দিতে হয় । অন্যরা কহিলেন যে মুসলমানদিগের অতি পরাক্রমী  
 অশ্বারুঢ় সৈন্য ও একদল অতিনিপুণ ধানুক্ষ আছে এই নিমিত্তে  
 এই যুক্তি স্থির করিয়া দেবরায় মুসলমান জাতীয় ধানুক্ষদিগকে  
 নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের নিমিত্তে আপনার রাজধানীতে এক  
 মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন । এবং পাছে তাহাদিগের মনে  
 দুঃখ হয় এনিমিত্তে একখান কোরান আপন সম্মুখে রাখিতেন  
 কেননা তাহারা ঐ পুস্তকে প্রণাম করিবে কিন্তু ফলতঃ তিনি  
 তাহাদিগের নিকট মান্য হইবার জন্যে এই ব্যবহার করিয়াছি-  
 লেন । তাহাতে অল্পকালের মধ্যে দুই সহস্র মুসলমান ও ষষ্টি সহস্র  
 হিন্দু জাতীয় ধানুক্ষ সৈন্য সংগৃহ করিয়া আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ  
 করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন । তাহাতে দুই মাসের মধ্যে ঐ দুই  
 রাজার মধ্যে তিন বার সংগ্ৰাম হইল এবং সমরেতে প্রায় উভ-  
 য়েই সমান ছিলেন কিন্তু পরে দুইজন মুসলমান যোদ্ধারা হিন্দুদি-  
 গের হস্তে পতিত হওয়াতে আলাউদ্দীন এই শপথ করিলেন যে  
 যদিও এই দুই জনের প্রাণ নষ্ট হয় তবে তাহাদিগের প্রত্যে-  
 কের নিমিত্তে একলক্ষ হিন্দু বধ করিবেন । এই তজ্জনে হিন্দু  
 রাজা ভীত হইয়া পূর্বের রাজস্ব দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করি-  
 লেন ॥

ঐ অভীষ্ট সিদ্ধি হওনের পূর্বে আলাউদ্দীন ভারতবর্ষে অতি  
 ক্রান্তি ও ধার্মিকরূপে খ্যাত ছিলেন পরে রাজরসে মগ্ন হইয়া  
 যত্নসরের মধ্যে কেবল একবার অথবা দুইবার রাজকাৰ্য্য করি-  
 তেন এবং সর্কদা অন্তঃপুরেই কালযাপন করিতেন । ঐ সময়ে  
 দুরহানপুরের জয়কারী মল্লিকউলতুজরকে কনকানে প্রেরণ করি-  
 লেন তাহাতে তিনি এক লুণ্ঠারিত স্থানে প্রতারণা দ্বারা আপন  
 গুহ হইয়া স্বসৈন্যে মারাপড়িলেন । যে সকল সৈন্য তথা হইতে

পাইয়া রুম। পাইয়াছিল উক্ত অনেকই রাজার দক্ষিণদে-  
শীয় সৈন্য দ্বারা হত হইল কারণ মোগলদিগের প্রতি তাহাদি-  
গের অতিশয় হিংসা ছিল। অবশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি বহুকোশে  
রক্ষা পাইয়া রাজার সম্মুখে আসিয়া যে প্রতারণা দ্বারা তাহা-  
দিগের সজ্জিরা মারাপড়িয়াছিল তাহা নিবেদন করিল তাহাতে  
রাজা উক্ত প্রতারণাদলহুদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন।  
এবং এই বিষয়ের সন্ধান দ্বারা ও তাঁহার শিক্ষাস্তর এক নিষি  
প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হওয়াতে রাজা আপনার কদা-  
চার ভাগকরিয়। পুন রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে  
ইংরাজী ১৪৫৪শালে রাজার পদতলে এক সংঘাতিক ফোটক  
হওয়াতে তাঁহাকে অন্তঃপুরে থাকিতে হইল তাহাতে তাঁহার মৃত্যু  
সমাচার সর্বত্র ব্যক্ত হইলে মালওয়ারাধিপতি এবং তাঁহার কতি-  
পয় কুটুম্বরা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার বৈরি-  
দিগের কপরাংশ ব্যর্থ হইল। পরে রাজা মহম্মদতাপুরক  
ত্রয়োবিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া কেবল শারীরিক ক্রোধে  
ইংরাজী ১৪৫৭শালে মরিলেন ॥

• তাঁহার পুত্র হুমায়ুন তৎপদে উত্তরাধিকারী হইলেন এই  
রাজা সাক্ষিবৎসর অতি নিদয়রূপে রাজত্ব করিয়া এক দিন  
মন্ত্রিপানে বিস্থল হইয়া থাকিতে তাঁহার ভৃত্যরা তাঁহাকে বধ  
করিল। তৎকালে ইংরাজী ১৪৬১শালে তাঁহার শিশুপুত্র নিজাম  
সাহ সিংহাসনোপবিস্ত হইলেন। কিন্তু রাজমহিষী এবং রাজ্যের  
দুইজন মন্ত্রিরা রাজকার্য্য করিতেন ঐ মন্ত্রিহয়ের মধ্যে মহম্মদ  
গাওয়ান অতি খ্যাত ছিলেন। তাহাদিগের উদ্যোগে মৃত রাজার  
রাজত্ব যেহে মন্মথটনা হইয়াছিল তাহা শুধরাইল। ঐ রাজ্যের  
নিকটস্থ রাজারা স্থানিলেন যে এক শিশু সিংহাসনোপবিস্ত আছে  
তাহাতে তাঁহারা সূক্ষ্ম পাইয়া রাজ্য লইতে চেষ্টা করিতে লা-  
গিলেন। উড়িস্যার রায়েরা অসীম সাহসী হইয়া রাজধানীর  
পঞ্চক্রোশের মধ্যে যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া তথ্যহইতে দুরীকৃত  
হইলেন। মালওয়ারাধিপতি মহম্মদ ও তৈলঙ্গের এবং উড়িস্যার  
সৈন্যের সহিত মিলিয়া রণস্থলে আইলেন। ঐ সংগ্রামে ঐ বালক  
নিজাম সাহকে সৈন্যদিগের মধ্যভাগে রাখিয়া ঘোরতর সং-

নাম হওয়াতে বামনি বংশীয় সৈন্যদিগের পার্শ্বস্থ। শত্রুদিগের পার্শ্বস্থিত সৈন্যদিগকে বিদ্ধ করিয়া জয় করেন। এমত কালে সৈন্য-  
সর খাঁ নামক রাজার এক স্তনপায়ী ভ্রাতা জয়ী সৈন্যপতিদিগের  
মধ্যে এক সামান্য বিবাদ হওয়াতে অকস্মাৎ রাজাকে এবং রাজার  
যুদ্ধপাতাকা লইয়া রণভূমি হইতে পলাইলেন। তাহাতে ঐ দিব-  
সের যুদ্ধসার্থ হইল। মহম্মদ জয়ী হইয়া আহম্মদাবাদ বিদর  
নগর অধিকার করিলেন কিন্তু তথাকার যুবরাজ আপন সভাসদ-  
দিগকে লইয়া ফিরোজাবাদে পলায়ন করিলেন। এবং তাহার  
চতুর্দিগস্থ দেশ ও অধিকৃত তুল্য হইল এবং সকলে মনে করি-  
লেন যে বামনি বংশের শেষ হইল। এমত সময়ে উক্ত বংশ  
রক্ষার্থে গুজরাতিধিপতি মালওয়ার যুদ্ধার্থে মসিমো গমন কবি-  
লেন সতরাং মহম্মদকে স্বরাজ্যরক্ষার্থে প্রত্যাগমন করিতে হইল।  
এই প্রকারে শত্রু হইতে আপন রাজ্য উদ্ধার হইলে অল্প কাল পরে  
অখ্যাত রাজা হইয়া দুইবৎসর পরে নিজাম সাহ মরিলেন ॥

ইংরাজী ১৪৩৩শালেক তাহার ভ্রাতা মহম্মদ সাহ নবমবর্ষবয়সে  
সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। গত রাজত্বের ন্যায় রাজমহিষী এবং  
দুইজন মন্ত্রী রাজকাণ্ড করিতে লাগিলেন। খোয়াজাজিহান  
নামক একজন মন্ত্রী এই রাজপুত্রের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে অধ্য-  
ক্ষতা করাতে ফিরোজ সাহের পর এই রাজা তদংশের মন্ত্রণা  
অতি বিদ্বানরূপে গ্রহণ হইলেন। কিন্তু ঐ রাজপুত্র দ্বাদশ বৎ-  
সর বয়স্ক না হইতেই যখন অনাভব হইল যে তাহার উপদেশ  
কর্তা রাজ্যে অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়াছেন তখন যুবরাজ মাতৃ  
সম্মার্ষণে তাহার উপদেশকর্তাকে আপন সম্মুখে বধ করিতে  
আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এমত উল্লবয়স্কমেই ঐ সকল ঘেচ্ছা-  
কারী রাজারা জীব হত্যায় রত ছিলেন। এই রাজার উত্তরেস্থিত  
মালওয়া রাজ্যের অধিকৃত করুলানামক দুর্গ বেষ্টিত করিতে  
এই রাজার রাজত্বে প্রথম যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই নগরও  
অধিকৃত হইয়াছিল কিন্তু এই অতি আশ্চর্য্য যে মালওয়ার রাজার  
অধ্যাত্মতা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তিনি তাহা ত্যাগকরিয়াছিলেন। তাহার  
অল্পকাল পরে রাজা প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ গাওয়ানকে কনকান  
নগরের সমুদ্রতীরস্থ স্থলে প্রেরণ করিলেন পূর্বে ঐ স্থলের যুদ্ধে

দুইবার প্রায় ভূত হইয়াছিলেন। ঐ দেশের ভূপতিরা এবং বিশেষত কেহলনাধিপতি অনেক যুদ্ধ জাহাজ লইয়া মুসলমানদিগকে তথায় বাণিজ্য করিতে বাধাদিয়াছিলেন। তাহাতে মহম্মদ গাওয়ান কেবল তীরস্থ স্থল অধিকার করিলেন এমত নহে আরো তাহার উপরি ভাগস্থ পার্শ্বতীর দেশ অধিকার করিলেন পরে তথাহইতে জলপথ এবং স্থলদিয়া গোয়া উপদ্বীপ আক্রমণ করিতে গেলেন কিন্তু তাহাতে বিজয় নগরের রাজাদিগের অধিকার ছিল ঐ মহম্মদ গাওয়ান তিন বৎসর পরে জয়ী হইয়া রাজ্যে পুত্যাগমন করিলে রাজা তাহাকে উপহারহিত মর্যাদা দিত্ত করিলেন এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎকরণার্থে গিয়া এক সম্ভাষাবিধি তাহার ভবনে রহিলেন ॥

ইংরাজী ১৪৭১ শালে উড়িস্যাপতি রায়ের সাহায্য প্রার্থনাতে হোসন টৈরী নামক তাহার সেনাপতির সহিত এক দল সৈন্য তথায় প্রেরিত হইল তাহাতে ঐ সেনাপতি তথায় গিয়া অঘর রায়কে তাহার রাজ্যে পুনরভিমিত্ত করিলেন এবং তাহার প্রভুর নিমিত্তে কন্দাপলি ও রাজনন্দরী নগর জয় করিলেন। প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে মহম্মদ সাহ ঐ হোসন টৈরীকে উক্ত জয় করণের পুরস্কার দিবার নিমিত্তে তৈমুরনামের সুবাদারি পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ রীতিতে ইমাদ উলমুলুকে বেয়ারের সুবাদারি পদে নিযুক্ত করিলেন কিন্তু রাজ্যের মধ্যে অতি গুরুতর দৌলতাবাদের সুবাদারি পদে মহম্মদ গাওয়ানের পোষ্য পুত্র যুসফ আদিল খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। যুসফ এইভার প্রাপ্ত হইয়া এমত ক্ষমতা ও পুতাপ দ্বারা কার্য নিৰ্বাহ করিলেন যে তদ্বারা রাজার নিকট তিনি অতিশয় সম্ভ্রান্ত হইলেন এবং তদবধি রাজা তাহার প্রধান মন্ত্রীর ও যুসফের পরামর্শ গৃহণ করিতেন। এই সকল পুসিদ্ধ রাজকর্ম কারিদিগের এইরূপ সম্মুখ দেখিয়া দক্ষিণ দেশস্থ সেনাপতিরা তাহাদিগের পুতি হিংসা করিতে এবং তাহাদিগকে বিনাশ করিবার উপায় চেষ্টাকরিতে লাগিলেন ॥

• এমতকালে ঐ দেশে অতিশয় দুর্ভিক্ষ হইল এবং দুইবৎসর পর্য্যন্ত কোন শস্য জন্মিলনা। কন্দাপলী নগরের দুর্গ স্থিত সৈন্যরা শস্য পাইয়া তাহাদিগের সেনাপত্তিকে বধ করিয়া ভীমরায়কে

এই দুর্গ অর্পণ করিল। তাহাতে ঐ ভীমরায় উড়িস্যার রাজাকে এই সম্বাদ পাঠাইলেন যে দক্ষিণ দিশে অতিশয় দৃষ্টিগ্রহণ হওয়াতে ইসলামানদিগের হস্ত হইতে তৈলক্ষন, উদ্ধার করিবার এই উত্তম সময় তাহাতে উড়িস্যার রাজা বহু সৈন্য সংগ্ৰহ করিয়া যুদ্ধার্থে আসিলেন তাহাতে তৈলক্ষনার সুবাদার হোমন ভৈরীকে তৎস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে হইল। কিন্তু মহম্মদ গাওয়ানের পরামর্শ দ্বারা রাজা স্বয়ং রণভূমিতে গমন করিলেন তদ্রূপে উড়িস্যার রাজা এমত ভীত হইলেন যে তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য এবং অনেক দ্রব্য ক্ষতি করিয়া অতি বিনতি পূর্বক তাঁহার সহিত শক্তি প্রার্থনা করিলেন ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে পঞ্চবিংশতি হস্তী ছিল সেই হস্তী সকলকে ঐ রাজা আপনার প্রাণ হইতেও অধিক জানিতেন। তদনন্তর মহম্মদ সাহ কল্যাণলি বেস্টন করিয়া ছয়মাস পরে তাহা অধিকার করিলেন এবং তিন বৎসরব্যাপি তথায় থাকিয় তথাকার রাজশাসনের নিয়ম করিলেন। তৎপরে তৈলক্ষনার রাজশাসনের নিয়ম করিয়া নরসিংহ দায়ের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন মলিপাটোনের দক্ষিণতীর বাপিয়া ঐ রাজার অধিকার ছিল। এই রাজা বিজয় নগরের রাজার অনেক প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং বামনি বংশীয় রাজাদিগের রাজ্যের সমুখস্থ প্রদেশে অনেকবার উৎপাত করিয়াছিলেন। মহম্মদ সাহ এই রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে শুনিলেন যে মাদ্রাজের নিকট কাঞ্চিবিরাম নগরে এক অতি বড় এবং প্রাচীন দেব মন্দির আছে সেই মন্দিরের প্রাচীর এবং মন্দির হাত স্বর্ণে মণ্ডিত আছে ইহা শুনিবামাত্রই অসংখ্য সৈন্যদিগের মধ্যে ষট্‌সহস্র উত্তম অশ্বারোহী লইয়া তিনি তথায় যাত্রা করিলেন এবং তাহার এমত দ্রুতগমন হইল যে তাহার সৈন্যদিগের মধ্যে কেবল চত্বারিংশদ্যক্তি তাঁহার সহিত যাইতে পারিল। এই সকল সৈন্য সাহিত্যে মহম্মদ ঐ মন্দির আক্রমণ করিলে তাহার অবশিষ্ট সৈন্যেরা তাঁহার সহিত মিলিলেন। তাহাতে ঐ মন্দির অধিকার করিয়া তৎস্থাপস্থিত সকল স্বর্ণ ও রজত লুট করিলেন ॥

এই কীর্তির পরেই বামনি বংশীয় রাজাদিগের গৌরবের শেষ হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঐ রাজ্যের সীমার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল

পশ্চিম সমুদ্র অবধি পূর্বসমুদ্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ কনকান্ অবধি  
 মসলিনীটাম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল । পাঠকমহাশয় অবশ্য  
 জানিতে পারিবেন যে প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ গাওয়ানের সুবুদ্ধিদারা  
 যেমত রাজ্যের আশ্রয়রূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল তাদৃশ রাজবুদ্ধিদারা  
 হয় নাই । ঐ মহম্মদ গাওয়ান তৎকালের এবং অন্যকালের অতি  
 মহাবুদ্ধিদিগের মধ্যে একজন ছিলেন । তিনি তাঁহার প্রভুর রাজ্য  
 বৃদ্ধি হওয়াতে এক নূতন নিয়মের আবশ্যকতা বুঝিলেন ঐ রাজ্য  
 পূর্বে চারি প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক ভাগে এক জন  
 সুবাদার ছিল তাহা । এইক্রমে প্রধান অষ্টাংশে বিভক্ত করিয়া  
 সুবাদারদিগের শক্তির হ্রাস করিলেন সুতরাং তাহাদিগের রাজ-  
 বিক্রোহী হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না আর প্রত্যেক প্রদেশে  
 যত দুর্গ ছিল সকলি তথাকার সুবাদারের অধীনে ছিল এবং ঐ  
 স্থানে তাহারাই কর্মকারী নিযুক্ত করিতে পারিত কিন্তু ঐ মন্ত্রী  
 তাহার পরিবর্ত করিয়া এই আজ্ঞাদিলেন যে এক জন সুবাদার  
 কেবল এক দুর্গের অধ্যক্ষ থাকিবেন এবং অন্য ক্ষুদ্র দুর্গে রাজা  
 স্বয়ং অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন । আরো তিনি রাজকীয় কর্মকারি-  
 দিগের ও সৈন্যদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেন কিন্তু আজ্ঞাদিলেন  
 যে যে অধ্যক্ষ আপন অধীনে যত সংখ্যক সৈন্যের বেতন পায়েন  
 তাহা অপেক্ষায় যদ্যপি কেহ নূন সৈন্য রাখেন তবে তাঁহাকে সমু-  
 দায় টাকা ফিরিয়া দিতে হইবে । এইরূপ নিয়ম করাতে রাজার  
 অধিক শক্তি বৃদ্ধি হইল এবং রাজশাসনের তেজ ও স্বাধীনতা  
 হইল সুতরাং তাহাতে প্রদেশাধ্যক্ষ সুবাদারদিগের ক্রোধ জন্মিল ।  
 তাহাতে তাহারা ঐ মন্ত্রীর বিনাশার্থে প্রতিজ্ঞা করিল কিন্তু তাহারা  
 এই স্থির করিল যে যাবৎ যুদ্ধ আদিম ঋতু সহিত তাঁহার মিল  
 থাকিবেক তাবৎ ঐ মন্ত্রীর বধার্থে তাহাদিগের মন্ত্রণা নিম্নলি  
 তাহার অঙ্গদিবসপরে নরসিং হ্রায়েব সহিত যুদ্ধার্থে যুদ্ধ প্রেরি-  
 ত হইলে ঐ ষড়যন্ত্রকারিরা মনে করিলেন যে মহম্মদ গাওয়ানকে  
 বিনাশ করিবার এই উত্তম সময় ॥

ঐ ষড়যন্ত্রকারিদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তি এই মন্ত্রীর এবিসিনীয়  
 জাতীয় মোহর কারকের সহিত মিলিয়া তিনি প্রত্যহ যেমত  
 মদিরা পান করিতেন তাহা অপেক্ষায় তাঁহাকে অধিক বদ্য পান



করাইয়া বিহীন করিল পরে তাহাদিগের এক বন্ধুর এই কাগজে  
 কিস্তিহানের নাম মত রীতনসারে লিখিত আছে এই কহিয়া  
 একখান সাদা কাগজে মোহর করাইয়া তৎক্ষণাৎ মহম্মদ গাওয়ান  
 নের উজ্জিতে উড়িস্যার রায়কে রাজবিদ্রোহী হইয়া তাহার সহিত  
 ঈনিলিতে লিখিয়া এক পত্র প্রেরিত করিল। তৎপরে হঠাৎ পরাগি-  
 ত্বাছে এই বলিয়া ঐ পত্র চতুরতপূর্ব্বক রাজার সমুখে আনিলা  
 মহম্মদ গাওয়ান হোসন ভৈরীর উপকার কর্ত্তা ছিলেন তথাপি  
 হোসন ভৈরী তাহার বৈরি হইয়া বেশীলক্রমে রাজার গোচরে  
 থাকিয়া রাজার মনে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল তাহাতে আর কাছ  
 প্রদান করিলেন অর্থাৎ তাহাতে রাজার ক্রোধ জন্মে এমনত করি-  
 লেন। তাহাতে রাজা হত বুদ্ধি হইয়া তাহার মন্ত্রণা ক্রমে আপন  
 মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন কিন্তু রাজার ক্রোধের বিষয় ও উক্ত  
 লিপির সম্বাদ বায়ুবন্যায় অতি শীঘ্র ঐ মন্ত্রীর নিকট গিয়াছিল  
 তাহাতে তাহার বন্ধুবগেরা তাহাকে চণ্ডিগে কেন্দ্রন করিয়া অতি-  
 বিনয়পূর্ব্বক রাজার নিকট গমন করিতে বারণ করিতেলাগিল  
 এবং তাহারা সর্ব্বপ্রকারে তাহার সাহায্য করিতে প্রসার  
 করিল কিন্তু গাওয়ান আপনার নিদোষিতার পুতি পূর্ণরূপে নিভর  
 করিয়া একাকী রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহাকে  
 দেখিয়া অতি ককশরূপে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিশ্বাস-  
 যাতকব্যক্তিকে কিপ্রকার দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কথা শুনিয়া  
 ঐ মন্ত্রী অতি নির্ভয়রূপে উত্তর করিলেন যে তাহাকে কোনপ্রকারে  
 হত্যা করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত লিপি ঐ মন্ত্রীর হস্তে প্র-  
 দান করিলেন তাহা পাঠান্তে মতঃ এই অতি কৃজিন লিপি এই  
 নোহরের ছাপা আনার কিন্তু লিপি আনার নহে এবং ইহার বক্তা-  
 ক্ত আমি কিছুনা জানত নহি। রাজা সুরাপোনে এবং ক্রোধে  
 ঈতপ্ত থাকিয়া এবিসিনিয়া দেশস্থ তাহার যে এক ভৃত্য তৎকালীন  
 ক্ষুদ্রপস্থিত ছিল তাহার প্রতি ঐ মন্ত্রীকে বধ করিতে আজ্ঞা  
 করিলেন। তাহাতে অতি মৃদুস্বরে ঐ মন্ত্রী উত্তর করিলেন যে আ-  
 মার ন্যায় প্রাচীন বয়স্কিকে বধ করা অতি ভুলবটে কিন্তু ইহাতে  
 কহারাজের কলঙ্ক এবং ব্রহ্মাধ্বংস হইবে। রাজা তাহার কোনকথা  
 না শুনিয়া হঠাৎ অহঃপূরে গমন করিলেন ঐ ভৃত্য মন্ত্রীর নিকটে

আসিলেন এবং ঐ মন্ত্রী তখন অষ্টমশতাব্দী বৎসর বয়স্ককালে হুঁচি গাড়িয়া মক্কারদিগে চাহিয়া হুঁচার আঘাত সহ্য করিলেন। ঐ মন্ত্রী হত হওনের অল্পদিবসপূর্বে রাজার গুনসূচক এক কবিতা-গুহ্য রচনা করিয়াছিলেন ॥

রাজার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ঐ মন্ত্রীর প্রচুর ধন সঞ্চিত আছে এবং সেই সকল ধন লইয়া আপনার কোষ বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ তালিকা দৃষ্টে মহম্মদ গাশ্বানির ওলফটন রূপে ব্যক্ত হইল যেহেতু তাঁহার ভবনে রাজা যত ধন পাইলেন তাহা দশ সহস্র মুদ্রার অধিক ছিল না। তাঁহার কোষাধ্যক্ষ রাজাকে বিস্তারিতরূপে কহিল যে ঐ মন্ত্রী মহারাজের দত্ত ভূমী হইতে যে রাজস্ব পাঠিতেন তাহা রাজকীয় কর্মকাণ্ডদিগের ও তাঁহার আ-পনার অধীন ব্যক্তিদিগের বেতন দিয়া এবং অবশিষ্ট থাকিত তাহা রাজার নামে দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন এই নিমিত্তে কোষে অত্যল্প ধন আছে। আর পূর্বে ভারতবর্ষে আসিবার কালে তিনি যে ধন আনিয়াছিলেন তদ্বারা বাণিজ্য করিয়া যে কিছু লভা হইত তাহা হইতে দুই টাকা লইয়া প্রত্যহ আপনার রক্তন-শাশীর ব্যয় করিতেন আর অবশিষ্ট টাকা থাকিত তাহা সমুদায় আপন নামে দীনব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিতেন তিনি মাদুর ব্যতিরিক্ত উত্তম শয্যাতে কদাচিৎ শয়ন করেন নাই আর ঘড়িকা নিষিদ্ধ বাসন ব্যতিরিক্ত বহুমুখ্যপাত্রনিষিদ্ধ বাসন কখন ব্যবহার করেন নাই। তখন রাজার মনে যথার্থতার প্রকাশ হওয়াতে তিনি বুঝিলেন যে অতি জ্ঞানী ও ক্রমতাপন্ন এবং রাজ্যের মধ্যে অতিশয় ধর্মশীল আর ক্রমাগত পঞ্চজন রাজার মন্ত্রী এমনত প্রধান ব্যক্তিকে বিনাশপ্রাপ্তে অন্যের কথা শুনিয়া বধ করিয়াছেন তাহাতে রাজা বৃথা শোকাবল হইলেন। ঐ মন্ত্রীকে বিনাশ করাতে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অতি শীঘ্রই রাজা অবগত হইলেন কেননা যখন রাজা তাঁহার কতিপয় প্রধান সেনাপতিদিগকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা করিলে যদ্যপিও তাঁহার একত্র হইয়া আইলেন তথাপি তাঁহার এই মর্মে করিয়া পৃথক হইলেন যে যিনি প্রধান মন্ত্রিকে অনায়াসেই বধ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে ক্ষুদ্র সেনাপতিদিগকে বধ করা

দুখের নহে। তাহাতে রাজ্যের সর্বসাধারণের এই বোধ হইয়াছিল যে এই বংশের অতি শীঘ্রই নিপাত হইবে। তাহাতে ভিন্ন প্রদেশের সুবাদারেরা স্বাধীন হইতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উক্ত বিপদ হারা রাজ্যের মূল্যধার রক্ষকের নান্দ হইলে এক বংশের মধ্যেই রাজ্য মুছারোগে পীড়িত হইয়া প্রলাপের সময় এই চিৎকার করিলেন যে মহম্মদ গাওয়ান তাঁহার অঙ্গ খণ্ড করিতেছেন এই কহিয়া ইংরাজী ১৬৮২ শালের প্রথমেতেই মরিলেন ॥

স্বামিন বংশীয়দিগের বিবরণ আর অধিক লিখনে আবশ্যকতা নাই। মহম্মদ গাওয়ান মরবার সময়ে যে রূপ সম্প্রদায় কাক্য কহিয়াছিলেন এমন কেহ কদাপি কহিতে পারেন নাই কারণ যখন হত্যাকারী তাঁহার লক্ষ্যে খড়্গহস্তে আসিল তখন তিনি রাজসমীপে এই রূপ চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে আমার প্রাণ নষ্ট করিলে তোমার রাজ্য ধ্বংস হইবে। ফলতঃ এই প্রতাপাধিত মন্ত্রী বিজ্ঞানে দেকান রাজ্যের শেষ হইল। এই রাজার পুত্র মহম্মদ সাহ সিংহাসনোপবিস্ত হইয়া রাজনাম গুরু রক্ত সপ্তত্রিংশ বৎসর পর্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়া ইংরাজী ১৬৯৮ শালে মরিলেন কিন্তু এই বংশে রাজশক্তি ছিলনা। এই প্রধান মন্ত্রীর বধের প্রধান কৃষ্ণী যে হোমনভৈতি তাঁহাকেই রাজ্য প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়া অল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন তাহাতে এই পদ শূন্য হইলে কাসিম বিরিদ নামক এক ব্যক্তি তাহাতে নিযুক্ত হইলেন এবং এই ব্যক্তি ও তাঁহার পুত্র আমির বিরিদ কেবল রাজার নামমাত্র রাখিয়া রাজকাৰ্য্য সমুদায় আপনাদিগের হস্তগত করিলেন। প্রদেশের সুবাদারেরা স্বাধীন হইতে ও আপনাদের নামে মুদ্রা করিতে আর আপনাদিগের জিলাধিতে খুতবা পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আহম্মদ নগর দখল হইলে তাহা হইতে স্বাধীন পঞ্চরাজ্য হইল এবং যে সময়ে মোঙ্গল বাকর দিল্লীর সিংহাসন লইতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন সেই সময়ে উক্ত স্বাধীন রাজ্য সকল নিম্নে লিখিত ভিন্ন রাজ্য স্বাধীন ছিল ॥

প্রথম। মহম্মদ গাওয়ারের বন্ধু এবং পৌষ্যপুত্র মুসল্লি আদিল সাহ দক্ষিণ পশ্চিমদিকে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া বীজা-পুরে তাহার রাজধানী করিয়াছিলেন। এই স্থল ভগ্নদশায় থাকিলেও অব্যাবধি ভারতবর্ষমধ্যে অতি মনোহর রূপে গণ্য আছেন। উক্তরাজবংশোদ্ভূত রাজারা আদিল সাহি উপাধিতে খ্যাত ছিলেন ॥

দ্বিতীয়। যে হোসান টেডরী মন্ত্রী মহম্মদ গাওয়ারের বন্ধার্থে কুমন্ত্রণা করিয়া মহম্মদ সাহের আজ্ঞাবারা স্বয়ং হত হইয়াছিলেন তাহার পুত্র আহম্মদ নিজাম পিতৃবধ শুনিয়া উত্তর পশ্চিমদিকে আহম্মদ নগরে স্বীয় সুবদারিতে প্রভাগমন পুরঃসর রাজবিদ্রোহী হইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন তদবধি তাহার নাম আহম্মদ নগর হইল। আর এই বংশীয় রাজারা নিজাম সাহী উপাধি দ্বারা খ্যাত ছিলেন ॥

তৃতীয়। বামনি বংশীয়দিগের একজন অতি প্রাচীন মন্ত্রী ইম্মদ উল্মুলক একাধিপত্যের লোপ হওন দেখিয়া পূর্বে উত্তর-দিকে যে বেরারের শাসন কতৃপদে নিযুক্ত ছিলেন তাহা অধিকার করিয়া স্বাধীন হইলেন। আর তবংশীয়রা ইম্মদ সাহী উপাধিতে খ্যাত হইলেন এবং এই বেরার রাজ্যের রাণাধানী গাবিল গড় ছিল ॥

চতুর্থ। পূর্বদক্ষিণদিকে গলকগার সুবাদার যে কুলীকৃতব ছিলেন তিনিও এমত অবকাশে স্বাধীন হইলেন এবং তদবধি তবংশীয়রা কৃতব সাহী উপাধিতে খ্যাত হইলেন ॥

পঞ্চম। বিদয়ের দুর্বল রাজার মন্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র আহম্মদ বিরোধ তৎপদে উত্তরাধিকারী হইয়া কোশলপূর্বক সর্বশক্তি স্বহস্তে লইলেন পরে পূর্বোক্ত রাজবিদ্রোহ হইলে বামনিবংশীয় রাজাদিগের উপত্কাধিকারের মধ্যে কেবল যে রাজ্যছিল তাহাতেও আহম্মদ বিরোধ আপন বংশীয়দিগকে রাজা করিয়াছিলেন। তিনি শেষে আহম্মদাবাদ বিদয়ের রাজা বলিয়া খ্যাত হইলেন এবং তদবধি তবংশীয়রা বিরোধ সাহী উপাধিতে খ্যাত হইয়াছিলেন ॥

## ষোড়শ অধ্যায় ।

- পোভুগীস জাতীয়দিগের আগমন । ইউরোপে নাবিকবিদ্যার  
বৃদ্ধি । দাইয়েষ উত্তমাংশ্য অন্তরীপ বেঞ্চন করিয়া আইসেন ।  
আমেরিকার প্রথম প্রকাশ । বাস্কুদিনানা জলপথে ভারতবর্ষে  
আগমনার্থে যাত্রাকরেন এবং মালাবার কোস্টে অর্থাৎ তীরে  
কালিকটে উত্তীর্ণ হন । কাসরেলের আগমন এবং আলমিডার  
আগমন । আলবুকার্কের আগমন । এবং তিনি পূর্বে দেশে পো-  
ভুগীসদিগের সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন । তিনি অপমান গুস্ত  
হইয়া গোয়ানামক উপদ্বীপে গমন করিয়া নরেন ॥

- দেকানদেশে মুসলমানদিগের প্রথম সংস্থাপিত রাজ্য ধুংস  
হইলে নূতন এক জাতীয় পরিভ্রামকেরা অর্থাৎ পোভুগিসেরা  
ভারতবর্ষের দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইয়া রাজনীতি এবং বাণিজ্য  
বিষয়ের নিয়ম একেবারে পরিবর্তন করিয়া নূতন করিলেন আর  
তৎকালে বামনি বংশীয় মহম্মদ সাহ রাজাছিলেন আর সেক-  
ন্দের লোদী দিল্লীর সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলেন সে সময়ে উক্ত এই  
জাতীয়েরা প্রথমে হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিল তাহাদিগের  
বিবরণ আমরা কহিব । পোভুগিসেরা ভারতবর্ষে আক্রমণ  
করাতেই খ্রীষ্টমতাবলম্বিদিগের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল । পূর্বে  
মুসলমানেরা হিন্দুদিগ হইতে যে প্রকারে রাজ্য লইয়াছিলেন দুই  
শত বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত জাতীয়েরাও সেই পুকারে  
মুসলমানদিগের অধিকার করিয়াছিলেন ॥

উক্ত ঘটনার কিয়ৎকাল পূর্বে ইউরোপন্থ্যে সমুদায়  
বিদ্যার অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছিল তন্মধ্যে নাবিকবিদ্যা  
বিশেষকর জ্ঞান ও উৎসাহের বিশেষরূপে বৃদ্ধি হওয়াতে তথাকার  
সমুদ্র ভীরুগণ সমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষে যাইবার পথ প্রকাশ  
করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইল । তৎকালে ইউরোপে অতি ধনাঢ্য  
বণিক নৃপে বিনিময়ানিবাসিরা পূর্বেদেশে বহু মূল্য দ্রব্য বাণিজ্য  
করাতে অত্যন্ত লাজিমান ও পনবান হইয়াছিল । তৎকালে  
সমুদ্র পরিভ্রমণ বিষয়ে পোভুগীসেরা অতি সাহসী ছিল তাহারা  
আকিকার প্রায় বহু অংশ পর্যন্ত জাহাজ দ্বারা গমন করিয়াছিলেন  
তাহাতে আরো তাহাদিগের অধিক দেশ দেখিবার ইচ্ছা

অতিশয় বাড়িল। ইংরাজী ১৪৮৬শালে পোতুগেলের রাজা জান আফ্রিকা মহাদীপ পরিবেষ্টন পূর্ণরূপে সাক্ষরিতে মনস্ত করিয়া তাহা বেষ্টন করণার্থে তৎপর অর্থচ সাহসী বারথলমিউডাইয়সন-  
 এক এক জন নাবিকের সহিত এক জাহাজের বহর প্রেরণ করিলেন  
 তিনিজাহাজের দ্বারা গিনির নিকটবর্তিস্থলে আসিলে তথায় ত্রয়ো-  
 দশ দিবসাবধি এমত ঝড় হইল যে তদ্বারা তাঁহার জাহাজ সমুদ্র  
 কোনদিগে উড়িয়াগেল তাহা জানিতে পারিলেন না। পরে তাঁর  
 যাইবার জন্যে পূর্বদিগে জাহাজ চালাইয়া বহুদিবসপরে সমুদ্রে  
 কেবল অসীম জল দেখিতে পাইলেন ফলতঃ তিনি উত্তমাশা  
 অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়ও তাহা জানিতে পারেন নাই।  
 পরে পূর্বদিগে স্থল পাইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া উত্তর-  
 দিগে জাহাজ চালাইলেন তদনন্তর উক্ত অন্তরীপের পূর্বদিগ  
 তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। ঐ স্থল দৃষ্ট হইলে অধিক  
 পূর্বদিগে আর কি আছে তাহা দেখিতে তাঁহার নিতান্ত  
 ইচ্ছা হইল কিন্তু তাঁহার নাবিকেরা ভীত হইয়া আর যাইতে  
 সম্মত হইল না তাহাতে পাছে তাঁহার তাঁহার প্রতিকূলা-  
 চারী হয় এই ভয়ে তাহাকে অনিচ্ছাপূর্বক স্বদেশাভিমুখে জা-  
 হাজ চালাইতে হইল পরে বহুকালাবধি যাহা দেখিবার ইচ্ছা-  
 ছিল সেই অন্তরীপ এইক্রমে দেখিতে পাইলেন এবং ইউরোপীয়  
 যেরূপে এই বারে প্রথমে তাহা দেখিয়াছিল সে স্থলে অতিশয় ঝড়  
 হইয়াছিল এনিমিত্তে ডাইয়ন্ তাহার নাম ঝড়ময় অন্তরীপ রাখি-  
 লেন। কিন্তু তিনি পোতুগেলে প্রত্যাগত হইলে তদেশীয় রাজা  
 এই কর্ম সিদ্ধিতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাহার নাম উত্তমাশা  
 অন্তরীপ রাখিলেন সেই নামে অদ্যাবধি খ্যাত আছে ॥

ডাইয়ন্ এই অন্তরীপে ভ্রাণ করিলে অল্পকাল পরেই জেনোয়া  
 নগরস্থ ক্রীস্টফর কোলম্বস্ নামক একজন মনে করিলেন যে ইউ-  
 রোপ হইতে পশ্চিমে গেলে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইবেন। এই  
 নির্ভর করিয়া অতি সাহসীরূপে জাহাজারোহণপূর্বক স্থল হইতে  
 অতি দূরে জাহাজ চালাইয়া আমেরিকানামক বৃহৎ উপদ্বীপ  
 প্রথম দর্শন করিলেন সেই অবধি তাহার নাম নূতন পৃথিবী হইল।  
 কেলিগুশের এই অতি উপমা রহিত সমুদ্র ভ্রমণ শুনিয়া ইউরোপের

সকল লোকেই আশ্চর্য জান করিলেন এবং পোতুগেলের রাজা আপনার আশায় নিরাশ হইলেন কেননা তাঁহার প্রধান নাবিকের প্রতি তাক্কা জন্মে ঐ নূতন দেশ সকল হরাজা সম্বলিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু উক্ত নৈরাশে কোন ক্রমে আশাশূন্য না হইয়া ডাইয়স্‌দারা নূতন দেশ দর্শন করিতে এবং উক্ত অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া পূর্বদিগে ভারতবর্ষে গমনদ্বারা উক্ত কৃতি শোধন রাইতে প্রতিজ্ঞাকরিলেন ফলতঃ তৎকালে কেবল সমুদ্র পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার সকলেরি ইচ্ছা ছিল এবং তাহা অগেষণ করিতে ইউরোপীয়েরা প্রথমে আনেরিকা দর্শন করিয়াছিলেন। যৎকালে এই মহা পরি কল্পনা বৃদ্ধি হইতেছিল তৎকালে পোতুগেলের রাজা জানের মৃত্যু হইল কিন্তু তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ইমানিউয়েল তৎপক্ষে উত্তরাধিকারী হইয়া তাদৃশ মহাসাহসে উৎসাহী হইয়া ভারতবর্ষে যাইবার পথ অবেষণার্থে বহুসংখ্যক এক জাহাজের বহর প্রেরণ করিলেন। যদ্যপিও ডাইয়স্‌ ঐ বহরের অধ্যক্ষ হন নাই তথাপি তাঁহার আদেশে সেসকল নিষ্প্রিত হইয়া ছিল বাহু দিগামা নামক এক ব্যক্তি ঐ অধ্যক্ষতাপদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন কারণ তিনি নাবিক বিদ্যাবিষয়ে পারদর্শী হইয়া অতিশয় মনোদায়িত্ব ছিলেন। অনন্তর জাহাজ প্রস্তুত হইলে চালাইবার সময় তাহাদ্বয়ের যাত্রা দেখিবার জন্য লিস্বেন নগর নিবাসিরা আসিয়া সমুদ্রের তীর পরিপূর্ণ করিল। মনুষ্যেরা স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার আশা ত্যাগ করিয়া যাদৃশ ধর্ম্য কর্ম করে এই নাবিক যাত্রীরাও তাদৃশ ধর্ম্যকর্ম করিল। ইং ১৪৯৭শালের ৮ জুলাই ঐ গামা লিস্বেন নগরের ঘাট হইতে তিনজাহাজ খুলিলেন অনন্তর চারি মাসের কিঞ্চিৎ অধিক পরে উক্তনাশা অন্তরীপে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে অতি বড় তুফান হইবে তাহা না হইয়া অতিসুভাগ্যে ঐ অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া আসিলেন কিছুদিন পরেই আফ্রিকার মালিঙ্গানগরের বন্দরে নোঙ্গর করিলেন তাহাতে তদেশবাসিরা তাঁহার সহিত বহুবৃত্তপে ব্যবহার করিল এবং ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত যাইবার কারণ একজন নাবিক তাঁহার সঙ্গে দিল। লিস্বেন হইতে জাহাজ খুলিলে দশমাস দুই দিবস পরে ইং ১৪৯৮ শালের ২২ মে সমুদ্রতীরস্থ কালিকট

নগরের সম্মুখে মালাবর নামক তীরে নোঙ্গর করিলেন এই কালিকট নগরের পশ্চাদ্ভাগে এক উচ্চ উর্বরা ভূমি আছে এবং তাহার চতুর্দ্বার্ষ্য উচ্চপর্বতশ্রেণীদ্বারা বেষ্টিত আছে। তৎকালে কালিকটে একজন হিন্দু স্বাধীন রাজাছিলেন এই নগর বাণিজ্যার্থে প্রশস্ত ছিল এবং মুসলমানেরা এতদ্দেশে যেরূপ স্থান জয় করিয়াছিলেন এই নগর তাহার দক্ষিণে ছিল। তথাকার ভূপতির নাম জামরিন্ ছিল কিন্তু সমুদ্রস্রোতের সহিত এই নামের সম্বন্ধ অনুমান না করিলে এই নামের যথার্থ অর্থকরা দুঃসাধ্য। পূর্বে যে সকল জাতিদেরা সর্বদা বাণিজ্য করণার্থে ভ্রমণে গমনাগমন করিত তাহাদিগের হইতে এই বিদেশীয়দের যুদ্ধাত্মক এবং আকৃতি ও আচরণের বহুতর ভিন্নতা দৃষ্টি করিয়া অধিকন্তু অজ্ঞাত পথদিয়া তথায় আগমন দৃষ্টে তদ্দেশীয় রাজা বিশ্বাসপব হইলেন। এবং প্রথমত উক্ত বিদেশীয়দিগকে উত্তমরূপে সম্বাহন করিলেন ও তাহাদিগের সহিত অনেক শিষ্টাচার কদাচিৎ হোম হইল যে তিনি তাহাদিগের কামনার আনুকূল্য করিলেন। তৎকালে সমুদ্রত বাণিজ্য মুসলমানদিগের প্রভু ছিল মুসলমানেরা মিসর ও আরবদেশ হইতে এই বন্দরে আসিত এবং ভারতবর্ষে পুত্রদিগকে সমুদায় বন্দরে উক্ত জাতীয়দিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। মুসলমানেরা এই বিদেশীয় বাণিজ্য কারকদিগের প্রতি অতিশয় দ্রোহ করিতে লাগিল এবং সমাক্রমণে তাহাদিগের কর্ম সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিল। পরে তাহারা কতকগুলি টাকা চাঁদা করিয়া স্বাভিপ্রায়ের পোষকতা জন্যে রাজমন্ত্রিকে উৎকোচদ্বারা বশীভূত করিল এবং কহিল যে রাজাকে এই কহিয়া কেশসকল বশীভূত করিবেন যে এই জাতিদেরা যে আপনাদিগকে বণিক কহে তাহারা বণিক নহে কিন্তু সমুদ্রের দস্যু তাহারা স্বদেশ হইতে পলাইয়া আফ্রিকার উত্তর সমুদায় দেশ লুট করিয়া সেইরূপ মানসে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এইরূপে রাজার মনে পোতুগীসদিগের প্রতি রাগ জন্মাইলে রাজা তাহাদিগের বিনাশার্থে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু এই মুসলমানেরা পোতুগীসদিগের প্রতি রাজাজ্ঞার সহস্রগুণ অধিক দৌরাণ্য করিল। যৎকালে গামা আপন জাহাজে অব্যাদি বোঝাই



করিতে ছিলেন এমনত সময়ে তাঁহার দুইজন প্রধান কর্মকারিরা তটে ছিল এই দুই ব্যক্তিকে ধরিয়। লইয়াগেল গামা তাহাদিগকে ইহার প্রতিফলদিবার জন্যে তদেদর্শায় যে ছয়জন অতি সম্মানিত জাহাজোপরি গমন করিয়াছিলেন তাহাদিগকে ধরিয়। রাখিলেন আর তাঁহার আপনার দুইজন লোককে মুক্তকরিয়। না দিলে এই ছয় জনকে ছাড়িয়া দিবেন না এমনত কহিলেন কিন্তু এই বিষয়ের বিলম্ব দেখিয়া গামা জাহাজের নোঙ্গর ওলিয়া তটের কোল হইতে তদেদর্শায় উক্ত ছয় জনকে লইয়া জাহাজ চালাইয়া দিলেন । তাঁহাতে তীরহইতে তৎক্ষণাৎ অনেক নৌক। অতি দ্রুত আসিতেছে এমনত দৃষ্টি হইল এবং তাহার মধ্যে একখান নৌকাতে ঐ পোস্তু-নীলজাতীয় দুই ব্যক্তিকে গামা দেখিতে পাইলেন । পরে ঐ সকল নৌকা জাহাজের নিকটে আসিলে গামা যে ছয় জনকে ধৃত রাখি-  
 কাছিলেন তাহাদিগের মধ্যে কয়েক জনকে ছাড়িয়া দিলেন আর লিসবন্ নগরে লইয়া যাইবার নিমিত্তে অন্য২কে ছাড়িয়া দিলেন-  
 ন না কেননা তাহারা ঐ নগরের ঐশ্বর্য দেখিয়া আপনা দগের রাজাকে সমাচার কহিবেক । কিন্তু তাঁহার একুপ ব্যবহার করাতে রাজা তাহাদিগকে বিলক্ষণরূপে দস্যজ্ঞান করিলেন । তৎকালে গামা বহুমূল্য দ্রব্য লইয়া স্বদেশে যাইবার জন্যে জাহাজ চালাইলেন পরে স্বদেশ হইতে আগমনের দুই বৎসর দুই মাসের পর ইং ১৪৯৯ শালের ২৯ আগষ্ট তারিখে টেগসন নদীতে উত্তীর্ণ হইলেন । তিনি উপস্থিত হইলে সকল প্রকার পদমু লোকেরা দ্রুত-  
 চিত্তে তাঁহাকে ধনাবাদ করিতে লাগিলেন এবং তিনি রাজারন্যায় ঐশ্বর্যাদি ও সমুদ্রপূরক লিসবন্ নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।  
 তাঁহার এই যাত্রা সকল হওয়াতে রাজা আনন্দিত হইয়া অনেক মহোৎসব করিলেন এবং তাঁহাকে সমুদ্র ও প্রচুর ধন দিলেন ।  
 ইউরোপীয় কোন জাতিয়েরা একুপ কীর্তি করেন নাই কেবল এই জাতিয়েরা এইবার প্রথম ভারতবর্ষে সমুদ্র পথে আইলেন এজন্যে এই প্রাথমিক মহাকর্মের স্মরণসূচক এক পরিপাটী গিরিজা নির্মাণ করিলেন ॥

পোস্তু নীলের রাজা গামার এই কর্মের পরে ডিসার্ক ফ্রান্স রহি-  
 লেন না পরে তিনি দ্বিতীয়বার বৃহৎ জাহাজ ও ছাদশশত

লোক এবং তাহাদিগের অধ্যাক্ষপদে কাবুলকে নিয়ুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন আর উদ্দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টমতাবলম্বী করিবার জন্যে তাহার সহিত অষ্টজন ধর্মোপদেশক এই আজ্ঞায় প্রেরণ করিলেন যে যে দেশদ্বারা তাহাদিগের মতাবলম্বী না হইবে তাহাদিগের দেশ দষ্টকরিবে এবং তাহাদিগকে বধ করিবে। ইং ১৫০০ শালে ভারতবর্ষে গমনকালে কাবুল দক্ষিণ আমেরিকার বাজিলের তট প্রথমে দর্শন করিয়া সেই স্থল তৎক্ষণাৎ পোন্তুগীসের রাজার নামে অপিকার করিলেন ঐস্থল বহুকালব্যধি দীপ্তিমান রত্নের ন্যায় পোন্তুগীসের রাজার অপিকার মধ্যে থাকিমা লং প্রতি অনপিকার হইয়াছে। উক্তমাশা অনুরূপ ঘুরিয়া যাইতে ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইয়া কাবুলের চারিখান জাহাজ মারাপড়িল তাহার একখানে ইউরোপীয় মধ্যে প্রথম পথ দর্শক অতি খ্যাত যে ডাইয়স ছিলেন তিনি সমুদ্রে গাণ ত্যাগকরিলেন। ডাইয়স কালিকট হইতে যে সকল ব্যক্তিকে বলদ্বারা পোন্তুগীসে পুত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন কাবুল এইক্রমে তথায় আসিয়া পুণমত তাহাদিগকে মুক্ত করিয় দিলেন এই সকল ব্যক্তির পোন্তুগীসে অতিশয় শিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিলেন। প্রথমে পোন্তুগীসদিগের কণ্ঠ অতি মৌভাগ্য জনক বোধ হইল। অধ্যাক্ষ কাবুল স্থলে নামিবাতে তথাকার রাজা জামরিন তাহার সহিত শাক্ষাৎ করিয়া অতি শিষ্টা লাপ করিলেন এবং কাবুল তাহাকে বহুমূল্য ও সৌন্দর্য্য জনক দ্রব্য উপঢৌকন দিলেন কিন্তু মিসর দেশের এবং আক্কাবর মুসলমানেরা তাহাদিগের বৈরীর পুতাগমন সহ্য করিতে পারিল না এবং মনে করিয়াছিল যে ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগকে একেবারে দূরকরিয়াছে এবং তাহাদিগের অভিপূয়ের ব্যাঘাত জন্মাইতে নানাপ্রকার শঠতা করিতে লাগিল আর কোন দ্রব্য জাহাজোপরি লইতে দিল না। কাবুল তাহাজে ভূপতির নিকট অভিযোগ করিতে তিনি যে আজ্ঞাদিলেন তাহা কাবুল এই নুসিালেন যে যে সকল মুসলমানদিগের জাহাজ বন্দরে আছে তাহার বোঝাই দ্রব্য আটক করিতে শক্তি পাইলেন। ইতিহাসের অনুভব করেন যে তথাকার লোকেরা এই বিদেশীয়দিগকে ফান্দে ফেলিবার নিমিত্তে ইহা কেবল কৌশল করি-

হাছিলেন কেননা তথাকার মুসলমানদিগের বহুমূল্য অব্যবস্থা বোঝাইকরা জাহাজ তাহাদিগের সম্মুখে পেরিত হইল পোতুগীসেরা তাহা ধরিল। ঐ সকল অব্যবস্থার আপনাদিগের জাহাজে লইল। তাহাতে মুসলমানেরা ক্রতগমন করিয়া রাজার নিকটে কহিল যে বিদেশীয়দিগের এই ক্রপ দুষ্টাচরণে তাহাদিগকে আর ভাল বোধ করা যাইতেপারেনা তাহাতে রাজা ঐ বিদেশীয়দিগকে হ্রস্ব করিতে অনুমতি দিলেন। মুসলমানেরা এই আজ্ঞা পাইয়া পোতুগীসেরা তথায় যে বাণিজ্য করণার্থে কুঠানিষ্ঠা করিয়াছিল তাহা আক্রমণার্থে উৎকর্ষানে গিয়া তাহার মধ্যে হত লোক ছিল সকলকে বিনাশ করিল। কাবুল এই অপমানের শোধদিয়াহিলেন যেহেতু তিনি মুসলমানদিগের দগদগ জাহাজ লুট করিয়া তাহাতে যে সকল বোঝাই অব্যবস্থা ছিল সেসকল আপনাদিগের জাহাজে লইয়া সকল জাহাজে অগ্নি দিলেন তৎপরে আপনাদিগের জাহাজ তটের অতি নিকটে নোঙ্গর করণপূর্বক ঐ নগরকে ভোপ দ্বারা বধ করিয়া তথা হইতে চালাইয়া কোচীন নামক নগরে গেলেন। এই নগরের ভূপতি কালিকটের রাজাকে অনিচ্ছায় কর দিতেন কাবুল তাহার সহিত এক যুদ্ধিযাত্রা স্থির করিয়া পূর্বদেশোৎপন্ন বহুমূল্য অব্যবস্থা তথা হইতে প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগের জাহাজ বোঝাই করিয়া জিন্দন নগরে পুত্যাগমন জন্য জাহাজ খুলিয়া ইংরাজী ১৫০১শালের জুলাই মাসের অষ্টম দিবস গতে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥

যদ্যপিও এই সকল কার্য সম্বাদন করা অসম্ভব ছিল তথাপি ইহার সম্বাদন শ্রবণ করিয়া পূর্বদেশে এক রাজ্য স্থাপন করিতে পোতুগীসের রাজার উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তৎকালে ইথ্যোপীয়া জাতির আরব ও পারস্য দেশের এবং ভারতবর্ষের নাবিকতার ও প্রভাব করণের এবং বাণিজ্য বিষয়ের অধিপতি নামে পোতুগীসের রাজা অতি উচ্চ উপাধি গৃহণ করিলেন এবং পূর্বকার সুইবার অপেক্ষায় এক্ষণে অতি পরাক্রমশালী এক বৃহৎ জাহাজের বহর প্রেরণ করিয়া তদধ্যক্ষতায় গামাকে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন গামা নির্বিঘ্নে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হইয়া কালিকটে নোঙ্গর করিয়াই কাবুলের প্রতি যে অপমান

হইয়াছিল তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন তাহাতে কালিকটের রাজা তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলে তিনি অবিলম্বে তাহার আক্রমণের নিকটে যে উদ্দেশীয় পঞ্চাশৎ ব্যক্তি ছিল তাহাদিগকে বধ করিয়া তৎক্ষণাৎ কালিকট নগরে অগ্নি লাগাইয়া তথাহইতে নোঙ্গর তুলিয়া তাহার রক্ত কচিনস্থ রাজার দ্বন্দ্বরে আইলেন। পরে পোতুগীসদিগের এইস্থলে মিলিয়ার স্থান নিকপিত হইল। অনন্তর তথাহইতে পুনরুপে আক্রমণ বোঝাই করিয়া ইউরোপে ফিরিয়া গেলেন। তৎপরে সমুদ্রদ্বারা ভারতবর্ষে তিনবার যাত্রা হইয়াছিল কিন্তু তাহার কোন বারেতেই প্রসিদ্ধরূপে কামাঙ্গি হইতে পারে নাই সেই সকল বারেই কিছু পরিবর্তন কিছু বা ভয় দেখাইয়া আক্রমণ প্রত্যাহা করিয়া লিস্বনে প্রত্যাগমন হইয়াছিল। যে সময়ে কালিকটস্থ প্রায় সকল লোকেরাই পোতুগীসদিগের বিপক্ষ হইয়াছিল সেই সময়ে কোচিন নগরে পোতুগীসদিগের যে কুঠা ছিল তাহার রক্ষার্থে অতি অবिवেচনাপূর্ব্বক অভ্যন্তর সৈন্যসাহিত্যে কেরল পেটিকো নামক এক ব্যক্তি তথায় ছিলেন। তখন কালিকটের রাজা জামরিন তাহার অধীনস্থ রাজ বিদ্রোহী কোচিনের রাজাকে রক্ষা করে এমনত কেহ নাই ইহা মনে করিয়া সৈন্যে তাহার সহিত সুরাধে গমন করিলেন। পেটিকো অসীম সাহসী ছিলেন তিনি যদ্যপিও মনে করিলেন যে কেবল ইউরোপীয় সৈন্য ব্যতিরেকে তাহার বিদ্রোহের সময় সাহায্য কারক আর কেহ নাই তথাপি তাহার বীরীর উদ্যোগ দেখিয়া অকুতোভয়ে রহিলেন। তাহার সৈন্যপেক্ষায় কালিকটের সৈন্য পঞ্চাশ গুণে অধিক ছিল তথাপি তিনি আপনাত আশ্রয় গুণদ্বারাও তাহার সৈন্যদিগের অটল সাহসদ্বারা জল ও স্থল পাথে তাহার প্রতি যত আক্রমণ হইল সে সকল দূর করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সৈন্যোপরি ইউরোপীয়দিগের প্রবলতা তিনিই প্রথমে অসন্দিক্রকপে স্থাপিত করেন গত তিনশত বৎসরের মধ্যে তাহারি জুয় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে ॥

ইং ১৫০৫ শালে পোতুগীসের রাজা কানসিস্ আলমেইডা নামক এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষের সুবাদার উপাধি দিয়া প্রেরণ

করিলেন । কিন্তু তৎকালে ভারতবর্ষ মধ্যে পোতুগীসের  
 রাজার তিন বিঘাও ভূমি ছিল না । পূর্বে যেসকল ব্যক্তি  
 আনিয়াছিলেন তাহাদিগের হইতে আলমেয়ড়া কোমক্রমে ক্রম-  
 ভায় ক্ষুদ্র ছিলেন না । পোতুগীসদিগের ভারতবর্ষে অভীষ্টলাভ  
 যে শীঘ্র হইয়াছিল তাহা কেবল পোতুগীসের রাজা যোণ্যপাত্র-  
 দিগকে অধ্যাক্ষ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন এজন্যে হইয়াছিল ।  
 আলমেয়ড়া উত্তীর্ণ হইলেই কথিত আছে যে বিজয় নগরের  
 রাজা বহুমূল্য উত্তম্য অথবা উপচৌকন দিয়া আপন প্রতিনিয়িকে  
 তৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন পূর্বে পোতুগীসেরা ভারতবর্ষে  
 উৎসপ অথবা কখনই দেখেন নাই । আরো প্রকাশ্যরূপে কথিত  
 আছে যে যদ্যপিও ঐ রাজা যথার্থ হিন্দু ছিলেন তথাপি তিনি  
 পোতুগীসদিগের সহিত সন্ধি করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন  
 এবং তাহা দৃঢ় করণজন্যে আপন কন্যাকে পোতুগীসের রাজপু-  
 ত্রের সহিত বিবাহ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন । এইরূপ প্রতিনি-  
 যি আসাতে আলমেয়ড়ার সাহস বৃদ্ধি হইয়াছিল কিন্তু অকস্মাৎ  
 এক ভয়ানক ঘটনাদ্বারা তাহা ভ্রান্তি শীঘ্র নষ্ট হইল । ভারত  
 পূর্বে লিখিয়াছি যে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতবর্ষে আসি-  
 রার পথ দশনের পূর্বে পূর্বদেশে উৎসপ অথবা সকল বিনিশিয়া-  
 দেশদ্বারা একচেটিয়া করিয়াছিল এই জাতীয়েরা ঐ সকল অথবা নানা-  
 দিগ হইতে ইউরোপে নানা জাতীয় দিগের নিকটে বিক্রয় করিয়া  
 এই একচেটিয়া বাণিজ্য হইতে ধন পাইয়া বিনিশিয়া দেশ সন্না-  
 পেক্ষায় অতি ঐশ্বর্যাশালী করিয়াছিল । তাহাদিগের সকল বাণিজ্য  
 স্থান মধ্যে মিসর দেশ সর্বাধিকায় অতি প্রধান ছিল এই নিমি-  
 ত্তে পোতুগীসদিগের এতদেশে জলপথে পুৰলরূপে বাণিজ্য  
 ইচ্ছাতে পূর্বকার বাণিজ্যের একেবারে পরিবর্তন হইল এবং বি-  
 শিয়ারদেশদ্বারা তাহাতে অতিশয় ভীত হইল তদবধি তুরকীয়েরা  
 মিসরদেশ জয়করেনাই এনিমিত্তে তথাকার লোকেরা ভারতবর্ষের  
 স্বকিঞ্চ সমুদ্র হইতে পোতুগীসদিগকে একেবারে দূরকরিরারজন্যে  
 মিসরাধিপতি সুলতানের প্রবৃত্তি জয়াইয়া রেড সমুদ্র দিয়া এক  
 রহর পেরণ করিতে কহিল এবং তালমেসিয়া দেশের যে অরণ্যে  
 আপনারা বাস করিত তথাহইতে বিস্তর ওড়িকাট দিয়া সমুদ্র

নের সাহায্য করিয়াছিল এই সকল কাষ্ঠদ্বারা আলেকজেনড্রিয়া নগরে জাহাজ নির্মাণ হইয়াছিল এবং তাহার কতকগুলি স্থল পথ ও কতকগুলি জলপথ দিয়া সুয়েজ নগরে লইয়া গিয়াছিল। মীরজুম মিসরদেশীয় যুদ্ধজাহাজের বহরের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে গেলেন। তিনি আসিলে সজ্জারটের রাজা বিখ্যাত জল যুদ্ধেতে পুণ্যন আপনার সেনাপতি নল্লীক ইয়জ্জেকে তাহাদিগের সাহায্য করিতে আজ্ঞা দিলেন। আলমেয়ডার পুত্র লরেনজো পোন্তুগীসদিগের জাহাজ সকলের অধ্যক্ষ হইয়া উত্তরদিগে বৈবীর জাহাজ অন্বেষণ করিতে২ চৌলের বন্দরে নোঙ্গর করিয়া ছিলেন তখন ঐ মিলিত শত্রুর বহরে দৃষ্টি পাত হইল। তাহাতে পোন্তুগীসেরা দুই দিবস পর্য্যন্ত অতিশয় সাহস পূর্বক তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু তৎপরে হঠাৎ তাহাদিগের জাহাজ অতিশয় ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং তাহাতে অনেক মৈন্য ও লরেনজো আহত হইলেন এবং শত্রুদিগকে অতিশয় পুৰল দেখিয়া ভয়ী হওনের কোন সম্ভাবনা না বুঝিয়া পোন্তুগীসেরা পলাইতে মনুষ্ট করিল কিন্তু এমনকালে কতকগুলি মৎস্যধরিতার গৌজে লরেনজোর জাহাজ চেকিলে তিনি বৈরিদিগের জাহাজের সমুখে পড়িলেন তখন শত্রুরা তাহার চতুর্দিগে ঘেরিল। তিনি আপনার আশ্রয় বীথ্য দশাইলেন তদৃষ্টে তাহার বৈরিরা চমৎকৃত হইল তৎপরে ঐ মহা সাহসী যুবা আঘাতে জর্জর হইয়া পতিত হইলেন এই অমঙ্গলের সম্বাদ আলমেয়ডা অতি দৃঢ়তার সহিত সহ্য করিলেন কিন্তু অতি গুরুতর পুতিফল দিবসে জন্যে পুতিজ্ঞা করিলেন। তিনি স্থানিলেন যে দাবুল নামক তথাকার এক অতি বক্রিষ্ণ নগর মিসরদেশীয় দিগের পক্ষে হইয়াছে তাহাতে তিনি অগৌ তাহা অতি কঠিনরূপে আক্রমণ করিয়া একাদিক্রমে লুট করিয়া অবশেষে দগ্ধ করিলেন। এই রক্তারক্তি এবং অপঘনর জন্ম হওনের পর যে বহরে তাহার পুত্রকে পরাভূত করিয়াছিল তাহা অন্বেষণ করিতে২ ডিউ নামক স্থলের বন্দরে কঠিনরূপে নোঙ্গর করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মিরজুম এবং নল্লীক ইয়জ্জ তাহার অধ্যক্ষতাতে ছিলেন। তৎপরে উভয় দলে অতি গুরুতর এবং বহুকালস্থায়ী সংগ্রাম হইল কিন্তু তাহার পর

মুসলমানদিগের বহুত জাহাজ দগ্ধ করিলেন এবং কাড়িয়া লই-  
 গেলেন। অতঃপর জাহাজ সকল শত্রুর নীয়ার বাহিরে নদী দীয়া  
 অতি দূরে পলাইয়া গেল। তৎপরে এই উভয় যুদ্ধকারিদিগের  
 মধ্যে এক সন্ধিপত্র স্থির হইল এবং ইয়াজ্ যে সকল ইউরোপীয়  
 সৈন্য ধৃত করিয়াছিলেন তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন কিন্তু আল-  
 মেয়ডা আপনার পুত্রবধের প্রতিফল দিবার জন্যে তখন পর্যন্ত  
 থাকিয়া কোচিন নগরে যাইতে পশ্চিমধ্যে শত্রুদিগের যে সকল  
 সৈন্য ধরিয়াছিলেন তাহাদিগকে জাহাজোপরি বধ করিলেন ॥

কোচিনে ফিরিয়া আইলে আলমেয়ডাকে পূর্বদেশে পোন্তু-  
 গীসদিগের যে সকল সৈন্য ছিল তাহার অধ্যক্ষতার ভার আল-  
 বুকককে দিতে হইয়াছিল যিনি ক্রিয়াকাল পূর্বে ইউরোপ হইতে  
 ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে পোন্তু গীসেরদের যান-  
 দ্বীয় সেনাপতি প্রেরিত হইয়াছিল তন্মধ্যে তিনি অতি প্রধান  
 ছিলেন। পূর্বদেশে স্বজাতীয় এক ঐশ্বর্যাশালী সাম্রাজ্য স্থাপন  
 করিবার জন্যে আলবুককের অতি যাক্ষ ছিল এবং তিনিই  
 এই বহু কৰ্ম সন্মম করিয়াছিলেন। ইংরাজী ১৫০৬ খালে তিনি  
 লিগবন্ হইতে যাত্রা করিয়া পূর্বদেশে উত্তীর্ণ হইয়া তটস্থ নগর  
 মধ্যে কেবল লুটদ্বারা সমুচ্চ না থাকিয়া এমত স্থান আবেশণ  
 করিতে লাগিলেন যাহাতে দৃঢ়রূপে রক্ষা হইতে এবং তাহার  
 সকল বহর মোদ্রর করাযাইতেপারে আর যে স্থল হইতে  
 জয়করণের ও নূতন বসতি করণের উচ্চাভিলাষ সফল হইতে  
 পারে। তৎপরে মালাবার তটে গোয়া নামক উপদ্বীপ যাহার  
 পারিধি সাটেকাদশ কোশ ছিল। তাহাই অধিকার করিলেন।  
 পরন্তু ঐ উপদ্বীপাধিপতি কতৃক দূরীকৃত হইয়া পূমরধিকার  
 করিলেন এবং তদ্বেশীয়রা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে না পারে  
 এমত অভিপ্রায়ে তাহা দৃঢ় করিলেন। সেই অবধি পোন্তু  
 গীসদের পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী গোয়া উপদ্বীপই  
 হইল। তৎকালে আলবুকক এমত আড়ম্বরীতে প্রতিমিধি প্রেরণ  
 ও গৃহণ করিতে লাগিলেন যাহা ভারতবর্ষের কোন রাজসভায়  
 কখন হয় নাই। আর তৎকালে ঐ নূতন বসতি স্থানে রাজধানী-  
 নের প্রতি গুরুত্ব করিলেন আর তদুরা মালাবারতটে পোন্

ভূগীসেরা নির্ভয়ে ও পরাক্রমের সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন দূরদেশ অধিকার করিতে ও দূরস্থ কর্মে তাঁহার ইচ্ছা বৃদ্ধি হইল। তাহাতে পূর্ব দিগে জাহাজ চালাইয়া মালাকা-নামক উপদ্বীপ অধিকার করাতে পূর্বদেশীয় উপদ্বীপ সমূহে পোতুগীসদিগের বাণিজ্য করিবার নূতন স্থল হইল। তদনন্তর পারস্যদেশের মহাখালে অরমজ্জানামক উপদ্বীপ লইতে বাঞ্ছা করিয়া অধিকার করিলেন তাহাতে পারস্য ও আরবের মহাখাল দিয়া সমুদায় বাণিজ্য কর্ম পোতুগীসদিগের হইল। পূর্ব দেশে পোতুগীসদিগের শক্তিবৃদ্ধি কেবল আলবুকার্ক দ্বারাই হইয়াছিল। আলবুকার্কের রাজত্বের শেষে মটমহম্মদ কোশ পর্য্যন্ত সমুদ্র তটস্থ দেশে পোতুগীসদিগের অধিকার বিস্তারিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ত্রিশংটা কুঠী নির্মিত হইয়াছিল। পূর্বে ভারতবর্ষে পোতুগীসদিগের এক প্রদেশও অধিকৃত ছিল না কিন্তু তথাপি একশত বৎসর পর্য্যন্ত তদ্দেশের তাবৎ বাণিজ্য একচেটীয়া রাখিয়াছিল এবং বিপুল ব্যতীত সমুদ্রপথে ভারত-বর্ষে গমনাগমন করিত ॥

আলবুকার্ক ভারতবর্ষে পোতুগীসদিগের পরাক্রম দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিলে এক নূতন শাসনকর্তাদ্বারা অতি কুৎসিতরূপে তাঁহার শক্তির হ্রাস হইল এবং তিনি স্বীয় পদচ্যুতির সময়ে রীতিমত কোন ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়েন নাই। আলবুকার্ক তাঁহার ভূপতিরদ্বারা এই রূপ অকৃতজ্ঞতাপ্রাপ্তে মনঃগীড়িত ইংরাজী ১৫১১শালের ১৩ ডিসেম্বর গোয়া উপদ্বীপের বন্দরের প্রবেশ স্থলে যে ক্ষুদ্র নৌকাতে আক্রান্ত ছিলেন তাহাতেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে তাঁহার মৃতকায় সমারোহপূর্বক স্তুটে আনীত হইলে তিনি যে সকল পোতুগীসদিগকে এবং তদ্দেশীয়দিগকে স্বেচ্ছা বশীভূত করিয়াছিলেন তাঁহারা তন্নিমিত্তে শোকাগবে মগ্ন হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥





## অশুকশোপন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুক	শুক
৩	১১	দীর্ঘায়ু	দীর্ঘায়ু
৪	১২	দশমহাসু	দশমহাসু
৫	২৭	মতায়ুগ	মতায়ুগ
৬	৭	শৃঙ্খলবদ্ধ	শৃঙ্খলবদ্ধ
১০	৩১	নিকপন	নিকপন
১১	১৩	বাবহৃত	বাবহৃত
১৭	৮	ঋষি	ঋষি
১২	২২	পিতৃকুলে	পিতৃকুলে
২৪	১৪	মঙ্গলমান	মঙ্গলমান
২৫	২৭	বিস্তৃত	বিস্তৃত
২৭	২০	বৃত্তান্ত	বৃত্তান্ত
২৮	২৫	তাহার	তাহার
৩১	৩১	এব	এব
৩২	২৬	বৃদ্ধপণ্ডিত	বৃদ্ধপণ্ডিত
৩৮	১১	জয়ীর	জয়ীর
৩৯	১৫	তাহার	তাহার
৪০	১৪	নিখারকম,	নিখারকম
৪১	২	চরিত্রে,	চরিত্রে
৪২	১৮	মম্যাসিদিগের	মম্যাসিদিগের
৪৫	২৫	অষ্টমত	অষ্টমত
৪৬	১০	ভূপতিরা	ভূপতিরা
৪৭	১	নিম্নরি	নিম্নরি
৪৮	২৭	প্রবৃত্ত	প্রবৃত্ত
৪৮	৩১	স্থানে ও	স্থানে ও
৪৯	৩১	সম্মদন	সম্মদন
৫২	২১	ছয়শত	ছয়শত
৫৭	১৮	পুষ্পবতী	পুষ্পবতী
৬০	৫	মুসলমানদিগের	মুসলমানদিগের
৬১	১৩	মুসলমানদিগকে	মুসলমানদিগকে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অক্ষর	শব্দ
৬১	৬	ভূমণে	ভূমণ
৬৩	৭	নূতন২	নূতন২
৬৪	৪	প্রবৃত্তানুসারে	প্রবৃত্তানুসারে
৬৫	১২	আবিশ্যক	আবশ্যক
৬৭	১৭	সংক্ষি	সঙ্ক্ষি
৬৮	৫	সৈন্যাদ্যক্রা	সৈন্যাদ্যক্রা
৬৯	১৭	কিন্তু	কিন্তু
৭০	১৮	হইলক্ষীয়	ক্ষীয়
৭১	১৪	এবং	এবং
৭৩	৩	জয়	জয়
৮১	১১	বংসর	বংসর
৮৫	১৮	শিষ্য	শিষ্য
৮৫	২	তাহার	তাহার
৮৫	২০	পুনবার	পুনবার
৮৬	১৯	ভূপাল	ভূপাল
৮৭	৪	রাজ্যবিস্তার	রাজ্যবিস্তার
৮৯	১৯	সিক্তপুত্র	সিক্ত
৯১	২০	তদ্বারা	তদ্বারা
৯২	১১	সংঘাতিক	সংঘাতিক
৯৭	১৬	পূর্বসীমা	পূর্বসীমা
৯৮	১১	জঙ্ঘীষখা	জঙ্ঘীষখা
১০০	১১	তথাকার	তথাকার
১০৩	১৪	অতিবিস্তৃত	অতিবিস্তৃত
১০৪	৭	তদন্তর	তদন্তর
১০৫	২১	ভূপতি	ভূপতি
১০৫	৩০	প্রবেশদ্বার	প্রবেশদ্বার
১০৮	২৩	প্রধান	প্রধান
১১০	২৬	আবলবৃদ্ধ	আবলবৃদ্ধ
১১২	৫	তাহার	তাহার
১১২	১৮	দুঃখ	দুঃখ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	শ্লোক
১১৭	৮	অথাৎ	অথাৎ
১১২	৩	আনরাধিকে	আনরাধিকে
১২৫	১৪	উদ্যোগকরেন	উদ্যোগকরেন
১৪৭	৩১	জুজরাটি	জুজরাটি
১৫৬	২২	মালওয়ার	মালওয়ার
১৫৭	২৭	নির্ম্মাণ	নির্ম্মাণ
১৬৪	৩১	পর্ষে	পৃষে
১৮১	১০	সংঘাতিক	সংঘাতিক
১৮২	১১	মালওয়ার	মালওয়ার
১৮৬	৮	বৈরি	বৈরী
১৮৭	৩	গুণসূচক	গুণসূচক
১৮৯	১০	সুবদার	সুবাদার
ঐ	৩০	তদ্রঃ শ্লোক	তদ্রঃ শ্লোক
১২১	৬	তাঁহার	তাঁহার
১২৪	১	তাঁহার	তাঁহার
১২৭	২৫	দর	দর
১২৯	৭	সাহাবা	সাহাবা
২০০	২৩	সাতৈকাদশ	সাতৈকাদশ